দণ্ডবিধি
PENAL CODE



অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন

সিটি ল' বুকস্
ইসলামীয়া মার্কেট নীলক্ষেত, ঢাকা

দন্ডবিধি

PENAL CODE, 1860

(ইংরেজী ও বাংলা ভারসনসহ)

অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন

এম, এ, এল-এল, বি (প্রথম স্থান অধিকারী)
এডভোকেট- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা
চেয়ারম্যান- আইন বিভাগ ('ল এন্ড জাষ্টিস)
বি,ইউ,বি,টি. মিরপুর ঢাকা।
ফ্যাকাল্টি মেম্বার, আইন বিভাগ,
প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়, মিরপুর ঢাকা
প্রাক্তন অধ্যক্ষ- আইডিয়াল 'ল কলেজ, ঢাকা
প্রাক্তন অধ্যাপক- সিটি 'ল কলেজ, খুলনা,
সাবেক রিসোর্স পার্সন- ক্লেপ,
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ঢাকা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত
'ল' টিসার্স প্রশিক্ষন কোর্সে (প্রশিক্ষন প্রাপ্ত)
শতাধিক আইন গ্রন্থ প্রণেতা।

সিটি ল' বুকস্

ইসলামিয়া মার্কেট নীলক্ষেত, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ
মোঃ নুরুল ইসলাম (নসু)
প্রোঃ সিটি ল' বুকস্, ইসলামিয়া মার্কেট
নীলক্ষেত ,ঢাকা।
আইন বই প্রকাশক ও পরিবেশক।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ	১৯৯৬
দ্বিতীয় সংস্করণ	১৯৯৮
তৃতীয় সংস্করণ	১৯৯৯
চতুর্থ সংস্করণ	২০০১
পঞ্চম সংস্করণ	২০০৫
ষষ্ঠ সংস্করণ	২০০৬
সপ্তম সংস্করণ	২০০৭
অষ্টম সংস্করণ	২০০৯
নবম সংস্করণ	২০১১
দশম সংস্করণ	২০১২

বর্ণ বিন্যাস ঃ এম.এ. আউয়াল
এল. এল. বি

মুদ্রণে ঃ বন্ধু প্রিন্টিং
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৯৫০.০০ টাকা।

ISBN : 984-32-2633-10

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের বর্তমান দণ্ডবিধির বিধানসমূহ ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত ভারতীয় দণ্ডবিধি বিধানসমূহের অনুরূপ। ১৮৬০ সালে বৃটিশ সরকার ভারতীয় দণ্ডবিধি বলবৎ ও কার্যকরী করেন।

উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এদেশে প্রাচীন হিন্দু দণ্ডবিধি ও মুসলিম দণ্ডবিধি প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় উল্লিখিত সূত্র ও বিধানানুসারে অপরাধের প্রকৃতি নির্ণয় ও দণ্ডদান করা হত। যজ্ঞবল্ক ও নীলকান্ত বিভিন্ন অপরাধ ও দণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

মুসলিম যুগে প্রাচীন হিন্দু অপরাধ তত্ত্বেও পাশাপাশি মুসলিম দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হয়। ইংরেজদের এদেশে আগমনের পূর্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এলাকা ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম দণ্ডবিধি বলবৎ ছিল। মুসলিম দণ্ডবিধির প্রধান ভাষ্যকার ছিলেন ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর দু'জন সুযোগ্য শিষ্য।

ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার পর তারা এদেশের সর্বত্র একই ধরণের এবং ইউরোপীয় আইন-শাস্ত্রের অনুকরণে একটি দণ্ডবিধি প্রচলেনর কথা চিন্তা করেন। এতদুদ্দেশ্যে লর্ড মেকলে'র নেতৃত্বে একটি আইন কমিশন গঠন করেন। লর্ড মেকলে ১৮৩৮ সালে দণ্ডবিধির খসড়া প্রণয়ন সমাপ্ত করেন। কিন্তু ১৮৬০ সালের আগে খসড়াটিকে আইনের রূপ দেয়া ও বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাবে উপমহাদেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ভারত ও বর্তমান বাংলাদেশসহ পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই ইংরেজগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ভারতীয় দণ্ডবিধি চালু রাখে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে একটি সফল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ সালের ২২শে মে জারীকৃত প্রেসিডেন্টের ৪৮নং জরুরী আদেশ বলে পাকিস্তান আমলে চালু অপরাপর আইনসহ দণ্ডবিধি বহাল রাখা হয়েছে। আদেশটি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬শে মার্চ হতে কার্যকরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে যে, দণ্ডবিধির যে সকল ধারায় পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার অথবা পূর্ব পাকিস্তান সরকার উল্লেখ আছে, তথায় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' উল্লেখ করতে হবে।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির মোট ২৩টি অধ্যায় ও ৫১১টি ধারা আছে।

DEDICATION

Mr. & Mrs. Nurul Islam (Nasu)

It is a great pleasure for me to dedicate the book "Penal Code" in the name of Mr. Nurul Islam (Nasu), a very popular name of Nilkhet, Dhaka, proprietor–City Law Books, who has been pleased to publish my book in due time. I am really grateful to the magnetic personalities of Mr. Nurul Islam Nasu and his sweet heart for taking a great risk in publishing the book.

May Allah grant them a long, happy and religious life.

–MD. ALTAF HOSSIAN

সূচীপত্র

THE PENAL CODE, 1860

CONTENTS

CHAPTER–I **Page- 1**

INTRODUCTION

PREAMBLE

[প্রস্তাবনা]

SECTIONS

1. Title and extent of operation of the code.
[শিরোনাম ও কার্যকারিতার সীমা]
2. Punishment of offences committed within Bangladesh.
[বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহের শাস্তি]
3. Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within Bangladesh.
[বাংলাদেশের বাইরে অনুষ্ঠিত কিন্তু আইনবলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিচারযোগ্য অপরাধের শাস্তি]
4. Extension of code to extra-territorial offences.
[রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিবিধির আওতা সম্প্রসারণ]
5. Certain laws not to be affected by this Act.
[এই আইন কতিপয় আইনকে ক্ষুন্ন করবে না]

CHAPTER–II **Page- 8**

GENERAL EXPLANATIONS

সাধারণ ব্যাখ্যাসমূহ

6. Definitions in the code to be understood subject to exceptions.
[এই বিধির সংজ্ঞাসমূহের অর্থ ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষ হবে]
7 Sense of expression once explained.
[একবার ব্যাখ্যাকৃত অভিব্যক্তির তাৎপর্য]

8. Gender. [লিঙ্গ]
9. Number. [বচন]
10. "Man" "Woman" [পুরুষ মহিলা]
11. "Person." [ব্যক্তি]
12. "Public." [জনগণ]
13. (Omitted) [বাতিল]
14. "Servant of the State." [রাষ্ট্রের কর্মচারী]
15. [Repealed] [বাতিল]
16. [Repealed] [বাতিল]
17. "Government." [সরকার]
18. [Repealed] [বাতিল]
19. "Judge" [জজ]
20. "Court of justice." [বিচারালয়]
21. "Public servant." [সরকারী কর্মচারী]
22. "Moveable property." [অস্থাবর সম্পত্তি]
23. "Wrongful loss."
    "Wrongful."
    Gaining wrongfully. [অবৈধভাবে অর্জন]
    Losing wrongfully. [অবৈধভাবে লোকসান]
24. "Dishonestly." [অসাধুভাবে]
25. "Fraudulently." [প্রতারণামূলকভাবে]
26. "Reason to believe." [বিশ্বাস করার কারণ]
27. Property in possession of wife, clerk, or servant.
    [স্ত্রী, কেরানী বা ভৃত্যের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি]
28. "Counterfeit." [নকলকরণ]
29. "Document." [দলিল]
30. "Valuable security" [মূল্যবান জামানত]
31. "A Will." [উইল]
32. Words referring to acts include illegal omissions.
    [অবৈধ বিচ্যুতিসমূহ আইনসমূহের উল্লেখকারী]

১৩. "Act. "Omission." [কার্য বিচ্যুতি]

১৪. Acts done by several persons in furtherance of common intention.
[কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কৃত কার্যাবলী]

১৫ When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention.
[যেক্ষেত্রে অনুরূপ কার্য কোন অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হবার দরুন অপরাধমূলক বলে গণ্য হয়]

১৬. Effect caused partly by act and party by omission.
[আংশিকভাবে কার্য এবং আংশিকভাবে বিচ্যুতির সাহায্যে সংঘটিত ফলাফল]

১৭ Co-operation by doing one of several acts constituting an offence.
[কোন অপরাধ সংঘটনকারী কতিপয় কার্যের একটি সম্পাদনের মাধ্যমে সহযোগিতা]

১৮ Person concerned in criminal act may be guilty of different offences.
[অপরাধমূলক কার্যে জড়িত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন]

১৯ "Voluntarily." [স্বেচ্ছাকৃতভাবে]

২০ "Offence." [অপরাধ]

২১ "Special law" [বিশেষ আইন]

২২ "Local law." [স্থানীয় আইন]

২৩. "Illegal." "Legally bound to do."
[অবৈধ, আইনতঃ সম্পাদন করতে বাধ্য]

২৪ "Injury." [ক্ষতি]

২৫ "Life." [জীবন]

২৬ "Death." [মরণ]

২৭ "Animal." [প্রাণী]

২৮ "Vessel." [জাহাজ]

২৯ "Year." "Month." [বৎসর, মাস]

৩০ "Section" [ধারা]

51. "Oath." [হলফ]
52. "Good faith." [সদ্‌বিশ্বাস]
52A. "Harbour." [আশ্রয়]

CHAPTER–III **Page- 35**
OF PUNISMENTS
[দণ্ড সম্পর্কিত]

53. Punishments. [দণ্ডসমূহ]
53A. Construction of reference to transportation.
[কারাবাস উল্লেখের ব্যাখ্যা]
54. Commutation of sentence of death.
[মৃত্যুদণ্ড হ্রাসকরণ]
55. Commutation of sentence of imprisonment for life.
[যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ্রাসকরণ]
55A. Saving for President's prerogative.
[রাষ্ট্রপতির বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ]
56. [Repealed.] [বাতিল]
57. Fractions of terms of punishment.
[দণ্ড মেয়াদসমূহের ভগ্নাংশসমূহ]
58. [Omitted] [বাতিল]
59. [Omitted] [বাতিল]
60. Sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or pertly or rigorous or simple.
[কারাবাসের কতিপয় ক্ষেত্রে দণ্ড সম্পূর্ণ বা আংশিক সশ্রম বা বিনাশ্রম হতে পারবে]
61. [Repealed] [বাতিল]
62. [Repealed] [বাতিল]
63. Amount of fine. [জরিমানা দণ্ডের পরিমাণ]
64. Sentence of imprisonment for non-payment of fine.
[জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ড]
65. Limit to imprisonment for non-payment of fine, when imprisonment and fine awardable.

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[যেক্ষেত্রে কারাদণ্ড ও জরিমানা দণ্ড বিধেয় সেক্ষেত্রে জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ডের পরিমাণ]

66. Description of imprisonment for non-payment of fine.
[জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ডের বর্ণনা]

67. Imprisonment for non-payment of fine, when offence punishable with fine only.
[কেবল জরিমানা দণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ড]

68. Imprisonment to terminate on payment of fine.
[জরিমানা দণ্ড আদায় করলে কারাদণ্ডের সমাপ্তি হবে]

69. Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine.
[জরিমানা দণ্ডের আনুপাতিক অংশ আদায় করা হলে কারাদণ্ডের সমাপ্তি হবে]

70. Fine leviable within six years, or during imprisonment, Death not to discharge property from liability.
[ছয় বৎসরের মধ্যে বা কারাবাসকালে আদায়যোগ্য জরিমানাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে তার সম্পত্তি দায়মুক্ত হবে না]

71. Limit of punishment of offence made up of several offences.
[কতিপয় অপরাধের সমবায়ে গঠিত অপরাধের শাস্তির সীমা]

72. Punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that it is doubtful of which.
[কতিপয় অপরাধের একটির জন্য দোষী ব্যক্তির শাস্তি–উহা কি সম্পর্কে, রায়ে তার সন্দেহ প্রকাশকরণ]

73. Solitary confinement. [নির্জন কারাবাস]

74. Limit of solitary confinement.
[নির্জন কারাবাসের সীমা]

75. Enhanced punishment for certain offences under Chapter XII or Chapter XVII after previous conviction.
[পূর্ববর্তী দণ্ডের পরে ১২শ অধ্যায়ের বা ১৭শ অধ্যায়ের অধীনে কতিপয় অপরাধের জন্য বর্ধিত দণ্ড]

CHAPTER–IV **Page- 50**
GENERAL EXCEPTIONS

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

76. Act done by a person bound, or by mistake of fact believing himself bound, by law.
[আইনবলে বাধ্য বা ভুল ধারণাবশতঃ নিজকে আইনবলে বাধ্য বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য]

77. Act of judge when acting judicially.
[বিচার সম্পর্কিত কার্য পরিচালনাকালে বিচারকের কার্য]

78. Act done pursuant to the judgment or order of Court.
[আদালতের রায় বা আদেশের অনুসরণে সম্পাদিত কার্য]

79. Act done by a person justified, or by mistake of fact believing
himself justified, by law.
[আইন সমর্থিত বা ভুল ধারণাবশতঃ নিজেকে আইন সমর্থিত বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্য]

80. Accident in doing a lawful act.
[আইনানুগ কার্য সম্পাদনকালে দুর্ঘটনা]

81. Act likely to cause harm, but done without criminal intent and to prevent other harm.
[সম্ভাব্য ক্ষতিকারক কার্য, কিন্তু অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং অন্যবিধ ক্ষতি নিবারণকল্পে সম্পাদিত]

82. Act of a child under seven years of age.
[সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর কার্য]

83. Act of a child above seven and under twelve of immature understanding.
[সাত বৎসরের অধিক বয়স্ক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক অপরিণত বোধশক্তি সম্পন্ন শিশুর কার্য]

84. Act of a person of unsound mind.
[অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কার্য]

85. Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will.
[অনিচ্ছাকৃত প্রমত্ততার কারণে বিচারশক্তি রহিত ব্যক্তির কার্য]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

86. Offence requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated.
[যে অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য বা জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, উন্মত্ত ব্যক্তি কর্তৃক সে অপরাধ সংঘটন]

87 Act not intended and not known to be likely to cause death or
grievous hurt, done by consent.
[মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাবার জন্য অভিপ্রেত নহে, এবং অনুরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ বলে অজ্ঞাত কার্য সম্মতি সহকারে সম্পাদন করা]

88. Act not intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit.
[মৃত্যু ঘটাবার জন্য অভিপ্রেত নহে এমন কার্য ব্যক্তিবিশেষের উপকারার্থ সদ্‌বিশ্বাসে সম্মতি সহকারে সম্পাদন]

89. Act done is good faith for benefit of child or insane person, by or by consent of guardian.
[অভিভাবক কর্তৃক বা তার সম্মতিক্রমে শিশু বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদ্‌বিশ্বাসে কৃত কার্য]

90. Consent known to be given under fear or misconception.
[ভীতি বা ভ্রান্ত ধারণার অধীন দেয়া বলে বিদিত সম্মতি]
Consent of insane person. [অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সম্মতি]
Consent of child. [শিশুর সম্মতি]

91 Exclusion of acts, which are offences independently of harm, caused.
[যে সমস্ত কার্য সাধিত ক্ষতি হতে স্বতন্ত্রভাবে অপরাধ বলে গণ্য, সে সমস্ত কার্য বর্জন]

92. Act done in good faith for benefit of a person without consent. [সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মঙ্গলার্থ সদ্‌বিশ্বাসে কৃত কার্য]

93. Communication made in good faith.
[সদ্‌বিশ্বাসে কৃত যোগাযোগ]

94. Act to which a person is compelled by threats.
[যে কার্য করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

95. Act causing slight harm.
[সামান্য ক্ষতিকারক কার্য]

Of the Right of Private Defence.
[আত্মরক্ষার অধিকার]

96. Thing done in private defence.
[ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত কার্যসমূহ]

97. Right of private defence of the body of property.
[শরীর ও সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত অধিকার]

98. Right of private defence against the act of a person of unsound mind etc.
[অপ্রকৃতিস্থ ইত্যাদি ব্যক্তির কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার]

99. Acts against which there is no right of private defence. Extent to which the right may be exercised.
[যে সমস্ত কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই]

100. When the right of private defence of the body extends to causing death. [যেক্ষেত্রে দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়]

101. When such right extends to causing any harm other than death.
[যেক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য যেকোন ক্ষতির প্রতি প্রযোজ্য হয়]

102. Commencement and continuance of the right of private defence of the body.
[দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের আরম্ভ ও স্থিতিকাল]

103. When the right of private defence of property extends to causing death.
[যেক্ষেত্রে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটাবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়]

104. When such right extends to causing any harm other than death.
[যেক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতিসাধনের প্রতি প্রযোজ্য হয়]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

105. Commencement and continuance of the right of private defence of property.
[সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারের আরম্ভ ও স্থিতিকাল]

106. Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm innocent person.
[নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিসাধিত হবার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার]

CHAPTER–V **Page- 75**
OF ABETMENT
[অপরাধে সহায়তা]

107. Abetment of a thing. [কোন অপরাধ বিষয়ে সহায়তা]

108. Abettor. [দুস্কর্মে সহায়তাকারী]

108A. Abetment in Bangladesh, of offences outside it.
[বাংলাদেশে, বাংলাদেশের বাইরে অপরাধসমূহে সহায়তা দান]

109. Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment.
[দুস্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কাজটি সম্পাদিত হবার ক্ষেত্রে এবং উহার শাস্তি বিধানার্থ কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার ক্ষেত্রে দুস্কর্মে সহায়তার শাস্তি]

110. Punishment of abetment if person abetted does act with different intention from that of abettor.
[সহায়তাকৃত ব্যক্তি সহায়তাকারীর অভিপ্রায় হতে কার্য করার ভিন্ন অভিপ্রায়ে কার্য করার ক্ষেত্রে সহায়তার শাস্তি]

111. Liability of abettor when one act abetted and different act done. [সহায়তা কৃত কার্য হতে ভিন্ন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর দায়িত্ব অনুবিধ]

112. Abettor when to cumulative punishment for act abetted and for act done.
[যেক্ষেত্রে সহায়তাকারী সহায়তাকৃত কার্য ও সম্পাদিত কার্যের দরুন ক্রমপুঞ্জিত শাস্তির জন্য দায়ী হয়]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

113. Liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that intended by the abettor.
[সাহায্যকৃত কার্যের কারণে দুষ্কর্মে সহায়তাকারী কর্তৃক অভিপ্রেত পরিণতি হতে ভিন্ন পরিণতির ক্ষেত্রে দুষ্কর্মে সহায়তাকারীর দায়িত্ব]

114. Abettor present when offence is committed.
[অপরাধ অনুষ্ঠানকালে সহায়তাকারীর উপস্থিতি]

115. Abetment of offence punishable with death or imprisonment for life–
if offence not committed;
if act causing harm be done in consequence.
[মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে সহায়তাকরণ; অপরাধ সংঘটন না হলে]

116. Abetment of offence punishable with imprisonment–
if offence be not committed;
if abettor or person abetted be a public servant whose duty it is to prevent offence.
[কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে সহায়তাকরণ, অপরাধটি অনুষ্ঠিত না হবার ক্ষেত্রে]

117. Abetting commission of offence by the public, or but more than ten persons.
[জনসাধারণ বা দশের অধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তাকরণ]

118. Concealing design to commit offence punishable with death– or transportation for life–
if offence be committed;
if offence be not committed;
[মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র গোপনকরণ
অপরাধ সংঘটন হবার ক্ষেত্রে
অপরাধ সংঘটন না হবার ক্ষেত্রে]

119. Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent–
if offence be committed;
if offence be punishable with death, etc;
if offence be not committed;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[সরকারী কর্মচারী কর্তৃক এমন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র গোপন করা, যা নিবারণ করা তার কর্তব্য

অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে

অপরাধটি মৃত্যু ইত্যাদি দণ্ডে দণ্ডনীয় হবার ক্ষেত্রে

অপরাধটি অনুষ্ঠিত না হবার ক্ষেত্রে]

120. Concealing design to commit offence punishable with imprisonment–

if offence be committed;

if offence be not committed;

[কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র গোপনকরণ

অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে

অপরাধ অনুষ্ঠিত না হবার ক্ষেত্রে]

CHAPTER–V(A) **Page- 95**

CRIMINAL CONSPIRACY

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র

120A. Definition of criminal conspiracy.

[অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা]

120B. Punishment of criminal conspiracy.

[অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি]

CHAPTER–VI **Page- 97**

OF OFFENCIS AGAINST THE STATE

রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ সম্পর্কিত

121. Waging' or attempting to wage war, or abetting waging of war, against Bangladesh.

[বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ করা বা যুদ্ধ ঘোষণার সহায়তা করা]

121A. Conspiracy to commit offences punishable by section 121.

[১২১ ধারাবলে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

122. Collecting arms, etc, with intention of waging war against Bangladesh.
[বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহকরণ]

123. Concealing with intent of facilitate design to wage war.
[যুদ্ধ সুগম করার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র গোপনকরণ]

123A. Condemnation of the creation of the State, and advocacy of abolition of its sovereignty.
[রাষ্ট্র সৃষ্টি নিন্দকরণ ও উহার সার্বভৌমত্বের বিলোপ সমর্থন করা]

124. Assaulting President, Governor, etc, with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power.
[কোন আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা করার বা বাধাদান করার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতি, গভর্নর প্রমুখ ব্যক্তিকে আক্রমণকরণ]

124A. Sedition [রাষ্ট্রদ্রোহ]

125. Waging war against any Asiatic Power in alliance with Bangladesh.
[বাংলাদেশের সাথে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ]

126. Committing depredation on territories of power at peace with Bangladesh.
[বাংলাদেশের সাথে শান্তিতে বসবাসকারী শক্তির রাজ্য এলাকাসমূহের উপর লুণ্ঠন অনুষ্ঠান করা]

127. Receiving properly taken by war or depredation mentioned in section 125 and 126.
[১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লিখিত যুদ্ধ বা লুণ্ঠনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা]

128. Public servant voluntarily allowing prisoner of state or war to escape.
[সরকারী কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছাকৃতভাবে রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে পালায়ে যেতে দেয়া]

129. Public servant negligently suffering such prisoner to escape.
[সরকারী কর্মচারী কর্তক অবহেলাপূর্বক অনুরূপ বন্দীকে পালায়ে যেতে দেয়া]

130. Aiding escape of, rescuing or harboring such prisoner.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[অনুরূপ বন্দীকে পলায়নে সাহায্য করা, উদ্ধার করা বা আশ্রয়দান করা]

CHAPTER–VII Page- 105
OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY, NAVY AND AIR FORCE.
[স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সংক্রান্ত অপরাধ]

131. Abetting mutiny, or attempting to seduce a soldier, sailor, or airman from his duty.
[বিদ্রোহে সহায়তাকরণ বা কোন সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিককে স্বীয় কর্তব্য হতে বিপথগামী করার উদ্যোগ করা]

132. Abetment of mutiny, if mutiny is committed in consequence thereof.
[বিদ্রোহে সহায়তা এবং উহার ফলে বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে]

133. Abetment of assault by soldier, sailor or airman on his superior officer, when in execution of his office.
[সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তদীয় পদের কার্য পরিচালনাকালে আক্রমণ করার ব্যাপারে সহায়তাকরণ]

134. Abetment of such assault, if the assault is committed.
[অনুরূপ আক্রমণে সহায়তাকরণ, আক্রমণ সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে]

135. Abetment of desertion of soldier, sailor or airman.
[সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের পলায়নে সহায়তাকরণ]

136. Harbouring deserter. [পলাতককে আশ্রয় দান করা]

137. Deserter concealed on board merchant vessel through negligence of master.
[পোতাধ্যক্ষের অবহেলার দরুন বাণিজ্য পোতে গোপনকৃত পলাতক]

138. Abetment of act of insubordination by soldier, sailor or airman.
[সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক অবাধ্যতা প্রদর্শনে সহায়তাকরণ]

138A. [Repealed] [বাতিল]

139. Persons subject to certain acts.
[কতিপয় আইনের অধীন ব্যক্তিগণ]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

140. Wearing grab or carrying token used by soldier, sailor or airman.
[সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক পরিধান করা বা প্রতীক ধারণ করা]

CHAPTER–VIII **Page- 109**

OF OFFENCES AGAINST THE PUBLIC TRANQUILLITY

গণশান্তির পরিপন্থী অপরাধ সম্পর্কিত

141. Unlawful assembly.
[বে-আইনী সমাবেশ]

142. Being member of unlawful assembly.
[বে আইনী সমাবেশের সদস্য হওয়া]

143. Punishment. [শাস্তি]

144. Joining unlawful assembly, armed with deadly weapon.
[মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বে-আইনী সমাবেশে যোগদান করা]

145. Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanding to disperse.
[কোন বেআইনী সমাবেশ ভঙ্গ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেনেও উহাতে যোগদান বা উহাতে অবস্থান করা]

146. Rioting. [দাঙ্গা]

147 Punishment for rioting.
[দাঙ্গার শাস্তি]

148. Rioting, armed with deadly weapon.
[মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা সংঘটন]

149. Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object.
[সাধারণ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দোষী]

150. Hiring, or conniving at hiring of persons to join unlawful assembly.
[বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য লোক ভাড়া করা বা ভাড়ার কার্যে সায় দেয়া]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

151 Knowingly joining or continuing in assembly of five or more persons after it has been commanded to disperse.
[পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেনেও উহাতে যোগদান করা বা অবস্থান করা]

152. Assaulting or obstructing public servant when suppressing riot, etc.
[দাঙ্গা ইত্যাদি দমনকালে সরকারী কর্মচারীকে আক্রমণ বা বাধা দান করা]

153. Wantonly giving provocation with intent to cause riot–
if rioting be committed.
if not committed.
[দাঙ্গা অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে বেপরোয়াভাবে উত্তেজনা দান করা]

153A. Promoting enmity between classes,
[শ্রেণীসমূহের মধ্যে শত্রুতা বর্ধন করা]

153B. Inducing students, etc. to take part in political activity.
[রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য ছাত্রগণকে প্ররোচিত করা]

154. Owner or occupier of land on which an unlawful assembly is held.
[যে ভূমিতে বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, সে ভূমির স্বত্বাধিকারী বা অধিকারী]

155. Liability of person for whose benefit riot is committed.
[যে ব্যক্তির উপকারার্থে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তার দায়িত্ব]

156. Liability of agent of owner or occupier for whose benefit riot is committed.
[যে স্বত্বাধিকারী বা দখলকারীর উপকারার্থে দাঙ্গা সংঘটন হয়, সে স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী প্রতিভূর দায়িত্ব]

157 Harbouring persons hired for an unlawful assembly.
[বেআইনী সমাবেশের জন্য ভাড়াটিয়া লোকদের আশ্রয় দান করা]

158 Being hired to take part in an unlawful assembly or riot; or to go armed.
[কোন বেআইনী সমাবেশে বা দাঙ্গায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত ভাড়াটিয়া হওয়া]

159 Affray. [মারামারি]

160 Punishment for committing affray.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[মারামারি অনুষ্ঠানের শাস্তি]

CHAPTER–IX Page- 126

OF OFFENCES BY OR RELATING TO PUBLIC SERVANTS

সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক বা সরকারী কর্মচারীগণ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

161. Public servant talking gratification other than legal remuneration in respect of an official act.

[সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারী কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বখশিশ গ্রহণ]

162. Taking gratification, in order, by corrupt or illegal means, to influence public servant.

[অসাধু বা অবৈধ উপায়ে সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বখশিশ গ্রহণ]

163. Taking gratification, for exercise of personal influence with public servant.

[সরকারী কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য বখশিশ গ্রহণ]

164. Punishment for abetment by public servant of offences defined in section 162 or 163.

[সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহের সহায়তা করার শাস্তি]

165. Public servant obtaining valuable thing, without consideration, from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant.

[সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ]

165A. Punishment for abetment of offences defined in sections 161 and 165.

[১৬১ ও ১৬৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তার শাস্তি]

165B. Certain abettors excepted.

[কতিপয় দুস্কর্মে সহায়তাকারীর অব্যাহতি]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

166. Public servant disobeying law, with to cause injury to any person.

[কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ]

167 Public servant framing an incorrect document with intent to cause injury.

[ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন]

168. Public servant unlawfully engaging in trade.

[সরকারী কর্মচারীর বেআইনীভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া]

169. Public servant unlawfully buying or bidding for property

[সরকারী কর্মচারীর বেআইনীভাবে সম্পত্তি ক্রয় করা বা নিলামের দর হাঁকা

170. Personating a public servant.

[সরকারী কর্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণ]

171 Wearing garb or carrying token used by public servant with fradulent intent.

[প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক পরিধান করা বা প্রতীক ধারণ করা]

CHAPTER–IX-A **Page- 171**

OF OFFENCS RELATING TO ELECTIONS

নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ

171A. "Candidate", "Electoral right" defined.

[প্রার্থী ও নির্বাচনাধিকার-এর সংজ্ঞা]

171B. Bribery. [ঘুষ]

171C Undue influence at election.

[নির্বাচনসমূহে অন্যায় প্রভাব]

171D. Personation at election

[নির্বাচনসমূহে ছদ্মবেশ ধারণ]

171E. Punishment for bribery.

[ঘুষের শাস্তি]

171F Punishment for undue influence or personation at an election.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[নির্বাচনে অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ বা ছদ্মবেশ ধারণের শাস্তি]

171G. False statement in connection with an election.
[নির্বাচন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দান]

171H. Illegal payments in connection with an election.
নির্বাচন সম্পর্কে অবৈধ অর্থ প্রদান]

171-I. Failure to keep election accounts.
[নির্বাচন খরচের হিসাব না রাখা]

CHAPTER–X Page- 141

OF CONTEMPTS OF THE LAWFUL ATHUORITY OF PUBLIC SERVANTS.

সরকারী কর্মচারীগণের আইনানুগ কর্তৃত্ব অবমাননা সম্পর্কিত

172. Absconding to avoid service of summons or other proceeding
[সমন জারীকরেন বা অন্যবিধ ব্যবস্থা এড়াবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করা]

173. Preventing service of summons or other proceeding or preventing publication thereof.
[সমন জারীকরণ বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করা বা তৎসমূহে প্রকাশনায় বাধার সৃষ্টি করা]

174. Non-attendance in obedience to an order from public servant.
[সরকারী কর্মচারীর আদেশের আজ্ঞানুযায়ী হাজির না হওয়া]

175. Omission to produce document to public servant by person legally bound to produce it.
[সরকারী কর্মচারীর নিকট কোন দলিল পেশ করার জন্য আইনত বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট উহা পেশ না করা]

176. Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it.
[সরকারী কর্মচারীর নিকট নোটিশ দান বা তথ্য সরবরাহ করার জন্য আইনত বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক উহা দান বা সরবরাহ না করা]

177. Furnishing false information.
[অসত্য তথ্য সরবরাহ]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

178. Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it.
[হলফ বা শপথ গ্রহণের জন্য যথাযথ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উহা গ্রহণে অস্বীকার করা]

179. Refusing to answer public servant authorized to question.
[প্রশ্ন করার ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারীর প্রশ্নের উত্তরদানে অস্বীকার করা]

180. Refusing to sign statement.
[বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করা]

181 False statement on oath or affirmation to public servant or person authorized to administer an oath or affirmation.
[হলফ বা শপথ পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারী বা ব্যক্তির নিকট হলফ বা শপথ করে মিথ্যা বিবৃতি দান করা]

182. False information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person.
[অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী কর্মচারীকে তার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য করার জন্য মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা]

183. Resistance to the talking of property by the lawful authority of public servant.
[কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ববলে সম্পত্তি গ্রহণে বাধা দান করা]

184. Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant.
[সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্ববলে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধাদান করা]

185. Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant.
[সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্ববলে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তি বেআইনীভাবে ক্রয় করা বা ক্রয়ের জন্য ডাক দেয়া]

186. Obstructing public servant in discharge of public functions.
[সরকারী কর্মচারীকে সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনে বাধাদান করা]

187 Omission to assist public servant when bound by law to give assistance.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[সাহায্য দানের জন্য আইনতঃ বাধ্য হবার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীকে সাহায্য দান করা]

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.
[সরকারী কর্মচারী কর্তৃক যথাযথরূপে জারীকৃত আদেশ অমান্যকরণ]

189. Threat of injury to public servant.
[সরকারী কর্মচারীকে ক্ষতিসাধনের হুমকি]

190. Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant.
[নিরাপত্তা বিধানার্থ সরকারী কর্মচারীর নিকট আবেদন করা হতে বিরত করার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন]

CHAPTER–XI **Page- 156**

OF FALSE EVIDENCE AND OFFENCES AGAINST PUBLIC JUSTICE

মিথ্যা সাক্ষ্যদান ও গণবিচারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধ সম্পর্কিত

191. Giving false evidence.
[মিথ্যা সাক্ষ্যদান]

192. Fabricating false evidence.
[মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করা]

193. Punishment false evidence.
[মিথ্যা সাক্ষ্যের শাস্তি]

194. Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offence;
if innocent person be thereby convicted.
[মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের দণ্ড বিধান করাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা উদ্ভাবন করা]

195. Giving or fabricating false evidence with intent to procure convication of offence punishable with transportation for life or imprisonment.
[যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দণ্ডিত করার মতলবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা উদ্ভাবন করা]

196. Using evidence known to be false.
[মিথ্যা বলে বিদিত সাক্ষ্য ব্যবহার করা]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

197 Issuing or signing false certificate.
[মিথ্যা সার্টিফিকেট দান করা বা উহাতে স্বাক্ষর করা]

198. Using as true a certificate known to be false.
[মিথ্যা বলে বিদিত কোন সার্টিফিকেট সত্য বলে ব্যবহার করা]

199. False statement made in declaration, which is by law receivable as evidence.
[আইনবলে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণীয় ঘোষণায় প্রদত্ত মিথ্যা বিবৃতি]

200. Using as true such declaration knowing it to be false.
[মিথ্যা বলে জেনে অনুরূপ ঘোষণাকে সত্য বলে ব্যবহার করা]

201. Causing disappearance of evidence of offence, or giving false information to screen offender–
if capital offence.
if punishable with transportion
if punishable with less ten year's imprisonment.
[অপরাধকারীকে গোপন করার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য অদৃশ্য করে দেয়া বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে]

202. International omission to give information of offence by person bound to inform.
[তথ্য প্রদানে বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের তথ্য প্রদানের ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি]

203. Giving false information respecting an offence committed.
[অনুষ্ঠিত অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান]

204. Destruction of document to prevent its production as evidence.
[সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করার জন্য দলিল বিনষ্ট করা]

205. False personating for purpose of act or proceeding inisut or prosecution.
[দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার কার্য বা কার্যধারার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ছদ্মবেশ ধারণ]

206. Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution.
[বাজেয়াপ্তকৃতরূপে বা ক্রোকের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তগত করার ব্যাপারে বাধাদানের জন্য সম্পত্তি প্রতারণামূলকভাবে অপসারণ বা গোপন করা]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

207 Fraudulenty claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution.
[বাজেয়াপ্তকৃতরূপে বা ক্রোকের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তগত করার ব্যাপারে বাধাদানের নিমিত্তে প্রতারণামূলকভাবে উক্ত সম্পত্তি দাবী করা]

208. Fraudulently suffering decree for sum not due.
[অপ্রাপ্য অর্থের জন্য প্রতারণামূলকভাবে ডিক্রী পাস করান]

209. Dishonestly making false claim in court.
[অসাধুভাবে আদালতে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করা]

210. Fraudulently obtaining decree for sum not due.
[প্রাপ্য নহে এমন অর্থের প্রতারণামূলকভাবে ডিক্রী অর্জন করা]

211. False charge offence made with intent to injure.
[ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ]

212. Harboring offender–
if a capital offence.
if punishable with transportation for life, or with imprisonment.
[অপরাধীকে আশ্রয় দান, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দন্ডনীয় হবার ক্ষেত্রে]

213. Taking gift, etc., to screen an offender from punishment–
if a capital offence.
if punishable with transportation for life, or with imprisonment.
[অপরাধীকে শাস্তি হতে লুকায়ে রাখার জন্য উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করা
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে
যাবজ্জীবন কারাবাস বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে]

214. Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender–
if a capital offence.
if punishable with transportation for life, or with imprisonment.
[অপরাধীকে লুকায়ে রাখার বিনিময়ে উপহার প্রদান বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ
মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাবাস বা কারাদণ্ডে দণ্ডার্হ হবার ক্ষেত্রে]

215. Talking gift to help to recover stolen property, etc.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks
[চোরাইমাল ইত্যাদি পুনরুদ্ধার কার্যে সাহায্য করার জন্য বখশিশ গ্রহণ করা]

216. Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered–
if a capital offence.
if punishable with transportation for life, or with imprisonment.
[হাজত হতে পলায়ন করেছে এরূপ বা যার গ্রেফতারের আদেশ জারী করা হয়েছে অপরাধীকে আশ্রয় দান করা
মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবার ক্ষেত্রে]

216A. Penalty for harboring robbers or dacoits.
[দস্যু বা ডাকাতকে আশ্রয় দানের শাস্তি]

216B [Omitted]
[বাতিল]

217. Public servant disobeying direction of la with intent to save person from punishment or property from forfeiture.
কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বাঁচাবার বা কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি হওয়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন ।

218. Pablic servant framing incorrect record or writing with intent to save to person from punishment or property from forfeiture.
কারে প্রেরণ করার আটক রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি আইনবিরুদ্ধ কাজ করতে বলে জানা সত্ত্বেও যদি া করেন ।

219. Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc., contrary to law.
[সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বিচার বিভাগীয় মামলায় আইনের প্রতিকূলে অসাধুভাবে বিবরণী ইত্যাদি প্রণয়ন করা]

220. Commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law.
[আইনের পরিপন্থী কার্য করছে বলে জানে এমন কোন কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিচার বা আটকের জন্য সোপর্দকরণ]

221 International omission to apprehend on the part of public s vant bound to apprehend.
[গ্রে তার করতে বাধ্য এমন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফতার করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে ত্রুটি]

222. International omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[দণ্ডাজ্ঞাধীন বা আইনানুগভাবে সোপর্দকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে বাধ্য এমন কোন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফতার করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি]

223. Escape from confinement or custody negligently suffered by public servant.
[সরকারী কর্মচারীর অবহেলার দরুন আটক বা হাজত হতে পলায়ন]

224. Resistance or obstruction by a person to his lawful apprehension.
[কোন ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে তৎকর্তৃক বাধাদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি]

225. Resistance or obstruction to lawful apprehension of another person.
[অপর ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে বাধাদান বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা]

225A. Omission to apprehend, or sufferance of escape, on part of public servant in cases not otherwise provided for.
[প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত হয়নি এমন ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফতারের ত্রুটিকরণ বা পলায়নে সম্মতি দান]

225B. Resistance or obstruction to lawful apprehension, or escape or rescue, in cases not otherwise provided for.
[প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত নহে এরূপ ক্ষেত্রে আইনত গ্রেফতারে বাধা দান করা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অথবা পলায়ন বা উদ্ধার করা]

226. [Omitted].
[বাতিল]

227. Violation of condition of remission of punishment.
[শাস্তি মওকুফের শর্ত লংঘন করা]

228. Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding.
[বিচার বিভাগীয় মামলায় বিচারকার্যে রত সরকারী কর্মচারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা বা বাধা দান করা]

229. Personating of a juror or assessor.
[কোন জুরি বা এ্যাসেসরের ছদ্মবেশ ধারণ]

CHAPTER–XII **Page- 189**

OF OFFENCES RELATING TO COIN AND GOVERNMENT STAMPS.

230. "Coin" defined.

মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্প-
সমূহ সংক্রান্তঅপরাধ সমূহ প্রসঙ্গে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Bangladesh coin.
[মুদ্রার সংজ্ঞা; বাংলাদেশী মুদ্রা]

231. Counterfeiting coin.
[মুদ্রা জালকরণ]

232. Counterfeiting Bangladesh coin.
[বাংলাদেশী মুদ্রা জালকরণ]

233. Making or selling instrument for counterfeiting coin.
[মুদ্রা জালকরণের যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয় করা]

234. Making or selling instrument for counterfeiting Bangladesh coin.
[বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করার যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয় করা]

235. Possession of instrument or material for the, purpose of using the same for counterfeiting Coin; if Bangladesh if coin.
[মুদ্রা জাল করার কার্যে কোন যন্ত্র বা বস্তু ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে উক্ত যন্ত্র বা বস্তু দখল করা
বাংলাদেশী মুদ্রার ক্ষেত্রে]

236. Abetting in Bangladesh the counterfeiting out of Bangladesh of coin.
[বাংলাদেশের বাইরে মুদ্রা জাল করার কাজে সাহায্যকরণ]

237. Import or export of counterfeit coin.
[জাল মুদ্রার আমদানী বা রফতানি]

238. Import or export of counterfeit of Bangladesh coin.
[বাংলাদেশী মুদ্রার নকলসমূহ আমদানী বা রফতানি]

239. Delivery of coin, possessed with knowledge that it is counterfeit.
[কোন মুদ্রা জাল বলে জেনে দখল করার পর উহা হস্তান্তরকরণ]

240. Delivery of Bangladesh coin, possessed with knowledge that it is counterfeit.
[বাংলাদেশী মুদ্রা জাল বলে জেনে দখল করার পর উহা হস্তান্তরকরণ]

241. Delivery of coin as genuine, which when first possessed, the deliverer did not know to be counterfeit.
[এমন কোন মুদ্রা খাঁটি বলে হস্তান্তর করা, যা প্রথম দখল করার কালে হস্তান্তরকারী জানত না যে উহা জাল মুদ্রা]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

242. Possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof.
[এমন ব্যক্তি কর্তৃক জাল মুদ্রা দখলকরণ যে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রা দখল করার কালে উহা জাল মুদ্রা বলে জানত]

243. Possession of Bangladesh coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof.
[এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশী মুদ্রা দখলকরণ, যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করার কালে উহা জাল মুদ্রা বলে জানত]

244. Person employed in mint causing coin to be of deferent weight or composition from that fixed by law.
[টাকশালে নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক আইনবলে স্থিরীকৃত ওজন বা গঠন হতে ভিন্ন ওজন বা গঠনের মুদ্রা প্রস্তুত করা]

245. Unlawfully taking coining instrument from mint.
[টাকশাল হতে বেআইনীভাবে মুদ্রা তৈয়ারির যন্ত্রে নিয়ে যাওয়া]

246. Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of coin.
[প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে মুদ্রার ওজন হ্রাসকরণ বা গঠন পরিবর্তনকরণ]

247. Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of Bangladesh coin
[প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে বাংলাদেশী মুদ্রার ওজন হ্রাসকরণ বা গঠন পরিবর্তন করা]

248. Altering appearance of coin with intent that it shall pass as coin of different description.
[এই অভিপ্রায়ে কোন মুদ্রার রূপ পরিবর্তন করা যে উহা ভিন্ন বর্ণনার মুদ্রা হিসাবে চালু হবে]

249. Altering appearance of Bangladesh coin, with intent that it shall pass as coin of different description.
[এই অভিপ্রায়ে কোন মুদ্রার রূপ পরিবর্তন করা যে উহা ভিন্ন বর্ণনার মুদ্রা হিসেবে চালু হবে]

250. Delivery of coin, possessed with knowledge that it is altered.
[পরিবর্তিত হয়েছে এরূপ অবগতি মতে দখলকৃত মুদ্রা হস্তান্তরকরণ]

251. Delivery of Bangladesh coin, possessed with knowledge that is altered.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[পরিবর্তিত হয়েছে এরূপ অবগতি মতে অধিকৃত বাংলাদেশী মুদ্রা হস্তান্তর করা]

252. Possession of coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof.
[এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মুদ্রা দখল করা যে উহা অধিকার করার কালে পরিবর্তিত বলে জানত]

253. Possession of Bangladesh coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof.
[এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশী মুদ্রার দখলকার হওয়া, যে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করার কালে জানত যে উহা পরিবর্তিত হয়েছে]

254. Delivery of coin as genuine, which, when first possessed, the deliverer did not know to be altered.
[এমন মুদ্রা খাঁটি বলে প্রদান করা যা প্রথম দখল করার সময় পরিবর্তিত হয়েছিল বলে প্রদানকারীর জানা ছিল না]

255. Counterfeiting Government stamp.
[সরকারী স্ট্যাম্প জালকরণ]

256. Having possession of instrument or material for counterfeiting Government stamp.
[সরকারী স্ট্যাম্প জাল করার যন্ত্র বা উপাদান দখলে রাখা]

257. Making or selling instrument for counterfeiting Government stamp
[সরকারী স্ট্যাম্প জালকরণার্থ যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয় করা]

258. Sale of counterfeit Government stamp.
[জাল সরকারী স্ট্যাম্প বিক্রয় করা]

259. Having possession of counterfeit Government stamp.
[জাল সরকারী স্ট্যাম্প দখলে রাখা]

260. Using as genuine a Government stamp known to be counterfeit.
[জাল বলে পরিচিত কোন সরকারী স্ট্যাম্প খাঁটি বলে ব্যবহার করা]

261 Effacing writing form substance bearing Government stamp, or removing from document a stamp used for it, with intent to cause loss to Government.
[সরকারের ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী স্ট্যাম্প ধারক কোন বস্তু হতে লেখা নিশ্চিহ্ন করা বা দলিল হতে উহার জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প তুলে ফেলা]

262 Using Government stamp known to have been before used.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে বলে পরিচিত সরকারী স্ট্যাম্প ব্যবহার করা]

263. Erasure of mark denoting that stamp has been used.
[স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ অর্থসূচক চিহ্ন মুছে ফেলা]

263A. Prohibition of fictitious stamps.
[অসত্য স্ট্যাম্পসমূহ নিষিদ্ধকরণ]

CHAPTER–XIII **Page- 206**

OF OFFENCES RELATING TO WEIGHTS AND MEASURES

বাটখারা ও মাপকাঠি সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

264. Fraudulent use of false instrument for weighing.
[ওজনের জন্য অপ্রকৃত যন্ত্রের প্রতারণামূলক ব্যবহার]

265. Fraudulent use of false weight or measure.
[অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠির প্রতারণামূলক ব্যবহার]

266. Being in possession of false weight or measure.
[অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠির অধিকারী হওয়া]

267. Making, or selling false weight or measure.
[অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠি প্রস্তুত বা বিক্রয় করা]

CHAPTER–XIV **Page- 208**

OF, OFFENCES AFFECTING THE PUBLIC HEALTH, SAFETY, CONVENIENCE, DECENCY AND MORALS.

জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শোভনতা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

268. Public nuisance.
[গণ-উপদ্রব]

269. Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life
[অবহেলাজনিত কার্য, যার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী রোগের সংক্রমণ বিস্তার লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে]

270. Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks
[চুরি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ জলমগ্ন, চড়া বা কূলের দিকে ধাবিত করার শাস্তি]

440. Mischief committed after preparation made for causing death or hurt.
[মৃত্যু বা আঘাত ঘটাবার প্রস্তুতি গ্রহণের পর অনিষ্ট সাধন করা]

Of Criminal Trespass
অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কিত

441. Criminal trespass. [অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ]

442. House-trespass. [অনধিকার গৃহ প্রবেশ]

443. Lurking house-trespass. [সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ]

444. Lurking house-trespass by night.
[রাত্রিবেলায় সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ]

445. House-breaking. [অপথে গৃহপ্রবেশ]

446. House-breaking by night.
[রাত্রি বেলায় অপথে গৃহপ্রবেশ]

447. Punishment for criminal trespass.
[অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি]

448. Punishment for house trespass.
[অনধিকার গৃহপ্রবেশের শাস্তি]

449. House-trespass in order to commit offence punishable with death.
[মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ]

450. House-trespass in order to commit offence punishable with transportation for life.
[যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ]

451. House-trespass in order to commit offence punishable with imprisonment.
[কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ]

452. House-trespass after preparation for hurt, assault, or wrongful restraint.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেয়ার পর অনধিকার গৃহপ্রবেশ]

453. Punishment for lurking house-trespass or house-breaking.
[সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশের শাস্তি]

454. Lurking house-trespass or house-breaking in order to commit offence punishable with imprisonment.
[কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ]

455. Lurking house-trespass or house-breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint.
[আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেয়ার পর সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ]

456. Punishment for lurking house-trespass or house-breaking by night.
[রাত্রিবেলায় সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশের শাস্তি]

457 Lurking house-trespass or house-breaking by night in order to commit offence punishable with imprisonment.
[কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সঙ্গোপনে রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ]

458. Lurking house-trespass or house-breaking by night, after preparation for hurt, assault or wrongful restraint.
[আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেয়ার পর সঙ্গোপনে রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ]

459. Grievous hurt caused whilst committing lurking house-trespass or house-breaking.
[সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানকালে দেয়া গুরুতর আঘাত]

460. All persons jointly concerned in lurking house-trespass or house-breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[সঙ্গোপনে রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরিতে মিলিতভাবে জড়িত সকল ব্যক্তি, যেক্ষেত্রে তাদের কোন একজন মৃত বা গুরুতর আঘাত দান করে, দণ্ডনীয় হবে]

461 Dishonestly breaking open receptacle property.
[সম্পত্তি ধারণকারী কোন পাত্র অসাধু উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে খোলা]

462. Punishment for same offence when committed by person entrusted with custody.
[রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে একই অপরাধের শাস্তি]

Of the loss property of Banking Company
ব্যাংকিং কোম্পানীর সম্পত্তি ক্ষতি

462A. Penalty for negligent conduct of bank officers and employees.
[ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অবহেলাপূর্ণ আচরণের শাস্তি]

462B. Penalty for defrauding banking company.
[ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোম্পানীকে প্রতারণা করার শাস্তি.

CHAPTER–XVIII Page- 356
OF OFFENCES RELATING TO DOCUMENTS AND TO TRADE OR PROPERTY MARKS.
দলিলাদি এবং ব্যবসায় বা সম্পত্তি চিহ্ন সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

463. Forgery. [জালিয়াতি]

464. Making a false document.
[মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণ]

465. Punishment for forgery.
[জালিয়াতির শাস্তি]

466. Forgery of record of Court or of public register, etc.
[আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিষ্ট্রার ইত্যাদি জালকরণ]

467 Forgery of valuable security, will, etc.
[মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ]

468. Forgery for purpose of cheating.
[প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

469. Forgery for purpose of harming reputation.
[মানহানির উদ্দেশ্যে জালিয়াতি]

470. Forge document. [জাল দলিল]

471. Using as genuine a Forge document.
[কোন জাল দলিলকে খাঁটি হিসাবে ব্যবহারকরণ]

472. Making or possessing counterfeit seal, etc, with inter to commit forgery punishable under section-467.
[৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে মেকি মোহর ইত্যাদি নির্মান বা দখল]

473. Making or possessing counterfeit seal, etc, with inter to commit forgery punishable otherwise.
[প্রকারান্তরে দণ্ডনীয় জালিয়াতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে মেকি সীলমোহর ইত্যাদি নির্মাণ বা দখল]

474. Having possessing of document described in section 466 or 467, knowing it to be forged and intending to use it as genuine.
[৪৬৬ বা ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিল, উহা জাল বলে জেনে এবং উহা খাঁটি বলে ব্যবহার করার ইচ্ছা করে দখল]

475. Counterfeiting device or mark used for authenticating documents described in section-467 or possessing counterfeit marked material.
[৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিলসমূহ প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত নক্শা বা চিহ্ন নকলকরণ বা মেকি চিহ্নিত দ্রব্য দখল]

476. Counterfeiting device or mark used for authenticating document other than those described in section467, or possessing counterfeit marked material.
[৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিলাদি হতে ভিন্ন দলিলাদি প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত নক্শা বা চিহ্নাদি নকলকরণ অথবা মেকি চিহ্ন সম্বলিত দ্রব্য দখল]

477. Fraudulent cancellation, destruction, etc, of will, authority to adopt, or valuable security.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[উইল, দস্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র বা কোন মূল্যবান জামানত প্রতারণামূলকভাবে বাতিলকরণ বা বিনষ্টকরণ ইত্যাদি]

177A. Falsification of accounts.
[হিসাবপত্র বিকৃতকরণ]

Of Trade, Property and other Marks
বাণিজ্য, সম্পত্তি ও অন্যান্য চিহ্ন সম্পর্কিত

178. Trade mark. [বাণিজ্য প্রতীক]

179. Property mark. [পণ্য-প্রতীক চিহ্ন]

180. Using a false trade mark
[মিথ্যা পণ্য-প্রতীকের ব্যবহার]

181 Using a false property mark.
[মিথ্যা সম্পত্তি প্রতীক ব্যবহার]

182. Punishment for using a false trade mark or property mark.
[মিথ্যা বাণিজ্য-প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীক ব্যবহারের শাস্তি]

183. Counterfeiting a trade mark or property mark used by another.
[অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত কোন বাণিজ্য-প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীক জালকরণ]

184. Counterfeiting a mark used by a public servant.
[কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন প্রতীক জালকরণ]

185. Making or possession of any instrument for counterfeiting a trade mark or property mark.
[বাণিজ্য-প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীক নকল করার যেকোন যন্ত্র প্রস্তুত বা দখল]

186. Selling a goods marked with a counterfeit trade mark or property mark.
[মেকি বাণিজ্য-প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীকের চিহ্নিত মাল বিক্রয়]

187 Making a false mark upon any receptacle containing goods.
[মালধারক কোন পাত্রের উপর মিথ্যা চিহ্ন]

188 Punishment for making use of any such false mark.
[অনুরূপ যেকোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহারের শাস্তি]

189 Tamping with property mark with intent to cause injury.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি প্রতীকে হস্তক্ষেপকরণ]

Of Currency-Notes and Bank-Notes

মুদ্রা-নোট এবং ব্যাংক নোট সম্পর্কিত

489A. Counterfeiting currency-notes and bank notes.

[মুদ্রা-নোটসমূহ বা ব্যাংক নোটসমূহ নকলকরণ]

489B. Using as genuine forged or counterfeit currency-notes or bank notes.

[জাল বা মেকি মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোট খাঁটি হিসাবে ব্যবহারকরণ]

489C. Possession of forge or counterfeit currency-notes or bank-notes.

[মুদ্রা-নোট বা জাল বা নকল ব্যাংক নোট দখলে রাখা]

489D. Making or possession instruments or materials for forging or counterfeiting currency-notes or bank-notes.

[মুদ্রা নোটসমূহ বা ব্যাংক নোটসমূহের জাল বা নকল]

489E. Making or using documents resembling currency-notes or bank-notes.

[মুদ্রা নোটসমূহ বা ব্যাংক নোটসমূহের সদৃশ দলিলসমূহ প্রস্তুত বা ব্যবহারকরণ]

CHAPTER–XIX **Page- 380**

OF THE CRIMINAL BREACH OF CONTRACTS OF SERVICE

চাকরি-চুক্তিসমূহের অপরাধমূলক ভঙ্গকরণ সম্পর্কিত

490. [Repeated.] [বাতিল]

491. Breach of contract to attend on and supply wants of helps person.

[অসহায় ব্যক্তির পরিচর্যা করা এবং তার অভাবসমূহ মিটাবার চুক্তিভঙ্গকরণ]

492. [Repeated.] [বাতিল]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

CHAPTER–XX Page- 380

OF OFFENCES RELATING TO MARRIAGE

বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

493. Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage.

[প্রতারণামূলকভাবে আইনানুগ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী স্ত্রীরূপে সহবাস]

494. Marrying again during life-time of husband or wife.

[স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহকরণ]

495. Same offence with concealment of former marriage from person with whom subsequence marriage is contracted

[যে ব্যক্তির সাথে পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয় তার নিকট পূর্ববর্তী বিবাহ গোপন করে একই রকম অপরাধ অনুষ্ঠানকরণ]

496. Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage.

[আইনসঙ্গত বিবাহ সম্পাদন ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা]

497 Adultery. [ব্যভিচার]

498. Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married women.

[কোন বিবাহিতা নারীকে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধকরণ বা অপহারণ বা আটককরণ]

CHAPTER–XXI Page- 386

OF DEFAMATION

499. Defamation. মানহানি প্রসঙ্গে

Imputation of truth which public good requires to be made of published

Public conduct of public servants.

Conduct of any person touching any public question.

Publication of reports of proceedings of courts

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Merits of case decided in court , or conduct of witnesses and others concerned.

Merits of public Performance.

Censure passed in good faith by person having lawful authority over another.

Accusation preferred in good faith to authorized person.

Imputation made in good faith by person for protection, of his other's Interest.

Caution intended for good of person to whom conveyed or for public good.

500. Punishment for defamation.
[মানহানির শাস্তি]

501. Printing or engraving matter known to be defamatory.
[মানহানিকর বলে পরিচিত বিষয় মুদ্রণ বা খোদাইকরণ]

502. Sale of printed or engraved substance conducing defamatory matter.
[মানহানির বিষয় সম্বলিত মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু বিষয়করণ]

CHAPTER XXII Page- 395

OF CRIMINAL INTIMIDATION, INSULT, AND PREJUDICAL AND ANNOYANCE

অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, অপমানজনক, ক্ষতিকর ও বিক্রয়করণ কাজ সম্পর্কে

503. Criminal intimidation.
[অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন]

504. Intentional insult with intent to provoke breach of the peace.
[শান্তিভঙ্গের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান]

505. Statements conducting to public mischief.
[জনগণের অনিষ্ট সাধনে সহায়ক বিবৃতিসমূহ]

505A. Prejudicial act by words, etc.
[কথার দ্বারা ক্ষতিকর কাজ, ইত্যাদি]

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

506. Punishment for criminal intimidation.
[অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি]

If threat be to cause death or grievous hurt, etc.

507. Criminal intimidation by an anonymous communication.
[বেনামী চিঠিপত্রের সাহায্যে অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন]

508. Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of the Divine displeasure.
[কোন ব্যক্তিকে সে দৈব আক্রোশ কবলিত হবে বলে বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করে কোন কার্য সম্পাদন করা]

509. Word gesture or act intended to insult the modesty of a women.
[কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদার অভিপ্রায়ে কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কার্য]

510. Misconduct in public by a drunken person.
[প্রকাশ্যে মাতাল ব্যক্তির অশোভন আচরণ]

CHAPTER–XXIII **Page- 401**

OF ATTEMPTS TO COMMIT OFFENCES
অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ সম্পর্কিত

511. Punishment for attempting to commit offences punishable with transportation for life or imprisonment.
[যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগের শাস্তি]

❖ LEADING CASES 406

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অধ্যায় ভিত্তিক/ প্রশ্নমূলক আলোচনা

Chapter–1	অপরাধ এবং দেওয়ানী অপরাধ	৪৩
Chapter–2	শাস্তির প্রকার ও শাস্তিদানের উদ্দেশ্য	৪৫
Chapter–3	মেন্‌স রিয়া (দুষ্টমন)	৪৫
Chapter–4	আইনের অজ্ঞতা ও ঘটনার অজ্ঞতা	৪৬
Chapter–5	অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ ধরে নেয়ার মতবাদ	৪৬
Chapter–6	সাধারণ উদ্দেশ্য ও সাধারণ অভিপ্রায়	৪৬
Chapter–7	আত্মরক্ষার অধিকার	৪৮
Chapter–8	প্ররোচনা সম্পর্কিত অপরাধ	৪৯
Chapter–9	অবৈধ জমায়েত বা বে-আইনী সমাবেশ	৪৯
Chapter–10	অবৈধ বাধা ও অবৈধ অবরোধ	৪৯
Chapter–11	অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ	৫০
Chapter–12	অপরাধজনক নরহত্যা	৫০
Chapter–13	গৃহে অনধিকার প্রবেশ ও দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ	৫১
Chapter–14	বলপূর্বক অপহরণ ও প্রতারণামূলক অপহরণ	৫১
Chapter–15	চুরি, রাহাজানি ও ডাকাতি	৫২
Chapter–16	জালিয়াতি এবং মিথ্যা দলিল প্রণয়ন	৫২
Chapter–17	অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ	৫৩
Chapter–18	মানহানি	৫৩
Chapter–19	অপরাধ করার প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি	৫৩
Chapter–20	**সংজ্ঞা ও পার্থক্য**	৫৪
Chapter–21	**সমস্যা ও সমাধান**	৫৫

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

PENAL CODE, 1860

CHAPTER–I

INTRODUCTION

অবতরণিকা

Preamble: Whereas it is expedient to provide a general Penal Code for Bangladesh; it is enacted as follows:–

প্রস্তাবনাঃ যেহেতু বাংলাদেশের জন্য একটি সাধারণ দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হলোঃ

Sec.–1. Title and extent of operation of the Code: This Act shall be called the Bangladesh Penal Code, and shall take effect throughout Bangladesh.

অনুবাদ ১॥ শিরোনাম ও কার্যকারিতার সীমাঃ এই আইন দণ্ডবিধি নামে অভিহিত হবে এবং উহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর করা হবে।

Sec.–2. Punishment of offences committed within Bangladesh: Every person shall be liable to punishment under this Code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within Bangladesh.

অনুবাদ ২॥ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত অপরাধসমূহের শাস্তিঃ প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই বিধির বিধানসমূহের পরিপন্থী যে কার্য বা বিচ্যুতির জন্য দোষী গণ্য হবে, তার প্রত্যেক কার্য বা বিচ্যুতির জন্য এই বিধির অধীনে, এবং প্রকারান্তরে নহে, দণ্ডনীয় হবে।

আলোচনা

'অপরাধ' (Crime) এবং দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধ (Civil wrong) শব্দ দুইটি ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত মামলায় সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। Crime বা অপরাধ বলতে আইন লংঘনকে বুঝায়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত অধিকার লংঘন সম্পর্কীয় অপরাধ Civil wrong হিসাবে গণ্য হয়। ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্ত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত সময় নাই–যদিও দেওয়ানী অপরাধ সংক্রান্ত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় তামাদি আইনে (Limitation Act) লিপিবদ্ধ আছে। সর্বোপরি, Crime এবং Civil wrong-এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও কতকগুলি অন্যায়

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কার্যের জন্য একই সাথে বা পৃথকভাবে ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করা যায়।

দণ্ডবিধিতে 'অপরাধ' (Crime) শব্দটির কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। তবে যে সকল কার্য করলে বিভিন্ন রকম অপরাধ (যেমন–চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি) সংঘটিত হয়, উহাদের ব্যাখ্যা ও শাস্তি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, 'অপরাধ' (Crime) শব্দটির সঠিক ও যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দণ্ডবিধিই যথেষ্ট নয়–বরং ফৌজদারী কার্যবিধি (CRPC) গবাদি পশুর অধিকার প্রবেশ আইন (Cattle Trespass Act) ও অন্যান্য প্রচলিত আইনের আলোকে ইহার স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়।

সাধারণভাবে, 'অপরাধ' (Crime) বলতে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ করা বা কোন কাজ করা হতে বিরত থাকাকে বুঝায়। এই সকল অপরাধ শুধু ব্যক্তি বিশেষের জন্যই নয়, রাষ্ট্রের পক্ষেও ক্ষতিকারক এবং যার জন্য শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনিষী অসবর্ণ (Osborn) এর সংজ্ঞা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অপরাধ' (Crime) শব্দের সঠিক ও আইনগত সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়া (Osborn) বলেন যে, Crime is an act which sends to prejudice of the community and forbidden by law on pain of punishment inflicfed at the suit of the tatate. অর্থাৎ 'অপরাধ' বলতে এমন একটি অন্যায়কার্য সংঘটন করাকে বুঝায়, যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর এবং আইনের নিষিদ্ধ এবং যে অন্যায়ের জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করতে পারে।

ফৌজদারী আইনে, কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত সময় নাই। দেওয়ানী সংক্রান্ত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কারণ তামাদি আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে হয়। ফলে, ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেওয়ানী মামলা দায়ের না করলে উহা আদালত কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ঐ আইন প্রযোজ্য নহে।

সুতরাং ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ফরিয়াদী তার সুবিধামত যে কোন সময়ে মামলা দায়ের করতে পারে। তবে অযথা বিলম্ব না করে শীঘ্রই মামলা দায়ের করা ফরিয়াদীর জন্য কল্যাণকর। কারণ অহেতুক বিলম্বের কারণে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত সাক্ষীগণের মধ্যে ফাটল ধরিতে পারে। এছাড়া, অপরাধ ঘটার পরেই বিনা কারণে মামলা দায়ের করতে বিলম্ব ঘটলে অপরাধ করার অপরাধ করার বিষয়ে আদালতের সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে।

অপরাধের আবশ্যকীয় উপাদানঃ অপরাধ সংঘটনের জন্য কয়েকটি উপাদানের প্রয়োজন। যেমন–(১) দুষ্টমন, (২) ইচ্ছা, (৩) অভিপ্রায়, (৪) আইনগত ত্রুটি, (৫) ঘটনাজনিত ভুল ইত্যাদি। নিম্নে এগুলি আলোচনা করা হল–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) দুষ্টমনঃ Guilty Mind অর্থাৎ দুষ্টমন বলতে দোষযুক্ত মনকে বুঝায়। যদি কোন অপরাধী কোন অপরাধ করার সময় তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা লুকায়িত না থাকে অর্থাৎ দোষযুক্ত মনের অভাব থাকে তাহলে তাকে দোষী ব্যক্তি বা অপরাধী বলে গণ্য করা যাবে না।

(২) ইচ্ছা ও অভিপ্রায় (Intention & Malice)ঃ ইচ্ছা কার্যের ফলাফল লক্ষ্য করে থাকে। কিন্তু অভিপ্রায় কার্যকে চালিত করে। ইচ্ছা প্রকাশে কোন কাজ সম্পাদন করবার বাসনাস্বরূপ। অভিপ্রায় হল উহার অনুভূতি যা বাসনাকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

যেমন—ক খকে হত্যা করল। এখানে ক মনের মধ্যে হত্যা করার যে ইচ্ছা পোষণ করেছিল তা-ই সম্পন্ন করল। কিন্তু অভিপ্রায় হল এই যে, ক এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ-কে হত্যা করা। অর্থাৎ এ হত্যার ফলে ক-এর প্রতিশোধ নেয়ার অভিপ্রায় সিদ্ধ হল।

(৩) অবহেলা (Negligence)ঃ অবহেলা Mens rea-এর পরিবর্তিত রূপ। অবহেলা একটি মানসিক অবস্থাকে বুঝায়। অবহেলার জন্য কোন ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের প্রয়োজন নাই অবহেলা দুই প্রকারের, যথা—(১) ইচ্ছাকৃত অবহেলা, (২) অমনোযোগিতা।

(১) ইচ্ছাকৃত অবহেলার অর্থ অন্য বিষয়ে মনকে আকৃষ্ট করা। এ সকল ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা পূর্ব হতেই বুঝা যায়, যদিও কারও অনিষ্ট করার ইচ্ছা না থাকে।

যেমন—যদি কোন লোক একটি অপরাধজনক কাজ করে যদিও সে জানে যে এর ফলে অপর ব্যক্তিটির ভীষণ ক্ষতি হতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে সে ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে

(২) অবহেলা মূলত অমনোযোগিতা সমন্বয়ে গঠিত অমনোযোগিতা দ্বারা অবশ্য করণীয় কর্তব্য অবহেলিত হয়। তবে সকল অমনোযোগিতা অবহেলার পর্যায়ে পড়ে না। যেমন—ভুলবশত দুর্ঘটনাপ্রসূত, ইচ্ছাকৃত বা অসতর্কতামূলক অবহেলার মূলে অমনোযোগিতাই সব সময় দায়ী নহে এবং অসতর্কতাকেই দায়ী বলা চলে

(৪) আইনগত ত্রুটি (Mistake of law)ঃ Ignorance of law is no excuse অর্থাৎ আইন জানিনা বললেই ক্ষমা পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য নজীর দেয়া যেতে পারে, যেমন—Ignorantia juris neminem exusat যার অর্থ হল আইন বিষয়ে অজ্ঞতা ক্ষমার জন্য যথেষ্ট নহে। দণ্ডবিধি অনুসারে আইনগত ত্রুটির দুটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন—(১) দণ্ডবিধির ৭৮ ধারা অনুসারে আইনগত ত্রুটি এর আইনগত প্রতিবাদ করা যেতে পারে। ৭৮ ধারা অনুসারে দণ্ডবিধিতে বর্ণিত আছে যে, কোন আদালতের নির্দেশক্রমে কিংবা কোন আদালতের রায় বা আদেশ অনুসারে উক্ত রায় বা আদেশ বলবৎ থাকাকালে কৃত কোন কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আদালতের অনুরূপ রায় বা আদেশ প্রদানের এখ্‌তিয়ার না থাকলেও

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুরূপ কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না, যদি উক্ত কার্যটি সম্পন্নকারী ব্যক্তি সরল মনে বিশ্বাস করে থাকে যে, আদালতের অনুরূপ এখ্‌তিয়ার আছে।

(২) দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারা অনুসারে আইনগত ত্রুটিকে ক্ষমা করা যেতে পারে, যদি আসামী চুরি করাকে ঘটনাজনিত ভুল বলে মনে করে যে, সে যা নিয়েছে তাতে তার ন্যায্য অধিকার আছে। এরূপ অবস্থায় উক্ত আসামী চুরি করার অপরাধে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। যদিও একে অন্যায়ভাবে ক্ষতি বলে গণ্য করা যায়। যেহেতু আসামীর মধ্যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নাই, সেহেতু সে আইনগত ত্রুটি হতে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।

(৫) ঘটনাজনিত ত্রুটি (Mistake of Fact)ঃ আইনের অজ্ঞতা ক্ষমার যোগ্য অপরাধ না হলেও ঘটনার অজ্ঞতা অর্থাৎ ঘটনাজনিত ভুল ক্ষমার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ঘটনাজনিত ভুল ঐ পর্যন্ত ক্ষমার কারণরূপে গৃহীত হয় যে পর্যন্ত উহা অসাবধানতা বা অবহেলা প্রসূত না হয়। ঘটনাজনিত ভুল ক্ষমার কারণরূপে বিচার্য নহে যখন কাজটি সম্পূর্ণভাবে ভুল অথবা নিষিদ্ধ ছিল।

দণ্ডবিধি অনুসারে ভুল একটি তথ্যগত উপাদান যা আইনের অন্তর্ভুক্ত নহে। ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে ইহা দায়ের মুক্তির কারণ হতে পারে কিন্তু দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে ধরা হয়েছে। অতএব দেওয়ানী আইনের চোখে কদাচিৎ ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে।

অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে অভিসন্ধি ও ইচ্ছা ঃ ইচ্ছা কার্যের ফলাফল লক্ষ্য করে থাকে। কিন্তু অভিপ্রায় কার্যকে চালিত করে। ইচ্ছা প্রকাশে কোন কাজ সম্পাদন করবার বাসনাস্বরূপ অভিপ্রায় হল উহার অনুভূতি যা বাসনাকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ক হত্যা করল খ নামক কোন এক ব্যক্তিকে। এখানে ক মনের মধ্যে হত্যা করার যে ইচ্ছা পোষণ করেছিল তাই সম্পন্ন করল।

কিন্তু অভিপ্রায় হল এই যে, ক এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ নামক ব্যক্তিটিকে হত্যা করা। অর্থাৎ এই হত্যার ফলে ক-এর প্রতিশোধ নেয়ার অভিপ্রায় সিদ্ধ হল।

অভিসন্ধিমূলক কাজ যতই মহৎ হোক না কেন, আইনে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং অন্যায় অভিপ্রায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে অবশ্যই দায়ী হতে হবে– এটাই আইনের বিধান। একই অভিপ্রায় (Common intention) সাধনকল্পে যদি কতিপয় ব্যক্তি কোন অপরাধ করে তবে সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা অনুযায়ী সাধারণ অভিপ্রায়ের জন্য তাদের সকলকেই সমভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। অনুরূপভাবে সকলে একই উদ্দেশ্যে (Common object) যদি কোন অপরাধ সংঘটন করে তবে দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারা অনুযায়ী তাদের সকলকে দায়ী করা যাবে।

এভাবে দেখা যায় যে, অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে 'অভিসন্ধি' ও 'ইচ্ছা'-র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপরাধ ও দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের পার্থক্য

(১) প্রকৃতিগত পার্থক্যঃ অপরাধ বলতে এমন একটি অন্যায় কার্যকে বুঝায়, যাহা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। যেমন–চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধ বলতে যেমন–কাহাকে জমি হতে বেদখল করা, অন্যের জমির ফসল গরু দিয়া খাওয়ান ইত্যাদিকে বুঝায়।

(২) আদালতে মামলা দায়ের প্রশ্নেঃ Crime সংক্রান্ত অপরাধের ফৌজদারী আদালতে (Criminal Court) মামলা দায়ের করা হয়। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দেওয়ানী আদালতে Civil (Court) মামলা দায়ের করা হয়।

(৩) শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের প্রশ্নেঃ ফৌজদারী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তি (Punishment) প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ, সুনির্দিষ্ঠ প্রতিকার বা নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি দেওয়া হয়।

(৪) মামলা আনয়নের প্রশ্নেঃ ফৌজদারী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ছাড়াও সরকার বাদী হয়ে মামলা আনয়ন করতে পারে পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষই বাদী হয়ে মামলা আনয়ন করতে পারে।

(৫) প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্নেঃ ফৌজদারী অপরাধ শুধু ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অন্যায় নহে, বরং ইহা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায়। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধ শুধু ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য।

(৬) সময়ের প্রশ্নেঃ ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের প্রশ্নে কোন নির্ধারিত সময় নাই। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে তামাদি আইনের নির্ধারিত (Limitation Act) সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করতে পারে

(৭) অসৎ (Mensrea) অভিপ্রায় বিদ্যমান থাকার প্রশ্নেঃ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য হওয়ার জন্য Mensrea বা অসৎ অভিপ্রায় বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাক্ষী প্রমাণ থাকলেই চলে।

পরিশেষে, অপরাধ এবং দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এমন কতকগুলি অন্যায় কার্য রহিয়াছে, যাহা অপরাধ (Crime) এবং দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধ (Civil worng) উভয়ের মধ্যেই পরিগণিত হতে পারে। যেমন–মানহানি (Defamation), অবৈধ কারাবাস (False imprisorment) ইত্যাদি। এই সকল অপরাধসমূহ দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী আদালতে একই সাথে অথবা পৃথকভাবে দায়ের করা যায়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–3. Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within, Bangladesh: Any person liable, by any Bangladesh Law, to be tried for an offence committed beyond Bangladesh, shall be dealt with according to the provisions of this Code for any act committed beyond Bangladesh in the same manner as if such act had been committed within Bangladesh.

অনুবাদ ৩॥ বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত কিন্তু আইনবলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিচারযোগ্য অপরাধসমূহের শাস্তিঃ বাংলাদেশের বাইরে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য যেকোন বাংলাদেশী আইনবলে বিচারযোগ্য যেকোন ব্যক্তির বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত যেকোন কার্যের জন্য এ বিধির বিধানসমূহ অনুসারে বিচার করা হবে যেন অনুরূপ কার্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছে।

Sec.–4. Extension of Code to Extra Territorial Offence: The provisions of this code apply also to any offence committed by–

(1) any citizen of Bangladesh in any place without and beyond Bangladesh;

(2) [Omitted]

(3) [Omitted]

(4) any person or any ship or aircraft registered in Bangladesh wherever it may be.

Explanation–In this section the word "offence" includes every act committed outside Bangladesh which, if committed in Bangladesh, would be punishable under this Code.

Illustrations

(a) A a Bangladesh subject, commits a murder in Uganda. He can be tried convicted of murder in any place in Bangladesh in which he may be found.

(b) B, a European British subject, commits a murder Rangpur. He can be tried and convicted of murder in any place in Bangladesh in which he may be found.

(c) C, a foreigner who is in the service of the Bangladesh Government, commits a murder in Khulna. He can be tried and convicted of murder at any place in Bangladesh in which he may be found.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(d) D, a British subject living in khulna instigates E to commit a murder in Chittagong. D is guilty of abetting murder.

অনুবাদ॥ ধারা–৪। রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে সংঘটিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিবিধির আওতা সম্প্রসারণঃ এই প্রতিবিধির বিধানসমূহ–

(১) বাংলাদেশের কোন নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশের বাইরে যেকোন স্থানে সংঘটিত যেকোন অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য;

(২) বাতিল

(৩) বাতিল

(৪) যেখানেই থাকুক না কেন, বাংলাদেশে রেজিষ্ট্রিকৃত যেকোন বিমান পোতের আরোহী যেকোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত যেকোন অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যাঃ এ ধারায় 'অপরাধ' বলতে বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত এমন প্রত্যেক কার্য, যা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলে এ বিধির অধীনে শাস্তিযোগ্য হতো তা অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদাহরণঃ (ক) বাংলাদেশী নাগরিক 'ক' উগান্ডায় একটি খুন করে। বাংলাদেশের যেকোন স্থানে, যেখানে তাকে পাওয়া যাবে তার বিচার করা যাবে ও তাকে খুনের অপরাধে দণ্ডিত করা যাবে।

(খ) ইউরোপীয় জনৈক বৃটিশ প্রজা 'খ' রংপুরে একটি খুন করে। বাংলাদেশের যেকোন স্থানে–তাকে যেখানে পাওয়া যাবে তার বিচার করা যাবে ও তাকে খুনের অপরাধে দণ্ডিত করা যাবে।

(গ) বাংলাদেশ সরকারের চাকুরিতে নিযুক্ত জনৈক বিদেশী নাগরিক 'গ' খুলনায় একটি খুন করে। বাংলাদেশের যেকোন স্থানে–তাকে যেখানে পাওয়া যাবে তার বিচার করা যাবে এবং তাকে খুনের অপরাধে দণ্ডিত করা যাবে।

(ঘ) খুলনায় বসবাসকারী একজন বৃটিশ নাগরিক 'ক' 'ঙ'-কে চট্টগ্রামে খুন সংঘটনে প্ররোচিত করে। 'ক' খুনের সহায়তার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

Sec.–5. Certain laws not to be affected by this Act: Nothing in this Act is indented to repeal. very, suspend, or affect [Omitted by Act VIII of 1973] any of the provisions of any Act for punishing mutiny and desertion of officers soldiers, sailors or air man in the service of the Republic, or of any special or local low.

অনুবাদ॥ ধারা–৫। এই আইন কোন আইনকে ক্ষুন্ন করবে নাঃ এই আইনের কোন কিছুই প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ, সৈনিকগণ, নাবিকগণ, বৈমানিকগণের বিদ্রোহ ও পলায়নের শাস্তি বিধান সংক্রান্ত কোন আইন অথবা কোন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বিশেষ স্থানীয় আইনের যেকোন বিধান বাতিল, রদবদল, স্থগিতকরণ বা ক্ষুণ্নকরণের জন্য অভিপ্রেত বলে গণ্য হবে না।

CHAPTER–II

GENERAL EXPLANATIONS

সাধারণ ব্যাখ্যাসমূহ

Sec.–6. Definitions in the Code to be understood subject to exceptions: Throughout this Code every definition of an offence, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision, shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled "General Exceptions" though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration.

Illustrations

(a) The sections in this Code which contain definition of offences, do not express that a child under seven years of age cannot commit such offences; but the definition are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under seven years of age.

(b) A, a police officer, without warrant, apprehends Z who has committed murder. Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement; for he was bound by a law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that "nothing is an offence which is done by a person by a law to do it"

অনুবাদ॥ ধারা–৬। এই আইনের সংজ্ঞাসমূহের অর্থ ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষ হবেঃ এই আইনের সর্বত্র অপরাধের প্রতিটি সংজ্ঞা, প্রতিটি দণ্ডবিধান অনুরূপ সংজ্ঞা বা দণ্ডবিধানের প্রতিটি উদাহরণের অর্থ 'সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ' শীর্ষক অধ্যায়ে বিধৃত ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষে করতে হবে, যদিও উক্ত ব্যতিক্রমসমূহ অনুরূপ সংজ্ঞা, দণ্ডবিধান বা উদাহরণে পুনরুল্লেখ করা হয় না।

উদাহরণঃ (ক) এই আইনের যেসকল ধারায় অপরাধসমূহের সংজ্ঞা বিধৃত রয়েছে তদ্দ্বারা এ কথা প্রকাশ হয় না যে, সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু অনুরূপ অপরাধসমূহ করতে পারে না; তবুও সংজ্ঞাসমূহের অর্থ সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলে গণ্য হবে না এরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত সাধারণ ব্যতিক্রম সাপেক্ষে করতে হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(খ) উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী 'ক' খুন সংঘটনকারী 'ঙ'-কে বিনা পরওয়ানায় গ্রেফতার করেন। এক্ষেত্রে 'ক' অবৈধ অবরোধের অপরাধে দোষী হবে না, কারণ 'ঙ'-কে গ্রেফতার করার জন্য তিনি আইনত বাধ্য ছিলেন এবং সে কারণে "বিষয়টি কোন কিছু সম্পাদনের জন্য আইনত বাধ্য এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন কিছু অপরাধ বলে গণ্য হবে না।" এরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত সাধারণ ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে।

Sec.–7. Sense of expression once explained: Every expression, which is explained in any part of this Code, is used in every part of this Code in conformity with the explanation.

অনুবাদ॥ **ধারা–৭। একবার ব্যাখ্যাকৃত অভিব্যক্তির তাৎপর্যঃ** এই আইনের যেকোন অংশে ব্যাখ্যাকৃত প্রত্যেক অভিব্যক্তি এই বিধির প্রত্যেক অংশে উক্ত ব্যাখ্যার অনুযায়ী করে ব্যবহার করা হয়েছে।

Sec.–8. Gender: The pronoun "he" and its derivatives are used of any person, whether male or female.

অনুবাদ॥ **ধারা–৮। লিঙ্গঃ** 'তিনি' সর্বনাম এবং উহার প্রত্যয়সিদ্ধ রূপসমূহ পুরুষ বা মহিলা, যেকোন ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

Sec.–9. Number: Unless the contrary appears from the context, Words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include the singular number.

অনুবাদ॥ **ধারা–৯। বচনঃ** প্রসঙ্গত ভিন্নতর না বুঝালে বহুবচন শব্দ একবচন বাচক শব্দের শামিল হবে, এবং একবচন বহুবচন শব্দের শামিল হবে।

Sec.–10. "Man" "Woman": The word "man" denotes a male human being of any age; the word "woman" denotes a female human being of any age.

অনুবাদ॥ **ধারা–১০। পুরুষ মহিলাঃ** 'নর' বলতে যেকোন বয়সের পুরুষ মানুষ বুঝাবে; নারী বলতে যেকোন বয়সের স্ত্রীলোক বুঝাবে।

Sec.–11. "Person": The word 'person' includes any Company or Association or body of persons, whether incorporated or not.

অনুবাদ॥ **ধারা–১১। ব্যক্তিঃ** ব্যক্তি বলতে সমিতিভুক্ত হোক বা না হোক, যেকোন কোম্পানী বা সমিতি বা ব্যক্তি সংস্থাও বুঝাবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–12. "Public" The 'Public' includes any class of the public or any 'Public' community.

অনুবাদ॥ ধারা–১২। জনগণ ঃ জনগণ বলতে যেকোন শ্রেণীর জনগণ বা সম্প্রদায় বুঝাবে।

Sec.–13. Omitted.

Sec.–14. "Servant of the State" The words 'servant of the State' denote all officers servants continued, appointed or employed Bangladesh by or under the authority of the Government.

অনুবাদ॥ ধারা–১৪। রাষ্ট্রের কর্মচারীঃ সরকারের কর্তৃত্ববলে বা অধীনে বাংলাদেশে বহাল, নিযুক্ত বা নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারী বুঝাবে।

Sec.–15. [Definition of 'British India'] Rep. By the A.O., 1937.

Sec.–16. (Definition of 'Government of India'] Rep. By the A.O, 1937.

Sec.–17. "Government" The word "Government" denotes the person or persons authorised by law to administer executive Government in Bangladesh or in any part thereof.

অনুবাদ॥ ধারা–১৭। সরকারঃ সরকার বলতে বাংলাদেশ বা উহার কোন অংশে কার্যনির্বাহী সরকারী পরিচালনা করার জন্য আইনবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাবে।

Sec.–18. [Definition of "Presidency" Rep. By the A. O., 1937.

Sec.–19. "Judge" The word "judge' denotes not only every person who is officially designated as a Judge, but also every person, who is empowered by law to give, in any legal proceeding civil or, criminal, a definitive judgment, or a judgment which if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive; or

who is one of a body of persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment.

Illustrations

(a) A Collector exercising jurisdiction in a suit under Act X of 1859, is a Judge.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(b) A Magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal, is a Judge.

(c) Repealed.

(d) A Magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another Court, is not a Judge

অনুবাদ ॥ ধারা–১৯। জজঃ জজ বলতে কেবল সরকারীভাবে জজ আখ্যা প্রদত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বুঝাবে না, বরং যেকোন আইনগত কার্যক্রমে, দেওয়ানী বা ফৌজদারী যা-ই হোক, চূড়ান্ত রায় বা আপীল না করা হলে চূড়ান্ত গণ্য হবে এরূপ রায় বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমর্থিত হলে চূড়ান্ত গণ্য হবে এরূপ রায় প্রদান করার জন্য আইনবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, অথবা

অনুরূপ রায় প্রদান করার জন্য আইনবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন ব্যক্তি সংস্থাভুক্ত ব্যক্তিকেও বুঝাবে।

উদাহরণঃ (ক) ১৮৫৯ সালের ১০নং আইনের অধীন কোন মামলায় এখ্‌তিয়ার প্রয়োগকারী কালেক্টর জজ বলে গণ্য হবেন।

(খ) যেকোন অভিযোগ সম্পর্কে এখ্‌তিয়ার প্রয়োগকারী কোন ম্যাজিষ্ট্রেট, যার আপীলসহকারে বা ব্যতিরেকে জরিমানা দণ্ড বা কারাদণ্ডাদেশ দানের ক্ষমতা রয়েছে তিনি জজ বলে গণ্য হবেন।

(গ) যেকোন অভিযোগ সম্পর্কে এখ্‌তিয়ার প্রয়োগকারী যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কেবল অভিযোগ অন্য কোন আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণের ক্ষমতা রয়েছে, তিনি জজ বলে গণ্য হবেন না।

Sec. 20. "Court of Justice" The words 'Court of Justice" denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body, when such or judge or body of judges is acting judicially.

অনুবাদ ॥ ধারা–২০। বিচারালয়ঃ 'বিচারালয়' অর্থ ব্যক্তিগতভাবে বিচারকরূপে কাজ করার জন্য আইনবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারক অথবা সমষ্টিগতভাবে বিচারকরূপে কাজ করার জন্য আইনবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারকমন্ডলীকে অনুরূপ বিচারক বা বিচারকমন্ডলী হিসেবে কার্য সম্পাদনকালে বুঝাবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–21. "Public servant" The words "Public Servant" denote a person falling under any of the description hereinafter following namely:–

First.–[Omitted]

Second.–Every Commissioned Officer in the Military Naval or Air Forces of Bangladesh;

Third.–Every Judge;

Fourth.–Every officer of a court of justice whose duty it is, as such officer, to investigate or report on any matter of law or fact, of to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to executive any judicial process, or to administer any oath, or to interpret, or to preserve order in the Court; and every person specially authorized by a Court of justice to perform any to such duties.

Fifth.–Every juryman, assessor, or member of a panchayat assisting a Court of justice or public servant.

Sixth.–Every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any Court of Justice, to by any other competent public authority.

Seventh.–Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement.

Eighth.–Every officer The Government whose duty it is, as such officer, to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience.

Ninth.–Every officer whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property on behalf of the Government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the Government, or to execute any revenue-process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interests of the Government or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interests of the Government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interests of the Government.

Tenth.–Every officer whose duty it is, as such officer, to take receive, keep or expend any property, to make any survey or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district;

Eleventh.–Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election.

Illustration

A Municipal Commissioner is a public servant.

Explanation–I. Persons falling under any of the above descriptions are public servants whether appointed by the Government or not.

Explanation–II. Wherever the words "public servant" occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation.

Explanation–III. The word "election" denotes an election for the purpose of selecting members of any legislative municipal or other public authority, of whatever character, the method of selection to which is by, or under, any law prescribed as by-election.

অনুবাদ ॥ ধারা–২১। সরকারী কর্মচারীঃ 'সরকারী কর্মচারী' বলতে অতঃপর উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের যেকোনটির অধীন যেকোন ব্যক্তিকে বুঝাবে। যথাঃ

প্রথমতঃ বাতিল;

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের সামরিক, নৌ বা বিমান বাহিনীসমূহের প্রত্যেক কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার;

তৃতীয়তঃ জজ বলতে সে ব্যক্তি, যিনি একাকী বা কোন ব্যক্তি সমষ্টির একজন সদস্যরূপে বিচার কার্য করার জন্য আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অন্তর্ভুক্ত হবেন;

চতুর্থতঃ বিচারালয়ের এমন প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী, যার কর্তব্য হচ্ছে অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে আইন বা তথ্য-সংক্রান্ত যেকোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করা বা রিপোর্ট দান করা বা যেকোন দলিল প্রণয়ন করা প্রমাণীকৃত করা বা সংরক্ষণ করা কিংবা যেকোন সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ বা উহার বিলি-বন্দোবস্ত করা, অথবা যেকোন বিচার বিভাগীয় পরওয়ানা কার্যকরী করা বা যেকোন শপথ কার্য পরিচালনা করা বা ব্যাখ্যা দান করা বা আদালতের শৃংখলা রক্ষা করা এবং অনুরূপ কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করণার্থ কোন বিচারালয় কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

পঞ্চমতঃ কোন বিচারালয় বা সরকারী কর্মচারীকে সহায়তাকারী প্রত্যেক জুরি, এ্যাসেসর বা পঞ্চায়েতের সদস্য;

ষষ্ঠতঃ এরূপ প্রত্যেক মধ্যস্থতাকারী বা অন্য কোন ব্যক্তি, কোন বিচারালয় বা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যার নিকট কোন সমস্যা বা বিষয় সিদ্ধান্ত বা রিপোর্টের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে;

সপ্তমতঃ যে পদাধিকারবলে কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন ব্যক্তিকে আটক করতে বা রাখতে পারেন অনুরূপ পদে সমাসীন প্রত্যেক ব্যক্তি;

অষ্টমতঃ সরকারের এমন প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী (অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে) যার কর্তব্য হচ্ছে অপরাধসমূহ নির্ধারণ করা, অপরাধসমূহ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা, অপরাধকারিগণকে বিচারাধীনে আনয়ন করা বা জনগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ করা;

নবমতঃ এমন প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী (অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে) যার কর্তব্য হচ্ছে সরকারের পক্ষে যেকোন সম্পত্তি নেয়া, গ্রহণ করা রক্ষণ করা, বা ব্যবহার করা, অথবা সরকারের পক্ষে যেকোন জরিপ কার্য, নিরূপণ কার্য, বা চুক্তি সম্পাদন করা, অথবা যেকোন রাজস্ব প্রক্রিয়া কার্যকরী করা, অথবা সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহ সংক্রান্ত যেকোন দলিল প্রণয়ন করা, প্রমাণীকৃত করা বা রক্ষণ করা, অথবা সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহ রক্ষাকল্পে যেকোন আইন লংঘন নিবারণ করা।

দশমতঃ এমন প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী (অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে) যার কর্তব্য হচ্ছে যেকোন গ্রাম, শহর বা জেলার যেকোন ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ উদ্দেশ্যে যেকোন সম্পত্তি নেয়া, গ্রহণ করা. রক্ষণ করা বা ব্যয় করা, যেকোন জরিপ কার্য বা নিরূপন কার্য সর্ম্পাদন করা বা যেকোন অভিকর বা কর ধার্য করা, অথবা যেকোন গ্রাম, শহর বা জেলার জনগণের স্বত্বসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেকোন দলিল প্রণয়ন করা, প্রমাণীকৃত করা, বা রক্ষণ করা;

একাদশঃ কোন পদে সমাসীন এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে উক্ত পদাধিকারবলে কোন ভোটার তালিকা প্রস্তুত, প্রকাশ, সংরক্ষণ বা সংশোধন করার জন্য বা কোন নির্বাচন বা কোন নির্বাচনের অংশ বিশেষ পরিচালনার জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়;

উদাহরণঃ পৌর কমিশনার একজন সরকারী কর্মচারী।

দ্বাদশঃ প্রত্যেক ব্যক্তি–

(ক) যিনি সরকারী চাকুরিতে নিযুক্তি বা বেতনভোগী বা কোন সরকারী কর্তব্য সম্পাদন বাবদ ফিস বা কমিশনের মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহণকারী।

(খ) যিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা করপোরেশনের আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন স্থাপিত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা অংশীদারী কারবার বা কোম্পানী, যার মূলধন বা অংশে সরকারের অধিকার রয়েছে বা স্বত্ব বর্তায়েছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যাঃ (১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হোক বা না হোক উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের যেকোনটির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হবেন।

(২) যেখানেই 'সরকারী কর্মচারী' শব্দসমূহ থাকুক না কেন, উহা প্রকৃতপক্ষে কোন সরকারী কর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তৎকর্তৃক ঐ পদ ধারণের অধিকারে আইন সংক্রান্ত যেকোন ত্রুটিই উহাতে থাকুক না কেন, বুঝাবে।

(৩) 'নির্বাচন' শব্দে যেকোন প্রকারেরই হোক না কেন, সাংবিধানিক, পৌর বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের সদস্যমণ্ডলী বাছায়ের উদ্দেশ্যে নির্বাচন বুঝাবে, যার জন্য বাছায়ের পদ্ধতি নির্বাচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় বলে কোন আইনবলে বা আইনের অধীনে নির্ধারিত হয়।

Sec.–22. 'Moveable property" The words "Moveable property" are intended to include corporeal property of every description, except land thing attached to the earth or permanently fastened to anything, which is attached to the earth.

অনুবাদ ॥ ধারা–২২। অস্থাবর সম্পত্তিঃ 'অস্থাবর সম্পত্তি' বলতে ভূমির সাথে সংযুক্ত এরূপ কোন কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তু ব্যতিরেকে, প্রত্যেক বর্ণনার শরীরী সম্পত্তি বুঝাবে।

Sec.–23. "Wrongful Gain" is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled.

"Wrongful loss" is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled.

A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully, a person is said to loss wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property.

অনুবাদ ॥ ধারা–২৩। অবৈধ লাভঃ 'অবৈধ লাভ' হচ্ছে বে-আইনীভাবে এরূপ সম্পত্তি লাভ করা, যে সম্পত্তিতে লাভকারী ব্যক্তির কোন আইনানুগ অধিকার নেই।

অবৈধ ক্ষতিঃ অবৈধ ক্ষতি হচ্ছে বে-আইনীভাবে এরূপ সম্পত্তি ক্ষতি, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আইনানুগ অধিকার রয়েছে।

অবৈধভাবে লাভ করাঃ কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি অবৈধভাবে অধিকারে রাখলে এবং অবৈধভাবে অর্জন করলে উক্ত ব্যক্তি অবৈধভাবে লাভ করে বলে বিবেচিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অবৈধভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াঃ কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে কোন কোন সম্পত্তি হতে বে-দখলে রাখা হলে এবং অবৈধভাবে সম্পত্তিচ্যুত করা হলে উক্ত ব্যক্তি অবৈধভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে গণ্য হবে।

আলোচনা

অবৈধ লাভঃ দন্ডবিধির ২৩ ধারায় অবৈধ লাভ এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ ধারা মতে যে সম্পত্তিতে লাভকারী ব্যক্তির কোন আইনগত অধিকার নেই, বে-আইনীভাবে উক্তরূপ সম্পত্তি লাভ করাকেই অবৈধ লাভ বলে। উপরোক্ত সংজ্ঞায় "অবৈধ" শব্দটি আইনানুগ অধিকারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই ধারার ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি অবৈধভাবে অধিকারে রাখলে কিংবা অবৈধভাবে অর্জন করলে সেই ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি অবৈধভাবে লাভ করে বলে গণ্য হবে। যেমনঃ ছিনতাই বা চুরি করে সম্পত্তি অর্জন করা হলে তা অবৈধভাবে লাভ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

সহজ কথায়, কোন সম্পত্তি বেআইনীভাবে লাভ করার নামই অবৈধ লাভ। মনে রাখতে হবে যে, অবৈধ লাভ শুধুমাত্র সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লাভ অর্থে কিছু সম্পদ অর্জন বা রক্ষণ বুঝায়। কোন সম্পত্তি বেআইনীভাবে অর্জন, রক্ষণ হলেই তা অবৈধ লাভ বলে বিবেচিত হবে। যে সম্পত্তির উপর আইনগত স্বত্বাধিকার নেই, উক্ত সম্পত্তি দখল করে রাখলে অবৈধ লাভ বলা যেতে পারে। কেননা, আইনগত অধিকারকে বৈধ বলে আইনে গণ্য করা হয়। এই অবৈধ লাভ অল্প সময়ের জন্যে হলেও চলবে, স্থায়ী হবার দরকার নেই। কোন সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখল রাখা হলেই তা অবৈধ লাভের জন্যে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

অবৈধ ক্ষতিঃ দন্ডবিধির ২৩ ধারায় অবৈধ ক্ষতির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ ধারা অনুযায়ী, যে সম্পত্তিতে কোন ব্যক্তির (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি) আইনগত অধিকার রয়েছে বেআইনীভাবে উক্তরূপ সম্পত্তির ক্ষতিকেই অবৈধ ক্ষতি বলে।

সহজ ভাষায়, কোন ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করার নামই হলো অবৈধ ক্ষতি।

এই ধারার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা যায়, কোন সম্পত্তি হতে বে-আইনীভাবে কোন ব্যক্তিকে বেদখল রাখলে কিংবা কোন ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে সম্পত্তিচ্যুত করা হলে উক্ত ব্যক্তি অবৈধভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, বেআইনীভাবে কিছু করা বা না করাই আইনে অবৈধ বলে গণ্য হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অবৈধ ক্ষতি কেবলমাত্র সম্পত্তির ক্ষেত্রেই হতে পারে। অবৈধ ক্ষতি শব্দটির দ্বারা শুধুমাত্র বেআইনীভাবে ক্ষতি করা বোঝাবে। অবৈধ ক্ষতির জন্য সম্পূর্ণ বঞ্চিতকরণ আবশ্যক হয় না। কারণ, এ অবৈধ ক্ষতি অল্প সময়ের জন্যে হলেও চলবে, কিন্তু স্থায়ী হবার প্রয়োজন নেই। যে সম্পত্তির উপর ক্ষতিগ্রস্তকারী ব্যক্তির কোন আইনগত স্বত্বাধিকার

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

নেই, তার কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে এ সম্পত্তি হতে বেআইনীভাবে বঞ্চিত করাকেই অবৈধ ক্ষতি বলা যেতে পারে। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে সম্পত্তিচ্যুত করা হলেই তা অবৈধ ক্ষতির জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

Sec.–24. Dishonestly: Whoever does anything with the intention of causing wrongfully gain to one person or wrongful loss to another person, is said to do that thing "dishonestly"

অনুবাদ॥ ধারা–২৪। অসাধুভাবেঃ যদি কোন ব্যক্তি এক ব্যক্তির অবৈধ লাভ বা অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে কোন কিছু করলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত কাজ অসাধুভাবে করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–25. Fraudulently: A person is said to do a thing if he does that thing with intent to defraud but not otherwise.

অনুবাদ॥ ধারা–২৫। প্রতারণামূলকভাবেঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করার অভিপ্রায়ে (তবে প্রকারান্তরে নহে) কিছু করলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত কাজ প্রতারণামূলকভাবে করেছে বলে গণ্য হবে।

Sec.–26. Reason to believe: A person is said to have "Reason to Believe. a thing if he has sufficient cause to believe that thing but no otherwise.

অনুবাদ॥ ধারা–২৬। বিশ্বাস করার কারণঃ যদি কোন ব্যক্তির কোন কিছু বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ থাকলে (তবে প্রকারান্তরে নহে) উক্ত ব্যক্তির উক্ত কিছু 'বিশ্বাস করার কারণ' রয়েছে বলে গণ্য হবে।

Sec.–27. Property in possession of wife, clerk or servant: When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant, on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this Code.

Explanation.– A person employed temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant, is a clerk or servant within the meaning of this section.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭। স্ত্রী, কেরানী বা ভৃত্যের অধিকারভুক্ত সম্পত্তিঃ যদি কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে তার স্ত্রী, কেরানী বা ভৃত্যের অধিকারে থাকলে উক্ত সম্পত্তি এই বিধির তাৎপর্যাধীন উক্ত ব্যক্তির অধিকারে রয়েছে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যাঃ সাময়িকভাবে বা কোন বিশেষ উপলক্ষে কেরানী বা ভৃত্যের পদে নিযুক্ত ব্যক্তির এই ধারার তাৎপর্যাধীনে কেরানী বা ভৃত্য বলে গণ্য হবে।

Sec.–28. Counterfeit: A person is said to "counterfeit" who causes one thing to resemble another thing intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practice.

Explanation–1. It is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact.

Explanation–2. When a person causes one thing to resemble another thing, and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be would thereby be practiced.

অনুবাদ॥ ধারা–২৮। নকলকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি সাদৃশ্যতার সাহায্যে ভ্রান্তি উৎপাদনের অভিপ্রায় বা তদ্দ্বারা ভ্রান্তি উৎপাদিত হবার সম্ভাবনা আছে জেনে এক বস্তুকে অন্য কোন বস্তুর সাদৃশ করলে সে 'নকল' করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা–১। নকলকরণের ব্যাপারে অনুকরণ অবিকল হওয়া অপরিহার্য নহে।

ব্যাখ্যা–২। যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাদৃশ করে এবং উক্ত সদৃশতা এরূপ হয় যে, তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি প্রতারিত হতে পারে, সেক্ষেত্রে ভিন্নতর প্রমাণিত না হওয়া অবধি এরূপ ধরে নেয়া হবে যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সদৃশকারী ব্যক্তি উক্ত সদৃশ্যতার সাহায্যে ভ্রান্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছিল বলে সে জানত।

Sec.–29. Document: The word 'document' denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, intended to be used, or which may be used, as evidence of that matter.

Explanation–1. It is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for, or may be used in, a Court of Justice, or not.

Illustrations

A writing expressing the terms of a contract, which may be used as evidence of the contract, is a document.

A cheque upon a banker is a document.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

A Power-of-Attorney is a Document.

A map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence, is a document.

A writing containing directions or instructions is a document.

Explanation–2. Whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by mercantile or other usage, shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, though the same may not be actually expressed.

Illustration

A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement, as explained by mercantile usage, is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document, and must be construed in the same manner as if the words 'pay to the holder' or words to that effect had been written over the signature.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯। দলিলঃ দলিল বলতে অক্ষরসমূহ, আকৃতিসমূহ বা চিহ্নসমূহের মাধ্যমে অথবা উক্ত মাধ্যমসমূহের একাধিকের সাহায্যে যেকোন বস্তুর উপর ব্যক্ত বা বিবৃত যেকোন বিষয় বুঝায়, যা উক্ত বস্তুর প্রমাণরূপে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত বা ব্যবহৃত হতে পারে।

ব্যাখ্যা ১ঃ কিসের মাধ্যমে বা কি বস্তুর উপর অক্ষরসমূহ, আকৃতিসমূহ অঙ্কিত হয়, অথবা উক্ত প্রমাণ কোন বিচারালয়ে ব্যবহারের নিমিত্তে অভিপ্রেত কিনা বা উহা কোন বিচারালয়ে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা তা বিবেচ্য নহে।

উদাহরণঃ চুক্তির প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে, চুক্তির শর্তসমূহ বর্ণনাকারী এমনতর ব্যাংকারকে দেয় চেক দলিলরূপে গণ্য হবে।

আমমোক্তারনামা দলিলরূপে গণ্য হবে;

প্রমাণরূপে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত বা প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে এরূপ মানচিত্র বা পরিকল্পনা দলিলরূপে গণ্য হবে।

নির্দেশসমূহ বা উপদেশসমূহ সম্বলিত লিপি দলিলরূপে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ প্রথাবলে বর্ণিত মতে অক্ষরসমূহ, আকৃতিসমূহ বা চিহ্নসমূহের সাহায্যে যা-ই প্রকাশিত হোক, তা এ ধারার তাৎপর্যাধীনে অনুরূপ অক্ষরসমূহ, আকৃতিসমূহ বা চিহ্নসমূহের সাহায্যে প্রকাশ হয় বলে গণ্য হবে, যদিও প্রকৃতপক্ষে উহা প্রকাশিত না হয়ে থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ 'ক' তার আদেশক্রমে পরিশোধযোগ্য একটি হুন্ডির পৃষ্ঠে তদীয় নাম সহি করেন। বাণিজ্যিক প্রথা অনুযায়ী পৃষ্ঠাঙ্কনের অর্থ হচ্ছে যে, হুণ্ডিটিকে উহার ধারকের নিকট পরিশোধ করতে হবে।

পৃষ্ঠাঙ্কন একটি দলিল বিশেষ এবং উহার ব্যাখ্যা অবশ্যই এরূপ হবে যেন 'ধারককে পরিশোধকরণ' শব্দাবলী বা অনুরূপ অর্থ দ্যোতক শব্দাবলী স্বাক্ষরটির উপরিভাগে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

Sec.–30. Valuable security: The words 'valuable security' denote a document which is, or purports to be, a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability, or has not a certain legal right.

Illustration

A writes his name on the back 'of a bill of exchange. As the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it, the endorsement is a 'valuable security.

অনুবাদ॥ ধারা–৩০। মূল্যবান জামানতঃ 'মূল্যবান জামানত' শব্দাবলী দ্বারা এমন একটি দলিল বুঝায়, যা হচ্ছে বা যার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে উক্ত দলিলবলে কোন আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সম্প্রসারিত, হস্তান্তরিত, সীমিত, বিলুপ্ত বা খারিজ করা হয়, অথবা যদ্দ্বারা যেকান ব্যক্তি এই মর্মে স্বীকার করেন যে, তিনি কোন আইনানুগ দায়িত্বাধীনে রয়েছেন বা তার কোন বিশেষ আইনানুগ অধিকার নেই।

উদাহরণঃ 'ক' একটি হুণ্ডির পৃষ্ঠে তার নাম সহি করেন। যেহেতু এই পৃষ্ঠাঙ্কনের ফল হচ্ছে যে হুন্ডির স্বত্ব এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা, যিনি উহার আইনানুগ ধারক হতে পারেন, সেহেতু উক্ত পৃষ্ঠাঙ্কন একটি 'মূল্যবান জামানত' বলে গণ্য হবে।

Sec.–31. "A Will" The words "A Will" denote any testamentary document.

অনুবাদ॥ ধারা–৩১। উইলঃ উইল বলতে যেকোন অসিয়তমূলক দলিল বুঝাবে।

Sec.–32. Words referring to acts include illegal omissions: In Every part of this code, except where a contrary intention appears from the context, words, which refer to acts, done extend also to illegal omission.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩২। অবৈধ বিচ্যুতিসমূহ আইনসমূহের উল্লেখকারী শব্দসমূহের সংজ্ঞাসমূহঃ প্রসঙ্গে প্রতিকূল অভিপ্রায় পরিলক্ষিত না হলে এই বিধির প্রত্যেক অংশে সম্পাদিত কার্যাবলীর প্রতি উল্লেখকারী শব্দসমূহে অবৈধ বিচ্যুতিসমূহও বুঝাবে।

Sec.–33. Act Omission: The word "Act" denotes as well a series of case as a single act: the word "omission" denotes as well of omission as a single omission.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩। কার্য বিচ্যুতিঃ 'কার্য' বলতে এক কার্য হিসেবে কার্যসমূহের শ্রেণীকেও বুঝাবে। 'বিচ্যুতি' বলতে একক বিচ্যুতি হিসেবে বিচ্যুতিসমূহের শ্রেণীকেও বুঝাবে।

Sec.–34. Acts done by several persons in furtherance of common intention: When a criminal act is done by several persons, in furtherance of the common intention of all each of such person is liable for that act in the same manner as if it were, done by him alone

অনুবাদ॥ ধারা–৩৪। কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কৃত কার্যাবলীঃ যখন কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সকলের একই অভিপ্রায় পূরণকল্পে অপরাধমূলক কার্য সম্পাদিত হয়, তখন অনুরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই উক্ত কার্যের জন্য এমনভাবে দায়ী হবেন যেন উক্ত কার্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল।

আলোচনা

1. Constructive Liability: Constructive Liability in criminal law is the liability of a person for an offence which he has not actually committed. The act committed by another person will be attributed to the accused if such act is done either in furtherance of the common intention or in prosecution of a common object. This must not be mistaken for vicarious liability. Vicarious liability is the liability one incurs for the acts of a servant or an agent during the course of the service here neither the common intention nor the common object need be proved As it has been already pointed out vicarious liability in criminal law is an exception rather than a rule. But constructive liability in criminal law is a recognized principle.

In furtherance of "common intention" and in the prosecution of "common object": Section 34 of the I.P.C. provides that when a criminal act is done by several persons in furtherance of common

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

intention each of those persons will be liable as if the act was done by him alone. In this case it is necessary to prove that the act was in furtherance of common intention of the several persons. There must be a pre arranged plan or a prior meeting of minds in doing the act.

Under section 149 of I.P.C. if an offence is committed by any member of an unlawful assembly in furtherance of a common object then all the members of the unlawful assembly irrespective of their participation in the commission of the act, he shall be constructively liable for the act as if he has actually participated in committing it. In this case two conditions must be fulfilled.

(1) There must be an unlawful assembly and

(2) any member of such assembly must have committed the offence in prosecution of the common object of the unlawful assembly.

Difference between s. 34 and s. 149 :

Under section 34 the act must be the result of a prearranged plan or of a common intention. Under section 149, no common intention is necessary so far as particular offence committed is concered. If the offence is committed in proscution of the common object every member of such assembly shall be liable for the offence even though he did not intend to commit it or did not particpale in the commission of it.

Secondly, under section 34 the number of persons entertaining the common intention is immaterial. But under section 149, the common object must have been entertained by all unlawful assembly i.e. by five or more persons.

The Indian Penal Code provides for constructive liability in two more cases. Under section 396 of I.P.C. if while committing decoity murder is also committed, every member participating in the decoity is punishable for the murder. Similarly under sec.460 of I.P.C., if while committing the offence of "lurking house trespass by night or house breaking by night" a murder or grievous hurt is caused every other mumber participating, in such house trespass or house breaking shall be liable for the murder or the grievous hurt as the case may be.

Case: The typical case decided under s.34 is the well known case of Barendra Kumar Ghosh V Emp., (1924) 27 Bom. L. R. 148, P.C.–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

The accused were charged under S. 302 with the murder of a postmaster. At the trial the evidence showed that while the postmaster was in his office counting money, three men of whom the accused was one, fired pistols at him after having called upon him to hand over the money; he was hit in two places and died. The trial Judge directed the jury that if they were satisfied that the postmaster was killed in furtherance of the common intention of all three men, then the accused was guilty, whether he fired the fatal shot or not. It was held by the privy Council that the derection was correct.

Lord Dacre's case: Lord Dacre agreed with several persons to hunt in another's park for deer, and to kill all who might resist. One of the party having killed the keeper, all were held guilty of the murder, though Lord Dacre was a quarter of a mile distant, and knew nothing of the individual blow.

Common Intention সম্পর্কে ৩৪ ধারার বিধানাবলীঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় Common Intention সম্পর্কীয় বিধানাবলী আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, "When a criminal act is done by several persons, in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone" অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সকলের একই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোন অপরাধমূলক কার্য সম্পাদিত হয়, সেক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই উক্ত কার্যের জন্য এইরূপে দায়ী হবেন যেন উক্ত কার্য ঐ ব্যক্তি কর্তৃক একাকী সম্পাদিত হয়েছে।

উপাদানসমূহঃ উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে আমরা এই ধারার নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ দেখতে পাই–

(১) একটি ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল;

(২) ঐ অপরাধটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে সংঘটিত করেছিল;

(৩) তারা সকলেই অভিপ্রায় করেছিল যে তারা একত্রে ঐ অপরাধমূলক কাজ করবেন,

(৪) তারা একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (In furtherance of the common intention) উক্ত অপরাধটি করেছিল;

(৫) পূর্ব হতেই পরামর্শ ও যুক্তি করে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা ইহা করেছিল;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৬) সর্বোপরি, একই সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে অপরাধীদের প্রত্যেককেই অপরাধ সংঘটনে অংশ গ্রহণ করেছিল।

উল্লেখিত আলোচনা হতে ইহা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে যখন একই ধরনে কোন অপরাধ করে, তখন তারা প্রত্যেকেই সেই অপরাধের জন্য যুক্তভাবে দায়ী হবে, যেমন তারা ব্যক্তিগতভাবে কৃত অপরাধের জন্য দায়ী হয়। এই প্রসঙ্গে Waryam Singh Vs. Crown (1841) ILR. নামক মামলাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান ধারায় Principle of Common intention বা 'সাধারণ উদ্দেশ্যে' নীতিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং কোন মামলায় এই ধারার নীতিটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য একই ছিল কিনা এবং ঐ একই সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তারা উক্ত অপরাধটি সংঘটিত করেছে কিনা।

তবে উদ্দেশ্যের এই একতা অপরাধ সংঘটনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত ঘটনা ও পরিস্থিতি হতে অনুমান করা যায়। যেমন--সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংগঠনের প্রাক্কালে অপরাধকারীগণ যদি একটি Plan বা পরিকল্পনা করে, তবে সেক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের একতা অনুমিত হয়।

ফলে, যেখানে এক ব্যক্তি অপরাধ সংঘটিত করে, সেখানে এই ধারা প্রযোজ্য হয় না। একইভাবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট অপরাধটি একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হয়, কিন্তু তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য (Common intention) একই থাকে না, সেখানে এই ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে না।

উপাদানঃ যৌথভাবে সম্পর্কীয় অপরাধ সংঘটনের জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলির অস্তিত্ব থাকা দরকার--

(১) একটি ফৌজদারী সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল;

(২) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে একত্রে ঐ অপরাধটি সংঘটিত করেছিল;

(৩) অপরাধীদের একটি মুখ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল;

(৪) ঐ একই সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (In furtherance of the common intention) তারা অপরাধটি করেছিল।

উদাহরণঃ রাম, শ্যাম ও যদু, মধুর নিকট কিছু টাকা জমা রাখে। পরে তারা ঐ টাকা মধুর নিকট দাবী করলে সে উহা দিতে অস্বীকার করে। ফলে, উহারা একই সাথে মধু ও তার ছেলেকে হত্যা করে। তাই, তারা এই ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হবে। কারণ তারা সকলে একই সাধারণ উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে উক্ত অপরাধটি করেছিল।

মামলারঃ বারেন্দ্র কুমার ঘোষ বনাম সরকারঃ এই মামলায় আসামী বারেন্দ্র কুমার ঘোষকে শঙ্করীতোলা পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টারকে হত্যার জন্য দায়ী করা হয়, যদিও

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সে নিজে তাকে গুলি বা হত্যা করেনি। ঘটনাটি ঘটে ১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট। ঐ দিন উক্ত পোষ্ট মাষ্টার যখন পোষ্ট অফিসে বসে টাকা গুনছিল, তখন তিন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলো এবং সমস্ত টাকা অর্পণ করতে বললে সে উহা দিতে অস্বীকার করেন। আসামী বারেন্দ্র কুমার ঘোষও সেখানে ছিল। টাকা দিতে অস্বীকার করলে বারেন্দ্র কুমারের অপর সঙ্গীগণ গুলি করে পোষ্ট মাষ্টারকে নিহত করে। আসামী বারেন্দ্র কুমার ঘোষ যেহেতু পোষ্ট মাষ্টারকে গুলি করেনি, সেহেতু কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রা বিভাগ বারেন্দ্র ঘোষকে খুনের জন্য দায়ী করলে সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে। এই মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে মাননীয় জজ সাহেব জুরিদের নির্দেশ দেন যে, তারা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত পোষ্ট মাষ্টারের হত্যার পিছনে তাদের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য (Common intention) ছিল, তবে আসামী বারেন্দ্র কুমার গুলি করুক বা না করুক তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা যাবে। কারণ সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং একই সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেখানে গিয়েছিল। ফলে, এই মামলায় জজ সাহেব জুরিদের সাথে একমত হয়ে আসামী বারেন্দ্র কুমার ঘোষকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। মামলাটি শেষ পর্যন্ত প্রিভিকাউন্সিলে যায় এবং সেখানেও উক্ত রায় বহাল থাকে।

এভাবে, বারেন্দ্র কুমার ঘোষের মামলায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, একই উদ্দেশ্য নিয়ে কতিপয় ব্যক্তি যদি একত্রে কোন অপরাধ করে, তবে সেই অপরাধের জন্য প্রত্যেকেই সমানভাবে দায়ী ও দোষী হবে এবং আইনে ধারা হবে যে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে উক্ত অপরাধ করেছে।

Common intention & Common object এর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between common intention and common object) ঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common object এবং দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় উল্লেখিত Common object-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়–

(১) **প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্নেঃ** দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention দুই বা ততোধিক ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয়। অপরপক্ষে, দন্ডবিধির ১৪৯ ধারায় উল্লেখিত Common object পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির বেআইনী বা অবৈধ জমায়েতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তাই, Md. Mizhar Hassan Nizaml-এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, "Section 149 Postulate an assembly of five or more persons having a common object."

(২) **যৌথ অথবা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হওয়ার প্রশ্নেঃ** দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় বর্ণিত Principle অনুযায়ী অপরাধকারীগণ প্রত্যেক সমগ্র অপরাধটির জন্য jointly বা যৌথভাবে দায়ী হয়। কারণ এক্ষেত্রে অপরাধীগণ সকলেই Common intention-এ সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক কার্যটি করে থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কিন্তু, common object এর ক্ষেত্রে অবৈধ জমায়েতের সদস্যগণ যদি common object-এর বাইরে কোন অপরাধ সংঘটিত করে, তবে সে কারণে তারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হন না।

(৩) দোষী সাব্যস্ত হওয়ার প্রশ্নেঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention-এর ক্ষেত্রে যদি কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একই Intention-এ কোন কার্য সংঘটিত করে এবং যদি কোন ব্যক্তি অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার সময় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত না থাকে, তবে তাকেও দন্ডবিধির ৩৪ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

অপরপক্ষে Common object-এর ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কোন অপরাধ না করেন বা অপরাধে সহায়তা না করেন, সেই ব্যক্তিকে শুধুমাত্র কেবল বিশেষ অবস্থা ছাড়া দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

(৪) পরিধিগত পার্থক্যঃ দন্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention এই আইনের ১৪৯ ধারার মত widet বা বিস্তৃত নহে। পক্ষান্তরে, ১৪৯ ধারায় উল্লেখিত Common object-এর পরিধি বিশেষভাবে wide বা বিস্তৃত। তাই, একথা বলা হয় যে, "Section 149 is wider than section 34"

(৫) আলোচনার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেঃ দন্ডবিধির ৩৪ ধারার মূল কথা হলো Common intention এবং এই Common intention-এর ভিত্তিতে joint liability বা যৌথ দায়িত্ব নির্ণীত হয়। কিন্তু, পক্ষান্তরে দন্ডবিধির ১৪৯ ধারার মূল বক্তব্য হলো Common object এবং এই Common object-এর ভিত্তিতেই joint liability বা যৌথ দায়িত্ব নির্ণীত হয়।

(৬) অপরাধ সংঘটনে যোগদানের প্রশ্নেঃ দন্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরাধ সংঘটনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ইহাতে যোগদান করা প্রয়োজন। কিন্তু পক্ষান্তরে ১৪৯ ধারায় অপরাধ সংঘটন করার সময় কোন ব্যক্তি উক্ত অবৈধ জমায়েতের সদস্য হতে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা যায়।

(৭) অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রশ্নেঃ ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention দ্বারা যে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ছিল সেই সংশ্লিষ্ট অপরাধটি সংঘটিত হতে হবে। পক্ষান্তরে, দন্ডবিধির ১৪৯ ধারায় বর্ণিত Common object-এর দ্বারা যে অপরাধ করার উদ্দেশ্য ছিল, তা না করে অন্য যে কোন অপরাধ করা যেতে পারে।

(৮) পরিকল্পনাগত পার্থক্যঃ Common intention বলতে পূর্ব পরিকল্পিত (Prearranged) কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা সার্থক করাকে বুঝায়। তাই P.L.D 1954 Lah 382 পাতায় বলা হয়েছে যে, "Common intention within the meaning of section 34 implies a Pre-arranged plan." কিন্তু, পক্ষান্তরে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Common object-এর ক্ষেত্রে অবৈধ জমায়েতের প্রত্যেক ব্যক্তি যখন তাহাদের Common object বাস্তবায়ন বা সার্থক করার জন্য রত হয়, তখনই তাদিগকে অপরাধী বলে গণ্য হয়।

(৯) অপরাধ সৃষ্টির প্রশ্নেঃ ঘটনাস্থলে অথবা আকস্মিকভাবে অথবা সংশ্লিষ্ট অপরাধটি করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দন্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত অপরাধটি গঠিত হতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে, দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় উল্লেখিত অপরাধটি সংশ্লিষ্ট অপরাধটি অনুষ্ঠানের পূর্বে কোন অবৈধ জমায়েতে যোগদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

(১০) উপাদানের অস্তিত্বের প্রশ্নেঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত অপরাধে লিপ্ত অপরাধকারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করতে হলে যে সকল উপাদানের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন উহা দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধের উপাদান হতে পৃথক।

(১১) প্রয়োগ করার প্রশ্নেঃ দন্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention-কে প্রয়োগ করতে হলে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, অপরাধে লিপ্ত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একই Common intention ছিল কিনা এবং ঐ Common intention বাস্তবায়ন করার জন্য তারা উক্ত কাজটি সম্পাদন করেছিল কিনা। কিন্তু অপরপক্ষে, দন্ডবিধির ১৪৯ ধারায় বর্ণিত Common object প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অবৈধ জমায়েতের Unlawful assembly সদস্য ছিল কিনা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধটি উক্ত জমায়েতের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল কিনা এবং একইভাবে সংশ্লিষ্ট অপরাধটির প্রকৃতি এমন ছিল কিনা যা অবৈধ জমায়েতের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

(১২) ধারাগত পার্থক্যঃ Common intention-এর আওতাভুক্ত অপরাধের বর্ণনা দন্ডবিধির ৩৪ ধারায় সন্নিবেশিত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষে, Common object-এর দ্বারা কৃত অপরাধের বর্ণনা দন্ড বিধির ১৪৯ ধারায় বিধৃত হয়েছে।

(১৩) ঐক্য বজায় থাকার প্রশ্নেঃ Common intention-এর অপরাধ সংঘটনের পূর্বে অপরাধকারীদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকার কোনরূপ প্রয়োজন বা আবশ্যকতা নাই। কিন্তু অপরপক্ষে, Common object-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধটি সংঘটিত হইবার পূর্ব হতেই এই ধরনের ঐক্যের অস্তিত্ব থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়।

এই প্রসঙ্গে Barendra Kumar Ghosh Vs. King Emperor, ILR. 52 Cal. 197 নামক মামলায় Joint offender বা যুক্ত অপরাধী এবং Joint liability বা যৌথ দায়িত্বের নীতি ব্যাখ্যা করা হয়। এই মামলায় আসামী বারেন্দ্র কুমার ঘোষকে শঙ্করী তলার পোষ্ট মাষ্টারকে হত্যা করার জন্য দায়ী করা হয়, যদিও সে নিজে পোষ্ট মাষ্টারকে গুলি করেনি বা হত্যা করে নাই। কারণ এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তার

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সহযোগীরা একই উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে সমাবেশ হওয়ার দরুন অভিযুক্ত জন এবং দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪/১৪৯ ধারার দণ্ডিত হয়।

Sec.–35. When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention: Whenever an act, which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, is done by several person, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৫। যেক্ষেত্রে অনুরূপ কার্য কোন অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হবার দরুন অপরাধমূলক বলে গণ্য হয়ঃ কেবল কোন অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হবার কারণে অপরাধমূলক বলে গণ্য হয় এমন কোন কার্য কখন কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হলে অনুরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে, যারা অনুরূপ জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে উক্ত কার্যে যোগদান করে, উক্ত কার্যের জন্য এরূপে দায়ী হবে যেন উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে একাকী সম্পাদিত হয়েছিল।

Sec.–36. Effect caused party by act and partly by act and partly by omission: Wherever the causing of a certain effect, or an attempt to cause that effect, by an act or by an omission, is an offence it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offence.

Illustration

A intentional causes Z's death, partly by illegally to give Z food, and partly beating Z. A has committed murder.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬। আংশিকভাবে কার্য এবং আংশিকভাবে বিচ্যুতির সাহায্যে সংঘটিত ফলাফলঃ যেক্ষেত্রে কোন কার্য বা বিচ্যুতির দ্বারা কোন বিশেষ ফলাফল ঘটাবার বা উক্ত ফলাফল ঘটাবার কোন উদ্যোগ অপরাধ বলে গণ্য হয়, সেক্ষেত্রে আংশিকভাবে কোন কার্য এবং আংশিকভাবে কোন বিচ্যুতির সাহায্যে উক্ত ফলাফল ঘটানো একই অপরাধ বলে ধরে নিতে হবে।

যেমন–'ক' অংশতঃ অবৈধভাবে 'খ'-কে খাদ্য দান হতে বিরত থেকে এবং অংশতঃ 'খ'-কে মারপিট করে ইচ্ছাপূর্বক 'খ'-এর মৃত্যু ঘটায়। 'ক' খুন করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–37. Co-operation by doing one of several acts constituting an offence: When an offence is committed by means or several acts. Whoever intentionally co-operates in the commission of that offence by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offences.

Illustration

(a) A and B agree to murder Z by severally and at different times giving him small doses of poison. A and B Administer the poison according to the agreement with intent to murder Z. Z dies from the effect of several doses of poison so administered to him. Here A and B intentionally Co-operate in the commission of murder and as each of them does an act by which the death is caused, there both guilty of the offence though their acts are separate.

(b) A and B are joint jailors, and as such, have the charge of Z, a prisoner, alternately for six hours at a time. A and B, intending to cause Z's death, knowingly co-operate in causing that effect by illegally omitting, each during the time of his attendance, to furnish Z with food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z.

(c) A, a jailor, has the charge of Z, a prisoner. A intending to cause Z's death, illegally omits to supply Z with food; in consequence of which Z is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his office, and B succeeds him. B, without collusion or co-operation with A, illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause Z's death. Z dies of hunger. B is guilty of murder, but, as A did not co-operate with B, A is guilty only of an attempt to commit murder.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৭। কোন অপরাধ অনুষ্ঠানকারী কতিপয় কার্যের একটি সম্পাদনের মাধ্যমে সহযোগিতাঃ যখন কতিপয় কার্যের মাধ্যমে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়, তখন যেকেহ উক্ত কার্যসমূহের যেকোন একটি সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত অপরাধ সংঘটন কার্যে ইচ্ছাপূর্বক সহযোগিতা করে, সে ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটন করে।

উদাহরণঃ (ক) 'ক' ও 'খ' পৃথকভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করে 'ঙ'-কে খুন করার জন্য একমত হয়। 'ক' ও 'খ', 'ঙ'-কে খুন করার উদ্দেশ্যে চুক্তি অনুযায়ী বিষয় প্রয়োগ করে। 'ঙ'-এর প্রতি অনুরূপভাবে প্রযুক্ত কতিপয়

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

মাত্রা বিষ প্রয়োগের ফলে তার মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে 'ক' ও 'খ' ইচ্ছাপূর্বকভাবে খুন সংঘটনের সহযোগিতা করে এবং তাদের প্রত্যেকেই এরূপ একটি কার্য সম্পাদন করে যদ্দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত হয়। যদিও তাদের কার্যসমূহ স্বতন্ত্র, তবুও উভয়েই উক্ত অপরাধের জন্য দোষী।

(খ) 'ক' ও 'খ' যুগ্মা কারাপাল এবং তদ্‌বস্থায় তারা একান্তভাবে এককালীন ছয় ঘন্টার জন্য বাদী 'ঙ'-এর তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হয়েছে। 'ক' ও 'খ' 'ঙ'-র মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব পরিচর্যাকালে 'ঙ'-কে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট সরবরাহকৃত খাদ্য 'ঙ'-কে দান করা হতে অবৈধভাবে বিরত থেকে জ্ঞাতসারে উক্ত ফল সংঘটনে সহযোগিতা করে। 'ঙ' অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'ক' ও 'খ' উভয়েই 'ঙ'-কে খুন করার অপরাধে দোষী।

(গ) কারাপাল 'ক'-এর উপর বন্দী 'খ'-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রয়েছে। 'খ'-এর মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে 'ক' 'খ'-কে খাদ্য সরবরাহ করা হতে অবৈধভাবে বিরত থাকে; উহার ফলে খ বহুল পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অনশন তার মৃত্যু ঘটাবার জন্য যথেষ্ট নহে। 'ক' তদীয় পদ হতে বরখাস্ত হয় এবং 'গ' তার স্থলাভিষিক্ত হয়। 'খ'-কে খাদ্য সরবারাহ না করলে তার মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে এ কথা জেনে 'গ' 'ক'-এর সাথে যোগসাজশ বা সহযোগিতা ছাড়াই 'খ'-কে খাদ্য সরবরাহ করা হতে অবৈধভাবে বিরত থাকে। 'খ' অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'খ' খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে, কিন্তু যেহেতু 'ক' 'খ'-এর সাথে সহযোগিতা করেনি সেহেতু 'ক' কেবল খুন সংঘটনের উদ্যোগের জন্যই দোষী।

Sec.–38. Persons concerned in criminal act may be guilty of different offences: Where several' persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act.

Illustration

A attacks Z under such circumstances of gave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder B having ill-will towards Z and intending to kill him, and not having been subject to the provocation, assists A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder, and A is guilty only of culpable homicide.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮। অপরাধমূলক কার্যে জড়িত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হনঃ যেক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কার্য সংঘটনে নিয়োজিত বা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

জড়িত হয়, সেক্ষেত্রে তারা উক্ত কার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে।

উদাহরণঃ 'ক' এরূপ গুরুতর উত্তেজনা প্রদায়ক পরিস্থিতিতে 'ঙ'-কে আক্রমণ করে যে, তা 'ঙ'-কে হত্যা করার কার্য করার কার্য খুন বলে গণ্য না হয়ে কেবল দণ্ডযোগ্য নরহত্যারূপে গণ্য হবে। 'ঙ'-র প্রতি 'খ'-এর বিদ্বেষ থাকায় ও তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এবং উত্তেজনাধীন না হয়ে 'খ', 'ঙ'-র এবং হত্যাকার্যে 'ক'-কে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে যদিও 'ক' ও 'খ' উভয়ই 'ঙ'-এর মৃত্যু ঘটাবার কার্যে নিয়োজিত, তথাপি 'খ' খুনের জন্য দোষী এবং 'ক' কেবল দণ্ডযোগ্য নরহত্যার অপরাধে দোষী।

Sec.–39. Voluntarily: A person is said to cause an effect "voluntarily" when hecausesit by means whereby he intended to cause it, or by means which, at the time of employing those means, he knew or had reason to believe to be likely to caused it.

Illustration

A sets fire by night to an inhabited house in a large town, for the purpose of facilitation robbery and thus causes the death of a person, Here, A may not have intended to cause death, and may even by sorry that death has been caused by his act; yet, if he knew that he was likely to cause death, he was caused death voluntarily.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৯। স্বেচ্ছাকৃতভাবেঃ যে মাধ্যমের সাহায্যে কোন কার্য অনুষ্ঠান অভিপ্রেত হয়েছিল তার সাহায্যে অথবা এরূপ মাধ্যম যা প্রয়োগকালে উহার উক্ত কার্য অনুষ্ঠান করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জেনে বা অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সে মাধ্যমের সাহায্যে উক্ত কার্য অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি 'স্বেচ্ছাকৃতভাবে' উক্ত কার্য অনুষ্ঠান করে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ 'ক' দস্যুতা সুগম করার জন্য বৃহৎ শহরে একটি লোকপূর্ণ বাসগৃহে রাত্রিকালে আগুন ধরায়ে দেয় এবং এরূপে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। এক্ষেত্রে 'ক' মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায় নাও করে থাকতে পারে এবং সে তার কার্যের জন্য মৃত্যু ঘটেছে বলে দুঃখিত হতে পারে; তথাপি, যদি সে জেনে থাকে যে তৎকর্তৃক মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটায়েছে।

Sec.–40. Offence: Except in the chapters and sections mentioned in clauses 2 and 3 of this section, the word "offence" denotes a thing made punishable by this code.

In Chapter IV, Chapter VA and in the following sections, namely, sections, 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327 328 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389, and 445, the word "offence" denotes a thing punishable under this Code, or under any special or local law as hereinafter defined.

And in sections 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 and 441 the word "offence" has the same meaning when the thing punishable under the special or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of six months or upwards, whether with or without fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪০। অপরাধঃ এই ধারার ২ ও ৩ দফায় উল্লিখিত পরিচ্ছেদসমূহে ও ধারাসমূহের ব্যাপারে, ব্যতীত, অপরাধ বলতে এই বিধিবলে দণ্ডযোগ্য কোন বিষয় বুঝাবে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৫ম পরিচ্ছেদ এবং নিম্নলিখিত ধারাসমূহে, যথা–৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭১, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৮, ৩৮৯ এবং ৪৪৫ ধারাসমূহে 'অপরাধ' বলতে এই বিধি অনুযায়ী অথবা অতঃপর বর্ণিত যেকোন বিশেষ বা স্থানীয় আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য কোন বিষয় বুঝাবে।

এবং ১৪১, ১৭৬, ১৭৭, ২০১, ২০২, ২১২, ২১৬ ও ৪৪১ ধারাসমূহে 'অপরাধ' বলতে বিশেষ বা স্থানীয় আইনের অধীনে দণ্ডযোগ্য বিষয় অনুরূপ আইনের অধীনে জরিমানাসহকারে বা ব্যতিরেকে যা-ই হোক, ছয় মাসকাল বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডযোগ্য হবার ক্ষেত্রে একই অর্থ বুঝাবে।

Sec.–41. Special Law: A "special law" is a law applicable to a particular subject.

অনুবাদ॥ ধারা–৪১। বিশেষ আইনঃ 'বিশেষ আইন' হচ্ছে বিশেষ বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য আইন।

Sec.–42. Local Law: A local law" is a law applicable only a particular part of the territories comprised in Bangladesh.

অনুবাদ॥ ধারা–৪২। স্থানীয় আইনঃ স্থানীয় আইন হচ্ছে কেবল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ অংশে প্রযোজ্য আইন।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–43. 'Illegal', "Legally bound to do: The word illegal is applicable to everything which is an offence or which is prohibited by law, or which furnishes ground for a civil action: and a person is said to be "legally bound to do" whatever it is illegal in him to omit.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৩। অবৈধ, আইনত সম্পাদন করতে বাধ্যঃ অবৈধ কথাটি এমন প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য যা অপরাধরূপে গণ্য বা যা আইনবলে নিষিদ্ধ বা যাতে দেওয়ানী ব্যবস্থা গ্রহণের অজুহাত থাকে এবং ব্যক্তি বিশেষ এরূপ কার্য 'আইনত সম্পাদন করতে বাধ্য' বলে গণ্য হবে, যা সম্পাদন হতে বিরত থাকা তার পক্ষে অবৈধ।

Sec.–44. Injury: The word 'injury' denotes any harm whatever illegally caused to any parson, in body, mind reputation or property.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৪। ক্ষতিঃ ক্ষতি বলতে যেকোন ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির প্রতি অবৈধভাবে কৃত যেকোন অনিষ্ট সাধন করা বুঝাবে।

Sec.–45. Life: The word "life" denotes the life of a human being. Unless the contrary appears from the context.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৫। জীবনঃ প্রসঙ্গে ভিন্ন না বুঝালে জীবন বলতে মনুষ্য জীবন বুঝাবে।

Sec.–46. Death: The word "death" denotes the death a human being. Unless the contrary appears from the context.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৬। মৃত্যুঃ প্রসঙ্গে ভিন্ন না বুঝালে মৃত্যু বলতে মানুষের মৃত্যু বুঝাবে।

Sec.–47. Animal: The word "animal" denotes any living creature, other than a human begin.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭। প্রাণীঃ প্রাণী বলতে মনুষ্য ব্যতিরেকে যেকোন জীবন্ত সৃষ্টি বুঝাবে।

Sec.–48. Vessel: The word "Vessel" denotes anything made for the conveyance by water of human beings or of property.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮। জাহাজঃ জাহাজ অর্থ জলপথে মানুষ বা সম্পত্তি পরিবহনের জন্য গঠিত যেকোন যান।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–49. 'Year' 'Month': Wherever the word "year" or the word "month" is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to be British calendar.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৯। বৎসর, মাসঃ বৎসর শব্দ বা মাস শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত বৎসর বা মাসের ইংরেজী পঞ্জিকা অনুযায়ী হিসেবে করা হয় বলে ধরে নিতে হবে।

Sec.–50. Section: The Word "section" denotes one of those portions of a chapter of this Code, which are distinguished by prefixed numeral figures.

অনুবাদ॥ ধারা–৫০। ধারাঃ ধারা বলতে এই আইনের যেকোন পরিচ্ছেদের অংশসমূহের এক একটিকে বুঝাবে, যা পূর্বে যুক্ত সংখ্যাবাচক অংকসমূহের সাহায্যে স্বতন্ত্র করা হয়েছে।

Sec.–51. Oath: The word "oath" includes a solemn affirmation substituted by law for an oath, and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof, whether in a Court of Justice or not.

অনুবাদ॥ ধারা–৫১। হলফঃ হলফ বলতে হলফের পরিবর্তে আইনবলে প্রতিস্থাপিত যেকোন পবিত্র প্রতিজ্ঞা এবং কোন সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে গ্রহণীয় বা কোন বিচারালয়ে হোক বা না হোক প্রমাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতব্য, আইনবলে প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত যেকোন ঘোষণাকে বুঝাবে।

Sec.–52. "Good faith: Nothing is said to be done or believed in "good faith" which is done or believed without due care and attention.

অনুবাদ॥ ধারা–৫২। সদ্‌বিশ্বাসঃ যথাযথ সতর্কতা ও মনোযোগ ব্যতিরেকে সম্পাদিত বা বিশ্বাসকৃত কোন কিছুই সদ্‌বিশ্বাস করা হয়েছে বা বিশ্বাস করা হয়েছে বলে গণ্য হবে না।

Sec–52A. Harbour: Except in section 157, and in section 130 in the case in which the harbour is given by the wife or husband of the person harboured, the word "harbour" includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of conveyance, or the assisting a person by any means,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension.

অনুবাদ॥ ধারা–৫২ক। আশ্রয়ঃ ১৫৭ ধারায় বা ১৩০ ধারায় যেক্ষেত্রে আশ্রিত ব্যক্তিকে তদীয় স্ত্রী বা স্বামী কর্তৃক আশ্রয় দেয়া হয় সেক্ষেত্র ব্যতিরেকে 'আশ্রয়' বলতে কোন ব্যক্তিকে আশ্রয়, খাদ্য, পানীয়, অর্থ, পোশাক, অস্ত্রপাতি, গোলাবারুদ বা পরিবহনের মাধ্যমে সরবরাহ করা অথবা গ্রেফতার এড়াবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে যেকোন মাধমের সাহায্যে, উহা এ ধারায় বর্ণিত মাধ্যমসমূহের তুল্য হোক বা না হোক, সহায়তা করা অন্তর্ভুক্ত হবে।

CHAPTER–III
OF PUNISHMENTS
দণ্ড সম্পর্কিত

Sec–53. Punishments: The Punishments to which offenders are liable under the provision of this Code are,–

First–Death;
Secondly–Imprisonment for life;
Thirdly–Omitted;
Fourthly–Imprisonment, which is of two descriptions, namely:
(1) Rigorous, that is with hard labour;
(2) Simple;
Fifthly–Forfeiture of property;
Sixthly–Fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৫৩। দণ্ডসমূহঃ এই আইনের বিধানসমূহ অনুযায়ী অপরাধকারীগণ যে যে দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হবে তা হচ্ছে–

১ম–মৃত্যু;
২য়–যাবজ্জীবন কারাবাস;
৩য়–বাতিল;
৪র্থ–কারাবাস; ইহা দুই প্রকারের; যেমন–
(১) সশ্রম কারাবাস, অর্থাৎ কঠোর শ্রমসহকারে;
(২) বিনাশ্রম কারাবাস
৫ম–সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত;
৬ষ্ঠ–অর্থদণ্ড বা জরিমানা।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আলোচনা

দন্ডবিধিতে দোষী ব্যক্তিগণ যে যে ধরনের শাস্তি পেতেঃ পারে দন্ডবিধির ৫৩ ধারা বলা হয়েছে যে, অত্র বিধির বিধান অনুযায়ী অপরাধীগণ যে যে দন্ডে দন্ডিত হবে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(১) মৃত্যুদন্ডঃ দন্ডবিধি আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড। নিম্নলিখিত যে কোন ৭টি অপরাধ সংঘটনের জন্য মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে, যেমন–

(ক) দন্ডবিধির ১২১ ধারামতে, যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিংবা অনুরূপ যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে, অথবা অনুরূপ যুদ্ধের সহায়তা করে, সে ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।

(খ) দন্ডবিধির ১৩২ ধারামতে, যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক বিদ্রোহ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, সে ব্যক্তিও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হতে পারে।

(গ) দন্ডবিধির ৩০২ ধারামতে, যদি কোন ব্যক্তি খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, সেক্ষেত্রে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঘ) দন্ডবিধির ১৯৪ ধারামতে, কোন ব্যক্তি কারো মৃত্যুদন্ড ঘটাবার জন্য কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাকেও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঙ) দন্ডবিধির ৩০৫ ধারামতে, ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি কিংবা কোন উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যা অনুষ্ঠানে সহায়তা করলে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(চ) দন্ডবিধির ৩০৭ ধারামতে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তিকে খুন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে তবে তার মৃত্যুদন্ড হতে পারে।

(ছ) নরহত্যাসহ ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারামতে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যাবে। তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুদন্ড মওকুফ করতে পারেন।

(২) দ্বীপান্তরঃ বৃটিশ আমলে অর্থাৎ ১৯০০ সালের কারাগার আইন প্রবর্তন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীর শাস্তিকে লঘুতর করে দ্বীপান্তর দন্ড দেয়া হত। দ্বীপান্তর বলতে কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হিসেবেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসন করাকে বুঝাত।

সাম্প্রতিক সংশোধনীতে দ্বীপান্তর দন্ড উঠায়ে দেয়ার ফলে এই ধারার শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড, যার মেয়াদ হবে ৩০ বছর। এটিই সর্বোচ্চ কারাদন্ড।

(ক) দন্ডবিধির ৭৫ ধারা মোতাবেক, পূর্ববর্তী দন্ডের পরে দ্বাদশ এবং সপ্তদশ পরিচ্ছেদের যে সমস্ত অপরাধের দন্ডের মেয়াদ তিন বৎসর বা তদূর্ধ্ব কাল সে সকল

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপরাধে যদি কোন ব্যক্তি দন্ডিত হয় এবং ঐ দন্ড হতে মুক্তি পাবার পর বা ঐ দন্ড বজায় থাকাকালে পুনরায় অনুরূপ যে কোন অপরাধ করে সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হতে পারে।

(খ) দন্ডবিধির ১২১ ধারামতে, কোন ব্যক্তির দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কিংবা যুদ্ধের সহায়তামূলক অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ড।

(গ) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দন্ডবিধির ১২১-ক ধারামতে, যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হবে।

(ঘ) মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত কোন মহিলা গর্ভবতী হলে আদালত দন্ডবিধির ৩৮২ ধারামতে উক্ত দন্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করতে পারেন।

(ঙ) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করলে দোষী ব্যক্তিকে দন্ডবিধির ১২২ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(চ) রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে দোষী ব্যক্তিকে দন্ডবিধির ১২৪-ক ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ছ) বাংলাদেশের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ কোন এশীয় শক্তি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করলে বা অনুরূপ যুদ্ধের সহায়তা করলে দোষী ব্যক্তিকে দন্ডবিধির ১২৫ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(জ) সরকারী কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে পলায়নের জন্য সহায়তা করলে, সেক্ষেত্রে উক্ত সরকারী কর্মচারীকে দন্ডবিধির ১২৮ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঝ) কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করলে দোষী ব্যক্তিকে দন্ডবিধির ১২৫ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঞ) বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করা ও জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ জ্ঞাতসারে সম্পাদন করলে দোষী ব্যক্তিকে দন্ডবিধির ২৩২ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ট) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে আঘাত করে তবে তাকে দন্ডবিধির ৩০৭ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঠ) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ঠগ বলে গণ্য হয়, তবে তাকে দন্ডবিধির ৩১১ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ড) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা গুরুতরভাবে আঘাত করে তবে তাকে দন্ডবিধির ৩২৬ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ঢ) অভিযুক্ত ব্যক্তি দস্যুতা অনুষ্ঠানকালে যদি কোন ব্যক্তিকে আঘাত প্রদান করে, তবে সে ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।

(ণ) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৫১১ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।

(৩) কারাদণ্ডঃ দণ্ডবিধির দু প্রকার কারাদণ্ডের বিধান আছে, যথা–(ক) সশ্রম এবং (খ) বিনাশ্রম।

সশ্রম কারাদণ্ডঃ কঠোর শ্রমসহ কারারুদ্ধ করাকে সশ্রম করাদণ্ড বলা হয়। দণ্ডবিধি আইনের বিধান মোতাবেক কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপরাধীকে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে।

(ক) দণ্ডবিধির ১৯৪ ধারামতে মৃত্যুদণ্ড অপরাধে দণ্ডিত করাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করলে, অথবা

(খ) দণ্ডবিধির ৪৪৯ ধারামতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

বিনাশ্রম কারাদণ্ডঃ কোন অভিযুক্তব্যক্তিকে শ্রম ব্যতীত কারারুদ্ধ করা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বলে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেবল নিম্নলিখিত অপরাধগুলির জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে–

(ক) কোন সরকারী কর্মচারী বেআইনীভাবে ব্যবসা করলে (ধারা ১৬৮);

(খ) কোন ব্যক্তি আদালত কর্তৃক জারিকৃত সমনকে এড়িয়ে চললে (ধারা ১৭২, ১৭৩);

(গ) সরকারী কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ রূপে জারিকৃত আদেশকে অমান্য করলে (ধারা ১৮৮);

(ঘ) সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অবহেলাভাবে গ্রেফতার না করা বা অবরোধ হতে পলায়ন করতে সহায়তা করলে, (ধারা ২২৫(ক));

এভাবে দণ্ডবিধির বিধান মোতাবেক সশ্রম ও বিনাশ্রম অথবা আংশিক সশ্রম ও আংশিক বিনাশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

(৪) সম্পত্তি বাজেয়াপ্তিঃ দণ্ডবিধির নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে, যেমন–

(ক) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের সহিত মৈত্রীবদ্ধ কিংবা শান্তিতে বসবাসকারী কোন রাজ্যের এলাকাসমূহের উপর লুণ্ঠনকার্য অনুষ্ঠান করে, বা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ১২৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ লুণ্ঠনকার্যে ব্যবহৃত

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বা ব্যবহারির নিমিত্ত অভীষ্ট বা ঐরূপ লুণ্ঠনের সাহায্যে অর্জিত তার যে কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

তবে এ ধারায় বর্ণিত অপরাধের জন্য কাউকেও অভিযুক্ত করতে হলে সরকারের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধ বা লুণ্ঠনের দ্বারা কোন গৃহীত সম্পত্তি গ্রহণ করে অথবা দন্ডবিধির ১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লেখিত কোন অপরাধ অনুষ্ঠানকালে গৃহীত বলে জেনেও উহা গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুরূপভাবে গৃহীত সম্পত্তি দন্ডবিধির ১২৭ ধারার বিধান মোতাবেক বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

(গ) যে সরকারী কর্মচারী সম্পত্তি কিনতে বা নিলাম ডাকতে আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়েছেন, তিনি যদি স্বনামে বা বেনামে কিংবা অন্যের সহিত এজমালীভাবে বিশেষ কোন সম্পত্তি ক্রয় করেন বা নিলাম ডাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ক্রয়কৃত সম্পত্তি দন্ডবিধির ১৬৯ ধারামতে বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।

(৫) অর্থদন্ডঃ যেক্ষেত্রে কোন অপরাধীকে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয় যে ক্ষেত্রে অর্থদন্ডের পরিমাণ আইনে উল্লেখ নাই, সেক্ষেত্রে উক্ত অর্থের পরিমাণ আদালতের বিচারের উপর নির্ভরশীল। নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের জন্য অর্থদন্ড প্রদান করা যেতে পারে–

(ক) যদি কোন ভূমির উপর বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়, তবে সে ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী এবং অনুরূপ ভূমিতে স্বার্থ সমন্বিত বা স্বার্থের দাবিদার যে কোন ব্যক্তি দন্ডবিধির ১৫৪ ধারামতে অনধিক এক হাজার টাকা পর্যন্ত দন্ডিত হবে।

(২) নির্বাচন খরচের হিসাব না রাখার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দন্ডবিধির ১৭১(ক) ধারার বিধান মতে পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নিজের কাজের দ্বারা কিংবা তার কোন ত্রুটির দ্বারা সাধারণে স্থলপথে বা জলপথে অন্য কোন ব্যক্তির বিপদ ঘটায়, বাধা সৃষ্টি করে, কিংবা কোন ক্ষতিসাধন করে, সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের দন্ডবিধির ২৮৩ ধারামতে অনধিক দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অর্থদন্ড অনাদায়ের দরুন দন্ডবিধির ৬৪ ধারামতে কারাদন্ড প্রদান করবার মাধ্যমে তা উসুল করে নিতে পারেন।

Sec.–53A. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), any reference to "transportation for life" in any other law for the time being in force shall be construed to "imprisonment for life"

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(2) Any reference to transportation for a term or to transportation for a shorter term (by whatever name called) in any other law for the time being in force shall be deemed to have been omitted.

(3) Any reference to transportation" in any other law fir the time being in force shall–

(a) if the expression means transportation for life, be construed as a reference to imprisonment for life.

(b) if the expression means transportation for any shorter term, be deemed to have been omitted.

অনুবাদ॥ ধারা–৫৩ক। কারাবাস উল্লেখের ব্যাখ্যাঃ (১) ২ উপধারার শর্তাবলী সাপেক্ষে, সাময়িকভাবে প্রচলিত অন্য যেকোন আইনে যেখানে যাবজ্জীবন 'দ্বীপান্তর' এর উল্লেখ আছে সেখানে উহা 'যাবজ্জীবন কারাবাস' ধরতে হবে।

(২) বর্তমানে প্রচলিত যেকোন আইনে কোন মেয়াদের বা স্বল্প মেয়াদের জন্য যেকোনভাবে হোক না কেন, দ্বীপান্তরের উল্লেখ থাকলে উহা রদ গণ্য হবে।

(৩) বর্তমানে প্রচলিত অন্য যেকোন আইনে, যেখানে দ্বীপান্তর উল্লেখ আছেঃ

(ক) সেখানে উহা যদি যাবজ্জীবন দীপান্তর বুঝায়, তাহলে উহাকে যাবজ্জীবন কারাবাস ধরতে হবে;

(খ) সেখানে উহা যদি স্বল্পতর মেয়াদের দ্বীপান্তর বুঝায়, তাহলে উহা রদ গণ্য হবে।

Sec.–54. Commutation of sentence of death: In every case in which sentence of death shall have been passed, the Government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this Code.

অনুবাদ॥ ধারা–৫৪। মৃত্যুদণ্ড হ্রাসকরণঃ মৃত্যুদণ্ড দান করা যেতে পারে এরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার অপরাধকারীর সম্মতি ব্যতিরেকেই উক্ত দণ্ডকে এই বিধিবলে ব্যবস্থিত অপেক্ষাকৃত কম অন্য যেকোন দণ্ডে রূপান্তরিত করতে পারবেন।

Sec.–55. Commutation of sentence of transportation for life: In every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the Government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding twenty years.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ ॥ ধারা–৫৫। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ্রাসকরণঃ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দান করা যেতে পারে এরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার অপরাধকারীর সম্মতি ব্যতিরেকেই উক্ত দণ্ডকে যেকোন বর্ণনার অনূর্ধ্ব ২০ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করতে পারবেন।

Sec.–55A. Saving for President's prerogative: Nothing in section fifty-four or section fifty-five shall derogate from the right of the President to grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment.

অনুবাদ ॥ ধারা–৫৫ক। রাষ্ট্রপতির বিশেষ অধিকার সংরক্ষণঃ ৫৪ বা ৫৫ ধারার কোন কিছুই রাষ্ট্রাপতির ক্ষমা, দণ্ড লাঘব, দণ্ড বিলম্বিতকরণ বা দণ্ড মওকুফ করণের অধিকার খর্ব করবে না।

Sec.–56. *[Sentence of Europeans and Americans to penal Servitude] Rep. By the Criminal Law Extinction of Discriminatory Privileges) Act, 1949 (11 of 1950), Schedule.*

অনুবাদ ॥ ধারা–৫৬। বাতিল

Sec.–57. Fractions of terms of punishment: In calculating fractions of terms of punishment imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to transportation for twenty years.

অনুবাদ ॥ ধারা–৫৭। দণ্ড মেয়াদসমূহের ভগ্নাংশসমূহঃ দণ্ডের মেয়াদসমূহের ভগ্নাংশসমূহ হিসেব করার ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাবাসকে বিশ বৎসর মেয়াদী কারাবাসের তুল্য বলে ধরা হবে।

Sec.–58. [Omitted]

Sec.–59. [Omitted]

Sec.–60. Sentence may be (in certain cases of imprisonment) wholly or partly rigorous or simple: In every case in which an offender is punishable with imprisonment, which may be of either description, it shell be competent to the Count which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be rigorous and the rest simple.

অনুবাদ ॥ ধারা–৬০। কারাবাসের কতিপয় ক্ষেত্রে দণ্ড সম্পূর্ণ বা আংশিক সশ্রম বা বিনাশ্রম হতে পারবেঃ যে মামলায় কোন অপরাধকারী যেকোন বর্ণনার কারাবাসের

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যোগ্য হয়, অনুরূপ প্রত্যেক মামলায় অনুরূপ অপরাধকারীকে দণ্ডদানকারী আদালতের উক্ত দণ্ডাজ্ঞায় এই মর্মে নির্দেশ দান করার ক্ষমতা থাকবে যে, অনুরূপ কারাবাস সম্পূর্ণরূপে সশ্রম হবে, অথবা অনুরূপ কারাবাস সম্পূর্ণরূপে বিনাশ্রম হবে, অথবা অনুরূপ কারাবাসের যেকোন অংশ সশ্রম হবে এবং বাকী অংশ বিনাশ্রম হবে।

Sec.–61. *[Sentence of forfeitures of property.] Rep. by the Indian panel Code (Amendment) Act, 1921 (xv1 of 1921), s.4.*

অনুবাদ ॥ ধারা–৬১। বাতিল

Sec.–62. *[Forfeiture of property, in respect of offenders punishable with death, transportation or imprisonment.] Rep. By the Indian Penal Code (Amendment) Act, 1921 (XVI of 1921) s,4.*

অনুবাদ ॥ ধারা–৬২। বাতিল

Sec.–63. Amount of fine: Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount if fine to which the offender is liable is unlimited, but shall not be excessive.

অনুবাদ ॥ ধারা–৬৩। জরিমানা দণ্ডের পরিমাণঃ যেক্ষেত্রে জরিমানা দণ্ডের পরিমাণ উল্লেখ করা না হয় সেক্ষেত্রে অপরাধকারীর জরিমানা দণ্ডের পরিমাণ সীমিত হবে না, তবে উহা মাত্রাতিরিক্ত হতে পারবে না।

Sec.–64. Sentence of imprisonment for non-payment of fine: Sentence of In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment.

I in every case of an offence punishable with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine,

It shall be competent to the Court which sentences such offender to direct by the sentence that, in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which he may have been sentenced or to which he may be liable under a communication of a sentence.

অনুবাদ ॥ ধারা–৬৪। জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ডঃ জরিমানা দণ্ডসহ কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধের প্রত্যেক মামলায়, যে মামলায় কারাবাস সহকারে বা ব্যতিরেকে অপরাধকারীর জরিমানা দণ্ড বিধান করা হয়, এবং কারাবাস বা জরিমানা দণ্ড অথবা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কেবল জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের প্রত্যেক মামলায়, যে মামলায় অপরাধকারীর জরিমানা দণ্ড বিধান করা হয়।

অনুরূপ অপরাধকারীর দণ্ডবিধানকারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞাবলে এই মর্মে নির্দেশ দান করার ক্ষমতা থাকবে যে, জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে অপরাধকারী কোন বিশেষ মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করবে, যে কারাবাস, তাকে দণ্ডিত করা হয়ে থাকতে পারে বা দণ্ড হ্রাসকরণের অধীনে সে দণ্ডনীয় হতে পারে এরূপ অন্য যেকোন কারাবাসের অতিরিক্ত হবে।

Sec.–65. Limit to imprisonment for non-payment of fine when imprisonment and fine awardable: The term for which the Court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed one-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৬৫। যেক্ষেত্রে কারাদণ্ড ও জরিমানা দণ্ড বিধেয় সেক্ষেত্রে জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ডের পরিমাণঃ জরিমানা দণ্ড অনাদায়ের কারণে আদালত অপরাধীকে যে মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ, উক্ত অপরাধ কারাদণ্ড ও তৎসহ জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হলে, উক্ত অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের এক-চতুর্থাংশের অধিক হবে না।

Sec.–66. Description of imprisonment for non-payment: The imprisonment, which the Court imposes in default of payment of a fine, may be any description to which the offender might have been sentenced for the offence.

অনুবাদ ॥ ধারা–৬৬। জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ডের বর্ণনাঃ আদালত জরিমানা দণ্ড অনাদায়ের জন্য যে কারাদণ্ড দান করেন তা উক্ত অপরাধের জন্য অপরাধকারীর যে বর্ণনার দণ্ড বিধান করা যেতে উহার যেকোন বর্ণনায় হতে পারবে।

Sec.–67. Imprisonment for non-payment of fine, when offence punishable with fine only: If the offence be punishable with fine only, the imprisonment which the Court imposes in default payment of the offender to be imprisoned, in default of payment of fine, shall not exceed the following scale, that is to say, for any term not exceeding two months when the amount of the fine shall not exceed fifty taka, and for any term not exceeding four months when the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

amount shall not exceed one hundred taka, and for any term not exceeding six months in any other case.

অনুবাদ॥ ধারা–৬৭। কেবল জরিমানা দণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ডঃ অপরাধটি কেবল জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হলে, আদালত জরিমানা দণ্ড অনাদায়ের দরুন যে কারাদণ্ড আরোপ করবেন তা হবে বিনাশ্রম এবং জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে আদালত যে মেয়াদের জন্য অপরাধকারীকে কারাদণ্ড ভোগের নির্দেশ দান করবেন তা নিম্নোক্ত হার অতিক্রম করবে না, অর্থাৎ দুই মাসের অনূর্ধ্ব যেকোন মেয়াদের ক্ষেত্রে জরিমানা দণ্ডের পরিমাণ পঞ্চাশ টাকা অতিক্রম করবে না, এবং চার মাসের অনূর্ধ্ব যেকোন মেয়াদের ক্ষেত্রে জরিমানা দণ্ডের পরিমাণ এক শত টাকা অতিক্রম করবে না, এবং অন্য যেকোন মামলায় অনূর্ধ্ব ছয় মাস অতিক্রম করবে না।

Sec.–68. Imprisonment to terminate on payment of fine: The imprisonment, which is imposed in default of payment of a fine, shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law.

অনুবাদ॥ ধারা–৬৮। জরিমানা দণ্ড আদায় করলে কারাদণ্ডের সমাপ্তি হবেঃ জরিমানা দণ্ড অনাদায়ে যে কারাদণ্ডারোপ করা হয় উক্ত জরিমানা দণ্ড পরিশোধ করা বা আইনের প্রক্রিয়াধীনে আদায় করার সঙ্গে তা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Sec.–69. Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine: If before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate.

Illustration

A is sentenced to a fine of one hundred taka and to four months' imprisonment in default of payment. Here, if Seventy-five taka of the fine be paid or levied before the expiration of one month of the imprisonment, A will be discharged as soon as the first month has expired. If seventy-five taka be paid or levied at the time of the expiration of the first month, or at any letter time while A continues in imprisonment's. A will be immediately discharged. If fifty Taka of the fine be paid or levied before the expiration of two months of the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

imprisonment, A will be discharged as soon as the two months are completed. If fifty Taka be paid or levied at the time of the expiration of those two months, or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged.

অনুবাদ॥ ধারা–৬৯। জরিমানা দণ্ডের আনুপাতিক অংশ আদায় করা হলে কারাদণ্ডের সমাপ্তি হবেঃ যদি অর্থ অনাদায়ের কারণে নির্দিষ্ট কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে জরিমানা দণ্ডের এরূপ একটি অনুপাত পরিশোধ বা আইনবলে আদায় করা হয় যে, অর্থ অনাদায়ের কারণে ভোগকৃত কারাদণ্ডের মেয়াদ অপরিশোধিত জরিমানা দণ্ডের অংশের অনুপাত কম নহে, তাহলে কারাদণ্ড সমাপ্ত হয়ে যাবে।

উদাহরণঃ 'ক' এক শত টাকা জরিমানা দণ্ড এবং অর্থ অনাদায়ের দরুন চারি মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এক্ষেত্রে কারাদণ্ডের এক মাস উত্তীর্ণ হবার পূর্বে জরিমানা দণ্ডের পঁচাত্তর টাকা পরিশোধ বা আদায় করা হলে

Sec.–70. Fine livable within six years, or during imprisonment. Death not to discharge property from liability: The fine, or any part thereof which remains unpaid may be levied at any time within six years after the passing of the sentence; and if, under the sentence, the offender be liable to imprisonment for a longer period than six years then at any time previous to the expiration if that period; and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would, after his death, be legally liable for his debts.

অনুবাদ॥ ধারা–৭০। ছয় বৎসরের মধ্যে বা কারাবাসকালে আদায়যোগ্য জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে তার সম্পত্তি দায়মুক্ত হবে নাঃ জরিমানা দণ্ড, বা উহার যেকোন অংশ, যা অপরিশোধিত থেকে গেলে তা দণ্ডাজ্ঞা দানের পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে যেকোন সময় এবং দণ্ডাজ্ঞা অনুযায়ী অপরাধকারী ছয় বৎসরাধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হলে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে যেকোন সময় আদায় করা যেতে পারবে এবং অপরাধকারীর মৃত্যুর ফলে তার মৃত্যুর পর; তার যে সম্পত্তি তার ঋণসমূহের জন্য আইনত দায়গ্রস্ত হত তা দায়মুক্ত হবে না।

Sec.–71. Limit of punishment of offence made up of several offences: Where anything which is an offence is made up parts, any of which parts is itself an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offences, unless it be so expressly provided.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Where anything is an offence falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, or

Where several acts, of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute, when combined, a different offence.

The offender shall not be punished with a more severe punishment than the Court which tries him could award for any one of such offences.

Illustrations

(a) A gives Z fifty strokes with a stick. Here a may have committed the offence of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating. If a were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for fifty years, one for each blow. But he is liable only to one punishment for the whole beating.

(b) But if, while A is beating Z, Y interferes, and A intentionally strikes Y here, as the blow given to Y, is no part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z, and to another for the blow given to Y

অনুবাদ ॥ ধারা—৭১। কতিপয় অপরাধের সমবায়ে গঠিত অপরাধের শাস্তির সীমাঃ যেক্ষেত্রে অপরাধ বলে গণ্য এমন কিছু এরূপ অংশসমূহের সমবায়ে গঠিত হয়, যে অংশসমূহের যেকোনটি একটি অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়, সেক্ষেত্রে অপরাধকারীকে অনুরূপ অপরাধসমূহের একাধিকের শাস্তি দান করা যাবে না, যদি না অনুরূপ স্পষ্ট বিধান থাকে।

যেক্ষেত্রে কোন কিছু আপাতত প্রচলিত যে আইনবলে অপরাধসমূহের সংজ্ঞা বা শাস্তি দান করা হয়, সে আইনের দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র সংজ্ঞাদান অপরাধ হয়, অথবা যেক্ষেত্রে কতিপয় কার্য, যার এক বা একাধিক স্বকীয়ভাবে একরূপ অপরাধ সংগঠন করে, কিন্তু মিলিতভাবে ভিন্ন অপরাধ সংগঠন করে, সেক্ষেত্রে অপরাধকারীকে যে আদালত তার বিচার করেন সে আদালত অনুরূপ অপরাধসমূহের যেকোনটির জন্য তার যে শাস্তি বিধান করতে পারেন তা হতে কঠোরতম শাস্তি দান করা যাবে না।

উদাহরণঃ (১) 'ক' 'খ'-কে পঞ্চাশটি লাঠির ঘা দেয়। এক্ষেত্রে 'ক' সমগ্র প্রহারের সাহায্যে এবং যে আঘাতসমূহ সমগ্র প্রহার সংগঠন করে তাদের প্রত্যেকটির সাহায্যে ও ইচ্ছাকৃতভাবে 'খ'-কে আঘাত করার অপরাধ অনুষ্ঠান করে থাকতে পারে। যদি 'ক' প্রত্যেক আঘাতের জন্য দণ্ডনীয় হতো, তাহলে তাকে প্রত্যেক আঘাতের জন্য এক

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বৎসর হিসেবে পঞ্চাশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেত। কিন্তু যে সমগ্র প্রহারের জন্য কেবল একটি দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

(২) কিন্তু 'ক' 'খ'-কে আঘাত করার সময় যদি 'ঙ' বাধাদান করে এবং সে ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে আঘাত করে, তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু 'ঙ'-কে প্রদত্ত আঘাত 'ক' কর্তৃক 'খ'-কে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার জন্য একটি দণ্ডে, এবং 'ঙ'-কে আঘাত করার জন্য আরেকটি দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–72. Punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that it is doubtful of which: In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shell be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all.

অনুবাদ॥ ধারা–৭২। কতিপয় অপরাধের একটির জন্য দোষী ব্যক্তির শাস্তি–উহা কি সম্পর্কে, রায়ে তার সন্দেহ প্রকাশকরণঃ যে সমস্ত মামলায় এরূপ রায় দেয়া হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়ে বর্ণিত কতিপয় অপরাধের মধ্যে যে অপরাধের জন্য দোষী তা সন্দেহপূর্ণ, সে সমস্ত মামলায় সমস্ত অপরাধের জন্য একই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে, সেক্ষেত্রে অপরাধকারীকে যে অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে সে অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে।

Sec.–73. Solitary confinement: Whenever any person is convicted of an offence for which under this Code the Court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the Court may, by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding three months is the whole, according to the following scale, that is to say–

a time not exceeding one months if the term of imprisonment shall not exceed six months;

a time not exceeding one months if the term of imprisonment shall exceed six months and shall not exceed one year.

অনুবাদ॥ ধারা–৭৩। নির্জন কারাবাসঃ দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী যে অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে সশ্রম কারাদণ্ড দানের জন্য আদালতের ক্ষমতা থাকে, সে অপরাধের ব্যক্তি বিশেষ দণ্ডিত হবার ক্ষেত্রে আদালত দণ্ডাজ্ঞাবলে নির্দেশ দান করতে পারবেন যে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপরাধীকে, সে যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় তার যেকোন অংশ বা অংশসমূহের জন্য নিম্নলিখিত হারে, সাকুল্যে অনধিক তিন মাসকাল নির্জন কারাবাসে রাখা যাবে, অর্থাৎ কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক না হলে এক মাসের অনুর্ধ্বকাল কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক এবং এক বৎসর পর্যন্ত হলে দুই মাসের অনুর্ধ্বকাল কারাবাসের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হলে তিন মাসের অনুর্ধ্বকাল।

আলোচনা

নির্জন কারাবাস বলতে কোন ব্যক্তিকে নির্জন সেলে আটক করে রাখাকে বুঝায়। অর্থাৎ নির্জন কারাবাস বলতে একজন দন্ডিত ব্যক্তির এমন এক অবস্থায়, যে অবস্থায় দন্ডিত ব্যক্তি সর্ব প্রকার জন-সাহচর্য হতে বঞ্চিত হয়। নির্জন কারাবাস দীর্ঘকাল প্রলম্বিত হলে দন্ডিত ব্যক্তি তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। কাজেই কেবল গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রেই আদালত এরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের নির্দেশ দান করে থাকেন। নির্জন কারাবাসের মূল অর্থ হল আসামীকে নির্জন সেলে আটক করে রাখা।

দণ্ডবিধি আইনে নির্জন কারাবাসের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার বিধানঃ দণ্ডবিধি আদালতকে নির্জন কারাবাসের শাস্তি প্রদানের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার বিধানসমূহ এই আইনের ৭৩ ধারায় বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

এই ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে যদি এমন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত করা হয় যে, অপরাধের জন্য আদালত অত্র বিধি বলে তাকে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করতে পারে না তাহলে আদালত তার দণ্ডাজ্ঞার মাধ্যমেই আদেশ প্রদান করতে পারবেন যে, অপরাধীকে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কারাদণ্ডের মেয়াদের কোন অংশ বা অংশসমূহের জন্য নিম্নলিখিত হারে যা সর্ব সাকুল্যে অনধিক তিন মাস কাল নির্জন কারাবাসে রাখা যাবে; অর্থাৎ কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক না হলে এক মাসের অনুর্ধ্বকাল

কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক; কিন্তু এক বৎসরের অনধিক হলে দুই মাসের অনূর্ধ্বকাল; এবং

কারাবাসের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হলে তিন মাসের অনূর্ধ্বকাল নির্জন কারাবাসের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করবার জন্য আদালতকে এই ধারা মোতাবেক যে সকল শর্তাবলী অবশ্যই পালন করতে হবে তা হল নিম্নরূপ। যথা–

(১) নির্জন কারাবাসের মেয়াদ সর্বসাকুল্যে তিন মাসের অধিক হতে পারবে না।

(২) যে মেয়াদের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়, সে মেয়াদের সম্পূর্ণ সময় নির্জন কারাবাসের মেয়াদ হতে পারে না। তবে সশ্রম কারাদণ্ডের পূর্ণ মেয়াদের একটি অংশ নির্জন কারাবাসের হবে, এরূপ আদেশ দেয়া যেতে পারে।

(৩) সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বৎসরে কম হলে নির্জন কারাবাস সর্বসাকুল্যে দুই মাসের বেশী হতে পারবে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৪) সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ এক বৎসরের বেশী হলে নির্জন কারাবাস তিন মাসের বেশী হতে পারবে না।

(৫) সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ ছয় মাস বা তার কম হলে নির্জন কারাবাস সর্বসাকুল্যে এক মাসের বেশী হতে পারবে না।

(৬) আদালত অপরাধীকে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কারাদণ্ডের মেয়াদের যে কোন অংশ বা অংশসমূহের জন্য দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের নির্দেশ দান করতে পারবেন।

(৭) যে অপরাধের দণ্ড সশ্রম কারাবাস নহে, সে অপরাধের ক্ষেত্রে নির্জন কারাবাসের আদেশ অবৈধ।

নির্জন কারাবাসের দণ্ডাদেশকে কার্যকরী করতে হলে আদালতকে অবশ্যই দণ্ডবিধির ৭৪ ধারার বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তগুলি পালন করতে হবে। যথা–

(১) নির্জন কারাবাসের পরিমাণ কোনভাবেই একনাগাড়ে ১৪ দিনের বেশী হবে না।

(২) নির্জন কারাবাসের পূর্বে ও পরে বিরাম থাকবে।

(৩) কারাদণ্ডের মেয়াদ তিন মাসের অধিক হলে নির্জন কারাবাস কোন মাসের সাত দিনের বেশী হবে না।

Sec.–74. Limit of solitary confinement: In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed fourteen days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods, and when the imprisonment awarded shall exceed three months, the solitary confinement shall not exceed seven days in any one month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the period of solitary confinement of not less duration then such periods.

অনুবাদ॥ ধারা–৭৪। নির্জন করাবাসের সীমাঃ নির্জন কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করার ব্যাপারে অনুরূপ কারাবাস এককালে চৌদ্দ দিনের বেশি হতে পারবে না; নির্জন কারাবাসের মেয়াদসমূহের মধ্যে অনুরূপ মেয়াদসমূহ নির্জন কারাবাস অপেক্ষা অন্যূন কালের বিরামসমূহ থাকবে এবং প্রদত্ত কারাদণ্ড তিন মাসের অধিক হলে নির্জন কারাবাস প্রদত্ত সর্বমোট কারাদণ্ডের যেকোন মাসে সাত দিনের বেশি হতে পারবে না, নির্জন কারাবাসের মেয়াদসমূহের মধ্যে অনুরূপ মেয়াদসমূহ নির্জন কারাবাস অপেক্ষা অন্যূন কালের বিরামসমূহ থাকবে।

Sec.–75. Enhanced punishment for certain offences under Chapter XII or XVII after previous conviction: Whoever, having been convicted,–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(a) by a court in Bangladesh of an offence punishable under Chapter XII of chapter Code with imprisonment of either description for a term of three years or upward

shall be guilty of any offence punishable under either of those Chapters with like imprisonment fir the like term, shall be subject for every such subsequent offence to transporation for life, or to imprisonment of either description for a term which may extend to ten years.

অনুবাদ ॥ ধারা–৭৫। পূর্ববর্তী দণ্ডের পরে ১২শ অধ্যায়ের বা ১৭শ অধ্যায়ের অধীনে কতিপয় অপরাধের জন্য বর্ধিত দণ্ডঃ যে ব্যক্তি–

(ক) বাংলাদেশের কোন আদালত কর্তৃক, তিন বৎসর বা তদুর্ধ্ব মেয়াদের যেকোন বর্ণনার কারাবাস সহকারে এই বিধির ১২শ অধ্যায় বা ১৭শ অধ্যায়ের অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দণ্ডনীয় হয়ে, উক্ত অধ্যায়সমূহের যেকোনটির অধীনে সে একই মেয়াদের জন্য অনুরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় যেকোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে, সে ব্যক্তি পরবর্তী প্রত্যেক অনুরূপ অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ডাধীন বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডের, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, অধীন হবে।

CHAPTER–IV

GENERAL EXCEPTIONS

সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ

Sec–76. Act done by a person bound, or by mistake of fact believing himself bound, by law: Nothing is an offence, which is done by a person who is, or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be, bound by law to do it.

Illustrations

(a) A, a soldier, fires on a mob by the order of his superior officer, in conformity with the commands of the law. A has committed no offence.

(b) A, an officer of a Court of Justice, being ordered by that Court to arrest Y, and, after due enquiry, believing Z to be Y, arrests Z. A has committed no offence.

অনুবাদ ॥ ধারা–৭৬। আইনবলে বাধ্য বা ভুল ধারণাবশতঃ নিজকে আইনবলে বাধ্য বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছু

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সম্পাদন করার জন্য আইনবলে বাধ্য বা তথ্যের ভুল ধারণাবশত আইনের ভুল ধারণাবশত নহে, সদ্‌বিশ্বাসে নিজেকে কোন কিছু সম্পাদন করার জন্য আইনবলে বাধ্য বলে বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদন করলে উহা অপরাধ নহে।

উদাহরণঃ (১) সৈনিক 'ক' তদীয় উর্ধ্বতন পদস্থ কর্মচারীর আদেশক্রমে আইনের নির্দেশ মোতাবেক কোন জনতার উপর গুলি চালায়। 'ক' কোন অপরাধ করেনি।

(২) বিচারালয়ের জনৈক কর্মকর্তা 'ক' উক্ত বিচারালয় কর্তৃক 'ঙ'-কে গ্রেফতার করার জন্য আদিষ্ট হয়ে এবং যথাযথ তদন্তের পর 'খ'-কে 'ঙ' মনে করে 'খ'-কে গ্রেপ্তার করেন। 'ক' কোন অপরাধ সংঘটন করেনি।

Sec. 77. Act of Judge when acting judicially: Nothing is an offence, which is done by a Judge when acting judicially in the exercise of any power which is, or which is good faith he believes to be, given to him by law.

অনুবাদ॥ ধারা–৭৭। বিচার সম্পর্কিত কার্য পরিচালনাকালে বিচারকের কার্যঃ বিচারক কর্তৃক বিচার সম্পর্কিত কার্য পরিচালনাকালে আইনবলে তাঁকে দেয়া হয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন এরূপ যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পাদিত কোন কিছুই অপরাধ নহে।

Sec. 78. Act done pursuant to the judgment or order of Court: Nothing, which is done in pursuance of, or which is warranted by the judgment or order of, a Court of Justice, if done whilst such judgment or order remains in force, is an offence, notwithstanding the Court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided, provided the person doing the act in good faith believes that the Court had such jurisdiction.

অনুবাদ॥ ধারা–৭৮। আদালতের রায় বা আদেশের অনুসরণে সম্পাদিত কার্যঃ বিচারালয়ের রায় বা আদেশের অনুসরণে বা প্রয়োজনে সম্পাদিত কোন কার্যই, অনুরূপ রায় বা আদেশ বলবৎ থাকাকালে সম্পাদিত হলে অপরাধ নহে, যদিও উক্ত আদালতের অনুরূপ রায় বা আদেশ দান করার কোন অধিক্ষেত্র না থাকে, অবশ্য এই শর্তে যে, উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি সদ্‌বিশ্বাসে মনে করেন যে, উক্ত আদালতের অনুরূপ এখ্‌তিয়ার ছিল।

নোটঃ ২০০৪সনের ২৪নং আইনদ্বারা
সংশোধিত

Sec. 79. Act done by a person justified, or by mistake of fact believing himself justified by law: Nothing, is an offence which is done by any person who is justified by law, or who by reason of a

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith. believes himself to be justified by law, in doing it.

Illustration

A see Z commit what appears to A to be a murder. A, in the exercise, to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murders in the act, seizes Z, in order to bring. Z before the proper authorities. A has committed no offence, though it may turn out that Z was acting in self-defense.

অনুবাদ॥ ধারা–৭৯। আইন সমর্থিত বা ভুল ধারণাবশত নিজেকে আইন সমর্থিত বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যঃ আইন সমর্থিত ব্যক্তি, কোন কিছু সম্পাদনের জন্য বা যে ব্যক্তি তথ্যের ভুল ধারণাবশত নহে–সদ্‌বিশ্বাসে নিজকে আইন সমর্থিত বলে বিশ্বাস করে এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কোন **কিছু অপরাধ নহে।**

উদাহরণঃ 'ক' 'খ'-কে এমন একটি কার্য সংঘটন করতে **দেখে** যা 'ক'-এর নিকট খুন বলে প্রতীয়মান হয়। 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে তার স্বীয় সর্বোচ্চ **বিবেচনায় উক্ত** কার্যে খুনিগণকে গ্রেফতার করার জন্য আইনবলে সমস্ত লোকের প্রতি **অর্পিত** ক্ষমতা প্রয়োগ করে 'ক'-কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির করার উদ্দেশ্যে 'খ'-কে আটক করে। 'ক' কোন অপরাধ সংঘটন করেনি, যদিও ফলত এরূপ প্রমাণিত হতে পারে যে, 'খ' আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কাজটি করতেছিল।

Sec.–80. Accident in doing a lawful act: Nothing, is an offence which is done by accident or misfortune, and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution.

Illustration

A is at work with a hatchet; the head flies off and kills a man who is standing by. Here if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excuse able and not an offence.

অনুবাদ॥ ধারা–৮০। আইনানুগ কার্য সম্পাদনকালে দুর্ঘটনাঃ দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশত এবং কোন প্রকার অপরাধমূলক উদ্দেশ্য বা অবগতি ব্যতিরেকে আইনানুগ প্রণালীতে আইনানুগ মাধ্যমের সাহায্যে এবং যথাযথ যত্ন ও সতর্কতার সাথে সম্পাদিত কোন আইনানুগ কার্যই অপরাধ নহে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ 'ক' একটি কুঠার নিয়ে কাজ করতেছে, উহার মাথা উড়িয়ে যায় এবং সন্নিকটে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে নিহত করে। এক্ষেত্রে যদি 'ক'-এর পক্ষে যথাযর্থ সতর্কতার অভাব না থেকে থাকে, তাহলে তার কাজ মার্জনীয় হবে এবং অপরাধ হবে না।

Sec. 81. Act likely to cause harm, but done without criminal intent, and to prevent other harm: Nothing is an offence merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing of avoiding other harm to person or property.

Explanation.–It is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm.

Illustrations

(a) A, the captain of a steam vessel, suddenly and without any fault or negligence on his part, finds himself in such a position that, before he can stop his vessel, he must inevitably run down a boat B, with twenty or thirty passengers on board, unless he changes the course of his vessel, and that, by changing his course, he must incur risk of running down a boat C with only two passengers on board, which he may possibly clear. Here, if A alters his course without any intention to run down the passengers in the boat B, he is not guilty of an offence, though he may run down the boat C by doing an act which he knew was likely to cause that effect, if it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down C.

(b) A, in a great fire, pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offence.

অনুবাদ॥ ধারা–৮১ **সম্ভাব্য ক্ষতিকারক কার্য, কিন্তু অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং অন্যবিধ ক্ষতি নিবারণকল্পে সম্পাদিতঃ** ক্ষতিসাধন করতে পারে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে কোন কিছু করা অপরাধ নহে, যদি উহা কোন ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং মানুষ বা সম্পত্তির প্রতি অন্য কোন ক্ষতি নিবারণ এড়ানোর উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ অনুরূপ ক্ষেত্রে যে ক্ষতি নিবারণ বা এড়ানো প্রয়োজন, তা এরূপ প্রকৃতির বা এরূপ আসন্ন ছিল কিনা যাতে কোন ক্ষতিসাধন করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও উক্ত কাজ করার ন্যায় বা উহা করার ঝুঁকি নেয়া মার্জনীয় হতো তা তথ্যের প্রশ্ন।

উদাহরণঃ (ক) একটি বাষ্পীয় পোতের কাপ্তান 'ক' হঠাৎ এবং তার নিজের কোন দোষ বা ত্রুটি ব্যতিরেকে নিজেকে এরূপ অবস্থায় আপতিত দেখতে পান যে, তিনি তদীয় পোত থামাবার পূর্বে, তদীয় পোতের গতিপথ পরিবর্তন না করলে বিশ বা ত্রিশজন যাত্রীসহ একটি নৌকা 'খ'-কে অনিবার্যভাবে ডুবায়ে ফেলিবেন, এবং গতিপথ পরিবর্তন করলে তিনি দুইজন যাত্রীসহ একটি নৌকা 'গ'-কে, যা তিনি সম্ভবত বাঁচাতে পারেন, অবশ্যই ডুবায়ে ফেলবেন। এক্ষেত্রে যদি 'ক' নৌকা 'খ'-এর যাত্রীদের বিপদ মুক্তির জন্য সদ্‌বিশ্বাসে এবং নৌকা 'গ'-কে ডুবায়ে ফেলার কোন অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তার গতিপথ পরিবর্তন করেন তাহলে তিনি কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন না, যদিও তিনি এরূপ কোন কার্য সম্পাদনের ফলে 'গ' নৌকাখানি ডুবায়ে ফেলেন, যে কার্যের অনুরূপ পরিগণিত সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি জানতেন। যদি বস্তুত ইহা প্রমাণিত হয় যে, তিনি যে বিপদ এড়াবার ইচ্ছা করেছিলেন তা এরূপ ছিল যার ফলে তৎকর্তৃক 'গ' নৌকাখানি ডুবাবার ঝুঁকি নেয়া ক্ষমার্হ।

(খ) 'ক' একটি ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে উহার বিস্তৃতি নিবারণার্থে গৃহসমূহ উৎপাটিত করে। মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষাকল্পে সে সদ্‌বিশ্বাসে এক কাজ করে। এক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে, যে ক্ষতি নিবারণের জন্য উহা করা হয়েছিল তা এরূপ প্রকৃতির ও এরূপ আসন্ন ছিল যদ্দরুন করা কার্য ক্ষমার্হ হয়, তাহলে 'ক' উক্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে না।

Sec.–82. Act of a child under nine **years of age:** Nothing is an offence which is done by a child under nine years of age.

অনুবাদ॥ ধারা–৮২। *নয়* বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর কার্যঃ *নয়* বৎসরের কম বয়স্ক শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে।

Sec.–83. Act of a child above Nine and under twelve of immature understanding: Nothing is an offence, which is done by a child above Nine years of age, and under twelve, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৮৩। **নয় বৎসরের অধিক বয়স্ক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক অপরিণত বোধশক্তি সম্পন্ন শিশুর কার্যঃ নয়** বৎসরের অধিক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক এমন শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে, উক্ত অপরাধের ব্যাপারে যে শিশুর বোধশক্তি এতদূর পরিপক্কতা লাভ করেনি যে, সে স্বীয় আচরণের প্রকৃতি ও পরিণতি বিচার করতে পারে।

Sec.–84. Act of a person of unsound mind: Nothing is an offence, which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law.

অনুবাদ॥ ধারা–৮৪। **অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কার্যঃ** এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে, যে ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধ সংঘটনকালে অপ্রকৃতিস্থতার কারণে কার্যটির প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে অপারগ অথবা, সে আইনের চক্ষে ভুল বা আইনের পরিপন্থী কার্য করছে বলে জানার অযোগ্য।

Sec.–85. Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will: Nothing is an offence, which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will.

অনুবাদ॥ ধারা–৮৫। **অনিচ্ছাকৃত প্রমত্ততার কারণে বিচারশক্তি রহিত ব্যক্তির কার্যঃ** কোন ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদনকালে প্রমত্ততাবশত উক্ত কার্যের প্রকৃতি, অথবা সে যে কার্য করছে তা ভুল বা আইনের পরিপন্থী বলে বুঝতে পারার অযোগ্য হলে তৎকর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী বস্তু তার অজ্ঞাতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পরিবেশন করা হয়েছিল।

Sec.–86. Offence requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated: In cases where an act done is not an offence unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

he had not been intoxicated. Unless the thing, which intoxicated him, was administered to him without his knowledge or against his will.

অনুবাদ॥ ধারা–৮৬। যে অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য বা জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, উন্মত্ত ব্যক্তি কর্তৃক সে অপরাধ অনুষ্ঠানঃ যেসমস্ত ক্ষেত্রে কোন বিশেষ জ্ঞান বা উদ্দেশ্য সহকারে করা না হলে কোন কার্য অপরাধ বলে গণ্য হয়না, সে সমস্ত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি উন্মত্ত অবস্থায় কোন কার্য করলে, তার এরূপ ব্যবস্থাপনা করা হবে যেন উন্মত্ত না হয়ে থাকলে তার যদরূপ জ্ঞান থাকত তদ্‌রূপ একই জ্ঞান রয়েছে, যদি না তার উন্মাদনা সৃষ্টিকারী বস্তুটি তার অজ্ঞানে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

Sec.–87. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt, done by consent: Nothing which is not intended to cause death, or grievous hurt, and which is not known by the order to be likely to cause death, or grievous hurt, is an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause, to any person, above eighteen years of age, who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm; or by reason of any such person who has consented to take the risk of that harm.

Illustration

A and Z agree to fence with each other for amusement This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing, may be caused without foul play; and if A, while playing fairly, hurts Z, A commits no offence.

অনুবাদ॥ ধারা–৮৭। মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাবার জন্য অভিপ্রেত নহে, এবং অনুরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ বলে অজ্ঞাত কার্য সম্মতিসহকারে সম্পাদন করাঃ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাবার জন্য অভিপ্রেত নহে এবং সংঘটকের নিকট মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাবার সম্ভাবনা পূর্ণ বলে জ্ঞাত নহে এমন কোন কিছুই কোন ক্ষতি সহ্য করার জন্য প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে সম্মতি প্রদানকারী আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন ব্যক্তির প্রতি কোন ক্ষতি সাধনের কারণে বা সংঘটক কর্তৃক ক্ষতিসাধনের জন্য অভিষ্ট হওয়ার কারণে, অথবা অনুরূপ ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের সম্মতি প্রদানকারী অনুরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিসাধন করার সম্ভাবনা রয়েছে সংঘটকের জানা থাকার অজুহাতেই অপরাধ নহে।

উদাহরণঃ 'ক' ও 'খ' স্ফূর্তির জন্য পরস্পর অসি ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সম্মত হয়। এ স্ফূর্তির অসাধুতার ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, অনুরূপ অসি ক্রীড়াকালে ঘটতে পারে এরূপ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সম্ভাব্য যেকোন ক্ষতি বহনে প্রত্যেকের সম্মতি রয়েছে বলে বুঝায়; এবং যদি 'ক' সাধুভাবে উক্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানকালে 'খ'-কে আঘাত করে, তাহলে 'ক' কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করেনি।

Sec.–88. Act not intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit: Nothing which is not intended to cause death, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause, to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given a consent, whether express or implied, to suffer harm, that or to take the risk of that harm.

Illustration

A, a surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z who suffers under the painful complaint, but not intending to cause Z's death, and intending, in good faith Z's benefit performs that operation on Z, with Z's consent. A has committed no offence.

অনুবাদ॥ ধারা–৮৮। মৃত্যু ঘটাবার জন্য অভিপ্রেত নহে এমন কার্য ব্যক্তি বিশেষের উপকারার্থ সদ্‌বিশ্বাসে সম্মতিসহকারে সম্পাদনঃ মৃত্যু ঘটাবার জন্য উদ্দিষ্ট নহে এমন কোন কিছুই, যে ব্যক্তির উপকারার্থ কোন ক্ষতিসাধন করা হয়, এবং যে ব্যক্তি কোন ক্ষতিসাধনের কারণে বা বহনের নিমিত্তে বা কোন ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে সম্মতি দান করেছে, সে ব্যক্তির প্রতি কোন ক্ষতিসাধনের কারণে বা সংঘটনের জন্য অভিপ্রেত হওয়ার কারণে বা যে ক্ষতি সংঘটক কর্তৃক কোন ক্ষতি সংঘটনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সংঘটকের জানা থাকে, সে ক্ষতির কারণে অপরাধ নয়।

উদাহরণ ঃ

ক ও খ আনন্দ উপভোগের মানসে পরস্পরের সাথে তরবারি চালনায় খেলা খেলতে রাজি হয়। তাদের এরূপ মনস্থ করবার মধ্যেই তরবারি খেলার সময় সংগঠিত অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির জন্য উভয়েরই অপ্রকাশিত সম্মতি রহিয়াছে। কাজেই তরবারি চালনার সময় ক যদি নিয়ম মোতাবেক খেলে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে খ কে আহত করে। তবে ইহা অবশ্যই অপরাধ হবে।

Sec–89. Act done in good faith for benefit of child or insane person, by or by consent of guardian Nothing, which is done in good faith for the benefit of a person under twelve years of age, or of unsound mind, by or by consent, either express or implied, of the guardian or either person of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person:

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Secondly.–That this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death, for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt; or the curing of any grievous disease or infirmity;

Thirdly.–That this exception shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt, or to the attempting to cause grievous hurt, unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity;

Fourthly.–That this exception shall not extend to the abetment of any offence., to the committing of which offence it would not extend.

Illustration

A, in good faith, for his child's benefit without his child's consent, has his child cut for the stone by a surgeon, knowing it to be likely that the operation will cause the child's death, but not intending to cause the child's death. A is within the exception, inasmuch as his object was the cure of the child.

অনুবাদ॥ ধারা–৮৯। অভিভাবক কর্তৃক বা তার সম্মতিক্রমে শিশু বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদ্‌বিশ্বাসে কৃত কার্যঃ বার বৎসরের কম বয়স্ক বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মঙ্গলার্থ উক্ত ব্যক্তির অভিভাবক বা আইনানুগ তত্ত্বাবধানকারী অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা তার প্রকাশ্য বা পরোক্ষ সম্মতিক্রমে সদ্‌বিশ্বাসকৃত কোন কিছুই উক্ত ব্যক্তির প্রতি যে ক্ষতিসাধন করতে পারে তার জন্য কিংবা সংঘটক কর্তৃক তৎপ্রতি যে ক্ষতি অভীষ্ট হয় সে ক্ষতির কারণে বা তৎপ্রতি যে ক্ষতি সাধিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সংঘটকের জানা থাকে সে ক্ষতির কারণে অপরাধ নহে।

অনুবিধিসমূহঃ তবে শর্ত থাকে যে,–

প্রথমতঃ এই ব্যতিক্রম ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু সংঘটনের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না;

দ্বিতীয়তঃ এই ব্যতিক্রম এমন কিছুই সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ বা কোন গুরুতর পীড়া বা পঙ্গুত্ব নিরাময় করার কার্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি জানে;

তৃতীয়তঃ এই ব্যতিক্রম স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দেয়া বা গুরুতর আঘাত দেয়ার উদ্যোগের প্রতি প্রযোজ্য হবে না, যদি না উহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ করা কিংবা কোন গুরুতর পীড়া বা পঙ্গুত্ব নিরাময় করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়;

চতুর্থতঃ এই ব্যতিক্রম এমন কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের সহায়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যে অপরাধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যতিক্রম প্রযোজ্য নহে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ 'ক' তার শিশুর মঙ্গলার্থে তার শিশুর সম্মতি ব্যতিরেকে, একজন সার্জন দ্বারা পাথর বের করার উদ্দেশ্যে তার শিশুকে অস্ত্রোপচার করায়। 'ক'-র জানা ছিল যে, উক্ত অস্ত্রোপচারের ফলে শিশুটির মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু শিশুকে মারার অভিপ্রায়ে কার্যটি করা হয়নি। যেহেতু শিশুটির নিয়োগ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য, সেহেতু এক্ষেত্রে 'ক' ব্যতিক্রমের আওতাধীন হবে।

Sec.–90. Consent known to be given under fear or misconception: A consent is not such a consent as is intended by any section of this Code. if the consent is given by a person under fear of injury, or under a misconception of fact. an if the person doing the act knows, or has reason to believe, that the consent was given in consequence of such of fear or misconception ; or

If the consent is given by a person who, from unsoundness of mind or intoxication. is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives he gives his consent; or

unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under twelve years of age.

অনুবাদ॥ ধারা–৯০। ভীতি বা ভ্রান্ত ধারণার অধীন দেয়া বলে বিদিত সম্মতিঃ যদি ক্ষতির ভয়ে বা তথ্যের ভ্রান্ত বর্ণনার কারণে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্মতি দেয়া হয়, এবং যদি উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে উক্ত সম্মতি অনুরূপ ভীতি বা ভ্রান্ত ধারণার ফলে দেয়া হয়েছিল, তাহলে, অথবা

অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সম্মতিঃ যদি সম্মতি এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক দেয়া হয়, যে ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থতা বা প্রমত্ততার কারণে সে যাতে সম্মতি দান করে তার প্রকৃতি বা পরিণতি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম তাহলে, অথবা

শিশুর সম্মতিঃ প্রসঙ্গ অন্যরূপ না বুঝালে যদি উক্ত সম্মতি বার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি কর্তৃক দেয়া হয়, তাহলে কোন সম্মতি এই বিধির যেকোন ধারায় অভীষ্ট কোন সম্মতি বলে গণ্য হবে না।

Sec.–91. Exclusion of acts which are offences independently of harm caused: The exceptions in sections 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause, or be intended to cause, or be known to he likely to cause to the person giving the consent, or on whose behalf the consent is given.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Illustration

Causing miscarriage (unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman) is an offence independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offence "by reason of such harm" and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act.

অনুবাদ॥ ধারা–৯১। যে সমস্ত কার্য সাধিত ক্ষতি হতে স্বতন্ত্রভাবে অপরাধ বলে গণ্য, সে সমস্ত কার্য বর্জনঃ যে সমস্ত কার্য সম্মতিদানকারী ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির পক্ষে সম্মতিদান করা হয় তার যে ক্ষতি সংঘটন করতে পারে বা যে ক্ষতি সংঘটনের জন্য অভীষ্ট হয় বা যে ক্ষতি সংঘটন করার সম্ভাবনা থাকে, তা হতে স্বতন্ত্রভাবে অপরাধ বলে গণ্য হয়, সে সমস্ত কার্যের ক্ষেত্রে ৮৭, ৮৮ এবং ৮৯ ধারাসমূহ প্রযোজ্য নহে।

উদাহরণঃ গর্ভপাত ঘটান (নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে সদ্‌বিশ্বাসে ঘটাবার ক্ষেত্রে ব্যতীত) উহা নারীটির যে ক্ষতিসাধন করতে পারে বা যে ক্ষতিসাধনের জন্য অভীষ্ট হতে পারে তা হতে স্বতন্ত্রভাবে একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে। অতএব, ইহা "অনুরূপ ক্ষতির অজুহাতেই" অপরাধ বলে গণ্য হবে না, এবং অনুরূপ গর্ভপাত ঘটাবার ব্যাপারে নারীটি বা তার অভিভাবকের সম্মতি উক্ত কার্য ন্যায়সংগত প্রতিপন্ন করতে পারে না।

Sec. 92. Act done in good faith for benefit of a person without consent: Nothing is an offence by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent, and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible obtain consent in time for the thing to be done with benefit:

Provided–

Provisos: *First.*–That this exception shall not extend to the intentional causing of death, or the attempting to cause death;

Secondly.–That this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death, for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt; or the causing of any grievous disease or infirmity;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Thirdly.–That this exception shall not extend to the voluntary causing of hurt, or to the attempting to cause hurt, for any purpose other than the preventing of death or hurt;

Fourthly.–That this exception shall not extend to the abetment of any offence, to the committing of which offence it would not extend.

Illustrations

(a) Z is thrown from his horse, and is insensible. A, a surgeon, finds that Z requires to be trepanned. A not intending Z's death but in good faith, for Z's benefit, performs the trepan before Z recovers his power of judging for himself. A has committed no offence.

(b) Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith intending Z's benefit. A's ball gives Z a mortal wound. A has committed no offence.

(c) A, a surgeon, sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. There is no time to apply to the child's guardian. A performs the operation in spite of the entreaties of the child, intending, in good faith, the child's benefit. A has committed no offence.

(d) A is in a house which is on fire, with Z, a child. People below hold out a blanket. A drops the child from the housetop, knowing it to be likely the fall may kill the child, but not intending to kill the child, and intending, in good faith, the child's benefit. Here, even if the child is killed by the fall, A has committed no offence.

Explanation.–Mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of sections 88, 89 and 92.

অনুবাদ॥ ধারা–৯২। সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদ্‌বিশ্বাসে কৃতকার্যঃ যদি পরিস্থিতি এরূপ হয় যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্মতি দান করা অসম্ভব, বা যদি উক্ত ব্যক্তি সম্মতি দান করতে অপারগ হয়, এবং তার এরূপ কোন অভিভাবক বা আইনানুগভাবে তত্ত্বাবধানকারী অন্য কোন ব্যক্তি না থাকে, যার নিকট হতে সফলতার সাথে করণীয় কার্যের জন্য যথাসময়ে সম্মতি অর্জন করা সম্ভব হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকেই তার মঙ্গলার্থ সদ্‌বিশ্বাসে কোন কার্য করার কারণে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হতে পারে বিধায় উক্ত কার্য অপরাধ নহে।

তবে শর্ত থাকে যে–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রথমতঃ এই ব্যতিক্রম ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটাবার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

দ্বিতীয়তঃ এই ব্যতিক্রম এমন কিছু সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ বা কোন গুরুতর পীড়া বা পঙ্গুত্ব নীরোগকরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে, মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির জানা থাকে।

তৃতীয়তঃ এই ব্যতিক্রম মৃত্যু বা আঘাত নিবারণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দেয়া বা আঘাত দেয়ার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

চতুর্থতঃ এই ব্যতিক্রম এমন কোন অপরাধে সহায়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যে অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে।

উদাহরণঃ (ক) 'খ' তার ঘোড়া হতে পড়ে যায় এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সার্জন 'ক' দেখতে পান যে, 'খ'-এর মাথা তুরপুন দিয়ে ছিদ্র করার প্রয়োজন রয়েছে। 'খ' স্বীয় বিচার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার পূর্বে 'ক' 'খ'-এর মৃত্যু কামনা না করে 'খ'-এর মঙ্গলার্থ সদ্‌বিশ্বাসে তুরপুন প্রয়োগ করেন। 'ক' অপরাধ সংঘটন করেনি।

(খ) একটি ব্যাঘ্র 'ঙ'-কে টেনে নেয়। 'ক' ব্যাঘ্রটির প্রতি গুলি ছোঁড়ে। সে জানত উক্ত গুলিতে 'ঙ'-র মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সে 'ঙ'-কে মারার ইচ্ছা করে না এবং 'ঙ'-র মঙ্গলার্থ সদ্‌বিশ্বাসে উক্ত গুলি ছোঁড়ে। 'ক'-র গুলিতে 'ঙ' মারাত্মকভাবে আহত হয়। 'ক' কোন অপরাধ করেননি।

(গ) সার্জন 'ক' একটি শিশুকে এমনি একটি দুর্ঘটনায় আপতিত দেখতে পান যে, অবিলম্বে অস্ত্রোপচার অনুষ্ঠান না করলে উক্ত দুর্ঘটনা মারাত্মক আকার ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। শিশুর অভিভাবকের নিকট আবেদন করারও সময় নেই। 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে শিশুর মঙ্গল কামনা করে শিশুটির সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও অস্ত্রোপচার অনুষ্ঠান করেন। 'ক' কোন অপরাধ করেনি।

(ঘ) 'ক' শিশু 'ঙ' সমভিব্যাহারে একটি জ্বলন্ত ঘরে রয়েছে। নীচে লোকজন একটি কম্বল ধরে রেখেছে। 'ক' শিশুটিকে গৃহচূড়া হতে নিক্ষেপ করে। 'ক' জানত যে, উক্ত পতন শিশুটির মৃত্যু ঘটাতে পারে। তবে শিশুটির মৃত্যু কামনা না করে এবং সদ্‌বিশ্বাসে শিশুর মঙ্গল কামনা করে সে উক্ত কার্য করে। এক্ষেত্রে যদি এমনও হয় যে উক্ত পতনের ফলে শিশুটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবুও 'ক' কোন অপরাধ করেনি।

ব্যাখ্যাঃ কেবল আর্থিক মঙ্গল ৮৮, ৮৯ ও ৯২ ধারার তাৎপর্যাধীনে মঙ্গল বলে বিবেচিত হবে না।

Sec. 93. Communication made in good faith: No communication made in good faith is an offence by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Illustration

A, a surgeon, in good faith, communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offence, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death.

অনুবাদ॥ ধারা–৯৩। সদ্‌বিশ্বাসে কৃত যোগাযোগঃ যদি কোন ব্যক্তির নিকট মঙ্গলার্থ কোন সংবাদ পরিবাহিত হয় তাহলে যে ব্যক্তির নিকট উক্ত সংবাদ পরিবাহিত হয়, সে ব্যক্তির কোন ক্ষতি সাধিত হতে পারে বিধায়ই সদ্‌বিশ্বাসে কোন সংবাদ পরিবহন অপরাধ নয়।

উদাহরণঃ সার্জন 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে একটি রোগীকে তার অভিমত জানান যে, সে বাঁচবে না। রোগীটি অভিমতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'ক' কোন অপরাধ সংঘটন করেনি, যদিও তিনি জানতেন যে উক্ত যোগাযোগের ফলে রোগীটি মৃত্যুমুখে পতিত হবার সম্ভাবনা ছিল।

Sec.–94. Act to which a person is compelled by threats: Except murder, and offences against the state punishable with death, nothing is an offence which is done by a person who is compelled to do it by threats, which, at the time of doing it, reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence Provided the person doing the act did not of his own accord, or form a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint.

Explanation–1 A person who, of his own accord, or by reason of a thereat of being beaten, joins a gang of dacoits, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception, on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offence by law.

Explanation–2. A person seized by a gang of dacoits, and forced by threat of instant death to do a thing, which is an offence by a law; for example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it, is entitled to the benefit of this exception.

অনুবাদ॥ ধারা–৯৪। যে কার্য করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়ঃ খুন ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ ব্যতিরেকে এরূপ কোন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কিছুই অপরাধ নহে যা এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক করা হয়, যে ব্যক্তিকে এরূপ ভীতি প্রদর্শন করে উক্ত কার্য করতে বাধ্য করা হয় যে, উক্ত সংঘটনের সময় অনুরূপ ভীতি প্রদর্শন এই মর্মে যৌক্তিকভাবে আশঙ্কা সৃষ্টি করে যে, প্রকারান্তরে তাৎক্ষণিক মৃত্যুই হবে উক্ত ব্যক্তির পরিণতি।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে, বা তার তাৎক্ষণিক মৃত্যু হতে স্বল্পতর ক্ষতির যৌক্তিক আশঙ্কার কারণে নিজেকে এরূপ পরিস্থিতিতে আপতিত করেনি, যে কারণে সে অনুরূপ জবরদস্তির অধীন হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ১। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা প্রহৃত হবার ভয়ে একদল ডাকাতের চরিত্র অবগত থাকা সত্ত্বেও উক্ত ডাকাত দলের সঙ্গে যোগদান করে, সে তার সঙ্গীগণ কর্তৃক আইনত অপরাধ বলে গণ্য কোন কিছু করার জন্য বাধ্য হবার অজুহাতেই এ ব্যতিক্রমের আশ্রয় লাভের অধিকারী হবে না।

ব্যাখ্যা ২। যে ব্যক্তিকে একদল ডাকাত আইনত অপরাধ বলে গণ্য কোন কিছু সম্পাদনের জন্য অবরোধ ও তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভীতি প্রদর্শন করে বাধ্য করে, যেমন– একজন কামারকে তার যন্ত্রপাতি নিয়ে ডাকাতগণ কর্তৃক কোন গৃহে প্রবেশ ও উহা লুণ্ঠন করার জন্য উক্ত গৃহের দরজা জোরপূর্বক ভাঙ্গার জন্য বাধ্য করা হয়, সে ব্যক্তি এ ব্যতিক্রমের আশ্রয় লাভের অধিকারী হবে।

Sec. 95. Act causing slight harm: Nothing is an offence by reason that it causes, or that it is intended to cause, or t5hat it is known to be likely to cause, any harm, if that harms so slight that no person of ordinarysence and temper would complain of such harm.

অনুবাদ॥ ধারা–৯৫। সামান্য ক্ষতিকারক কার্যঃ কোন কিছুই এ কারণে অপরাধ নহে যে, উহা কোন ক্ষতিসাধন করে বা সাধন করার সম্ভাবনা থাকে, যদি উক্ত ক্ষতি এরূপ সামান্য হয় যে, সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও মেজাজের কোন ব্যক্তিই অনুরূপ ক্ষতি সম্পর্কে অভিযোগ করবে না।

OF THE RIGHT OF THE PRIVATE DEFENSES

আত্মরক্ষার অধিকার

Sec. 96. Things done in private defence: Nothing is an offence, which is done in the exercise of the right of private defense.

অনুবাদ॥ ধারা–৯৬। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত কার্যসমূহঃ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগকালে কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.-97. Right of private defence of the body and of property: Every person has a right subject to the restrictions contained in section 99, to defend-

First. His won body, and the body of any other person against any offence affecting the human body.

Secondly. The property, whether moveable or immovcable of himself or of any other person, against any act which is an offence falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass.

অনুবাদ ॥ ধারা–৯৭। শরীর ও সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত অধিকারঃ ৯৯ ধারায় বিধৃত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, প্রত্যেক ব্যক্তি–

প্রথমতঃ মনুষ্যদেহ ক্ষুণ্নকারী যেকোন অপরাধের বিরুদ্ধে তার স্বীয় দেহ ও অন্য যেকোন ব্যক্তির দেহের;

দ্বিতীয়তঃ চুরি, দস্যুতা, অনিষ্টকর বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞাধীন অপরাধ বা চুরি, দস্যুতা, অনিষ্ট বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের উদ্যোগের বিরুদ্ধে স্বীয় বা অপর কোন ব্যক্তির অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি প্রতিরক্ষার অধিকার থাকবে।

Sec.–98. Right of private defence against the act of a person of unsoundmind, etc.: When an act, which would otherwise be a certain offence is not that offence, by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person have the some right of private defenses against that act which he etc. would he would have if the act were that offence.

Illustrations

(a) Z, under the influence of madness, attempts to kill A; Z is guilty of on offence. But A has the same right of privet defense which he would have if Z were same

(b) A enters by night a house which he is legally entitled to enter Z, in good faith, taking A for a house-breaker, attacks A. Here Z, by attacking A under this misconception, commits no offence. But has the same right of private defence against Z, which he would have if Z, were not acting under that misconception.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা—৯৮। অপ্রকৃতিস্থ ইত্যাদি ব্যক্তির কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারঃ যখন কোন কার্য, যা প্রকারান্তরে একটি বিশেষ অপরাধ বলে গণ্য হত, তা উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির তারুণ্য, অপরিণত বিবেক, অপ্রকৃতিস্থতা বা প্রমত্ততার কারণে অনুরূপ অপরাধ বলে গণ্য হয় না, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যটি অনুরূপ অপরাধ বলে গণ্য হবার বেলায় উক্ত কার্যের বিরুদ্ধে যদ্‌রূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকবে তদ্‌রূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকবে।

উদাহরণঃ (ক) 'ঙ' উন্মত্ততার প্রভাবে 'ক'-কে হত্যা করার উদ্যোগ করে, 'য' কোন অপরাধে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে না; কিন্তু 'ঙ' প্রকৃতিস্থ থাকলে 'ক'-র যদ্‌রূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার, তদ্‌রূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকবে।

(খ) 'ক' রাত্রি বেলায় এরূপ একটি গৃহে প্রবেশ করে যে গৃহে প্রবেশ করার জন্য তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে। 'খ' সদ্‌বিশ্বাসে 'ক'-কে অপথে গৃহে প্রবেশকারী মনে 'ক'-কে আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে 'ক' এই ভুল ধারণার অধীনে না করে থাকলে 'খ'-র বিরুদ্ধে 'ক' যদ্‌রূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার কার্যত থাকতে 'ক'-র তদ্‌রূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার রয়েছে।

Sec. 99. Acts against which there is no right of private defence: There is no right of private defense against an act which does reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done, or attempted to be done by a public servant acting in good faith under colour of his office, thought that act may not be strictly justifiable by law.

There is no right of private defense against an act which does not reasonable cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by the direction of a public servant acting in good faith under colour of his office though that direction may not be strictly justifiable by law.

There is no right of private defence in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities.

Extent to which the right may be exercised: The right of private defence in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflcit for the purpose of defence.

Explanation 1 A person is not deprived of the right of private defence against an act done, or attempted to be done, by a public servant, as such, unless he knows, or has reason to believe, that the person doing the act is such public servant.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Explanation 2. A person is not deprived of the right of private defence against an act done, or attempted to be done, by the direction of a public servant, unless he knows, or has reason to believe, that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless he produces such authority, if demanded.

অনুবাদ ॥ ধারা–৯৯। যে সমস্ত কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নেইঃ পদাধিকারবলে সদ্‌বিশ্বাসে সম্পাদনকারী সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত, বা সম্পাদনের জন্য উদ্যোগকৃত কোন কার্য, যা আইনের দৃষ্টিতে যথাযথরূপে যুক্তিযুক্ত না হলেও, যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি করে না, তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকবে না।

পদাধিকারবলে সদ্‌বিশ্বাসে সম্পাদনকারী কোন সরকারী কর্মচারীর নির্দেশক্রমে সম্পাদনের জন্য উদ্যোগকৃত কোন কার্য, যা উক্ত নির্দেশ আইনের দৃষ্টিতে যথার্থরূপে যুক্তিযুক্ত না হলেও, যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি করে না, তার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকবে না।

অধিকার প্রয়োগের সীমাঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের আশ্রয় লাভের সময় থাকে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকবে না।

প্রতিরক্ষার জন্য যতখানি ক্ষতি করা প্রয়োজন, তার অধিকার ক্ষতি পর্যন্ত প্রতিক্ষার অধিকার কোন অবস্থায় বিস্তৃত নহে।

ব্যাখ্যা ১। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তদীয় পদমর্যাদায় কৃত বা করার জন্য উদ্যোগকৃত কার্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি অনুরূপ সরকারী কর্মচারী বলে তার জানা না থাকলে বা তার বিশ্বাস করার কারণ না থাকলে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার হতে বঞ্চিত হবে না।

ব্যাখ্যা ২। সরকারী কর্মচারীর নির্দেশে কৃত বা করার জন্য উদ্যোগকৃত কার্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত হবে না, যদি না সে জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করছে, বা যদি না অনুরূপ ব্যক্তি যে কর্তৃত্ববলে উক্ত কার্য সংঘটন করে তা প্রকাশ করে, অথবা তার নিকট লিখিত কর্তৃত্ব থাকার ক্ষেত্রে যদি না সে অনুরূপ কর্তৃত্ব চাহিবামাত্র পেশ করে।

Sec. 100. When the right of private defence of the body extends to causing death: The right of private defence of the body extends under the restrictions mentioned in the last preceding section, to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant, if the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

offence which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely:–

First. Such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault:

Secondly. Such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault;

Thirdly. An assault with the intention of committing unnatural fast

Fourthly. An assault with the intention of gratifying rape;

Fifthly. An assault with the intention of kidnapping or abducting;

Sixthly. An assault with the intention of wrongfully confining a person, under circumstances, which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release.

অনুবাদ ॥ ধারা–১০০। যেক্ষেত্রে দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটাবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ঃ দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উল্লিখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে আক্রমণকারীর ইচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটান বা তার অন্য কোন ক্ষতির প্রতি প্রযোজ্য হবে, যদি, যে অপরাধের জন্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে সে অপরাধ অতঃপর উল্লিখিত বর্ণনাধীন হয়; যথা–

প্রথমতঃ এরূপ আক্রমণ যা এমন যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে, প্রকারান্তরে মৃত্যুই হবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি;

দ্বিতীয়তঃ এরূপ আক্রমণ যা এমন যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে, প্রকারান্তরে গুরুতর আঘাতই হবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি;

তৃতীয়তঃ ধর্ষণের অভিপ্রায়ে আক্রমণ;

চতুর্থতঃ অপ্রকৃত কাম-লালসা চরিতার্থকরণের অভিপ্রায়ে আক্রমণ;

পঞ্চমতঃ মনুষ্য হরণ বা অপহরণের অভিপ্রায়ে আক্রমণ;

ষষ্ঠতঃ এরূপ পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করে রাখার অভিপ্রায়ে আক্রমণ, যে পরিস্থিতির জন্য এরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে যে, তার মুক্তির জন্য সে সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের আশ্রয় নিতে অসমর্থ হবে।

Sec.–101. When such right extends to causing any harm other than death: If the offence be not of any of the descriptions enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restrictions mentioned in section

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death.

অনুবাদ॥ ধারা–১০১। যেক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য যেকোন ক্ষতির প্রতি প্রযোজ্য হয়ঃ যদি অপরাধটি পূর্ববর্তী শেষ ধারার বর্ণনাসমূহে না হয় তাহলে ব্যক্তিগত দৈহিক প্রতিরক্ষার অধিকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণকারীর মৃত্যু সংঘটনের প্রতি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু ৯৯ ধারায় উল্লিখিত ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষে, আক্রমণকারীর প্রতি স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ব্যতীত অন্যবিধ যেকোন ক্ষতিসাধনের প্রতি প্রযোজ্য হবে।

Sec.–102. Commencement and continuance of the right of private defence of the body: The right of private defence of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence though the offence may not have been committed; and it continues as long as such, apprehension of danger to the body continues.

অনুবাদ॥ ধারা–১০২। দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের আরম্ভ ও স্থিতিকালঃ দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, অপরাধ সংঘটিত না হয়ে থাকলেও উক্ত অপরাধ সংঘটনের উদ্যোগ বা ভীতি হতে দেহ বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আতঙ্ক অব্যাহত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত অধিকার অব্যাহত থাকে।

Sec.–103. When the right of private defence of property extends to causing death: The right of private defense of property extends, under the restrictions mentioned in section 99, to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrong -doer, if the offence, the committing of which or the attempting to commit which. Occasions the exercise of the right, be an offence of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely:–

First. Robbery;

Secondly. House- breaking by night;

Thirdly. Mischief by the fire committed on any building tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or a place for the custody of property;

Fourthly. Thief, mischief, or house-trespass, under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

grievous hurt will be the consequence, if such right of private defense is not exercised.

অনুবাদ॥ ধারা–১০৩। যেক্ষেত্রে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটাবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ঃ সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ৯৯ ধারায় উল্লিখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধকারীর মৃত্যু বা তৎপ্রতি অন্য কোন ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যদি, যে অপরাধ সংঘটন বা যে অপরাধ সংঘটনের উদ্যোগের জন্য উক্ত অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, সে অপরাধ অতঃপর উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের যেকোন একটি অপরাধরূপে গণ্য হয়; যথা–

প্রথমতঃ দস্যুতা;

দ্বিতীয়তঃ রাত্রি বেলায় অপথে গৃহপ্রবেশ;

তৃতীয়তঃ বাসগৃহ বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এমন ইমারত, তাঁবুতে, জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ক্ষতি;

চতুর্থতঃ এরূপ অবস্থায় চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহপ্রবেশ, যা যুক্তিযুক্তভাবে এরূপ ভয়ের সৃষ্টি করতে পারে যে, অনুরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করা না হলে মৃত্যু বা গুরুতর জখমই হবে উহার পরিণতি।

Sec.–104. When such right extends to causing any harm other leath: If the offence, the committing of which, or the attempting to commit which, occasions the exercise of the right of private defense, be theft, mischief, or criminal trespass, not of any of the descri, ions enumerated in the last preceding section, that right does not extend to the voluntary causing of death, but does extend, subject to the restrictions mentioned in section 99, to the voluntary causing to the wrong-doer of any harm other than death.

অনুবাদ॥ ধারা–১০৪। যেক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতিসাধনের প্রতি প্রযোজ্য হয়ঃ কোন অপরাধের সংঘটন বা যে অপরাধ সংঘটনের উদ্যোগের কারণে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সে অপরাধ পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে চুরি, ক্ষতি বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ হলে উক্ত অধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটাবার প্রতি প্রযোজ্য হবে না, তবে ৯৯ ধারায় উল্লিখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য যেকোন ক্ষতিসাধনের প্রতি প্রযোজ্য হবে।

Sec.–105. Commencement and continuance of the right of private defence of property: The right of private defense of property

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences.

The right of private defense of property against theft continues till the offender has affected his retreat with the property or either the assistance of the public authorities is obtained, or the property has been recovered.

The right of private defence of property against robbery continues as long as the offender causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues.

The right of private defence of property against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief.

The right of private defence of property against house-breaking by night continues as long as the house-trespass which has been begun by such house-breaking continues.

অনুবাদ॥ ধারা–১০৫। সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রতিরক্ষা অধিকারের আরম্ভ ও স্থিতিকালঃ সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার সম্পত্তি বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়।

চুরির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার উক্ত সম্পত্তি সহকারে অরাধকারীর পলায়ন না করা বা সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের সাহায্য লাভ না করা বা উক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার না করা অবধি অব্যাহত থাকে।

দস্যুতার বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অপরাধকারী কর্তৃক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান বা আঘাত দান বা অবৈধ অবরোধ করা বা উহার উদ্যোগ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অথবা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধ থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা ক্ষতির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার, অপরাধকারী কর্তৃক অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্ট সাধন কার্য অব্যাহত রাখা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার, অনুরূপ সিঁধেল চুরির সাহায্যে যে অনধিকার গৃহ প্রবেশ আরম্ভ হয়েছে, সে অনধিকার গৃহ প্রবেশ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

Sec.–106. Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent persons: If in the exercise of the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

right of private defence against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defence extends to the running of that risk.

Illustration

A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defence without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offence if by so firing he harms any of the children.

অনুবাদ॥ ধারা–১০৬। নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষতি সাধন হবার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারঃ যুক্তিযুক্তভাবে মৃত্যু ভয় সৃষ্টি করে এরূপ আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষক যদি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যে, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিসাধনের ঝুঁকি না নিয়ে তিনি অনুরূপ অধিকার কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না, তাহলে উক্ত ঝুঁকি নেয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণঃ 'ক' একটি জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়, উক্ত জনতা তাকে হত্যা করার উদ্যোগ করে। জনতার উপর গুলি না চালায়ে সে তার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে পারে না এবং সে জনতার সাথে মিশ্রিত ছোট ছোট শিশুদের ক্ষতির ঝুঁকি না নিয়ে গুলি চালাতে পারে না। অনুরূপভাবে গুলি চালায়ে কোন শিশুর ক্ষতি করলেও সে কোন অপরাধ করেনি।

আলোচনা

আত্মরক্ষা অধিকারের সংজ্ঞাঃ নিজের বা অপরের দেহ ও সম্পত্তি অন্যের বে-আইনী হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ হতে রক্ষা করার অধিকারকে দণ্ডবিধিতে Right of private defence বা আত্মরক্ষার অধিকার হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এই সকল অধিকারগুলি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি হয়েছে। তবে, এই অধিকারগুলি সম্পূর্ণরূপে অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়–বরং কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে এই সকল অধিকারগুলি প্রয়োগ করা যায়।

তাই দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষ কোন ব্যক্তি অপরের অবৈধ হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ হতে নিজের বা অপরের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আক্রমনকারীর কালো হাত ভেঙ্গে দিতে পারে এবং এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। ফলে, ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগকালে কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলে গণ্য হয় না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয় বা তার সম্পত্তি জোর করে অপহরণ করে নিয়ে যেতে চায়, তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবৈধ আক্রমণকারীকে হত্যা করে নিজেকে বা অপরকে বা নিজের কিংবা অপরের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে এবং এই কৃতকাজ দণ্ডবিধির বিধান মোতাবেক কোন অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

আত্মরক্ষার অধিকারের প্রকার ভেদঃ আত্মরক্ষার অধিকার দুই প্রকারের হতে পারে–

(১) দেহগত আত্মরক্ষাঃ দেহগত আত্মরক্ষা অর্থাৎ নিজের বা অপরের দেহ বা শরীরকে অবৈধ আক্রমণকারীর আক্রমণ হতে রক্ষা করার অধিকার, এবং

(২) সম্পত্তি রক্ষা করার অধিকারঃ এই অধিকার বলতে নিজের বা অপরের সম্পত্তি রক্ষা করার অধিকারকে বুঝায়।

আত্মরক্ষার অধিকারের ভিত্তিঃ দণ্ডবিধিতে বর্ণিত উপরোক্ত অধিকার দুইটি নিম্নলিখিত সূত্রদ্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত–

(১) প্রথমতঃ শরীর ও সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার বিধায় উহা রক্ষা করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে এবং

(২) এরূপ অধিকার রক্ষার্থে আক্রমণকারীকে যতটুকু আঘাত দেয়া প্রয়োজন ততটুকু আঘাত দেয়া যেতে পারে এবং এরূপ কৃতকাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে না। তাই, দণ্ডবিধির ৯৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, "Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence."

Explain under what circumstances the right of private defence may extend to causing death.

দেহ ও সম্পত্তি রক্ষায় অধিকার বলে নিম্নলিখিত অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি প্রয়োজনবোধে আক্রমনকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করতে পারে।

দেহগত আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেঃ দণ্ডবিধির ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে আক্রমণকারী প্রতিপক্ষের মৃত্যু ঘটানো বা অন্য যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যেতে পারে যাহা দণ্ডবিধির ১০০ ধারায় উল্লেখিত হয়েছে। যথা–

ক) মৃত্যুর আশঙ্কার প্রশ্নেঃ আক্রমনের প্রকৃতি যদি এরূপ হয় যে, ন্যায় সঙ্গতভাবে উহা এমন আশঙ্কার সৃষ্টি করে যা প্রতিরোধ না করলে উক্ত আঘাত বা আক্রমনের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির আসন্ন মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে দেহগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরের মৃত্যু বা দৈহিক ক্ষতিসাধন করা যায়।

খ) গুরুতরআহতের আশংকাঃ আঘাত বা আক্রমণের প্রকৃতি যদি এরূপ হয় যে, উহাতে আক্রান্ত ব্যক্তির গুরুতর আহত হওয়া (grievous hurt) অনিবার্য হয়ে পড়ে তবে সেক্ষেত্রে এরূপ অধিকার প্রয়োগ করা যায়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ) ধর্ষণের উদ্দেশ্য আক্রমণঃ ধর্ষনের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হতে দেহগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায়।

ঘ) কাম-লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আক্রমণঃ অস্বাভাবিক কাম-লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে কোন রূপ আঘাত বা আক্রমণ করা হতে, সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি দেহগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে আক্রমনকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

ঙ) ছেলেধরা বা নারী হরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণঃ একইভাবে ছেলেধরা অথবা নারী হরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হতে আক্রান্তকারী আক্রমনকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

চ) অবৈধ আটকঃ কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করে রাখার উদ্দেশ্যে এমন পরিস্থিতিতে তার উপর আঘাত বা হামলা চালানো হয়, সে পরিস্থিতিতে ন্যায় সঙ্গতভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, তার মুক্তির জন্য সে সরকারী কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নিতে সমর্থ হবে না, তবে সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

সম্পত্তি রক্ষার জন্য মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনাঃ যে সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়, উহার বিবরণ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৩ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, দণ্ডবিধির ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে সম্পত্তি রক্ষায় ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু সংঘটন বা অন্য কোনরূপ ক্ষতিসাধন প্রযোজ্য হয়, যদি ঐ অপরাধ অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠান উদ্যোগের দরুন উক্ত অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং উক্ত অপরাধটি যদি নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধের মধ্যে যে কোন একটি অপরাধ বলে গণ্য হয়।

(ক) দস্যুতাঃ সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে দস্যুতাকে প্রতিরোধ করার জন্য যদি আক্রমনকারীর মৃত্যু ঘটানো হয় বা কারো মৃত্যু ঘটে, তবে উক্ত অধিকার (Right of private defence of drapery) বলে অভিহিত হবে।

খ) রাত্রিবেলায় ঘর ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশঃ রাত্রিকালে ঘর ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ করার সময় সংশ্লিষ্ট অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা হবে উক্ত অপরাধ Right of private defence of property-এর আওতাভুক্ত বিধায় উহা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

গ) অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ক্ষতিঃ বাসগৃহে বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত গৃহ, তাঁবু বা যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে ক্ষতিসাধন করা হয়, তবে উক্ত ক্ষতি প্রতিরোধকল্পে আক্রমণকারী বা অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়। এমনকি অপরাধকারী ঘরে আগুন দিবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তার বিরুদ্ধে এই অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ঘ) মৃত্যু বা গুরুতর জখমের ক্ষেত্রেঃ চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহে প্রবেশের দ্বারা যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বা যুক্তিযুক্তভাবে এরূপ ভয়ের সৃষ্টি করে যে, তা বাধা না দিলে মৃত্যু বা গুরুতর জখমই হবে উহার অনিবার্য পরিণতি, তবে সেক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়।

CHAPTER–V
OF ABETMENT
অপরাধে সহায়তা সম্পর্কিত

Sec.–107. Abetment of a thing: A person abets the doing of a thing, who–

First – Instigates any person to do that thing ; or

Secondly– Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing; or

Thirdly– Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.

Explanation 1–A person who, by willful misrepresentation, or by willful concealment of a material fact with he is bound to disclose , voluntarily causes or procures a thing to be done, is said to instigate the doing of that thing.

Illustration

A, a public, officer, is authorized by a warrant from a court of justice to apprehend Z.B, knowing that fact and also that C is not Z willfully represents to A that C is Z, and thereby intentionally causes A to apprehend C Here B abets by instigation the apprehension of C.

Explanation 2. Whoever, either prior to or at the time of the commission of an act, does anything in order to faiitate the commission of that act, and thereby facilitates the commission thereof, is said to aid the doing of that act.

অনুবাদ ॥ ধারা–১০৭। অপরাধ বিষয়ে সহায়তাঃ যদি কোন ব্যক্তি–

প্রথমতঃ কোন বিষয় সম্পাদন করার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে, বা

দ্বিতীয়তঃ কোন বিষয় সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে এরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, যে ষড়যন্ত্রের ফলে কোন কার্য বা অবৈধ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বিরতি সংঘটিত হয় এবং অনুরূপ কার্য বা অবৈধ বিরতি উক্ত বিষয় সম্পাদনের জন্য সংঘটিত হয়, অথবা

তৃতীয়তঃ উক্ত বিষয় সম্পাদনের জন্য কোন কার্য বা অবৈধ বিচ্যুতির মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য করে।

সে ব্যক্তি উক্ত বিষয় সম্পাদনের জন্য সহায়তা করে।

ব্যাখ্যা ১। যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা প্রকাশ করতে সে বাধ্য, ইচ্ছাপূর্বক গোপন করে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন বিষয় সম্পাদন করার ব্যবস্থা করে, বা করায় কিংবা উহা সম্পাদনকরণের বা সম্পাদনের ব্যবস্থার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি উক্ত বিষয় সম্পাদনে প্ররোচনা দান করে বলে অভিহিত হবে।

উদাহরণঃ সরকারী কর্মচারী 'ক' কোন বিচারালয়ের পরওয়ানা বলে 'ঙ'-কে গ্রেফতার করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। 'খ' উক্ত তথ্য অবগত হয়ে এবং 'গ' যে 'ঙ' নহে এ কথাও জেনে ইচ্ছাকৃতভাবে 'ক'-এর নিকট 'গ'-কে 'খ' বলে পরিচয় দেয় এবং তদ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে 'ক' কর্তৃক 'গ'-কে গ্রেফতার করায়। এক্ষেত্রে 'খ' প্ররোচনা করে 'ক'-কে গ্রেফতারে সাহায্য করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ২। যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদনের সময় বা তার পূর্বে উক্ত কার্য সম্পাদন সহজ করার উদ্দেশ্যে কোন কিছু করে এবং তদ্দ্বারা উহার সম্পাদন সহজ করে, সে ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে বলে অভিহিত হবে।

আলোচনা

প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র কার্য বা কার্যবিরতি দ্বারা এরূপ দুস্কর্মের সহায়তামূলক অপরাধকে ক্ষুদ্র অপরাধ হিসাবে গণ্য করা যায় না–বরং ইহা মূল অপরাধের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। তাই, PLD. 1961 Lah. 212 পৃষ্ঠায় যথার্থই বলা হয়েছে যে, "Abetment is not a minor offence within the meaning of section 238, Cr.P.C. সাথে সাথে সহায়তাকৃত কার্য হতে ভিন্ন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর দায়িত্ব কিভাবে নির্ণীত হবে, উহাই আমাদের আলোচ্যতব্য প্রশ্নটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ্য যে, "Every man is presumed to intend the natural consequences of his act."

প্ররোচনার কিঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করে, তখন তাকে প্ররোচনামূলক কার্য বলে। সুতরাং অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করাই Abetment বা প্ররোচনা। এই ধারা মোতাবেক যে ব্যক্তি প্ররোচনা দেয় তাকে Abetter বা কু প্ররোচক বা দুস্কর্মে সাহায্যকারী হিসাবে অভিহিত করা হয়। এরূপ প্ররোচনা নানাভাবে হতে পারে, যেমনঃ অপরাধ করতে প্ররোচনা দেয়া, অপরাধে সাহায্য করা। তাই, Abdul Latif Vs. The crown, 8 D.I.R. 238 পাতায় যথার্থই

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বলা হয়েছে যে, The Abetment must be an act facilitating the commission of the offence"

দণ্ডবিধির ১০৭ ধারায় প্ররোচনামূলক অপরাধের (Abetment) সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অতএব, এই ধারা অনুসারে নিম্নবর্ণিত তিনটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি প্ররোচনা (Abetment) দিয়াছে বলে বিবেচিত হয়–

(ক) কার্য সম্পাদনে প্ররোচনাঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ করার জন্য প্ররোচিত করে, তবে ঐ ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়েছে বলে গণ্য হয়।

এই প্রসঙ্গে 60 Cal 327 পাতায় বলা হয়েছে যে, The word 'instigate' means to goad or urge forward or to provoke, incite, urge or encourage to do an act. A mere intention or preparation to instigate is neither insetting nor abetment.

(খ) ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া (Abetment by conspirac**)ঃ** যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে বা কার্য সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং উক্ত ষড়যন্ত্র অনুসারে যদি কোম কার্য করা হয় অথবা কার্য হতে বে-আইনভাবে বিরত থাকা হয় এবং অনুরূপ কার্য সম্পাদনের জন্য তাহা করা হয় তবে ঐ ব্যক্তি কোন কার্যে প্ররোচনা দান করেছে বলে বিবেচিত হবে।

এই প্রসঙ্গে Ratanlal তার Law of crime এ consparacy-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলেন যে, "Conspires consists in a combination an agreement by persons to do same illegal act or to effect a legal purpose by illegal means."

(গ) সাহায্যের মাধ্যমে প্ররোচনাঃ সর্বোপরি, যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অথবা বে-আইনী ভাবে ঐ কাজ করা হতে বিরত থেকে কোন অপরাধ সংঘটনে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য করে তবে ঐ ব্যক্তি প্ররোচনা দান করেছে বলে গণ্য হবে।

এই প্রসঙ্গে 1918 Pat. 584 পাতায় বলা হয়েছে যে, Mere presence at the commission of a crime cannot amount to in tensional aid, unless it was intended to have that effect."

প্ররোচনা ভিন্ন অন্য অপরাধের জন্য শাস্তিঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সহায়তাকারী বা প্ররোচনা দাতা এক অপরাধের সহায়তা করে অন্য অপরাধের শাস্তি পেতে পারে–

সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রেঃ দণ্ডবিধির ১১১ ধারা অনুসারে যেক্ষেত্রে একটি কাজের জন্য সহায়তা করা হয়, কিন্তু সে কাজটি ছাড়া যদি অন্য একটি কাজ সম্পন্ন করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী সম্পাদিত কাজের জন্য এরূপ এবং এই পরিমানে দায়ী হবে, যেন সে উহাতে সরাসরিভাবে সহায়তা করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কার্যটি প্ররোচনার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি ছিল এবং প্ররোচনায় প্রভাবাধীনে বা ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বা উহার অনুসরণে কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল।

উদাহরণঃ ক একটি শিশুকে খ-এর খাদ্যে বিষ মিশাবার জন্য প্ররোচিত করে এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাকে (শিশুকে) বিষ প্রদান করে। এরূপ প্ররোচনার ফলে শিশুটি ভুল বশতঃ গ-এর খাবারে উক্ত বিষ মিশায়। গ-এর খাবার খ-এর খাবারের পাশেই ছিল। এক্ষেত্রে শিশুটি ক-এর প্ররোচনার ফলে কার্যটি করে থাকলে এবং সম্পাদিত কার্যটি প্ররোচনার সম্ভাব্য ফলশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকলে ক এইভাবে এবং এই পরিমানে দায়ী হতে যেন সে (ক) শিশুটিকে গ-এর খাবারে বিষ মিশানোর জন্য প্ররোচিত করেছিল।

(খ) অভিপ্রেত পরিণতি হতে ভিন্ন পরিণতির ক্ষেত্রে প্ররোচকের দায়িত্বঃ দণ্ডবিধির ১১৩ ধারার বিধান মোতাবেক যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পরিণতি ঘটাবার জন্য প্ররোচকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোন কার্যে সহায়তা করা হয় এবং কার্যের জন্য সহায়তা করা হয় এবং কার্যের জন্য প্ররোচক কর্তৃক অভিষ্ট পরিনতি হতে উন্নতর পরিণতি ঘটায় সেক্ষেত্রে প্ররোচক সংঘটিত পরিণতির জন্য এইরূপে ও এই পরিমাণে দায়ী হবে যেন সে উক্ত পরিণতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে উক্ত কার্যে সহায়ত করেছিল। অবশ্য এই শর্তে যে, তার জানা থাকতে হবে যে, প্ররোচিত কার্যের উক্ত পরিনতি ঘটাবার সম্ভাবনা ছিল।

উদাহরণঃ ক, খ-কে গুরুতর আঘাত করার জন্য গ-কে প্ররোচিত করে। উক্ত প্ররোচনার ফলে গ,খ-কে গুরুত্বর রূপে আঘাত করে। ইহার ফলে খ-এর মৃত্যু ঘটে। এক্ষেত্রে যদি ক-এর জানা থাকে যে, তার দ্বারা প্ররোচিত গুরুতর আঘাতে মৃত্যু ঘটনার সম্ভাবনা ছিল, তবে, ক খুনের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–108. Abettor: A person abets an offence, who abets either the commission of an offence, or the commission of an act which would be an offence, if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abettor

Explanation I. The Abetment of the illegal omission of an act may amount to an offence although the abettor may not himself be bound to do that act.

Explanation II. To constitute the offence of Abetment it is not necessary that the act abetted should be committed, or that the effect requisite to constitute the offence should be caused

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Illustrations

(a) instigates B to murder c. B refuses to do so. A is guilty of abetting B to commit murder

(b) A Instigates B to murder D.B in pursuance of the instigation stabs D.D recovers from the wound .A is guilty of instigating B to commit murder.

Explanation 3. It is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offence, or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abettor, or any guilty intention

Illustrations

(a) A, with a guilty intention, abets a child or a lunatic to commit an act which would be an offence, if committed by a person capable by law of committing an offence, and having the same intention as A. Here A, whether the act be committed or not ,is guilty of abetting an offence

(b) A, with the intention of murdering Z, instigates B, a, child under seven years of age, to do an act which causes Z s death. B in consequence of the Abetment, does the act in the absence of A and thereby causes Z s death .Here, though B was not capable by law of committing an offence, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offence, and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment or death.

(c) A instigates B to set fire to (a) dwelling-house. B, in consequence of the unsoundness of is mind, being incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is wrong or, he is doing what is wrong or contrary to law, sets fire to the house in consequence of A s instigation. B, has committed no offence, but A is guilty of abetting the offence of setting fire to a dwelling house, and is liable to the punishment provided for that offence.

(d) A intending to cause a theft to be committed, instigates B to take property belonging to Z out of Z s possession. A induces B to believe that the property belongs to A B takes the property out of Z s possession in good faith believing it to be A's property. B, acting under this misconception, does not take dishonestly, and therefore

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

does not commit theft. But A is guilty of abetting theft, and is liable to the same punishment as if B had committed theft

Explanation 4. The Abetment of an offence being an offence, the Abetment of such an Abetment is also an offence.

Illustration

A instigates B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z. and Commits that offence in consequence of B s instigation. B is liable to be punished for his offence with the punishment for murder; and, as A instigated B to commit the offence, A is also liable to the same punishment.

Explanation 5. It is not necessary to the commission of the offence of abetment by conspiracy that the abettor should concert the offence with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed

Illustration

A concerts with B a plan for poisoning Z. It is agreed that A shall administer the poison. B then explains the plan to C mentioning that a third person is to administer the poison, but without mentioning A s name C agrees to procure the poison, and procures and delivers it to B for the purpose of its being used in the manner explained. A administers the poison; Z dies in consequence. Here, though A and C have not conspired together. yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of whishZ has been murdered. C has therefore committed the offence defined in this section and is liable to the punishment for murder.

অনুবাদ॥ ধারা–১০৮। দুস্কর্মে সহায়তাকারীঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে, বা অপরাধ বলে গণ্য কোন কার্য অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি অপরাধে সহায়তা করে, যদি উক্ত অপরাধ বা কার্য দুস্কর্মে সহায্যকারী ব্যক্তির ন্যায় একই উদ্দেশ্যে বা অবগতি সহকারে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য আইনতঃই যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা ১। কার্যের অবৈধ বিরতিতে সহায়তাকরণ অপরাধরূপে গণ্য হতে পারে, যদিও দুস্কর্মে সহায়তাকারী ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য স্বয়ং বাধ্য হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা ২। দুস্কর্মে সহায়তার অপরাধ অনুষ্ঠান করার জন্য প্রয়োজনীয় নহে যে সাহায্যকৃত কার্যটি সম্পাদিত হবে বা অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিণতি ঘটবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ক) 'ক' 'ঙ'-কে খুন করার জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করে। 'খ' কার্যটি করতে অস্বীকার করে। 'ক' খুন করার জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

(খ) 'ক' 'ঙ'-কে খুন করার জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করে। 'খ' উক্ত প্ররোচনা অনুসরণে 'ঙ'-কে ছুরিকাঘাত করে। 'ঙ' জখম হতে আরোগ্য লাভ করে। 'ক' খুন করার জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

ব্যাখ্যা ৩। দুস্কর্মে সাহায্যকৃত ব্যক্তির আইনত অপরাধ সংঘটনের যোগ্য হওয়া প্রয়োজনীয় নহে, অথবা তার দুস্কর্মে সহায্যকারী ব্যক্তির ন্যায় একই দুষ্ট অভিপ্রায় বা জ্ঞান, কিংবা যেকোন দুষ্ট অভিপ্রায় বা জ্ঞান প্রয়োজনীয় নহে।

উদাহরণঃ (ক) 'ক' দুষ্ট অভিপ্রায়ে শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তিকে এরূপ একটি কাজ করতে সহায়তা করে, যে কাজ আইনত কোন অপরাধ সংঘটনের যোগ্য ব্যক্তি এবং 'ক'-র ন্যায় একই উদ্দেশ্য সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কর্তৃক করা হলে অপরাধ বলে গণ্য হতো। এক্ষেত্রে কার্যটি অনুষ্ঠিত হোক বা না হোক, 'ক' অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে।

(খ) 'ক' 'ঙ'-কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু 'খ'-কে এরূপ একটি কাজ করতে প্ররোচিত করে যদ্দ্বারা 'ঙ'-র মৃত্যু অনুষ্ঠিত হয়। 'খ' উক্ত দুস্কর্মে সহায়তার ফলে 'ক'-র অনুপস্থিতিতে কার্যটি সম্পাদন করে এবং তদ্দ্বারা 'ঙ'-র মৃত্যু ঘটায়। এক্ষেত্রে যদিও 'খ' আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ সংঘটনের যোগ্য ছিল না, তথাপি 'ক' এরূপ শাস্তিযোগ্য হবে যেন 'খ' আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ সংঘটনের যোগ্য ছিল এবং সে খুন করেছিল এবং সেহেতু সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হবে।

(গ) 'ক' 'খ'-কে একটি বাসগৃহে আগুন লাগাবার জন্য প্ররোচিত করে। 'খ' অপ্রকৃতিস্থতার দরুন কার্যটির প্রকৃতি বুঝার অযোগ্য হওয়ায় বা সে যা করছে তা যে ভুল বা আইনের পরিপন্থী তা বুঝার অযোগ্য বিধায়, 'ক'-র প্ররোচনায় উক্ত গৃহে আগুন ধরায়ে দেয়। 'খ' কোন অপরাধ সংঘটন করেনি, কিন্তু 'ক' একটি বাসগৃহে আগুন লাগানোর অপরাধে সাহায্য করার জন্য দোষী গণ্য হবে এবং সে উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হবে।

(ঘ) 'ক' একটি চুরি সংঘটনের উদ্দেশ্যে 'ঙ'-র মালিকানাধীন সম্পত্তি 'ঙ'-র অধিকার হতে নিয়ে যাবার জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করে। 'ক' 'খ'-কে এ মর্মে বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করে যে উক্ত সম্পত্তি 'ক'-র মালিকানাধীন। 'খ' সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করে উক্ত সম্পত্তি 'ঙ'-র অধিকার হতে নিয়ে যায়। 'খ' অত্র ভ্রান্ত ধারণার অধীনে কার্য করায় (উক্ত সম্পত্তি) অসাধুভাবে গ্রহণ করে বা চুরি সংঘটন করে বলে গণ্য হবে না। কিন্তু চুরির কার্যে সাহায্য করে বলে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং সে এরূপ শাস্তিযোগ্য হবে যেন 'খ' চুরি করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যা ৪। অপরাধে সহায়তা অপরাধরূপে গণ্য হয় বিধায় অনুরূপ দুস্কর্মের সহায়তাও অপরাধ বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ 'ক' 'ঙ'-কে খুন করার জন্য 'গ' কে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে 'খ'-কে প্ররোচিত করে। 'খ' তদানুসারে 'ঙ'-কে খুন করার জন্য 'গ'-কে প্ররোচিত করে এবং 'গ' 'খ'-র প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটন করে। 'খ'-তার অপরাধের জন্য খুনের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হবে এবং যেহেতু 'ক' উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করেছিল সেহেতু 'ক' ও অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হবে।

ব্যাখ্যা ৫। ষড়যন্ত্র করে দুস্কর্মে সহায়তার অপরাধ সংঘটনের জন্য সাহায্যকারী ব্যক্তির উক্ত অপরাধ সংঘটনকারীর সাথে একত্রে উহা সংঘটন করার প্রয়োজন নেই। যে ষড়যন্ত্রের অনুসরণে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, সে ষড়যন্ত্রে তার যোগদানই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণঃ 'ঙ'-র প্রতি বিষ প্রয়োগের নিমিত্ত 'ক' 'খ'-র সাথে একটি পরিকল্পনা করে। সিদ্ধান্ত করা হয় যে, 'ক' বিষ প্রয়োগ করবে। অতঃপর একজন তৃতীয় ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করবে একথা উল্লেখ করে 'খ' 'গ'-র নিকট পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সে 'ক'-র নাম উল্লেখ করে না। 'গ' বিষ সংগ্রহ করতে সম্মত হয় এবং 'গ' উহা সংগ্রহ করে ও বর্ণিত প্রণালীতে উহা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে 'খ'-র নিকট সমর্পণ করে। 'ক' বিষ প্রয়োগ করে; ফলে 'ঙ' মারা যায়। এক্ষেত্রে যদিও 'ক' ও 'গ' একত্রে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নাই তথাপি যে ষড়যন্ত্রে 'ঙ'-কে নিহত করা হয়েছে, 'গ' সে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত হয়েছে। কাজেই 'গ' অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেছে এবং সে খুনের শাস্তি পাবার যোগ্য।

Sec.–108A. Abetment in Bangladesh of offences outside it: A person abets an offence within the meaning of this code who, in Bangladesh abets the commission of any act without and beyond Bangladesh which would constitute an offence committed in Bangladesh.

Illustration

A, in Bangladesh, instigates B, a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa, A is guilty of abetting murder.

অনুবাদ॥ ধারা–১০৮ক। বাংলাদেশে, বাংলাদেশের বাইরে অপরাধসমূহে সহায়তা দানঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে, বাংলাদেশের বাইরে ও বিদেশে এরূপ কোন কার্যে সহায়তা করে যা বাংলাদেশে সংঘটিত হলে অপরাধ বিবেচিত হতো, সে ব্যক্তি এই বিধির তাৎপর্যের মধ্যে অপরাধে সহায়তা করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ বাংলাদেশী নাগরিক 'ক' গোয়ায় অবস্থিত বৈদেশিক নাগরিক 'খ'-কে গোয়ায় একটি খুন সংঘটনের জন্য প্ররোচিত করে। 'ক' খুন সংঘটনের সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে।

Sec. 109. Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment: Whoever abets any offence shall, if the act abetted is committed in consequence of the abetment of such abetment, and no express provision is made by this code for the punishment of such abetment, be punished with the punished with the punishment provided for the offence.

Explanation. An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the abetment.

Illustration

(a) A offers a bribe to B, a public servant, as a reward for showing A some favour in the exercise of B s official functions. B accepts the bribe. A has abetted the offence defined in section 161.

(b) A instigates B to give false evidence. B, in consequence of the instigation commits that offence. A is guilty of abetting that offence, and is liable to the same punishment as B.

(c) A and B conspire to poison Z.A, in pursuance of the conspiracy, procures the poison and delivers it to B in order that he may administer in to Z. B, in pursuance of the conspiracy, administers the poison to Z in A s absence and thereby causes Z s death. Here B is guilty of murder. A is guilty of abetting that offence by conspiracy, and is liable to the punishment for murder.

অনুবাদ ॥ ধারা–১০৯। দুস্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কাজটি সম্পাদিত হবার ক্ষেত্রে এবং উহার শাস্তি বিধানার্থ কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার ক্ষেত্রে দুস্কর্মে সহায়তার শাস্তিঃ কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে সহায়তা করলে যদি সহায়তার ফলে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সাহায্যকৃত কার্যটি সম্পাদিত হয় এবং এই বিধিতে অনুরূপ দুস্কর্মে সহায়তার শাস্তি বিধানার্থে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত শাস্তি বিধান করা হবে।

ব্যাখ্যাঃ প্ররোচনার ফলে বা ষড়যন্ত্র অনুসরণের বা দুস্কর্মে সহায়তা সংঘটনকারী সহযোগিতার ফলে কার্য বা অপরাধ সম্পাদিত হলে উক্ত কার্য বা অপরাধ দুস্কর্মে সহায়তার ফলে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ (ক) 'ক' সরকারী কর্মচারী। 'খ'-কে 'খ'-র সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনকালে 'ক'-কে কিছু সহানুভূতি প্রদর্শনের পারিতোষিক হিসেবে ঘুষ দানের প্রস্তাব করে। 'খ' উক্ত ঘুষ গ্রহণ করেন। 'ক' ১৬১ ধারায় বর্ণিত অপরাধে সহায়তা করেছে বলে গণ্য হবে।

(খ) 'ক' 'খ'-কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের নিমিত্ত প্ররোচিত করে। 'খ' উক্ত প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটন করে। 'ক' উক্ত অপরাধে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে এবং 'খ'-র তুল্যদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হবে।

(গ) 'ক' ও 'খ' 'ঙ'-কে বিষ প্রয়োগ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। 'ক' উক্ত ষড়যন্ত্রের অনুসরণে বিষ সংগ্রহ করে এবং উহা 'খ'-কে দেয় যাতে সে উহা 'ঙ'-কে পান করাতে পারে। 'খ' উক্ত ষড়যন্ত্রের অনুসরণে 'ক'-র অনুপস্থিতিতে 'ঙ'-কে বিষ পান করায় এবং তদ্দ্বারা 'ঙ'-র মৃত্যু ঘটায়। এক্ষেত্রে, 'খ' খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে। 'ক' ষড়যন্ত্র করে উক্ত অপরাধে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে এবং খুনের দায়ে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–110. Punishment of abetment if person abetted does act with different intention from that of abettor: Whoever abets the commission of an offence shall, if the person abetted does the act with a different intention or knowledge from that of the abetor be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge to the abettor and with no other.

অনুবাদ ॥ ধারা–১১০। সহায়তাকৃত ব্যক্তি সহায়তাকারীর অভিপ্রায় হতে কার্য করার ভিন্ন অভিপ্রায়ে কার্য করার ক্ষেত্রে সহায়তার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনে সহযোগিত করে, সে ব্যক্তি সহায়তাকৃত ব্যক্তি সহায়তাকারী ব্যক্তির অভিপ্রায় ও জ্ঞান হতে ভিন্ন অভিপ্রায় ও জ্ঞান মোতাবেক কার্যটি করলে উক্ত অপরাধ অন্য কোন অভিপ্রায় ও জ্ঞান মোতাবেক অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে উহার জন্য যে দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে সে দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–111. Liability of abettor when one act abetted and different act done: When an act is abetted and a different act is done, the abettor is liable for the act done, in the same manner and to the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it:

Provided the act done was a probable consequence of the abetment, and was committed under the influence of the instigation, or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abetment.

Illustrations

(a) A instigates a child to put poison into the food of Z and gives him poison for that purpose. The child, in consequence of the instigation by mistake puts the poison into the food of Y which is by the side of that of Z. Here if the child was acting under the influence of A's instigation., and the act done was under the circumstances a probable consequence of the abetment, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y.

(b) A instigates B to burn Z's house. B sets fire to the house and at the same time commits theft of property there. A, though guilty of abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft; for the theft was a distinct act, and not a probable consequence of the burning.

(c) A instigates B and C to break into an inhabited house at midnight for the purpose of robbery and provides them with arms for that purpose. B and C break into the house, and being resised by Z one of the inmates, murder Z. Here, if that murder was the probable consequence of the abetment, A is liable to the punishment provided for murder.

অনুবাদ ধারা–১১১। সহায়তাকৃত কার্য হতে ভিন্ন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর দায়িত্বঃ যেক্ষেত্রে এক কার্যে সহায়তা করা এবং ভিন্ন কার্য সম্পাদন করা হয়, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী সম্পাদিত কার্যের জন্য এরূপ ও এ পরিমাণে দায়ী হবে যেন সে উহাতে সরাসরিভাবে সহায়তা করেছে।

শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কার্যটি সহায়তার সম্ভাব্য ফল ছিল এবং প্ররোচনার প্রভাবাধীনে বা দুস্কর্মে সহায়তা সংগঠনকারী ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বা উহার অনুসরণে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ক) 'ক' একটি শিশুকে 'খ'-র খাবারে বিষ মিশাবার জন্য প্ররোচিত করে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে তাকে বিষ প্রদান করে। উক্ত প্ররোচনার ফলে শিশুটি ভুলবশতঃ 'ঙ'-র খাবারে উক্ত বিষ মিশায়। 'ঙ'-র খাবার 'খ'-র খাবারের পাশেই ছিল। এক্ষেত্রে শিশুটির 'ক'-র প্ররোচনার ফলে কার্য করে থাকলে এবং সম্পাদিত কার্যটি সহায়তার সম্ভাব্য ফলের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকলে 'ক' এভাবে ও এ পরিমাণে দায়ী হবে যেন সে শিশুকে 'ঙ'-র বিষ মিশাবার জন্য প্ররোচিত করেছিল।

(খ) 'ক' 'খ'-কে 'ঙ'-র গৃহ পোড়াবার জন্য প্ররোচিত করে। 'খ' উক্ত গৃহে আগুন লাগায় এবং সে সঙ্গে তথায় সম্পত্তি চুরি করে। 'ক' যদিও গৃহ পোড়ানোর কার্যের সহায়তার জন্য দোষী, তথাপি চুরির সহায়তার জন্য দোষী নহে, কারণ চুরিটি একটি স্বতন্ত্র কার্য ছিল এবং পোড়াবার কোন সম্ভাব্য ফল ছিল না।

(গ) 'ক' 'খ' ও 'গ'-কে গভীর রাত্রে দস্যুতা সংঘটনের জন্য একটি বসতবাড়ীতে হুড়মুড় করে প্রবেশ করার জন্য প্ররোচিত করে উক্ত উদ্দেশ্যে তাদিগকে অস্ত্রপাতি সরবরাহ করে। 'খ' ও 'গ' হুড়মুড় করে উক্ত গৃহে প্রবেশ করে এবং উক্ত গৃহের অন্যতম বাসিন্দা 'ঙ' কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে 'ঙ'-কে খুন করে। এক্ষেত্রে উক্ত খুন উক্ত সহায়তার সম্ভাব্য ফল হয়ে থাকলে 'ক' খুনের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–112. Abettor when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done: If the act for whish the abettor is liable under the last preceding section is committed in addition to the act addition to the act abetted, and constitutes a distinct offence, the abettor is liable to punishment for each of the offences.

Illustration

A instigates B to resist by force a distress made by a public servant B, in consequence, resist that distress. In offering the resistance. B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress. As B has committed both the offence of resisting the distress. And the offence of voluntarily causing grievous hurt. B is liable to punishment for both these offences; And if A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress A will also be liable to punishment for each of the offences.

অনুবাদ॥ ধারা–১১২। যেক্ষেত্রে সহায়তাকারী সহায়তাকৃত কার্য ও সম্পাদিত কার্যের দরুন ক্রমপুঞ্জিত শাস্তির জন্য দায়ী হয়ঃ যে কার্যের জন্য সহায়তাকারী পূর্ববর্তী শেষ ধারার অধীনে দায়ী বলে গণ্য, সে কার্য সহায়তাকৃত কার্য ব্যতীতও সম্পাদিত হলে এবং উহা একটি স্বতন্ত্র অপরাধ সংঘটন করলে সহায়তাকারী প্রত্যেকটি অপরাধের দায়ে দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ 'ক' একজন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি মাল ক্রোককার্যে বলপূর্বক বাধাদানের জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করে। ফলে 'খ' উক্ত মাল ক্রোককার্যে বাধাদান করে। বাধাদান করতে যেয়ে 'খ' উক্ত মাল ক্রোক সংঘটনকারী কর্মকর্তাকে ইচ্ছাপূর্বক গুরুতরভাবে আঘাত করে। যেহেতু 'খ' মাল ক্রোককার্যে বাধাদান ও ইচ্ছাপূর্বক গুরুতরভাবে আঘাতকরণ—এই উভয় অপরাধই সংঘটন করেছে, সেহেতু 'খ' উক্ত উভয় অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে। এবং যদি 'ক'-র উহা জানা থেকে থাকে যে, মাল ক্রোককার্যে বাধাদান করতে যেয়ে 'খ'-র স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানের সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে 'ক'-র প্রত্যেকটি অপরাধের দায়ে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–113. Liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that intended by the abettor: When an act is abetted with the intention on the part of the abettor of causing a particular effect, and an act for which the abettor is liable in consequence of the abetment, causes a different effect from that intended by the abettor, the abettor is liable for the effect caused, in the some manner and to the some extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abetted was likely to cause that effect.

Illustration

A instigates B to cause grievous hurt to Z. B. in consequence of the instigation, cause grievous hurt to Z. Z dies in consequence. Here, if A knew that the grievous hurt abetted was likely to cause death. A is liable to be punished with the punishment provided for murder.

অনুবাদ॥ ধারা–১১৩। সাহায্যকৃত কার্যের কারণে দুস্কর্মে সহায়তাকারী কর্তৃক অভিপ্রেত পরিণতি হতে ভিন্ন পরিণতির ক্ষেত্রে দুস্কর্মে সহায়তাকারীর দায়িত্বঃ যেক্ষেত্রে কোন বিশেষ পরিণতি ঘটাবার জন্য সহায়তাকারীর উদ্দেশ্য সহকারে কোন কার্যে সহায়তা করা হয় এবং যে কার্যের জন্য সহায়তাকারী কর্তৃক অভীষ্ট পরিণতি হতে ভিন্ন পরিণতি ঘটায়, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী সংঘটিত পরিণতির জন্য এরূপে ও এই পরিমাণে দায়ী হবে যেন সে উক্ত পরিণতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে উক্ত কার্যে সহায়তা করেছিল। অবশ্য এ শর্তে যে, তার জানা থাকতে হবে যে, সহায়তাকৃত কার্যের উক্ত পরিণতি ঘটাবার সম্ভাবনা ছিল।

উদাহরণঃ 'ক' 'ঙ'-কে গুরুতর আঘাত করার জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করে। 'খ' প্ররোচনার ফলে 'ঙ'-কে গুরুতররূপে আঘাত করে। ফলে 'ঙ'-র মৃত্যু ঘটে এক্ষেত্রে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যদি 'ক'-র জানা থেকে থাকে যে, সহায়তাকৃত গুরুতর আঘাতে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা ছিল, তাহলে 'ক' খুনের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–114. Abettor present when offence is committed: Whenever any person, who if absent would be liable to be punished as an abettor, is present when the act or offence for which he would be punishable in consequence of the abetment is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence.

অনুবাদ॥ ধারা–১১৪। অপরাধ সংঘটনকালে সহায়তাকারীর উপস্থিতিঃ যে ব্যক্তি উপস্থিতি থাকলে সহায়তাকারীরূপে দণ্ডনীয় হতো, সে ব্যক্তি যে কার্য বা অপরাধে সহায়তার ফলে দণ্ডনীয় হতো সে কার্য বা অপরাধ সংঘটনকালে উপস্থিত না থাকলেও সে ব্যক্তি অনুরূপ কার্য বা অপরাধ সংঘটন করেছে বলে গণ্য হবে।

Sec.–115. Abetment of offence punishable with death or transportation **for life if offence not committed; if act causing harm be done in consequence:** Whoever abets the commission of an offence punishable with death or transportation for life, shall, if that offence be not committed in consequence of the abetment, and no express provision is made by this Code for the punishment of such abetment, be punished with imprisonment of either description for a term which. may extend to seven years, and shall also be liable to fine;

and if any act for which the abettor is liable in consequence of the abetment, and which causes hurt to any person, is done, is done, the abettor shall be liable to imprisonment of either description for a term which, may extend to fourteen years, and shall also be liable to fine.

Illustration

A instigates B to murder Z. The offence is not committed. If B had murdered Z, he would have been subject to the punishment of death ortransportation for life. Therefore A is liable to imprisonment for a term which may extend to seven years and also to a fine; and if any hurt be done to Z in consequence of the abetment, he will be liable. to imprisonment for a term which may extend to fourteen years, and to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১১৫। মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে সহায়তাকরণ; অপরাধ অনুষ্ঠিত না হলেঃ যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি সহায়তার পরিণতিতে উক্ত অপরাধ সংঘটন না হলে এবং অনুরূপ সহায়তায় শাস্তি বিধানের নিমিত্ত এই বিধিতে কোন স্পষ্ট ব্যবস্থা না থাকলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ফলে ক্ষতিসাধনকারী কার্য সম্পাদিত হলে এবং সহায়তাকারী সহায়তার ফলে যে কার্যের জন্য দায়ী হয় সে কার্য এবং যা কোন ব্যক্তিকে আঘাত হানে তা সম্পাদিত হলে সহায়তাকারী যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে– দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

উদাহরণঃ 'ক' 'ঙ'-কে খুন করার জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করে। অপরাধটি অনুষ্ঠিত হয়। 'খ' 'ঙ'-কে খুন করলে সে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতো। অতএব, 'ক' কারাদণ্ডে–যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং সহায়তার ফলে 'ঙ'-কে কোন আঘাত করা হয়ে থাকলে সে কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–116. Abetment of offence punishable with imprisonment–if offence be not committed: Whoever abets an offence punishable with imprisonment shall, if that offence be not committed in consequence of the abetment, and no express provision if made by this Code for the punishment of such abetment, be punishment with imprisonment of any description provided for that offence for that offence for tern which may extend to one-fourth part of the longest tern provided for that offence; or with such fine as is provided for that offence, or with both;

And if the abettor or the person abetted is a public servant, whose duty it is to servant, whose duty it is to prevent the commission of such offence, the abettor shall be punished with imprisonment of description provided for that offence, for a termwhich may extend to one-half of the longest tern provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both.

Illustrations

(a) A offence a bribe to B, a public servant, as a reward for showing A some favour in the exercise of B,s official functions. B

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

refuses to accept the bribe. A is punishable under this section.

(b) A instigates B to give false evidence. Here, if B dose not give false evidene A has nevertheless committed the offence defined in this section , and is punishable accordingly.

(c) A, a police-officer. whose duty it is to prevent robbery, abets the commission of robbery. Here, though the robbery be not committed, A is liable to one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence, and also to fine,

(d) B abets the commission of a robbery by A, a police-officer, whose duty it is to prevent that offence. Here though the robbery be not committed, B is liable to one-half of the longest term of imprisonment provided for the offence of robbery, and also to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা—১১৬। কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে সহায়তাকরণ, অপরাধটি অনুষ্ঠিত না হবার ক্ষেত্রেঃ যদি কোন ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি সহায়তার ফলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত না হলে এবং অনুরূপ সহায়তার শাস্তি বিধানার্থ এই বিধিতে কোন স্পষ্ট ব্যবস্থা না থাকলে, উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত হতে পারে, অথবা উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

যদি দুস্কর্মে সহায়তাকারী বা সহায়তাকৃত ব্যক্তি এমন একজন সরকারী কর্মচারী হন, যার কর্তব্য হচ্ছে অপরাধ প্রতিরোধ করা এবং যদি দুস্কর্মে সহায়তাকারী বা সহায়তাকৃত ব্যক্তি এমন একজন সরকারী কর্মচারী হন, যার কর্তব্য হচ্ছে অনুরূপ অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করা, তাহলে সহায়তাকারী উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত হতে পারে, অথবা উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ (ক) সরকারী কর্মচারী 'খ' তার সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যাপারে 'ক'-কে কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শনের পুরস্কার হিসাবে 'ক' 'খ'-কে ঘুষ প্রদানের প্রস্তাব করে। 'খ' ঘুষ গ্রহণে অস্বীকার করেন। 'ক' এই ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হবে।

(খ) 'ক' 'খ'-কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য প্ররোচিত করে। এক্ষেত্রে 'খ' মিথ্যা সাক্ষ্য দান না করলেও 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেছে বলে গণ্য হবে এবং তদনুসারে দণ্ডনীয় হবে।

(গ) পুলিশ অফিসার 'ক', যার কর্তব্য হচ্ছে দস্যুতা নিবারণ করা, দস্যুতা সংঘটনে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে, দস্যুতা সংঘটন না হলেও 'ক' উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

(ঘ) 'খ' পুলিস অফিসার 'ক' কর্তৃক একটি দস্যুতা অনুষ্ঠানে সহায়তা করে। উক্ত পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হচ্ছে উক্ত অপরাধ নিবারণ করা। এক্ষেত্রে উক্ত দস্যুতা অনুষ্ঠিত না হলেও 'খ' দস্যুতার অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–117. Abetting commission of offence by the public or by more than ten persons: Whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number or class of persons exceeding ten, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Illustration

A affixes in a public place a placard instigating a sect consisting of more than ten members to meet at a certain time and place, for the purpose of attacking the members of an adverse sect, while engaged in a procession. A has committed the offence defined in this section.

অনুবাদ॥ ধারা–১১৭। জনসাধারণ বা দশের অধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তাকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি সাধারণভাবে জনসাধারণ কর্তৃক বা দশের অধিক যেকোন সংখ্যার বা শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দাণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ 'ক' মিছিলরত একটি বিপক্ষীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সময়ে ও স্থানে মিলিত হবার জন্য দশের অধিক সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রকাশ্য স্থানে একটি প্লাকার্ড টাঙ্গায়ে দেয়। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেছে বলে গণ্য হবে।

Sec.–118. Concealing design to commit offence punishable with death or imprisonment for life: Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or transportationfor life,

If offence be committed

Voluntarily conceals, by any act or illegal omission, the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

If offence be not committed

shall, if that offence be committed, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or, if the offence be not committed, with imprisonment of either description for a term which may extend to three years ; and in either case shall also be liable to fine

Illustration

A knowing that dacoity is about to be committed at B, falsely informs the Magistrate that a dacoity is about to be committed at C, a place in an opposite direction, and thereby misleads the Magistrate with intent to facilitate the commission of the offence. The dacoity is committed at B in pursuance of the design, A is punishable under this section.

অনুবাদ॥ ধারা–১১৮। মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র গোপনকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের পথ সুগম করার অভিপ্রায়ে কিংবা তদ্দ্বারা উক্ত অপরাধ সংঘটনের পথ সুগম করতে পারে এরূপও সম্ভাবনা রয়েছে বলে জেনে,

অপরাধটি অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে

কোন কার্য বা অবৈধ বিরতির সাহায্যে অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে কিংবা এমন কোন বিবৃতি প্রদান করে যা অনুরূপ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা বলে সে জানে,

অপরাধটি অনুষ্ঠিত না হবার ক্ষেত্রে

সে ব্যক্তি উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে অথবা, উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত না হলে, যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি উভয় ক্ষেত্রে জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ 'ক' 'খ' স্থানে ডাকাতি সংঘটন হবার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে মিথ্যা সংবাদ দান করে যে 'গ' স্থানে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত 'গ' স্থান বিপরীত দিকে অবস্থিত এবং তদ্দ্বারা অপরাধ সংঘটন সুগম করার মতলবে সে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিপথে চালিত করে। ষড়যন্ত্রের অনুসরণে 'খ' স্থানে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। 'ক' এই ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–119. Public servant concealing design to commit which it is his duty to prevent: Whoever, being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent to prevent,

Voluntarily conceals, by an act or illegal omission, the existence of a design to commit such offence, or makes any representation which he knows to be false respecting such design,

If offence be committed

shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to one-half of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for that offence, or with both;

If offence be punishable with death, etc.

or, if the offence be punishable with death or imprisonment for life, with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years;

if offence be not committed

or, if the offence be not committed, shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to one-fourth part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offence, or with both.

Illustration

A, an officer of police, being legally bound to give information of all designs to commit robbery which may come to his knowledge, and knowing that B designs to commit robbery, omits to give such information, with intent to facilitate the commission of that offence, Here A has by an illegal omission concealed the existence of B, s design, and is liable to punishment according to the provision of this section.

অনুবাদ॥ ধারা–১১৯। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক এমন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র গোপন করা, যা নিবারণ করা তার কর্তব্যঃ যদি কোন সরকারী কর্মচারী হয়ে এমন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কোন অপরাধ–যা নিবারণ করা সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার কর্তব্য–সংঘটন সুগম করার অভিপ্রায়ে কিংবা তদ্দ্বারা সে উক্ত অপরাধ সংঘটনের পথ সুগম করতে পারে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে কোন কার্য বা অবৈধ বিরতির সাহায্যে অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে, কিংবা এমন কোন বিবৃতি দান করে যা অনুরূপ অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা বলে সে জানে।

অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রেঃ সে ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটন হলে, উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত হতে পারে, বা উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত জরিমানা দণ্ডে, কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে;

অপরাধটি মৃত্যু ইত্যাদি দণ্ডে দণ্ডনীয় হবার ক্ষেত্রেঃ

বা, উক্ত অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হলে, যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হবে;

অপরাধটি অনুষ্ঠিত না হবার ক্ষেত্রেঃ

বা, উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত না হলে, উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত হতে পারে, কিংবা অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত জরিমানা দণ্ডে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ পদস্থ পুলিশ কর্মচারী 'ক' দস্যুতা সংঘটন সম্পর্কে তার গোচরে আগমনযোগ্য সমস্ত ষড়যন্ত্রের তথ্য সরবরাহ করার জন্য আইনত বাধ্য হয়ে এবং 'খ' দস্যুতা সংঘটনের ষড়যন্ত্র করছে জেনে উক্ত অপরাধ সংঘটনের পথ সুগম করার মতলবে অনুরূপ তথ্য সরবরাহ করা হতে বিরত থাকেন। এক্ষেত্রে 'ক' একটি অবৈধ ত্রুটির সাহায্যে 'খ'-র ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব গোপন করেছেন এবং তিনি এ ধারার বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় হবেন।

Sec.–120. Concealing design to commit offence punishable with imprisonment: Whoever, intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment,

if offence be committed

Voluntarily conceals, by any act or illegal omission, the existence of a design to commit such offence, or makes any representation which he knows to be false respecting such design,

if offence be not committed

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of the description provided for the offence, for a term which may extend to one-fourth, and if the offence be not committed to one-eighth, of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for the offence, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১২০। কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র গোপনকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটন সুগম করার উদ্দেশ্যে কিংবা সে তদ্দ্বারা উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করতে পারে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে;

অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রেঃ কোন কার্য বা ত্রুটির সাহায্যে, অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে কিংবা এমন কোন বিবৃতি দান করে যা অনুরূপ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা বলে সে জানে;

অপরাধ অনুষ্ঠিত না হবার ক্ষেত্রেঃ সে ব্যক্তি উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হলে উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত হতে পারে, এবং উক্ত অপরাধ সংঘটন না হলে অনুরূপ কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক অষ্টমাংশ পর্যন্ত বা উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER–V(A)
CRIMINAL CONSPIRACY
অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র

Sec.–120A. Definition of criminal conspiracy: When two more persons agree to do, or cause to be done,–

(1) an illegal act, or

(2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy:

Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof.

Explanation. It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement, or is merely incidental to that object of such agreement, or is merely incidental to that object.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১২০ক। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞাঃ যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি–

(১) কোন অবৈধ কার্য, অথবা

(২) অবৈধ নহে এমন কোন কার্য, অবৈধ উপায়ে সম্পাদন করতে বা করাতে সম্মত হলে অনুরূপ চুক্তি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের চুক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন চুক্তি অনুরূপ চুক্তি অনুসরণে অনুরূপ চুক্তিভুক্ত এক বা একাধিক দল কর্তৃক চুক্তিটি ব্যতীতও অন্য কোন কার্য সম্পাদিত না হলে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলে গণ্য হবে না।

ব্যাখ্যাঃ অবৈধ কার্যটি অনুরূপ চুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য, না উক্ত লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক তা বিবেচ্য নহে।

আলোচনা

দণ্ডবিধির ১২০(ক) ধারাটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নবর্ণিত উপাদানগুলি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করার জন্য সম্মত হয়েছেন।

(২) কোন বে-আইনী কাজ করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছেন।

(৩) কোন বৈধ কাজ বে-আইনীভাবে করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন।

(৪) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন কাজ ষড়যন্ত্রের অনুসরণ করে থাকে।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বে-আইনীভাবে কাজ করতে সম্মত হলেই তাকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলে। আবার যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বৈধ কাজ বে-আইনীভাবে বা অবৈধ উপায়ে করতে সম্মত হয় তখনই অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মূলকথা হল, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মনের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বে-আইনী কাজ করার বা কোন বৈধ কাজ বে-আইনীভাবে করার অভিপ্রায় জাগ্রত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে না।

প্রসঙ্গত মামলাঃ ভগবান স্বরূপলাল বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যের মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ষড়যন্ত্র করার জন্যে একাধিক ব্যক্তির একমত বা একত্রিত হওয়াই ষড়যন্ত্র এবং তা পারিপার্শ্বিক বা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হোক বা না হোক, ষড়যন্ত্র বলেই গণ্য হবে। (AIR 1965 SC 682)

ষড়যন্ত্র একটি মৌলিক অপরাধ। অপরাধ তখনই সম্পাদিত হয় যখন কোন বেআইনী কাজ করার জন্যে চুক্তি করা হয়। এই অপরাধের সংজ্ঞা হতে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, চুক্তির ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিরা অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মূলভিত্তি হলো অপরাধ করার চুক্তি সম্পাদন করা। কিভাবে উক্ত অপরাধ সংঘটন করা হবে, এ বিষয়টি এখানে মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়। স্মরণ রাখতে হবে, অপরাধ সংঘটন করার আগে উক্ত অপরাধের জন্যে ষড়যন্ত্র করা অপরাধ। যেখানে মূল অপরাধটি ষড়যন্ত্রের অনুসরণে সংঘটিত হয়েছে, সেখানে অপরাধীকে ষড়যন্ত্র অপরাধের সাথে মূল

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত করা যায়। অপরাধীদের সুনির্দিষ্ট অপরাধমূলক কার্য হতে নিঃসৃত অনুমানই ষড়যন্ত্র। যে অপরাধ করার জন্যে ষড়যন্ত্র করা হয় তার জন্যে একটি শাস্তি এবং মূল অপরাধের জন্যে আরেকটি শাস্তি দেয়া যায়।

কোন অপরাধ সংঘটন করার জন্যে ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য এক কথা নয়। ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য পরীক্ষা করেই ষড়যন্ত্র প্রশ্নটির সমাধান করতে হয়। ষড়যন্ত্র সংঘটিত হয়েছে কিনা, তা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বা অবস্থাগত সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

Sec.–120B. Punishment of criminal conspiracy: (1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence,

(2) Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding six months, or with fine or with both,

অনুবাদ॥ ধারা–১২০খ। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তিঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা দুই বা ততোধিক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে, সে ব্যক্তি অনুরূপ ষড়যন্ত্রের শাস্তি বিধানের জন্য এই বিধিতে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকলে, এরূপে দণ্ডিত হবে যেন সে অনুরূপ অপরাধের সহায়তা করেছে।

(২) যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাসের অধিক হবে না, অথবা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER–VI
OF OFFENCES AGAINST THE STATE
রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ সম্পর্কিত

Sec.–121. Waging or attempting to wage war or abe ting waging of war against Bangladesh: Whoever wages war against Bangladesh or attempts to wage such war, or abets the waging of such war,, shall be punished with death, or imprisonment for life and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Illustration

A joins an insurrection against Bangladesh, A has committed the offence define in this section.

অনুবাদ॥ ধারা–১২১। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ করা বা যুদ্ধ ঘোষণার সহায়তা করাঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা অনুরূপ যুদ্ধের উদ্যোগ করে, বা অনুরূপ যুদ্ধে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

উদাহরণঃ 'ক' বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহে যোগদান করে। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Sec.–121A. Conspiracy to commit offences punishable by section 121: Whoever within or without Bangladesh conspires to commit any of the offences punishable by section 121, or to deprive Bangladesh of the sovereignty of her territories or of any part thereof, or conspires to overawe, by means of criminal force or the show of criminal force, the Government shall be punished with transportatio for life, or any shorter term or with imprisonment of either descripti which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation. To constitute a conspiracy under this section it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof.

অনুবাদ॥ ধারা–১২১ক। ১২১ ধারাবলে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্রঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে ১২১ ধারাবলে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠান, বা বাংলাদেশকে তদীয় এলাকাসমূহের বা উহার কোন অংশ বিশেষের সার্বভৌমত্ব হতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করে কিংবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করে সরকারকে ভয়াভিভূত করার ষড়যন্ত্র করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন বা অন্য কোন স্বল্পতর মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার অধীনে কোন ষড়যন্ত্র গঠন করার জন্য উহার অনুসরণে কোন কার্য বা অবৈধ ত্রুটি অনুষ্ঠান প্রয়োজন নহে।

Sec.–122. Collecting arms, etc., with intention of waging war against Bangladesh: Whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

being prepared to wage war against Bangladesh, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term not exceeding ten years and shall also liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–১২২। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বা যুদ্ধের অভিপ্রায়ে প্রস্তুতি গ্রহণের মতলবে লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ সংগ্রহ করে বা প্রকারান্তরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–123. Concealing with intent to facilitate design to wage war: Whoever by any act, or by any illegal omission, conceals the existence of a design to wage war against Bangladesh, intending by such concealment to facilitate the waging of such war, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–১২৩। যুদ্ধ সুগম করার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র গোপনকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য বা অবৈধ বিরতির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব এরূপে গোপন করে, যে, তার অনুরূপ গোপনীয়তার সাহায্যে অনুরূপ যুদ্ধ সুগম হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তার জানা থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–123A. Condemnation of the creation of the State and advocacy of abolition of the sovereignty: (1) Whoever, within or without Bangladesh, with intent to influence, or knowing to be likely that he will influence, any person or the whole or any section of the public, in a manner likely to be prejudicial to the safety of Bangladesh in respect of all or any of the territories lying within its borders, shall by words, spoken or written, or by signs or visible representation, condemn the creation of Bangladesh in pursuance of the proclamation of independence on the twenty-sixth day of March, 1971, or advocate the curtailment or abolition of the sovereignty of Bangladesh in respect of all or any of the territories lying within its borders, whether by amalgamation with the rigorous imprisonment which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, when any person is proceeded against under this section, it shall be lawful for any Court before which he may be produced in the course of the investigation or trial, to make such order as it may think fit in respect of his movements, of his association or communication with other persons, and of his activaties in regard to dissemination of news, propagation's of opinions. Until such time as the case is finally decided.

(3) Any Court, which is a Court of appeal or of revision in relation to the Court mentioned in sub-section (2) may also make an order under that sub-section.

অনুবাদ॥ ধারা–১২৩ক। রাষ্ট্র সৃষ্টি নিন্দাকরণ ও উহার সার্বভৌমত্বের বিলোপ সমর্থন করাঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করতে পারে এমন কিংবা বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বা যেকোন এলাকা সম্পর্কে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করতে পারে এমন প্রণালীতে কোন ব্যক্তি বা সমগ্র জনসাধারণ, বা উহার শ্রেণী বিশেষকে প্রভাবিত করার অভিপ্রায়ে বা প্রভাবিত করতে পারে বলে জেনে, কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে অথবা চিহ্নসমূহ বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখ স্বাধীনতা ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ সৃষ্টি সম্পর্কে নিন্দাবাদ করতে অথবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সংযুক্তির দ্বারা বা প্রকারান্তরে বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বা যেকোন এলাকা সম্পর্কে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব খণ্ডন বা বিলোপকরণ সমর্থন করবে, সে ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

(২) আপাততঃ প্রচলিত অন্য কোন আইনে যা-ই বিধৃত থাকুক না কেন, এ ধারার অধীনে কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় তদন্ত বা বিচার অনুষ্ঠানকালে উক্ত ব্যক্তিকে যে আদালতে উপস্থিত করা হয়, সে আদালতের পক্ষে তদীয় বিবেচনামত উক্ত মোকদ্দমা চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির গতিবিধি, অন্যান্য ব্যক্তির সাথে তার মেলামেশা বা যোগাযোগ এবং সংবাদ, মতামত প্রচারের ব্যাপারে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে যথাযথ আদেশ দান করা আইনসম্মত বলে গণ্য হবে।

(৩) (২) উপধারায় উল্লিখিত আদালতের সাথে সম্পর্কিত আপীল বা পুনঃ বিচার ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোন আদালতও উক্ত উপধারার অধীনে আদেশ দান করতে পারবেন।

Sec.–124. Assaulting President. Government etc. With intent to compel or restrain the exercise of any lawful power: Whoever,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

with the intention of inducing or compelling, the President of Bangladesh, or the Government exercise of refrecin from exercising in any manner any of the lawful powers of the President, or the Government,

assaults, or wrongfully restrains, or attempts wrongfully to restrain, or overawes, by means of criminal force of the show of criminal force, or attempts so to overawe, President,

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–১২৪। কোন আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগে বাধ্য করার বা বাধা দান করার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতি, গভর্নর প্রমুখ ব্যক্তিকে আক্রমণকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বা সরকারকে, যেকোন প্রণালীতে রাষ্ট্রপতির বা সরকারের যেকোন আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য বা প্রয়োগ করা হতে বিরত করার জন্য প্রলুব্ধ বা বাধ্য করার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতিকে বা সরকারকে আক্রমণ করে, অবৈধভাবে বাধাদান করে, কিংবা অবৈধভাবে বাধাদানের উদ্যোগ করে, অথবা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের ভান করে ভয়াভিভূত করার উদ্যোগ করে,

সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–124A. Sedition: Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excite or allempts to excites disaffection
towards, the Government established by law shall be punished with transportation for life or any shorter term to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.

Explanation 1. The expression "disaffection" includes disloyaty and all feelings of security.

Explanation 2. Comments expressing disapprobation of the measures of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.

Explanation 3. Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Government without exciting or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

attempting to exciting hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.

অনুবাদ॥ ধারা–১২৪ক। রাষ্ট্রদ্রোহঃ যদি কোন ব্যক্তি, কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর দ্বারা অথবা সংকেতসমূহের দ্বারা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির দ্বারা, অথবা প্রকারান্তরে আইনবলে, প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার সৃষ্টি করে বা করার উদ্যোগ করে, অথবা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, বা করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন বা এমন যেকোন স্বল্প কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার সাথে জরিমানা দণ্ড যোগ করা যাবে, অথবা এমন তিন বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যার সাথে জরিমানা দণ্ড যোগ করা যাবে, অথবা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ (১) 'বিদ্বেষ' বলতে অনানুগত্য ও সর্বপ্রকার শত্রুতার ভাব বুঝাবে।

(২) ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি বা সৃষ্টির উদ্যোগ না করে আইনসম্মত উপায়ে সরকারী ব্যবস্থাদির পরিবর্তন আনয়নকল্পে সরকারী ব্যবস্থা অননুমোদনকারী সমালোচনা সমূহ এই ধারার অধীনে কোন অপরাধ গঠন করে না।

(৩) ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি বা সৃষ্টির উদ্যোগ না করে সরকারের প্রশাসনিক বা অন্যবিধ ব্যবস্থা অননুমোদনকারী সমালোচনা সমূহ এই ধারার অধীনে কোন অপরাধ গঠন করে না।

Sec.–125. Waging war against any Asiatic Power in alliance with Bangladesh: Whoever wages war against the Government of any Asiatic Power in alliance or at peace with Bangladesh or attempts to wage such war, or abets the waging of such war, shall be punished with transportation for life, to which fine may be added, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, to which fine may be added, or with fine.

অনুবাদ॥ ধারা–১২৫। বাংলাদেশের সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ বা শান্তিতে বসবাসকারী কোন এশীয় শক্তির সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা অনুরূপ যুদ্ধের উদ্যোগ করে বা অনুরূপ যুদ্ধে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি এমন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, যার সাথে জরিমানা দণ্ড যোগ করা যেতে পারে, অথবা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, এবং যার সাথে জরিমানা দণ্ড যোগ করা যেতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–126. Committing depredation on territories of power at peace with Bangladesh: Whoever commits depredation, or makes preparations to commit depredation, on the territories of any Power

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

in alliance or at peace with Bangladesh, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine and to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation, or acquired by such depredation.

অনুবাদ॥ ধারা–১২৬। বাংলাদেশের সাথে শান্তিতে বসবাসকারী শক্তির রাজ্য এলাকাসমূহের উপর লুণ্ঠন অনুষ্ঠান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের সাথে মৈত্রীবদ্ধ বা শান্তিতে বসবাসকারী কোন শক্তির রাজ্য এলাকাসমূহের উপর লুণ্ঠনকার্য অনুষ্ঠান করে বা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি লয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে এবং অনুরূপ লুণ্ঠনকার্যে ব্যবহৃত বা ব্যবহারের নিমিত্ত অভীষ্ট বা অনুরূপ লুণ্ঠনের সাহায্যে অর্জিত তার যেকোন সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

Sec.–127. Receiving property taken by war or depredation mentioned in section 125 and 126: Whoever receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offences mentioned in sections 125 and 126, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine and to forfeiture of the property so received.

অনুবাদ॥ ধারা–১২৭। ১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লিখিত যুদ্ধ বা লুণ্ঠনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধ অনুষ্ঠানকালে প্রাপ্ত বলে জেনেও উহা গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে এবং তার অনুরূপভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

Sec. 128. Public servant Voluntarily allowing prisoner of State or war to escape: Whoever, being a public servant and having the custody of any State prisoner or prisoner of war, voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined, shall be punished with imprisonment for life, or description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১২৮। **সরকারী কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছাকৃতভাবে রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে পালায়ে যেতে দেয়াঃ** যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে এবং কোন রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীর তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ বন্দী যে জায়গায় আটক রেখেছে তথা হতে তাকে পালায়ে যেতে দেয়, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–129. Public servant negligently suffering such prisoner to escape: Whoever, being a public servant and having the custoday of any State prisoner or prisoner of war, negligently suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined , shell be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine

অনুবাদ॥ ধারা–১২৯। **সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অবহেলাপূর্বক অনুরূপ বন্দীকে পালায়ে যেতে দেয়াঃ** যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে এবং কোন রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দী তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হয়ে অবহেলাপূর্বক অনুরূপ বন্দী যে জায়গায় আটক রয়েছে তথা হতে তাকে পালায়ে যেতে দেয়, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–130. Aiding escape of, rescuing or harboring such prisoner: Whoever, knowingly aids or assists any State prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody, or rescue or attempts to rescue any such prisoner, orharboursor conceals any such prisoner who has escaped from lawful custody, or offers or attempts to offer any resistance to the recapture of such prisoner shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation 3. A State prisoner or prisoner of war, who is permitted to be at large on his parole within certain limits in Bangladesh, is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at large.

অনুবাদ॥ ধারা–১৩০। **অনুরূপ বন্দীকে পলায়নে সাহায্য করা, উদ্ধার করা বা আশ্রয়দান করাঃ** যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে আইনানুগ তত্ত্বাবধান হতে পালায়ে যেতে সাহায্য বা সহায়তা করে বা অনুরূপ কোন বন্দীকে উদ্ধার

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

করে বা উদ্ধার করার উদ্যোগ করে বা অনুরূপ যে বন্দী আইনানুগ তত্ত্বাবধান হতে পলায়ন করেছে তাকে আশ্রয় দান করে বা গোপন করে বা অনুরূপ বন্দীকে পুনরায় গ্রেফতার করার ব্যাপারে কোন বাধা দান করে বা বাধাদানের উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ যে রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে তদীয় প্রতিশ্রুতিক্রমে বাংলাদেশের কতিপয় সীমানার মধ্যে মুক্ত থাকার অনুমতি দেয়া হয়, সে তাকে যে সীমানার মধ্যে মুক্ত থাকার অনুমতি দেয়া হয় উহার বাইরে গেলে আইনানুগ তত্ত্বাবধান হতে পলায়ন করে বলে গণ্য হবে।

CHAPTER VII

Of offences relating to the Army, Navy and Air-force

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সংক্রান্ত অপরাধ

Sec.–131. Abetting mutiny, or attempting to seduce a soldier, sailor or airman from his duty: Whoever abets the committing of mutiny by an officer soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of Bangladesh, or attempts to seduce any such officer, soldier sailor or airman, from his allegiance or his duty, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation 3. In this section the words "officer", "soldier", "sailor" and "airman" and "airman" include any person subject to the Army Act, 1952 or the Navy Ordinance, 1961 or the Air Force Act,1953, as the case may be.

অনুবাদ॥ ধারা–১৩১। বিদ্রোহে সহায়তাকরণ বা কোন সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিককে স্বীয় কর্তব্য হতে বিপথগামী করার উদ্যোগ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মকর্তা, সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক বিদ্রোহ অনুষ্ঠানের সহায়তা করে বা অনুরূপ কোন কর্মকর্তা, সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিককে স্বীয় আনুগত্য বা স্বীয় কর্তব্য হতে বিপথগামী করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় অফিসার, সৈন্য, নাবিক ও বৈমানিক বলতে ক্ষেত্র বিশেষে স্থল বাহিনী আইন, ১৯৫২ অথবা নৌ বাহিনী অধ্যাদেশ ১৯৬১, অথবা বিমান বাহিনী আইন, ১৯৫৩-এর অধীনে যেকোন ব্যক্তিকে বুঝাবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–132. Abetment of mutiny, if mutiny is committed in consequence there of: Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of Bangladesh, shall, if mutiny be committed in consequence of that abetment, be punished with death or with transportationfor life, or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–১৩২। বিদ্রোহে সহায়তা এবং উহার ফলে বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রেঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মকর্তা, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক বিদ্রোহ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি উক্ত সহায়তার ফলে বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হলে, মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–133. Abetment of assault by soldier, sailor or airman on his superior officer, when in execution of his office: Whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of Bangladesh, on any superior officer being in the execution of his office, shall, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–১৩৩। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তদীয় পদের কার্য পরিচালনাকালে আক্রমণ করার ব্যাপারে সহায়তাকরণঃ যদি ান ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মকর্তা, সৈনিক নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তদীয় পদের কার্য পরিচালনাকালে আক্রমণ করার ব্যাপারে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–134. Abetment of such assault if the assault is committed: Whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of Bangladesh, on any superior officer being in the execution of his office, shall, if such assault be committed in consequence of that abetment, be punished with with imprisonment of either description

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৩৪। অনুরূপ আক্রমণে সহায়তাকরণ, আক্রমণ সংঘটিত হবার ক্ষেত্রেঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তদীয় পদের কার্য পরিচালনায় আক্রমণ করার ব্যাপারে সহায়তা করে, যে ব্যক্তি, উক্ত সহায়তা করে, সে ব্যক্তি, উক্ত সহায়তার ফলে অনুরূপ আক্রমণ সংঘটিত হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–135. Abetment of desertion of soldier, sailor or airman: Whoever abets the description of any officer, soldier sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of Bangladesh, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৩৫। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের পলায়নে সহায়তাকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি, বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের পলায়নে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–136. Harboring deserter: Whoever, excepts as hereinafter excepted, knowing or having reason to believe that an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of Bangladesh, has deserted, harbours such officer, soldier sailor or airman, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to two years, or with fine, or with both.

Exception. This provision does not extend to the case in which the harbour is given by a wife to her husband.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৩৬। পলাতককে আশ্রয় দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, অতঃপর পরিক্রান্ত বলে গণ্য ব্যতীত, বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক পলায়ন করেছে বলে জেনে বা অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে আশ্রয় দান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যতিক্রমঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে আশ্রয় দান করার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

Sec.–137. Deserter concealed on board merchant vessel through negligence of master: The master or person incharge of a merchant vessel on board of which any deserter from the Army, [Navy or Air Force] of [Bangladesh] is concealesd , shell though ignorant of such concealment ,be liable to a penalty not exceeding five hundread [taka] if he might have known of such concealment but for some neglect of his duty as such master or person in charge, or but for some want of dicipline on board of the vessel.

অনুবাদ॥ ধারা–১৩৭। পোতাধ্যক্ষের অবহেলার দরুন বাণিজ্য পোতে গোপনকৃত পলাতকঃ যদি কোন বাণিজ্যপোতে বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন পলাতককে গোপন করা হয়, সে বাণিজ্য পোতের পোতাধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ গোপনকরণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলেও তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন যদি অনুরূপ পোতাধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে তদীয় কোন অবহেলা বা জাহাজে শৃংখলার কোন অভাব না থাকলে তিনি অনুরূপ গোপনকরণের কথা জানতে পারতেন।

Sec.–138. Abetment of act of insubordination by soldier, sailor or airman: Whoever abets what he knows to be an act of insubordination by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of Bangladesh, shall, if such act of insubordination be committed in consequence of that abetment, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৩৮। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক অবাধ্যতা প্রদর্শনে সহায়তাকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের কোন কার্যকে অবাধ্যতার কার্য জেনেও উক্ত কার্যে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি উক্ত সহায়তার ফলে অনুরূপ অবাধ্যতার কার্য অনুষ্ঠিত হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–138A. Application of foregoing sections to the Indian Marine Service.] Rep. by the Amending Act, 1934 (XXXV of 1934), s. 2 and Sch.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ ॥ ধারা–১৩৮ক। বাতিল।

Sec.–139. Persons subject to certain Acts: No person subject to the Army Act, 1952, the Navy Ordinance, 1961, the Air Force Act.1953,

অনুবাদ ॥ ধারা–১৩৯। কতিপয় আইনের অধীন ব্যক্তিগণঃ স্থল বাহিনী আইন ১৯৫২, নৌ বাহিনী অধ্যাদেশ ১৯৬১ অথবা বিমান বাহিনী আইন ১৯৫৩-এর অধীন কোন ব্যক্তি এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত কোন অপরাধের জন্য এই বিধির অধীনে দণ্ডনীয় হবে না

Sec.–140. Wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman: Whoever, not being a soldier, sailor or airman in the military, Naval or Air service of, Bangladesh, wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by such a soldier sailor or Airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred taka or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৪০। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক পরিধান করা বা প্রতীক ধারণ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, বাংলাদেশের সেনা, নৌ বা বিমান বাহিনীর সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক না হয়ে এরূপ অভিপ্রায়ে অনুরূপ প্রতীকের সদৃশ কোন পোশাক ধারণ করে, যেন ইহা ঐরূপ বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, সে অনুরূপ একজন সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে, জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER VIII

OF OFFENCES AGAINST THE PUBLIC TRANQUILLITY

গণ শান্তির পরিপন্থী অপরাধ সম্পর্কিত

Sec.–141. Unlawful assembly: Assembly of five or more persons is designated an "unlawful assembly" if the common object of the persons composing that assembly is–

First. To overawe by criminal force, or show of criminal force, Government or Legislature, or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant; or

Second. To resist the execution of any law, or of any legal process; or

Third. To commit any mischief criminal trespass, or other offence; or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Fourth. By means of criminal force, or show of criminal force, to any person to take or obtain possession of any property, or to deprive any person of the enjoyment of a right of way, or of the use or water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right; or

Fifth. By means of criminal force, or show of criminal force, to compel any person to do what he is not legally bound to do, or to omit to do what he is legally entitled to-do.

Explanation. An assembly which was not unlawful when it assembled, may subsequently become an unlawful assembly

অনুবাদ ॥ ধারা–১৪১। বে-আইনী সমাবেশঃ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ বে-আইনী সমাবেশ বলে অভিহিত হয়, যদি উক্ত সমাবেশ গঠনকারী ব্যক্তিগণের সাধারণ উদ্দেশ্য নিম্নোক্তরূপ হয়ঃ

প্রথমতঃ অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করে সরকার বা আইন পরিষদ বা কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে ভয়াভিভূত করা; অথবা

দ্বিতীয়তঃ কোন আইন বা আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বাধা দান করা; অথবা

তৃতীয়তঃ কোন দুষ্কর্ম বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অন্যবিধ অপরাধ অনুষ্ঠান করা; অথবা

চতুর্থতঃ কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করে কোন সম্পত্তি দখল বা অর্জন করা, অথবা কোন ব্যক্তিকে রাস্তার অধিকার বা পানির ব্যবহার অথবা তদীয় দখল বা অধিকারভুক্ত অন্য কোন অশরীরী অধিকার হতে বঞ্চিত করা; অথবা

পঞ্চমতঃ অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করে কোন ব্যক্তিকে, যা সম্পাদন করার জন্য সে আইনত বাধ্য নহে, তা করতে বাধ্য করা বা যা সম্পাদন করার জন্য তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে তা সম্পাদন হতে তাকে বিরত করা;

ব্যাখ্যাঃ যে সমাবেশ, সমাবেশ হবার সময় বেআইনী ছিল না, তা পরবর্তীকালে বেআইনী সমাবেশে পরিণত হতে পারে।

আলোচনা

1. Elements Of Unlawful Assembly: These are–

(1) The essence of the offence of unlawful assembly is the combination of several persons, united in the purpose of committing an offence.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(2) The assembly must consist of 5 or more. The least number must be five.

(3) They must have one or more of the above-mentioned seven objects. Thus, where more than five persons were charged with being members of an unlawful assembly but only four of them were found to have taken part in the assembly it was held that none of the act, could be convicted: *[Abdul Qudir, (1930) 32 Crl. L.J. 248.]*

(4) An assembly which is not unlawful in its inception does not become an unlawful assembly because of its refusal to obey an order to disperse. Moreover, it does not become unlawful by reason of its lawful acts exciting others to do unlawful acts. Lastly,

(5) When two factions fight, the members do not become members of an unlawful assembly because they have no common object. An offence under s. 141 cannot be said to be committed when two opposite factions commit a riot and fight. The reason is that it cannot be said that both the parties had any common object.

2. Riot And Unlawful Assembly Distinguished: Now, how will you distinguish between riot and unlawful assembly. This is very important You many answer the question thus - Rioting unlawful assembly force. A riot is an unlawful assembly in a particular state of activity, which activity is accompanied by the use of force or violence. Unless there is an unlawful assembly in the first instance, there can be no riot. Two things are necessary to convert an unlawful assembly into a riot, and to render the members thereof guilty of rioting viz., (i) the use of force or violence by the assembly or by any member thereof, (ii) such force or violence being used in prosecution of the common object of such assembly. It is the use of force that distinguishes rioting from an unlawful assembly. The slightest force used in prosecution of the common object will convert an unlawful assembly into a riot.

Case On Rioting: Having determined to cut off the nose of X, the deserted wife of A, (X being a woman of bad character) A and his four used criminal force and violence, and A, who had a small penknife, cut off X's nose. (B.U. Apr. 1940)

Held, A, B, C, D and E (being five with common object of committing offence) were all guilty of rioting.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

3. Difference Between "Unlawful Assembly": This is important. I have already told you how an unlawful assembly differs from a riot. Shortly stated, an unlawful assembly using force or violence gets converted into a riot.

An unlawful assembly, in its turn, defers from an affray in the number of its members.

(1) In an unlawful assembly there must be five or more members. The least number must be five; whereas an affray can be committed by two or more–the least must be two. Remember that affray committed by an unlawful assembly becomes a riot because of the committed by an unlawful assembly becomes a riot because of the element of fight in an affray.

(2) an unlawful assembly can take place in a private place also; whereas an affray must take place in a public place only.

(3) unlawful assembly is more severely punishable: (6 months and fine); affray is a less serious offence: (1 month and fine.)

4. Affray And Riot–

(1) Affray must be committed in a public place, riot may be committed in any place, public or private.

(3) Affray is committed by 2 or more, the minimum number must be 2; riot must be committed by 5 or more, the minimum number must be 5.

(4) Both are offences against the public peace, but affray is not so serious an offence as riot; affray is punishable with one month or fine Rs.100; whereas rioting is punishable with 2 years.

(5) There is one additional difference between affray and riot, viz., in an affray, only those who are actually engaged are punishable whereas in a riot every one of the unlawful assembly committing it is punishable, although some of them may not have personally used force or violence essential to a riot.

This finishes offences against public peace. All of them have a tendency to disturb public peace. Just as a human being, in order to be happy, must have peace of mind, the body-politic, viz., the state, must preserve public peace. Those who disturb the public peace offend the law. It is for this purpose that ss. 141 to 160 are enacted.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Unlawful assembly বা অবৈধ জমায়েত দণ্ডবিধির একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে অভিহিত হয়েছে। এই অপরাধের ফলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে বিধায় অত্র আইনের ১৪১ ধারায় এই সম্পর্কীয় বিধানাবলী গৃহীত হয়েছে এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী অবৈধ জমায়েত প্রতিরোধ করে জনস্বার্থ সংরক্ষণ করাই এই ধারার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই, Ratanlal এবং Dhirajlal-এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, "The underlying principle of section 141 is that law discourages tumultuous assemblage of men to preserve the public peace."

দণ্ডবিধির ১৪১ ধারা অনুসারে ৫ বা ততোধিক লোক যখন উক্ত ধারায় উল্লেখিত উদ্দেশ্যে সমবেত বা জমায়েত হয়, তখন ঐ জমায়েতকে Unlawful assembly বা বে-আইনী সমাবেশ বলা হয়।

একটি সমাবেশ কখন বে-আইনী সমাবেশে পরিণত হয়?

নিম্নলিখিত অবস্থায় একটি সমাবেশ (assembly) বে-আইনী সমাবেশ (Unlawful assembly) পরিণত হয়, যদি উক্ত সমাবেশের সাধারণ (common intention) উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হয়–

(১) আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের বাধাঃ অপরাধমূলক বল প্রয়োগ দ্বারা কিংবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হুমকি দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করে সরকার বা আইন পরিষদ বা কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা; অথবা

(২) আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদানঃ যদি সংশ্লিষ্ট জমায়েতটি আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে অথবা পরোয়ানা জারীর কাজে অর্থাৎ আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে (Execution of any legal process) বাধা প্রদান করে; অথবা

(৩) ক্ষতিকর কার্য বা অনধিকার প্রবেশ বা অন্য অপরাধ সংঘটনঃ যদি পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জমায়েতটি কোন ক্ষতিকর বা অনিষ্টকর কার্য বা অনধিকার প্রবেশ অথবা অন্যবিধ অপরাধ সংঘটন করে; অথবা

(৪) অধিকার হতে বঞ্চিত করাঃ কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে অথবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করে কোন সম্পত্তির অধিকার অর্জন করা অথবা কোন ব্যক্তিকে পথের অধিকার বা পানীয় ব্যবহার অথবা তদীয় দখল বা অধিকারভুক্ত অন্য কোন কল্পিত বা অশরীরী অধিকার (Incorporeal right) হতে বঞ্চিত করা; অথবা

(৫) কোন কাজে বাধ্য করা বা বিরত রাখাঃ অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে অথবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করে কোন ব্যক্তিকে সে আইনত বাধ্য নয় এমন একটি কার্য করতে বাধ্য করা কিংবা যাহা সম্পাদন করার জন্য তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে তা সম্পাদন করা হতে তাকে বিরত করা।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যাঃ সমাবেশে মিলিত হওয়ার সময় যে সমাবেশ বে-আইনী ছিলনা, তা পরবর্তীকালে বে-আইনী সমাবেশে পরিণত হতে পারে।

বে-আইনী সমাবেশের উপাদানঃ বে-আইনী সমাবেশে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পরিলক্ষিত হয়–

(ক) বে-আইনী সমাবেশ হতে হলে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকা চাই।

(খ) একইভাবে ঐরূপ বে-আইনী সমাবেশ সৃষ্টির জন্য পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একটি সাধারণ লক্ষ্য (common object) থাকতে হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট সমাবেশের আসামীগণকে স্ব-জ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় ঐ সমাবেশের সদস্য হিসাবে যোগদান করতে হবে।

(ঘ) সর্বোপরি, উক্ত সমাবেশের সদস্যগণকে দণ্ডবিধির ১৪১ ধারায় উল্লেখিত অপরাধগুলির যে কোন অপরাধে জড়িত হতে হবে।

উল্লেখিত আলোচনা হতে একথা বলা যায় যে, যে সমাবেশ প্রথমে বে-আইনী ছিল না তা পরে ইহার সদস্যদের ক্রিয়া কলাপের দ্বারা বে-আইনী সমাবেশে রূপান্তরিত হতে পারে (6 ewn- 507)। একইভাবে কোন পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত একটি বৈধ জমায়েত হঠাৎ বে-আইনী জমায়েতে পরিণত হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সমাবেশের দুই/ একজন সদস্য যদি এমন বে-আইনী কার্য করে যাহা অন্যান্য সদস্যগণ অনুমোদন করেনা, তবে উক্ত সমাবেশ বে-আইনী সমাবেশ হিসাবে গণ্য হবে না। [9 W.R (c.r) 9]

বেআইনী সমাবেশের প্রতিটি ব্যক্তির আইনগত দায়-দায়িত্ব–

একটি সমাবেশ বে-আইনী সমাবেশ হিসেবে গণ্য হলে সেক্ষেত্রে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ সাধনকল্পে যে কোন সদস্য অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। তবে, দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারা অনুযায়ী এর সকল সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। তবে এই ধারার বিধান অনুযায়ী কাউকে দায়ী করতে হলে তিনটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে, যেমন–

(১) উক্ত ব্যক্তি একটি বে-আইনী সমাবেশের সদস্য;

(২) উক্ত সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থে ঐ সদস্য অপরাধমূলক কার্য সম্পাদন করেছে; এবং

(৩) অপরাধমূলক কার্যটি এমন প্রকৃতির যে, বে-আইনী সমাবেশের সদস্যগণ অবগত ছিল যে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এটা করা হবে।

Sec.–142. Being member of unlawful assembly: Whoever, being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

intentionally joins that assembly, or continues in it, is said to be a member of an unlawful assemble.

অনুবাদ॥ ধারা–১৪২। বেআইনী সমাবেশের সদস্য হওয়াঃ যদি কোন ব্যক্তি, যে সমস্ত তথ্যের কারণে কোন সমাবেশ বেআইনী সমাবেশে পরিণত হয় তা অবগত হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত সমাবেশে যোগদান করে বা উহাতে অবস্থান করে, সে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশের সদস্য বলে গণ্য হবে।

Sec.–143. Punishment: Whoever is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৪৩। শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী সমাবেশের সদস্য হয় তবে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–144. Joining unlawful assembly armed with deadly weapon: Whoever, being armed with any deadly weapon, or with anything which used as a weapon of offence, is likely to cause death, is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৪৪। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেআইনী সমাবেশে যোগদান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বা অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হলে মৃত্যু ঘটাতে পারে এরূপ কোন কিছুতে সজ্জিত হয়ে কোন বেআইনী সমাবেশের সদস্য হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–145. Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse: Whoever joins or continues in an unlawful assembly, knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১৪৫। কোন বেআইনী সমাবেশ ভঙ্গ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেনেও উহাতে যোগদান করা বা উহাতে অবস্থান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী সমাবেশ, আইনে বর্ণিত প্রণালীতে ভঙ্গ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেনেও অনুরূপ বেআইনী সমাবেশে যোগদান করে বা উহাতে অবস্থান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–146. Rioting: Whenever force or violence is used by an unlawful assembly, or by any member thereof, in prosecution of the common object such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting.

অনুবাদ॥ ধারা–১৪৬। দাঙ্গাঃ কখনও কোন বে-আইনী সমাবেশ কর্তৃক বা উহার যেকোন সদস্য কর্তৃক অনুরূপ সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বল বা উগ্রতা প্রয়োগ করা হলে, অনুরূপ সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

Sec.–147. Punishment for rioting: Whoever is guilty of rioting, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to two years, or with fine or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৪৭। দাঙ্গার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–148. Rioting, armed with deadly weapon: Whoever is guilty of rioting, being armed with a deadly weapon or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৪৮। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা অনুষ্ঠানকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বা অপরাধের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হলে মৃত্যু ঘটাতে পারে, এমন কিছুতে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–149. Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object: If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offence.

অনুবাদ॥ ধারা–১৪৯। সাধারণ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দোষীঃ যদি কোন বেআইনী সমাবেশের কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় বা উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে উক্ত সমাবেশের সদস্যগণের কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় বা উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জানা থাকে, তাহলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার সময় যে সমস্ত ব্যক্তি উক্ত সমাবেশের সদস্য থাকে তাদের প্রত্যেকে উক্ত অপরাধে দোষী।

আলোচনা

The object of section 149 is that an accused person whose case falls within its terms cannot put forward the defence that he did not with his own hand commit the offence committed in prosecution of the common object of the unlawful assembly or such as the members of the assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object. It is clear that a person not sharing the common object, cannot be liable constructively. Thus a member of an unlawful assembly retiring from the assembly and taking no further part cannot be liable for subsequent murder committed by the assembly.

The following conditions must be fulfilled before a person can be held responsible under section 149–

(1) There must be an unlawful assembly.

(2) The offence should have been committed by a member of such assembly.

(3) The offence should have been committed either(i) in prosecution of the common object of the assembly, or, (ii) the offence must be such as the members knew to be likely to be committed in prosecution of their common unlawful object.

(4) The accused must be a member of the assembly at the time the offence was committed.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Difference between section 34 and section 149: Section 34 of the Bangladesh Penal Code provides that when a criminal act is done by several persons, in furtherance of the common intention of all, each of such persons will be liable for that act as if the act was done by him alone. In this case it is necessary to prove that the act was done in furtherance of the common intention of the several persons. There must be a pre-arranged plan or a prior meeting of minds in doing the act.

Under section 149 of the Bangladesh Penal code if an offence is committed by any member of an unlawful assembly in furtherance of a common object than each of the members of the unlawful assembly irrespective of his participation in the commission of the act, shall be constructively liable for the act as if he had actually participated in committing it. In this case two conditions must be fulfilled (1) There must be an unlawful assembly and (2) any member of such assembly must have committed the offence in prosecution of the common object of the unlawful assembly.

The first difference is that under section 34 the act must be the result of a pre-arranged plan or of a common intention. But under section 149 no common intention is necessary so far as the particular offence committed is concerned. If the offence is committed in prosecution of the common object every member of such assembly shall be liable for the offence even though he did not intend to commit it or did not participate in the commission of it.

Secondly, under section 34 the number of persons entertaining the common intention is immaterial. But under section 149, the common object must have been entertained by all the members of the unlawful assembly i.e. by 5 or more persons.

Thirdly, section 34 enunciates the principle

Sec.–150. Hiring or conniving at hiring of persons to join unlawful assembly: Whoever hires or engages, or employees, or promotes, or connives at the hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly, shall be punishable as a member of such unlawful assembly, and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

engagement or employment, in the same manner as if had been a member of such unlawful assembly, or himself had committed such offence.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫০। বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য লোক ভাড়া করা বা ভাড়ার কার্যে সায় দেয়াঃ যদি কোন ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য বা উহার সদস্য হবার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভাড়া বা নিয়োজিত বা নিযুক্ত বা উৎসাহিত করে অথবা তার ভাড়া, নিযুক্তি বা নিয়োগে সায় দেয়, সে ব্যক্তি অনুরূপ বেআইনী সমাবেশের সদস্যরূপে দণ্ডনীয় হবে এবং অনুরূপ ভাড়া, নিযুক্তি বা নিয়োগের অনুসরণে অনুরূপ বেআইনী সমাবেশের সদস্যরূপে অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠেয় যেকোন অপরাধের জন্য সে ব্যক্তি এরূপে দণ্ডনীয় হবে যেন সে অনুরূপ বেআইনী সমাবেশের সদস্য ছিল বা সে স্বয়ং অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠান করেছিল।

Sec.–151. Knowingly joining or continuing in assembly of five or more persons after it has been commanded to dispose: Whoever knowingly joins or continues in any assembly of five or more persons likely to cause a disturbance of the public peace, after such assembly has been lawful commanded to disperse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

Explanation. If the assembly is an unlawful assembly with-in the meaning of section 141, the offender will be punishable under section 145

অনুবাদ॥ ধারা–১৫১। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেনেও উহাতে যোগদান করা বা অবস্থান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি শান্তিশান্তি বিঘ্নিত করার সম্ভাবনাপূর্ণ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির কোন সমাবেশ ভেঙ্গে যাবার আইনানুগ নির্দেশ দেয়ার পর জ্ঞাতসারে অনুরূপ সমাবেশে যোগদান করে বা অবস্থান করে, সে ব্যক্তি, যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ যদি সমাবেশটি ১৪১ ধারার তাৎপর্যাধীন একটি বেআইনী সমাবেশরূপে গণ্য হয়, তাহলে অপরাধকারী ১৪৫ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হবে।

Sec. 152. Assaulting or obstructing public servant when suppressing riot, etc.: Whoever assaults or threatens to assault, or obstructs of attempts to obstruct, any public servant in the discharge of his duty as such public servant, in endeavoring to disperse an unlawful assembly, or to suppress a riot of affray, or uses, or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

threatens, or attempts to use criminal force to such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫২। দাঙ্গা ইত্যাদি দমনকালে সরকারী কর্মচারীকে আক্রমণ বা বাধা দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীকে, কোন বেআইনী সমাবেশ ভেঙ্গে দেয়ার প্রচেষ্টায়, বা কোন দাঙ্গা বা মারামারি দমন কার্যে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীরূপে তার কর্তব্য পালনের ব্যাপারে আক্রমণ করে, আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করে বা বাধাদান বা বাধাদানের উদ্যোগ করে বা অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে বা প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে বা প্রয়োগের উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–153. Wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed: if not committed: Whoever malignantly, or wantonly, by doing anything which is illegal, gives provocation to any person intending or knowing it to be committed, shall, if the offence of rioting be committed in consequence of such provocation, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both; and if the offence of rioting be not committed, with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫৩। দাঙ্গা অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে বেপরোয়াভাবে উত্তেজনা দান করাঃ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে; দাঙ্গা অনুষ্ঠিত না হবার ক্ষেত্রে–যে ব্যক্তি বিদ্বেষমূলকভাবে বা বেপরোয়াভাবে কোন অবৈধ কার্য সম্পাদন করবে এরূপ অভিপ্রায় বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও কোন ব্যক্তিকে উত্তেজনা দান করে যে অনুরূপ উত্তেজনা দ্বারা দাঙ্গার অপরাধ অনুষ্ঠিত হবে, সে ব্যক্তি অনুরূপ উত্তেজনার ফলে দাঙ্গার অপরাধ অনুষ্ঠিত হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং দাঙ্গার অপরাধ অনুষ্ঠিত না হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–153A. Promoting enmity between classes: Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representations, or otherwise, promotes or attempts to promotes feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

of Bangladesh, shall be punished with imprisonment which may extend to two years or with fine, or with both.

Explanation. It does not amount to an offence within the meaning of this section to point out, without malicious intention and with an honest view to their removal, matters which are producing or have a tendency to produce, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of Bangladesh.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫৩ক। শ্রেণীসমূহের মধ্যে শত্রুতা বর্ধন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সংকেতাদি, বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তিসমূহের সাহায্যে, বা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের নাগরিকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণার ভাগ সৃষ্টি করে বা সৃষ্টির উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ যে বিষয়সমূহ বাংলাদেশের নাগরিকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করছে বা যার অনুরূপ শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করার প্রবণতা রয়েছে, বিদ্বেষাত্মক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এবং উক্ত বিষয়সমূহ দূরীকরণের মহৎ উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়সমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ, এই ধারার তাৎপর্যাধীনে অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

Sec.–153B. Inducing students, etc., to take part in political activity: Whoever by words, either spoken, or written or by signs or by visible representations, or otherwise, induce or attempts to induce any Student, or any class of student, or any institution interested in or connected with students, to take part in any political activity which disturbs or undermines, or is likely to disturb or undermine, the public order shall be punished with imprisonment which may extend to two years or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫৩খ। রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য ছাত্রগণকে প্ররোচিত করাঃ যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সংকেতসমূহের বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তিসমূহের সাহায্যে বা প্রকারান্তরে যেকোন ছাত্র বা ছাত্রী শ্রেণী বা তাদের ব্যাপারে আগ্রহশীল বা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেকোন প্রতিষ্ঠানকে এমন কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপ অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করার উদ্যোগ করে, যা গণশৃংখলা নষ্ট বা খর্ব করে, অথবা যার গণশৃংখলা নষ্ট বা খর্ব করার সম্ভাবনা রয়েছে সে ব্যক্তি কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–154. Owner or occupier of land on which an unlawful assembly is held: Whenever any unlawful assembly or riot takes place, the owner, or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held, or such riot is committed, and any person having or claiming an interest is such land, shall be punished with fine not exceeding one thousand taka, if he or his agent or manager, knowing that such offence is being or has been committed, or having reason to believe it is likely to be committed do not give the earliest notice thereof in his or either power to the principal officer at the nearest police-station, and do not in the case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it and, in the event of its taking place, do not use all lawful means in his or their power to disperse or suppress the riot or unlawful assembly.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫৪। যে ভূমিতে বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, সে ভূমির স্বত্বাধিকারী বা আধকারীঃ কখনও কোনও কোন বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হলে, যে ভূমির উপর অনুরূপ বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বা অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী এবং অনুরূপ ভূমিতে স্বার্থ সমন্বিত বা স্বার্থের দাবীদার যেকোন ব্যক্তির অনধিক এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে, যদি সে বা তার প্রতিভূ বা ম্যানেজার অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বা হয়েছে জেনে বা উহা অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও তার বা তাদের সাধ্যানুযায়ী নিকটতম থানার মূখ্য অফিসারের নিকট তৎসম্পর্কে যথাসম্ভব শীঘ্র সংবাদ না দেয় এবং উহা অনুষ্ঠিত হবার উপক্রম হয়েছিল বলে তার বা তাদের বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও উহা নিবারণ করণার্থে তার বা তাদের সাধ্যানুযায়ী সমুদয় আইনানুগ উপায় অবলম্বন না করে এবং উহা অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারে দাঙ্গা বা বেআইনী সমাবেশ ভঙ্গ বা দমন করার জন্য তার বা তাদের সাধ্যানুযায়ী সমুদয় আইনানুগ উপায় অবলম্বন না করে।

Sec.–155. Liability of person for whose benefit riot is committed: Whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such riot takes place or who claims any interest in such land, or in the subject of any dispute which gave rise to the riot to the riot, or who has accepted or derived any benefit there from, such person shall be punishable with fine, if he or his agent or manager, having reason to believe that such riot was likely to be committed or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall was likely to be

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

held, shall not respectively use all lawful means in his or their power to prevent such assembly or riot from taking place, and for suppressing and dispersing the same.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫৫। যে ব্যক্তির উপকারার্থে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তার দায়িত্বঃ যে ভূমির ব্যাপারে কোন দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় সে ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী, বা যে ব্যক্তি অনুরূপ ভূমিতে বা যে বিরোধের ফলে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় সে বিরোধের বিষয়বস্তুতে কোন স্বার্থ দাবী করে, বা যে ব্যক্তি উহা হতে কোন উপকার গ্রহণ বা লাভ করেছে, সে ব্যক্তির উপকারার্থে বা পক্ষে কখনও অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হলে, উক্ত ব্যক্তি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে, যদি সে বা তার প্রতিভূ বা ম্যানেজার অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ সমাবেশ বা অনুরূপ দাঙ্গার অনুষ্ঠান নিবারণ করণার্থ এবং উহা দমন ও ভঙ্গ করণার্থ তার বা তাদের নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী সমুদয় আইনানুগ উপায় অবলম্বন না করে।

Sec.–156. Liability of agent of owner or occupier for whose benefit riot is committed: Whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such riot takes place or who claims any interest in such land, or in the subject of any dispute which gave rise to the riot, or who has accepted or derived any benefit there from,

the agent or manager of such person shall be punishable with fine, if such agent of manager, having reason to believed that such riot was likely to be committed, or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall not use all lawful means in his power to prevent such riot or assembly from taking place and for suppressing and dispersing the same.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫৬। যে স্বত্বাধিকারী বা দখলকারীর উপকারার্থে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, সে স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী প্রতিভূর দায়িত্বঃ যে ভূমির ব্যাপারে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, সে ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী বা যে ব্যক্তি অনুরূপ ভূমিতে বা যে বিরোধের বিষয়বস্তুতে কোন স্বার্থ দাবী করে, অথবা যে ব্যক্তি উহা হতে কোন উপকার গ্রহণ বা লাভ করেছে, সে ব্যক্তির উপকারার্থে বা পক্ষে কখনও অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হলে, অনুরূপ ব্যক্তির প্রতিভূ বা ম্যানেজার জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে, যদি অনুরূপ প্রতিভূ বা ম্যানেজার, অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বা যে বেআইনী সমাবেশের কারণে অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবার কারণ থাকা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সত্ত্বেও অনুরূপ দাঙ্গা বা সমাবেশ অনুষ্ঠান নিবারণ করণার্থ তার সাধ্যানুযায়ী সমুদয় আইনানুগ উপায় অবলম্বন না করে।

Sec.–157. Harbouring person hired for an unlawful assembly: Whoever harbors, receives or assembles, in any house or premises in his occupation or charge, or under his control any persons, knowing that such persons have been hired, engaged or employed, or are about to be hired, engaged or employed, to join or become members of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫৭। বেআইনী সমাবেশের জন্য ভাড়াটিয়া লোকদের আশ্রয় দান করাঃ যে ব্যক্তি, এরূপ জেনে এমন লোকদের তার দখল বা দায়িত্বাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোন গৃহ বা গৃহাঙ্গনে আশ্রয় দান, গ্রহণ বা একত্রিত করে যে, তাদিগকে কোন বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য বা উক্ত সমাবেশের সদস্য হবার জন্য ভাড়া, বা নিযুক্ত বা নিয়োজিত করা হয়েছে, অথবা ভাড়া, বা নিযুক্ত বা নিয়োজিত করার উপক্রম করা হয়েছিল, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–158. Being hired, to take part in an unlawful assembly or riot: Whoever is engaged or hired, or offers or attempts to be hired or engaged, to do or assist in doing any of the acts specified in section 141, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

and whoever, being so engaged or hired as aforesaid, goes armed, or engages or offers to go armed, with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offence is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৫৮। কোন বেআইনী সমাবেশে বা দাঙ্গায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত ভাড়াটিয়া হওয়াঃ যদি কোন ব্যক্তি ১৪১ ধারায় বর্ণিত যেকোন কার্য সম্পাদন করণার্থ বা উহা সম্পাদনে সাহায্য করণার্থ নিযুক্ত হয় বা ভাড়াটিয়া হয়, নিযুক্ত হবার বা ভাড়াটিয়া হবার প্রস্তাব করে বা উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে নিযুক্ত হয়ে বা ভাড়াটিয়া বলে যেকোন মারাত্মক অস্ত্রে, অথবা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপরাধের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হলে মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা থাকে এমন কিছুতে অস্ত্রসজ্জিত হয় বা অস্ত্রসজ্জিত হবার জন্য নিয়োজিত হয় বা প্রস্তাব করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.-159. Affray: When two or more persons, by fighting in a public place, disturb the public peace, they are said to "commit an affray"

অনুবাদ॥ ধারা–১৫৯। মারামারিঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে ঝগড়া করে গণশান্তি ভঙ্গ করলে তারা 'মারামারি করে' বলে গণ্য হবে।

আলোচনা

কলহ/ মারামারিঃ দণ্ডবিধির ১৫৯ ধারায় প্রকাশ্য স্থানে তুমুল কলহ বা এ্যাফ্রের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে ঝগড়া করে গণশান্তি ভঙ্গ করলে তারা প্রকাশ্য স্থানে তুমুল কলহ বা মারামারি করেছে বলে গণ্য হবে।

আইনের দৃষ্টিতে যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে কলহপূর্বক গণশান্তি বিঘ্নিত করে, তবে তারা মারামারি করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে। এই অপরাধটি সংঘটনের জন্য কমপক্ষে দুইজন লোকই যথেষ্ট। তবে লোক সংখ্যা দুই জনের কম হলে আইনের চোখে তা মারামারি বলে বিবেচিত হবে না। মারামারি বা তুমুল কলহের মধ্যে অবশ্যই বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের হুমকী থাকতে হবে। যদি একপক্ষ মারে আর অন্যপক্ষ মার খায় তাহলে তা মারামারির পর্যায়ে পড়ে না। এই ধারায় একটি নির্দিষ্ট আঘাত করা এবং গণশান্তি বিঘ্নকে মারামারির পূর্বশর্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া মাত্রই গণশান্তি বিঘ্নিত হয় বলে গণ্য হবে। মারামারির জন্যে ঝগড়া একটি অপরিহার্য উপাদান।

দণ্ডবিধির ১৫৯ ধারাটি বিশ্লেষণ করলে প্রকাশ্য স্থানে তুমুল কলহ বা মারামারির নিম্নবর্ণিত উপাদানগুলি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) দুই ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে তুমুল কলহ সংঘটনে লিপ্ত থাকতে হবে।

(২) উক্তরূপ কলহের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) এরূপ মারামারিতে বলপ্রয়োগ করার বা বলপ্রয়োগের হুমকী দিতে হবে।

(৪) মারামারি প্রকাশ্য স্থানে সংঘটিত হবে। জনসাধারণ যেখানে যাতায়াত করতে পারে এবং যে জমির চতুর্দিকে দেয়াল নেই, তাই প্রকাশ্য স্থানরূপে আইনে গণ্য হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৫) মারামারির দ্বারা গণশান্তি বিঘ্নিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মদ খেয়ে প্রকাশ্য স্থানে কলহ সৃষ্টি করলে তা গণশান্তির জন্যে বিঘ্নস্বরূপ।

দণ্ডবিধির ১৬০ ধারা অনুযায়ী যে ব্যক্তি মারামারি সংঘটন করে, সেই ব্যক্তি একমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে।

Sec.–160. Punishment for committing affray: Whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to one hundred take, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৬০। মারামারি সংঘটনের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি মারামারি সংঘটন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER–IX
OFOFFENCES BY OR RELATING TO PUBLIC SERVANTS
সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক বা সরকারী কর্মচারী সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

Sec.–161. Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act: Whoever, being or excepting to be a public servant, accepts or obtains, or agrees to accept, or attempts to obtain from any person, for him self or for any other person, any gratification whatever, other than legal remuneration, as a motive or rewards for doing or forbearing to do any official act or for showing or bearing to show, in the exercise of his offic functions, favor or disfavour to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Government of Legislature, or with any public servant, as such, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Explanation. "Expecting to be a public servant. It a person not excepting to be in office obtains a gratification's by deceiving others into a belief that he is about to be in office, and that he will then serve them, he may be guilty of cheating, but he is not guilty of the offence defined in this section.

"Gratification" The word gratification is not restricted to pecuniary gratification s, or to gratification s estimable in money.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

"Legal remuneration." The words "legal remuneration" are not restricted to remuneration, which a public servant can lawfully demand but include all remuneration, which he is permitted by the authority by which he is employed, to accept.

"A motive or reward for doing" A person who receives a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, comes within these words.

Illustration

(a). A, a munsif, obtains from Z, a banker, a situation in Z's bank for A's brother, as a reward to A for deciding a cause in favor of Z. A has committed the offence defined in this section.

(b) A, holding the office of Consul at the Court of a foreign Power, accepts a lakh of taka from the Minister of that Power. It does not appear that A accepted this sum as a motive or reward for doing or forbearing to do any particular official act, or for rendering or attempting to render any particular service to that Power with the Government of Bangladesh. But it does appear that A accepted the sum as a motive or reward for generally showing favour in the exercise of his official functions to that Power. A has committed the offence defined in this section.

(c) A, a public servant, induces Z erroneously to believe that A's influence with Government has obtained a title for Z and thus induces Z to give A money as a reward for this service. A has committed the offence defined in this section.

অনুবাদ॥ ধারা–১৬১। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারী কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বখ্‌শিশ গ্রহণঃ যদি কোন ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হয়ে বা হবার প্রত্যাশায় কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করার জন্য বা সম্পাদন করা হতে বিরত থাকার জন্য অথবা তদীয় সরকারী কর্তব্যসমূহ সম্পাদনকালে কোন ব্যক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হতে অনুগ্রহ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করার জন্য বা প্রদর্শন করা হতে বিরত থাকার জন্য বা কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার সাধন করার জন্য বা করার উদ্যোগ করার জন্য, কোন প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসেবে, নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য যেকোন ব্যক্তির নিকট হতে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত যেকোন বখ্‌শিশ গ্রহণ করে বা অর্জন করে বা গ্রহণ করতে সম্মত হয় বা অর্জন করার উদ্যোগ করে, সে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ "সরকারী কর্মচারী" হবার প্রত্যাশায় যদি কোন ব্যক্তি পদে সমাসীন হবার প্রত্যাশা না করে, সে পদে সমাসীন হবে এবং অন্যদের উপকার সাধন করবে এরূপ প্রতারণার সাহায্যে তাদের বিশ্বাস জন্মায়ে বখ্‌শিশ গ্রহণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে, কিন্তু সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে না।

বখ্‌শিশঃ 'বখ্‌শিশ' শব্দটি আর্থিক বখ্‌শিশের বা অর্থের পরিমাণে হিসাবে যোগ্য বখ্‌শিশের সংজ্ঞায় সীমিত নহে।

বৈধ পারিশ্রমিকঃ বৈধ পারিশ্রমিক শব্দাবলী কোন সরকারী কর্মচারী যে পারিশ্রমিক আইনানুগভাবে দাবী করতে পারে তাতে সীমিত নহে বরং এরূপ সমুদয় পারিশ্রমিক উহার আওতাধীন হবে, যা গ্রহণ করার জন্য সে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

সম্পাদনের প্রতিদান বা পারিতোষিকঃ কোন ব্যক্তি যা করতে চায় না তা করার প্রতিদান হিসেবে বা যা সে করেনি তা করার পারিতোষিক হিসেবে বখ্‌শিশ গ্রহণ করলে, সে এ শব্দাবলীর আওতাধীন হবে।

উদাহরণঃ (ক) মুনসেফ 'ক' ব্যাংকার 'খ'-র নিকট হতে 'খ'-র অনুকূলে একটি মোকদ্দমা নির্ধারণের জন্য 'ক'-র প্রতি পুরস্কার হিসেবে 'ক'-র ভাইয়ের জন্য 'খ'-র ব্যাংকে একটি চাকরি সংগ্রহ করেন। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে বলে গণ্য হবে।

(খ) কোন এক বৈদেশিক শক্তি দরবারে বাণিজ্যদূতের পদধারী 'ক' উক্ত শক্তির মন্ত্রীর নিকট হতে এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। এতে মনে হয় না যে, 'ক' কোন বিশেষ সরকারী কার্য সম্পাদন করা হতে বিরত থাকার জন্য বা বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে উক্ত শক্তির প্রতি কোন উপকার করার বা উপকার করার উদ্যোগের জন্য প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসেবে এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনে হয় যে 'ক' তদীয় সরকারী কর্তব্যাদি পালনকালে অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কোন প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসেবে উক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছেন বলে গণ্য হবে।

(গ) সরকারী কর্মচারী 'ক' ভ্রান্তভাবে 'খ'-কে এ মর্মে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করেন যে, সরকারের সাথে 'ক'-র প্রভাবে 'খ'-র জন্য একটি উপাধি হিসেবে তাকে টাকা দেয়ার জন্য 'খ'-কে প্ররোচিত করেন। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছেন বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–162. Taking gratification, in order, by corrupt or illegal means, to influence public servant: Whoever accepts or obtains, or agrees to accepts, or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person any gratification whatever as a motive or reward for inducing, by corrupt or illegal means, any public servant to do or to for ear to do any official act, or in the exercise of the official functions of such public servant to show favor or disfavor to any person, or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the Government or Legislature, or with any public servant as such, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৬২। অসাধু বা অবৈধ উপায়ে সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বখ্‌শিশ গ্রহণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করার বা সম্পাদন করা হতে বিরত রাখার জন্য অসাধুভাবে অবৈধ উপায়ে প্ররোচিত করার মানসে বা অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনকালে কোন ব্যক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের অনুগ্রহ বা অসন্তোষ বা সরকারী কর্মচারী হিসেবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হতে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার করার জন্য বা করার উদ্যোগ করার জন্য, কোন প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসেবে নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে যেকোন বখ্‌শিশ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–163. Taking gratification, for exercise of personal influence with public servant: Whoever accepts or obtains, or agrees to pt to or attempts obtain, from any person for himself or for any ot person, any gratification whatever, as a motive or reward for inducing, by the exercise of personal influence, any public servant to or to forever todoany official act, or in the exercise of the official functions of such public servant to show favor or disfavor to any person, with the Government or Legislature, or with any public servant, as such, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

Illustration

An advocate who receives a fee for arguing a case before a judge, a person who receives pay for arranging and correcting a memorial

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

addressed to Government, setting forth the services and claims of the memorialist ; a paid agent for a condemned criminal, who lays before the Government statement tending to show that the condemnation was unjust, are not within this section, inasmuch as they do not exercise or profess to exercise personal influence.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৬৩। সরকারী কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য বখ্‌শিশ গ্রহণঃ যদি কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করে কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করার জন্য বা সম্পাদন করা হতে বিরত রাখার জন্য বা অনুরূপ সরকারী কর্তব্যাদি পালনকালে কোন ব্যক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হতে অনুগ্রহ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করার জন্য বা কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার করার জন্য বা করার উদ্যোগের জন্য প্ররোচিত করার প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে কোন ব্যক্তির জন্য যেকোন বখ্‌শিশ গ্রহণ বা অর্জন করে বা গ্রহণ করতে সম্মত হয় বা অর্জন করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ কোন মোকদ্দমায় কোন বিচারকের সম্মুখে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য ফিস গ্রহণকারী এড্‌ভোকেট কোন স্মারকলিপি প্রেরকের কার্যাবলী ও দাবী-দাওয়া প্রদর্শন পূর্বক সরকারের বরাবরে লিখিত কোন স্মারকলিপি বিন্যস্ত ও শুদ্ধকরণের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণকারী ব্যক্তি, দণ্ডিত অপরাধীর বেতনভোগী প্রতিভূ, যিনি দণ্ডটি অন্যায্য ছিল বলে প্রমাণকল্পে সরকারের সম্মুখে বিবৃতিসমূহ উপস্থাপন করেন, তাঁরা এই ধারার আওতাধীন নহেন, যেহেতু তাঁরা ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করেন না, বা প্রয়োগের দাবী করেন না।

Sec.–164. Punishment for abetment by public servant of offences defined in section 162 or 163: Whoever, being a public servant, in respect of whom either of the offences defined in the last two preceding sections is committed, abets the offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Illustration

A is a public servant, B, A's wife receives a present as a motive of soliciting A to give an office to a particular person. A abets her doing so. B is punishable with imprisonment for a term, which may extend to three years, or with fine, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১৬৪। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তা করার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ সরকারী কর্মচারী হয়ে, যার সম্পর্কে পূর্ববর্তী দুইটি ধারায় বর্ণিত যেকোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, অপরাধে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ 'ক' একজন সরকারী কর্মচারী। 'ক'-র স্ত্রী 'খ' কোন বিশেষ ব্যক্তিকে একটি চাকরি দানের নিমিত্ত 'ক'-কে অনুরোধ করার প্রতিদানরূপে একটি উপাহার গ্রহণ করেন। 'ক' তাকে অনুরূপ কার্য সম্পাদনে সহায়তা করেন। 'খ' অনূর্ধ্ব এক বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। 'ক' কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

Sec.–165. Public servant obtaining valuable thing, without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant: Whoever, being a public servant, accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain, for himself, or for any other person, any valuable thing without consideration, or for a consideration, which he knows to be inadequate,

from any person whom be knows to have been, or to be, or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant, or having any connection with the official functions, of himself or of any public servant to whom be is subordinate,

or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned,

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Illustration

(a) A, a collector, hires a house of Z, who has a settlement case pending before him. It is agreed that a shall pay fifty taka a month, the being such that, if the bargain were made in good faith. A would be required to pay the hundred taka a month. A has obtained a valuable thing from Z without adequate consideration.

(b) A, a judge, buys of Z, who has a case pending in A, s Court, Government promissory Notes at a discount, when they are selling in

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

the market at a selling in the market at a premium. A has obtained a valuable thing from Z without adequate consideration.

(c) Z's brother is apprehended and taken before A, a Magistrate, on a charge of perjury. A sells to Z shares in a bank at premium, when they are selling in the market at a discount. Z pays A for the shares accordingly. The money so obtained by A is a valuable thing obtained by him without adequate consideration.

অনুবাদ॥ ধারা–১৬৫। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণঃ যদি কোন ব্যক্তি একজন সরকারী কর্মচারী হয়ে এমন কোন ব্যক্তির নিকট হতে, যে ব্যক্তি অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত হবার সম্ভাবনাপূর্ণ যেকোন মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে জড়িত রয়েছে বা হবে বা হবার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা তার স্বীয় বা সে যে সরকারী কর্মচারীর অধস্তন সে কর্মচারীর কোন সরকারী কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে সে জানে, অথবা এরূপ ব্যক্তির নিকট হতে, যার অনুরূপ জড়িত ব্যাপারে স্বার্থ রয়েছে বা তার সাথে সম্পর্ক রয়েছে বলে সে জানে।

তার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, বিনামূল্যের বা এরূপ মূল্যে যা যথাযথ নহে বলে সে জানে, কোন মূল্যবান বস্তু গ্রহণ বা অর্জন করে অথবা গ্রহণ করতে সম্মত হয় বা অর্জন করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ (ক) কালেক্টর 'ক' 'খ'-র একটি গৃহ ভাড়া নেয়। 'ক'-র আদালতে 'খ'-র একটি সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা বিচারাধীন রয়েছে। এ মর্মে চুক্তি করা হয় যে 'ক' প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা দিবেন। গৃহটি এরূপ যে সদ্‌বিশ্বাসে দর কষাকষি করা হয়ে থাকলে, 'ক'-কে প্রতিমাসে দুইশত টাকা দিতে হত। 'ক' যথাযথ মূল্য প্রদান না করে একটি মূল্যবান বস্তু অর্জন করেছে বলে গণ্য হবে।

(খ) 'ক' এমন সময় 'খ'-র নিকট হতে বাট্টায় কতকগুলি সরকারী প্রমিসরী নোট ক্রয় করেন যখন উক্ত নোটগুলি বাজারে অধিক হারে বিক্রয় হচ্ছে। 'ক'-র আদালতে 'খ'-র একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, 'ক' যথাযথ মূল্য প্রদান না করে 'খ'-র নিকট হতে একটি মূল্যবান বস্তু অর্জন করেছে বলে গণ্য হবে।

(গ) মিথ্যা হলফের অভিযোগ 'খ'-র ভাইকে গ্রেফতার করে ম্যাজিস্ট্রেট 'ক'-র আদালতে হাজির করা হয়। 'ক' 'খ'-র নিকট কতকগুলি ব্যাংক শেয়ার এমন সময়ে অধিক হারে বিক্রয় করেন, যখন উক্ত শেয়ারগুলি বাজারে বাট্টায় বিক্রয় হচ্ছে। তদনুসারে 'খ'-ক'-কে শেয়ারের অর্থ প্রদান করেন। 'ক' কর্তৃক অনুরূপভাবে অর্জিত অর্থএকটি মূল্যবান বস্তু, যা তিনি যথাযথ মূল্য ব্যতিরেকে অর্জন করেছেন।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–165A. Punishment for abetment of offences defined in sections 161 and 165: Whoever abets any offence punishable under section 161 or section 165 shall, whatever the offence abetted is or is not committed in consequence of the abetment, be punishment provided for the offence.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৬৫ক। ১৬১ ও ১৬৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি ১৬১ বা ১৬৫ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি, সহায়তার ফলে অপরাধ অনুষ্ঠিত হোক বা না হোক, উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–165B. Certain abettors excepted: Person shall be deemed not abet an offence punishable under section 161 or section 165 if he is induce compelled, coerced, or intimidated to offer or give any such gratification as is referred to in section 161 for any of the purposes mentioned thing, or any valuable thing without consideration, or for an inadequate consideration, to any such public servant as is referred to in section 165.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৬৫খ। কতিপয় (দুস্কর্মে) সহায়তাকারীর অব্যাহতিঃ কোন ব্যক্তিকে ১৬১ ধারায় বর্ণিত কোন কোন উদ্দেশ্যে উক্ত ধারায় উল্লিখিত কোন বখ্‌শিশ কিংবা বিনামূল্যে বা অপর্যাপ্ত মূল্যে কোন বস্তু ১৬৫ ধারায় উল্লিখিত কোন সরকারী কর্মচারীকে দানের জন্য প্রলুব্ধ বাধ্য, জোর বা বশ করা হলে, সে ব্যক্তি ১৬১ বা ১৬৫ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের সহায়তা করেন না বলে গণ্য হবেন।

Sec.–166. Public servant disobeying law with intent to cause injury to any person: Whoever, being a public servant, knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause, or knowing it to be likely that he will, by such disobedience, cause injury to any person, shall be punished with simple imprisonment fora term which may extend to one year, or with, or with both

Illustration

A, being an officer directed by law to take property in execution, in order to satisfy a decree pronounced in Z's favor by a Court of justice, knowingly disobeys that direction of law with the knowledge that he is likely thereby to cause injury to Z, A has committed the offence defined in this section.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১৬৬। কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তার আচরণ সম্পর্কে আইনের কোন নির্দেশ অমান্য করে কিংবা অনুরূপ অমান্য করার দ্বারা সে কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করতে পারে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে বলে জেনেও অনুরূপ নির্দেশ অমান্য করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ কোন বিচারালয় কর্তৃক 'খ'-র অনুকূলে প্রদত্ত কোন ডিক্রী মিটাবার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আইনত আদিষ্ট পদস্থ কর্মচারী জ্ঞাতসারে আইনের নির্দেশ অমান্য করেন। তিনি জানেন যে উক্তরূপ অমান্য করার মাধ্যমে তিনি 'খ'-র ক্ষতিসাধন করতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত করেছেন।

Sec.–167. Public servant framing an incorrect document with intent to cause injury: Whoever, being a public servant, and being, as such public servant, charged with the preparation or translation of any document, frames, or translates that document in a manner which he knows or believes to be incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৬৭। ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রণয়নঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচার হিসাবে কোন দলিল প্রস্তুত বা অনুবাদের ভারপ্রাপ্ত হয়ে কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন হবার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও উক্ত দলিল এরূপে প্রস্তুত বা অনুবাদ করে যে, সে উহা অশুদ্ধ বলে জানে বা বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–168. Public servant unlawfully engaging in trade: Whoever, being a public servant, and being legally bound as such public servant not to engage in trade, engage in trade, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১৬৮। **সরকারী কর্মচারী বেআইনীভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়াঃ** যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসেবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত না হবার জন্য আইনত বাধ্য হয়েও ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–169. Public servant unlawfully buying or bidding for property: Whoever, being a public servant and being legally bound as such public servant not to purchase or bid for certain property, purchases or bids for that property, either in his own name or in the name of another, or jointly, or in shares with others, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years or with fine, or with both; and the property, if purchased, shall be confiscated.

অনুবাদ॥ ধারা–১৬৯। **সরকারী কর্মচারীর বেআইনীভাবে সম্পত্তি ক্রয় করা বা নিলামের দর হাঁকাঃ** যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন বিশেষ সম্পত্তি ক্রয় না করা বা উহার জন্য নিলামে দর না হাঁকার জন্য আইনত বাধ্য হয়েও তার নিজের নামে বা অন্য কারো নামে যৌথভাবে বা অন্যদের সাথে অংশে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করে বা উহার জন্য নিলামে দর হাঁকে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং সম্পত্তি ক্রয় করা হয়ে থাকলে উহা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

Sec.–170. Personating a public servant: Whoever pretends to hold any particular office as a public servant, knowing that he does not hold such officer or falsely personates any other person holding such office, and in such assumed character does or attempts to do any act under color of such office shall be punished with simply imprisoment of either description for a term which may extend to two years or with fine, or with both;

অনুবাদ॥ ধারা–১৭০। **সরকারী কর্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণঃ** যদি কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ পদ ধারণ করে না বলে জেনে, একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে উক্ত পদ ধারণ করে বলে ভান করে বা অসত্যভাবে অনুরূপ পদের ধারক অন্য কোন ব্যক্তির মিথ্যা বেশ ধারণ করে এবং অনুরূপ কপট বেশে অনুরূপ পদমর্যাদার কোন কার্য সম্পাদন করে বা করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–171. Wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent: Whoever, not belonging to a certain class of public servants, wears any grab or carries any token resembling any garb or token used by that class of public servants with intention that it may be believed, or with the knowledge that it is likely to be believed, that he belongs to that class of public servant, shall be punished with imprisonment, of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two hundred taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৭১। প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক পরিধান করা বা প্রতীক ধারণ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন বিশেষ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের শ্রেণীভুক্ত না হয়ে উক্ত শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের শ্রেণীভুক্ত বলে বিশ্বাস জন্মাবার উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ বিশ্বাস জন্মাবার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে, উক্ত শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক বা প্রতীকের সদৃশ কোন পোশাক পরিধান করে বা প্রতীক ধারণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ দুই শত টাকা হতে পারে উভয়বিধ দণ্ডে, দণ্ডিত হবে।

CHAPTER–IX(A)
OF OFFENCES RELATING TO ELECTIONS
নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ

Sec.–171A. "Candidates" "Electoral right" defined: For the purpose of this Chapter–

(a) Candidate" means a person who has been nominated as a candidate at any election and includes a person who, when an election is in contemplation, holds himself out as a prospective candidate thereat; provided that he is subsequently nominated as a candidate at such election;

(b) "electoral right" means the right of a person to stand, or not to stands as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at an election.

অনুবাদ॥ ধারা–১৭১ক। প্রার্থী ও নির্বাচনাধিকার-এর সংজ্ঞাঃ এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্যেঃ

(ক) 'প্রার্থী' অর্থ কোন নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েছেন এমন ব্যক্তি, এবং কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ধারণা করে উক্ত নির্বাচনে নিজেকে একজন সম্ভাব্য

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রার্থী হিসাবে প্রকাশ করেন এমন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবেন, এই শর্তে যে, পরবর্তীকালে যেন তাকে অনুরূপ একজন প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়।

(খ) 'নির্বাচনাধিকার' অর্থ কোন ব্যক্তির কোন নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা অথবা ভোটদান করা বা ভোট দান করা হতে বিরত থাকার অধিকার।

Sec.–171B. Bribery: (1) Whoever–

(i) Gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right; or

(ii) accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right.

Commits the offence of bribery:

Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section.

(2) A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification.

(3) A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৭১খ। ঘুষঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি–

(ক) কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনাধিকার প্রয়োগ করার জন্য প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ কোন অধিকার প্রয়োগ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে বখ্‌শিশ দেয়;

(খ) অনুরূপ কোন অধিকার প্রয়োগের জন্য অথবা কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ কোন অধিকার প্রয়োগের জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করার পুরস্কার হিসাবে নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন বখ্‌শিশ গ্রহণ করে; সে ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারী নীতির কোন ঘোষণা বা সরকারী কার্যকরণের কোন প্রতিশ্রুতি এই ধারার অধীনে কোন অপরাধ বল গণ্য হবে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(২) যে ব্যক্তি কোন বখ্‌শিশ দানের প্রস্তাব করে, বা দান করতে সম্মত হয়, বা অর্জন করার প্রস্তাব করে বা উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি বখ্‌শিশ দান করে বলে গণ্য হবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বখ্‌শিশ করে, বা গ্রহণ করতে সম্মত হয়, বা অর্জন করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি বখ্‌শিশ গ্রহণ করে বলে গণ্য হবে, এবং যে ব্যক্তি তার যা সম্পাদন করার অভিপ্রায় নেই তা করার প্রতিদান বাবদ অথবা সে যা করেনি তা সম্পাদনের পুরস্কার হিসেবে কোন বখ্‌শিশ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি পুরস্কার হিসেবে বখ্‌শিশ গ্রহণ করেছে বলে গণ্য হবে।

Sec.–171C. Under influence at elections: (1) Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of subsection (1), whoever–

(a) threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind, or

(b) induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or of spiritual censure,

shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section (1).

(3) A declaration of public policy or a promise of public action, or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.

অনুবাদ॥ ধারা–১৭১গ। নির্বাচনসমূহে অন্যায় প্রভাবঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনাধিকার অবাধে প্রয়োগের ব্যাপারে স্বেচ্ছাকৃতভাবে হস্তক্ষেপ করে বা হস্তক্ষেপের উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি কোন নির্বাচনে অন্যায় ন্যায় প্রভাব প্রয়োগ করার অপরাধ করে।

(২) (১) উপধারার বিধানসমূহের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ন না করে যে ব্যক্তিঃ

(ক) কোন প্রার্থী বা ভোটারকে বা যেকোন প্রার্থী বা ভোটারের যে ব্যক্তির ব্যাপারে স্বার্থ রয়েছে সে ব্যক্তিকে যেকোন প্রকারে ক্ষতির ভয় দেখায়, বা

(খ) কোন প্রার্থী বা ভোটারকে এ মর্মে বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করার চেষ্টা করে যে, সে বা যে ব্যক্তির ব্যাপারে তার স্বার্থরয়েছে সে ব্যক্তি দৈবরোষ বা আধ্যাত্মিক তিরস্কারের পাত্র হবে বা অনুরূপ পাত্রে পরিণত হবে;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সে ব্যক্তি (১) উপধারার তাৎপর্যাধীনে অনুরূপ প্রার্থী বা ভোটারের নির্বাচনাধিকারের অবাধ প্রয়োগের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বলে গণ্য হবে।

(৩) কোন সরকারী নীতির কোন ঘোষণা বা সরকারী কার্যকরণের কোন প্রতিজ্ঞা বা কোন নির্বাচনাধিকারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে কোন আইনানুগ অধিকার প্রয়োগ করা এই ধারার তাৎপর্যাধীনে হস্তক্ষেপ বলে গণ্য হবে না।

Sec.–171D. Personation at elections: Whoever at an election applies for a voting paper or votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name, and whoever abets, procures or attempts to procure the voting by any person in any such way, commits the offence of personation at an election.

অনুবাদ॥ ধারা–১৭১ঘ। নির্বাচনসমূহে ছদ্মবেশ ধারণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনে অন্য কোন মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নামে অথবা কোন অলীক নামে ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে বা ভোটদান করে, অথবা যে ব্যক্তি অনুরূপ নির্বাচনে একবার ভোটদানের পর পুনরায় সেজন্য আবেদন করে, এবং যে ব্যক্তি অনুরূপ উপায়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটদানে সাহায্য করে, তাকে ভোটদানে রাজি করে বা তাকে রাজি করার চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি নির্বাচনে ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–171E. Punishment for bribery: Whoever commits the offence of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to one year, or with fine, or with both:

Provided that bribery by treating shall be punished with fine only.

Explanation. 'Treating' means that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment, or provision.

অনুবাদ॥ ধারা–১৭১ঙ। ঘুষের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের অপরাধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আপ্যায়নের মাধ্যমে ঘুষ প্রদানের জন্য কেবল জরিমানা দণ্ড প্রদান করা যাবে।

ব্যাখ্যাঃ 'আপ্যায়ন' অর্থে, খাদ্য, পানীয়, ভোজ বা খাদ্য সম্ভার সমবায়ে গঠিত প্রদর্শনের ন্যায় ঘুষ বুঝাবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–171F. Punishment for undue influence or personation at an election: Whoever commits the offence of undue influence of personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to one year, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৭১চ। নির্বাচনে অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ বা ছদ্মবেশ ধারণের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনে অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ বা ছদ্মবেশ ধারনের অপরাধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–171G. False statement in connection with an election: Whoever with intent to affect the result of an election makes or publishes any statement purporting to be a statement of fact which is false and which he either knows or believes to be false or dose not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৭১ছ। নির্বাচন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদানঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনের ফল ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কে, যে তথ্য মিথ্যা এবং যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে বা যা সত্য বলে সে বিশ্বাস করে না, সে তথ্যের বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করে সে ব্যক্তি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–171H. Illegal payments in connection with an election: Whoever with the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorises expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be punished with fine which may extend to five hundred taka:

Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten take without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৭১জ। নির্বাচন সম্পর্কে অবৈধ অর্থ প্রদানঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রার্থীর লিখিত সাধারণ বা বিশেষ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে, অনুরূপ প্রার্থীর নির্বাচনে উৎসাহ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

দান করা বা নির্বাচন সুগম করার নিমিত্ত কোন জনসভা অনুষ্ঠান অথবা কোন বিজ্ঞাপন, ইশতেহার বা প্রকাশনা বাবদ বা অন্য যেকোন প্রকারে অর্থ ব্যয় অনুমোদন করে, সে ব্যক্তি জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অনধিক দশ টাকা খরচ করার পর অনুরূপ খরচ করার তারিখ হতে দশ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে প্রার্থীর অনুমোদন লাভ করে, তাহলে সে ব্যক্তি প্রার্থীর কর্তৃত্ব সহকারে অনুরূপ ব্যয় বহন করেছে বলে গণ্য হবে।

Sec.–171I. Failure to keep election accounts: Whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep account of expenses incurred at or in connection with an election fails to keep such accounts shall be punished with fine which may extend to five hundred taka.

অনুবাদ॥ ধারা–১৭১ঝ। নির্বাচন খরচের হিসাব না রাখাঃ যদি কোন ব্যক্তি আপাততঃ প্রচলিত কোন আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন নিয়ম অনুযায়ী কোন নির্বাচনে বা নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যয়ের হিসাব রাখার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ হিসাব রাখতে অপারগ হয়, সে ব্যক্তি জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

CHAPTER X

Of Contempt's of the Lawful Authority of Public Servants.

সরকারী কর্মচারীগণের আইনানুগ কর্তৃত্ব অবমাননা সম্পর্কিত

Sec.–172. Absconding so avoid service of summons or other proceeding: Whoever absconds in order to avoid being served with a summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent; as such public servant, to issue such summons, notice or order, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both;

or if the summons or notice or order is to attend in person or by agent, or to produce a document in a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand taka, or with both;

অনুবাদ॥ ধারা–১৭২। সমন জারীকরণের বা অন্যবিধ ব্যবস্থা এড়াবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি তার উপর সরকারী কর্মচারী হিসেবে কোন সমন, নোটিশ বা আদেশ জারী করার জন্য আইনতঃ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারীর

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

নিকট হতে প্রদত্ত অনুরূপ সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারীকরণ এড়াবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

অথবা সমন বা বিজ্ঞপ্তি বা আদেশে কোন বিচারালয়ে স্বয়ং বা কোন প্রতিভূর মাধ্যমে উপস্থিত হবার বা কোন দলিল পেশ করার নির্দেশ থাকলে, বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–173. Preventing service of summons or other proceeding, or preventing publication thereof: Whoever in any manner intentionally prevents the serving on himself, or on any other person, of any summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent, as such public servants, to issue such summons, notice or order,

or intentionally prevents the lawful affixing to any place of any such summons, notice or order,

or intentionally removes any such summons, notice or order, from any place to which it is lawfully affixed, or intentionally prevents the lawful making of any proclamation, under the authority of any public servant, legally competent, as such public servant, to direct such procla mation to be made to direct such proclamation to be made,

shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both;

or, if the summons, notice, order or proclamation is to attend in person or by agent, or to produce a document in a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৭৩। সমন জারীকরণ বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করা বা তৎসমূহের প্রকাশনায় বাধার সৃষ্টি করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, যেকোন প্রকারে ইচ্ছাকৃতভাবে, তার নিজের প্রতি বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি, সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইনত কোন সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করার ক্ষমতাসম্পন্ন অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট হতে প্রদত্ত অনুরূপ সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করার ব্যাপারে বাধাদান করে, বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ আইনানুগভাবে কোন স্থানে লটকাবার ব্যাপারে বাধাদান করে, বা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যেস্থানে অনুরূপ সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ আইনানুগভাবে লটকানো হয় তথা হতে ইচ্ছাকৃতভাবে উহা অপসারণ করে, বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইনত কোন ঘোষণা করার নির্দেশ দানের ক্ষমতাসম্পন্ন অনুরূপ সাকারী কর্মাচারীর কর্তৃত্বাধীনে আইনানুগভাবে অনুরূপ ঘোষণা করার ব্যাপারে বাধাদান করে,

সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে;

অথবা কোন সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণায় কোন বিচারালয়ে স্বয়ং বা কোন প্রতিভুর মাধ্যমে উপস্থিত হবার বা কোন দলিল পেশ করার নির্দেশ থাকলে, বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec. 174. Non-attendance in obedience to an order from public servant: Whoever, being-legally bound to attend in person or by an agent at a creating place and time in obedience to a summons, notice order or proclamation proceeding from any public servant legally competent, as such public servant, to issue the same,

intentionally omits to attend at that place or time, or departs from the place where he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart.

shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both.

or, if the summons, notice, order or proclamation is to attend in person or by agent in a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six month, or a fine which may extend to one thousand taka, or with both.

Illustrations

(a) A, being legally bound to appear before the Supreme Court of Bangladesh in obedience to a subpoena issuing from that Court intentionally omits to appear A has committed the offence defined in this section.

(b) A, being legally bound to appear before a Zila Judge as a witness, in obedience to a summons issued by that Zila Judge intentionally omits to appear, A has committed the offence defined in the section.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ ॥ ধারা–১৭৪। সরকারী কর্মচারীর আদেশের আজ্ঞানুযায়ী হাজির না হওয়াঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইনতঃ কোন সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণা জারী করার ক্ষমতাসম্পন্ন অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট হতে প্রদত্ত অনুরূপ সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণার আজ্ঞানুযায়ী স্বয়ং বা কোন প্রতিভূর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে উপস্থিত হবার জন্য আইনত বাধ্য হয়ে,

ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত স্থানে বা সময়ে উপস্থিত না হয়, বা যে সময়ে তার প্রস্থান আইনসঙ্গত হয়, সে সময়ের পূর্বে সে যে স্থানে উপস্থিত হতে বাধ্য, সে স্থান হতে প্রস্থান করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে;

অথবা সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণায় কোন বিচারালয়ে স্বয়ং বা কোন প্রতিভূর মাধ্যমে উপস্থিত হবার নির্দেশ থাকলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ (ক) 'ক' বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হতে জারীকৃত একটি সমনের আজ্ঞানুযায়ী উক্ত আদালতে উপস্থিত হবার জন্য আইনত বাধ্য হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকে। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছে।

(খ) 'ক' কোন জিলা জজ কর্তৃক জারীকৃত কোন সমনের আজ্ঞানুযায়ী সাক্ষী হিসাবে উক্ত জিলা জজের সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্য আইনত বাধ্য হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকে। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছে।

Sec.–175. Omission to produce document to public servant by person legally bound to produce it: Whoever being legally bound to produce or deliver up any document to any public servant, as such, intentionally omits so to produce or deliver up the same shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both;

or, if the document is to be produced or delivered up to a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

Illustration

A, being legally bound to produce a document before a Zila Court intentionally omits to produce the same. A has committed the offence defined in this section.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা--১৭৫। **সরকারী কর্মচারীর নিকট কোন দলিল পেশ করার জন্য আইনতঃ বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট উহা পেশ না করা** যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীর নিকট অনুরূপ সরকারী কর্মচারী পদমর্যাদায়, কোন দলিল পেশ বা সমর্পণ করার জন্য আইনত বাধ্য হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট উহা অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট উহা অনুরূপভাবে পেশ বা সমর্পণ না করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ড, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে;

অথবা, যদি দলিলটি কোন বিচারালয়ে পেশ বা সমর্পণ করার আবশ্যকতা থাকে, তাহলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ 'ক' কোন জিলা আদালতে কোন দলিল পেশ করার জন্য আইনত বাধ্য হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে উহা পেশ করে না। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Sec. 176. Omission to give notice or information public servant by person legally bound to give it: Whoever, being legally bound to give any notice or to furnish information on any subject to any public servant, as such, internationally omits to give such notice or to furnish such information in the manger and at the time required by law, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both;

or, if the notice or information required to be given respects the commission of an offence, or is required for the purpose of preventing the commission of an offence, or in order to the apprehension of an offender, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both;

or, if the notice or information required to be given is required by an order passed under sub-section (1) of section 565 of the Code of Criminal Procedure, 1898, with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১৭৬। সরকারী কর্মচারীর নিকট নোটিশ দান বা তথ্য সরবরাহ করার জন্য আইনত বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক উহা দান বা সরবরাহ না করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন নোটিশ দান বা কোন তথ্য সরবরাহ করার জন্য আইনত বাধ্য হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে, আইনবলে আদিষ্ট প্রণালীতে ও সময়ে, অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট নোটিশ দান বা অনুরূপ তথ্য সরবরাহ না করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে;

অথবা যদি প্রদানের জন্য আদিষ্ট নোটিস বা তথ্য কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত হয়, বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হয়, বা কোন অপরাধীর গ্রেফতারের জন্য অভীষ্ট হয়, তাহলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানাদণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে;

অথবা, যদি প্রদানের জন্য আদিষ্ট নোটিশ বা তথ্য ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৫৬৫ ধারার (১) উপধারার অধীনে পাসকৃত বা কোন আদেশ অনুযায়ী আবশ্যক হয়, তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec. 177. Furnishing false information: Whoever being legally bound to furnish information on any subject to any public servant, as such, furnish as true information on the subject which he knows or has reason to believe to be false, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

or, if the information which he is legally bound to give respects the commission of an offence, or is required for the purpose of preventing the commission of an offence, or in order to the apprehension of an offender, with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Illustration

(a) A, a landholder, knowing of the commission of a murder within the limits of this estate, willfully misinforms the Magistrate of

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

the district that the death has occurred by accident in consequence of the bite of a snake. A is guilty of the offence defined in this section.

(b) A, a village watchman, knowing that a considerable body of strangers has passed through his village in order to commit a dacoity in the house of Z, a wealthy merchant residing in a neighboring place, and being bound, under any law for the time being in force; to give early and punctual information of the above fact to the officer of the nearest police station, willfully misinforms the police-officer of that a body of suspicious characters passed through the village with a view to commit dacoity in a certain distant place in different direction. Here Z is guilty of the offence defined in the latter part of this section.

Explanation. In section 176 and in this section the word "offence" includes any act committed at any place out of Bangladesh, which if committed in Bangladesh, would be punishable under any of the following sections, namely 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 and 460; and the word "offender" includes any person who is alleged to have been guilty of any such act.

অনুবাদ॥ **ধারা–১৭৭। অসত্য তথ্য সরবরাহঃ** যদি কোন ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায় কোন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করার জন্য আইনত বাধ্য হয়েও উক্ত বিষয়ে, সে মিথ্যা বলে জানে বা মিথ্যা বলে তার বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে এরূপ বিবিধ তথ্য সত্য বলে সরবরাহ করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে,

অথবা, সে যে তথ্য সরবরাহ করার জন্য আইনত বাধ্য সে তথ্যটি কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত হয় বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হয় বা কোন অপরাধকারীকে গ্রেফতারের জন্য অভীষ্ট হয়, তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ (ক) জোতদার 'ক' তার জোতদারীর সীমানাসমূহের মধ্যে একটি খুন অনুষ্ঠানের কথা জেনে ইচ্ছাপূর্বক জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ভুল খবর দেয় যে, সাপের কামড়ের ফলে দুর্ঘটনায় উক্ত মৃত্যু ঘটেছে, 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী।

(খ) গ্রাম্য চৌকিদার 'ক' একটি পার্শ্ববর্তী স্থানে বসবাসকারী বিত্তশালী বর্ণিক, যার গৃহে ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক আগন্তুক তার গ্রামের মধ্য দিয়ে অতিক্রম

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

করে গিয়েছে জেনে এবং আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীনে নিকটতম থানার অফিসারের নিকট উপরোক্ত তথ্য সম্পর্কে আশু ও যথাযথ তথ্য সরবরাহ করার জন্য বাধ্য হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে পুলিশ অফিসারকে এ মর্মে ভুল খবর দেয় যে, একদল সন্দেহজনক চরিত্রের লোক একটি ভিন্ন দিকে কোন বিশেষ স্থানে ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে গ্রামটির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। এক্ষেত্রে সে এ ধারার শেষ অংশে বর্ণিত অপরাধে দোষী।

ব্যাখ্যাঃ ১৭৬ ধারায় ও এই ধারায় অপরাধ শব্দে বাংলাদেশের বাইরে কোন জায়গায় অনুষ্ঠিত এমন যেকোন কার্যও বুঝাবে, যা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলে নিম্নোক্ত যেকোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় বলে গণ্য হতো; যথা ৩০২, ৩০৪, ৩৭২, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, এবং অপরাধকারী শব্দে অনুরূপ যেকোন কার্যের জন্য দোষী বলে কথিত যেকোন ব্যক্তিকেও বুঝাবে।

Sec.-178. Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it: Whoever refuse to bind himself by an oath or affirmation to state the truth, when required so to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bind himself, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৭৮। হলফ বা শপথ গ্রহণের জন্য যথাযথ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উহা গ্রহণে অস্বীকার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, নিজেকে কোন প্রকার হলফ বা শপথ দ্বারা আবদ্ধ করার জন্য আদেশ দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপভাবে নিজেকে আবদ্ধ করে সত্য কথনের জন্য আদিষ্ট হয়ে হলফ বা শপথ দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করতে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দন্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.-179. Refusing to answer public servant authorized to question: Whoever, being legally bound to state the truth on any subject to any public servant, refuse to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant, in the exercise of the legal powers of such public servant shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১৭৯। প্রশ্ন করার ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারীর প্রশ্নের উত্তরদানে অস্বীকার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট সত্য কথনের জন্য আইনতঃ বাধ্য হয়েও অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগের ব্যাপারে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক উক্ত বিষয় সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসিত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–180. Refusing to sign statement: Whoeverrefusesto sign any statement made by him, when required to sign that statement by a public servant legally competent to require that he shall sign that statement, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৮০। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, তাকে কোন বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার জন্য আইনানুগভাবে আদেশ করতে পারেন এরূপ অধিকার সম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরূপ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–181. False statement on oath or affirmation to public servant or person authorised **to administer an oath or affirmation:** Whoever being legally bound by an oath or affirmation to state the truth on any subject to any public servant or other person authorized by law to administer such oath or affirmation, makes, to such public servant or other person or as aforesaid, touching that subject, any statement which is false, and which he either knows or believes to false or does not believe to be true, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–১৮১। হলফ বা শপথ পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারী বা ব্যক্তির নিকট হলফ বা শপথ করে মিথ্যা বিবৃতি দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন হলফ বা শপথ পরিচালনার জন্য আইনবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সরকারী কর্মচারী বা অপর কোন ব্যক্তির নিকট যেকোন বিষয় সম্পর্কে সত্য হলফ বা শপথ বলে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আইনত বাধ্য হয়েও পূর্বোক্ত অনুরূপ সরকারী কর্মচারী বা অপর ব্যক্তির নিকট উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে এমন কোন বিবৃতি দেয়, যা মিথ্যা এবং যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে বা সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec. 182. False information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person: Whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, such public servant–

(a) to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known by him, or

(b) to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

Illustration

(a) A informs a Magistrate that Z, a police-officer, subordinate to such Magistrate has been guilty of neglect of duty or misconduct knowing such information to be false, and knowing it to be likely that the information will cause the Magistrate to dismiss Z, A has committed the offence defined in this section.

(b) A falsely informs a public servant that Z has contraband salt in a secret place, knowing such information to be false and knowing hat it is likely that the consequence of the information will be a search of Z's premises, attended with annoyance to Z. A has committed the offence defined in this section.

(c) A falsely informs a policeman that he has been assaulted and robbed in the neighborhood of a particular village. He does not mentioned the name of any person as one of his assailants, but knows it to be likely that in consequence of this information the police will make enquiries and institute searches in the village to the annoyance of the villagers or some of them. A has committed an offence under this section.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১৮২। অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী কর্মচারীকে তার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য করার জন্য মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীকে, এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে কোন তথ্য সরবরাহ করে, যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে, যে সে তদ্দ্বারা অনুরূপ কর্মচারীকেঃ

(ক) যে ঘটনাসমূহ সম্পর্কে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়, তার সত্যিকার অবস্থা অনুরূপ কর্মচারীর জানা থাকলে তিনি তা করতেন না বা করা হতে বিরত হতেন না, এমন কাজ করতে বা করা হতে বিরত থাকতে; অথবা

(খ) অনুরূপ সরকারী কর্মচারী আইনানুগ ক্ষমতা কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন বা বিরক্তি সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করতে বাধ্য করতে পারেন।

সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ (ক) 'ক' কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, অনুরূপ ম্যাজিস্ট্রেটের অধস্তন কোন পুলিশ অফিসার কর্তব্যে অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। 'ক' উক্ত তথ্য মিথ্যা জেনে এবং উক্ত তথ্যের সাহায্যে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পুলিস অফিসার 'ঙ'-কে বরখাস্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও সংবাদটি দান করেছে। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

(খ) 'ক' একজন সরকারী কর্মচারীকে এ মর্মে খবর দেয় যে, 'ঙ'-একটি গুপ্তস্থানে নিষিদ্ধ লবণ রেখেছে। 'ক' তথ্যটি মিথ্যা বলে জেনে এবং অনুরূপ তথ্য সরবরাহের ফলে 'ঙ'-র গৃহাঙ্গনে তল্লাশি করার এবং উক্ত খানাতল্লাশি 'ঙ'-র বিরক্তি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও উক্ত মিথ্যা খবর দেয়। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

(গ) 'ক' মিথ্যাভাবে একজন পুলিশ কর্মচারীকে এ মর্মে খবর দেয় যে, কোন একটি বিশেষ গ্রামের পার্শ্বে তাকে আক্রমণ ও লুট করা হয়েছে সে তার আক্রমণকারীদের অন্যতম বলে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে না, কিন্তু এ তথ্য সরবরাহের ফলে পুলিশ কর্তৃক গ্রামবাসীদের বা তাদের কতিপয়ের বিরক্তিসহকারে তদন্ত ও তল্লাশি অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সে জানে। 'ক' এ ধারার অধীনে একটি অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Sec.–183. Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant: Whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he is such public servants,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৮৩। কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ববলে সম্পত্তি গ্রহণে বাধা দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীরূপে জেনে বা তাকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীরূপে বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ববলে কোন সম্পত্তি গ্রহণে বাধাদান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–184. Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant: Whoever intentionally obstructs any sale of property offered for sale by the lawful authority of any public servant, as such shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৮৪। সরকারী কর্মচারী কর্তৃত্ববলে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধাদান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে, সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায় কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ববলে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–185. Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant: Whoever, at any sale of property held by the lawful authority of public servant, as such, purchases or bids for any property on account of any person, whether himself or any other, whom he knows tobe underalegal incapacity to purchase that property at that sale, or bids for such property not intending to perform the obligations under which he lays himself by such bidding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৮৫। সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্ববলে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তি বেআইনীভাবে ক্রয় করা বা ক্রয়ের জন্য ডাক দেয়াঃ যদি কোন ব্যক্তি,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায় কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ববলে অনুষ্ঠিত কোন সম্পত্তি বিক্রয়ে, এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের বা অন্য কারো পক্ষে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করে বা ক্রয়ের জন্য ডাক দেয়, যে ব্যক্তি উক্ত বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করার জন্য আইনত অযোগ্য বলে সে জানে, অথবা অনুরূপ ডাকের দ্বারা নিজেকে যে সমস্ত দায়িত্বে আবদ্ধ করে সে সমস্ত দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছায় অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ডাক দেয় না বলে সে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ দু'শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–186. Obstructing public servant in discharge of public functions: Whoever voluntarily obstructs any public servant in the discharge of his public functions, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৮৬। সরকার কর্মচারীকে সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনে বাধাদান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক কোন সরকারী কর্মাচারীকে তার সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনে বাধাদান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–187. Omission to assist public servant when bound by law to give assistance: Whoever, being bounded by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty, intentionally omits to give such assistance, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred taka, or with both;

And if such assistance be demanded of him by public servant legally competent to make such demand for this purpose of executing any process lawfully issued by a Court of Justice, or of preventing the commission of an offence, or of suppressing a riot, or affray, or of apprehending a person charged with or guilty an offence, or of having escaped from lawful custody with or guilty an offence, or of having escaped from lawful custody, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১৮৭। সাহায্য দানের জন্য আইনত বাধ্য হবার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীকে সাহায্য না করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীকে তদীয় সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে সাহায্য দান বা সরবরাহ করার জন্য আইনত বাধ্য হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ সাহায্য দান না করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ দুই শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এবং কোন বিচারালয় কর্তৃক আইনানুগভাবে জারীকৃত কোন সমন কার্যকরী করার বা কোন অপরাধের অনুষ্ঠান নিবারণ করার বা কোন দাঙ্গা বা মারামারি দমন করার বা কোন অপরাধের অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত বা আইনানুগ প্রহরা হতে পলাতক কোন লোককে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে, আইনানুগভাবে কোন সাহায্য দাবী করার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তার নিকট অনুরূপ সাহায্য দাবী করা হলে, বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–188. Disobedience to order duty promulgated by public servant: Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order he is directed to abstain form a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction.

Shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or in injury, or risk of obstruction, annoyance or in injury, to any persons lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with five which may extend to two hundrea with both; And if such disobedience causes or tends to cause dan human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

Explanation. It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce harm.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Illustration

An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

অনুবাদ॥ ধারা–১৮৮। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক যথাযথরূপে জারীকৃত আদেশ অমান্যকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন আদেশ জারী করার জন্য আইনত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক জারীকৃত কোন আদেশ অনুযায়ী কোন বিশেষ কার্য হতে বিরত থাকার বা তার অধিকার বা তার ব্যবস্থাপনাধীন কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন বিশেষ আদেশ কার্যকরী করার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেনেও অনুরূপ আদেশ অমান্য করে, সে ব্যক্তি যদি অনুরূপ অমান্যতা আইনানুগভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিবর্গের প্রতি বাধা, বিরক্তি বা ক্ষতি, অথবা বিরক্তি বা ক্ষতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে বা করার প্রবণতা দেখায়, তাহলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে;

এবং যদি অনুরূপ অমান্যতা মনষ্য জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তা বিপন্ন করে বা করার প্রবণতা দেখায়, কিংবা দাঙ্গা বা মারামারি ঘটায় বা ঘটাবার প্রবণতা দেখায়, তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ অপরাধকারী ক্ষতি সৃষ্টি করবে এরূপ ইচ্ছা করা বা তার অমান্যতা ক্ষতি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে, এরূপ চিন্তা করা প্রয়োজনীয় নহে। যে আদেশ অমান্য করে তা, এবং তার অমান্যতা ক্ষতি সৃষ্টি করে বা করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তার জানা থাকলেই যথেষ্ট হবে।

উদাহরণঃ একজন সরকারী কর্মচারী এ মর্মে নির্দেশ দান করে একটি আদেশ জারী করেন যে, একটি ধর্মীয় মিছিল কোন একটি বিশেষ রাস্তা দিয়ে গমন করতে পারবে না। উক্ত সরকারী কর্মচারী অনুরূপ আদেশ জারী করার জন্য আইনানুগভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। 'ক' জ্ঞাতসারে আদেশটি অমান্য করে এবং তদ্দ্বারা দাঙ্গার আতঙ্ক সৃষ্টি করে। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Sec.–189. Threat of injury to public servant: Whoever holds out threat of injury to any public servant, or to any person in whom he believes that public servant to do any act, or, to forbear or delay to do any act, connected with the exercise of the public functions of such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–১৮৯। সরকারী কর্মচারীকে ক্ষতিসাধনের হুমকিঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারী বা যে ব্যক্তিকে উক্ত সরকারী কর্মচারীর স্বার্থ নিহিত রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে ক্ষতিসাধনের হুমকি দেয় যেন সে উক্ত সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কার্য করার বা উহা হতে বিরত থাকার বা উহা বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে বিলম্ব করার জন্য প্ররোচিত করতে পারে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–190. Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant: Whoever holds out any threat of injury to any person for the purpose of inducing that person to refrain or desist from making a legal application for protection against any injury to any public servant legally empowered as such to give such protection, or to cause such protection to be given, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–১৯০। নিরাপত্তা বিধানার্থে সরকারী কর্মচারীর নিকট আবেদন করা হতে বিরত করার জন্য ব্যক্তি বিশেষকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে ক্ষতির ভীতি প্রদর্শনঃ যদি কোন ব্যক্তি, অন্য কোন ব্যক্তিকে, কোন ক্ষতির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য এমন কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট আইনানুগ আবেদন করা হতে বিরত বা নিবৃত্ত করার জন্য প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন করে, যিনি অনুরূপ নিরাপত্তা বিধান করার জন্য বা অনুরূপ নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করার জন্য আইনানুগভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER–XI

Of False Evidence and Offences Against Justice

মিথ্যা সাক্ষ্যদান ও গণবিচারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধ সম্পর্কিত

Sec.–191. Giving false evidence: Whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is said to give false evidence.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Explanation 1. A statement is within the meaning of this section, whether it is made verbally or otherwise.

Explanation 2. A false statement as to the belief of the person attesting is within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing, which he does not believe, as well as by sating that he knows a thing which he does not know.

Illustration

(a) A, in support of a just claim which B has against Z for one thousand taka falsely swears on a trial that he, heard Z admit the justice of B's claim. A has given false evidence.

(b) A, being bound by an oath to state the truth, states that he believes a certain signature to be the handwriting of Z when he does not believe it to be the handwriting of Z. Here A states that which knows to be false, and therefore gives false evidence.

(c) A, knowing the general character of Z's handwriting, sates that he believes a certain signature to be the handwriting of Z; A in good faith believing it to be so. Here A's statement is merely as to his belief and is true as to his belief, and therefore, although the signature may not be the handwriting of Z, A has not given false evidence.

(d) A, being bound by an oath state the truth, states that he knows that Z was at a particular place on a particular day, not knowing any thing upon the subject. A gives false evidence whether Z was at that place on the day named or not.

(e) A; an interpreter to translator, gives or certifies as a truth interpretation or translation of a statement or document which he is bound by oath to interpret or translate truly, that which is not and which he does not believe to be a true interpretation or translation. A has given false evidence.

অনুবাদ ॥ ধারা—১৯১। মিথ্যা সাক্ষ্যদানঃ যদি কোন ব্যক্তি সত্য কথনের জন্য হলফ করে বা আইনের প্রকাশ্য বিধানবলে আইনত বাধ্য হয়েও বা কোন বিষয়ে কোন ঘোষণা করার জন্য আইনবলে বাধ্য হয়েও এমন কোন বিবৃতি দান করে, যা মিথ্যা এবং যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে বা সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যা ১। কোন বিবৃতি মৌখিকভাবে বা প্রকারান্তরে, যেভাবেই দেয়া হোক, এই ধারার তাৎপর্যাধীন হবে।

ব্যাখ্যা ২। প্রত্যয়নকারী ব্যক্তির বিশ্বাস সংক্রান্ত মিথ্যা বিবৃতি এই ধারার তাৎপর্যাধীন হবে এবং এ মর্মে বিবৃতি দানকারী ব্যক্তি, যে বলে যে, সে এমন কোন বস্তুতে বিশ্বাস করে, যা সে বিশ্বাস করে না এবং এরূপ বিবৃতি দানকারী ব্যক্তি, যে বলে যে, সে এমন কোন বিষয় জানে যা সে জানে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য দোষী সাব্যস্ত হতে পারে।

উদাহরণঃ (ক) 'ঙ' 'খ'-র বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার জন্য 'খ'-র একটি ন্যায্য দাবীর সমর্থনে, এক বিচারে এ বলে মিথ্যাভাবে হলফ করে যে, সে 'ঙ'-কে 'খ'-র দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করতে শুনেছে। 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

(খ) 'ক' সত্য কথনের জন্য একটি হলফবলে বাধ্য হয়ে, এই মর্মে বিবৃতি দান করে যে, সে কোন একটি বিশেষ স্বাক্ষরকে 'ঙ'-র হস্তলিপি বলে বিশ্বাস করে, যদিও সে উহা 'ঙ'-র হস্তলিপি বলে বিশ্বাস করে না। এক্ষেত্রে, 'ক' যে বিষয় মিথ্যা বলে জানে, সে বিষয় সম্বন্ধে বিবৃতি দান করে। অতএব, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

(গ) 'ক' 'য'-র হস্তলিপির সাধারণ বৈশিষ্ট্য জেনে এই মর্মে বিবৃতি দান করে যে, সে কোন একটি বিশেষ স্বাক্ষরকে 'ঙ'-র হস্তলিপি বলে বিশ্বাস করে, 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে অনুরূপ বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে, 'ক'-র বিবৃতি কেবল তার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করছে এবং উহার তার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য। অতএব, স্বাক্ষরটি যদি 'ঙ'-র হস্তলিপি নাও হয়, তবুও 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়নি।

(ঘ) 'ক' সত্য কথনের জন্য কোন হলফবলে বাধ্য হয়ে এ মর্মে বিবৃতি দান করে যে, কোন এক বিশেষ দিনে কোন বিশেষ জায়গায় উপস্থিত ছিল, যদিও সে উক্ত বিষয়ে কিছু জানে না। 'ঙ' উল্লিখিত দিনে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

(ঙ) দোভাষী বা অনুবাদক 'ক' এমন কোন বিবৃতি বা দলিলের বিশদ ব্যাখ্যা বা অনুবাদ সত্য বলে ব্যক্তি করে বা সার্টিফিকেট দেয়, যা বিশ্বস্তভাবে বিশদ ব্যাখ্যা বা অনুবাদ করার জন্য সে হলফবলে বাধ্য। উক্ত বিশদ ব্যাখ্যা বা অনুবাদ সত্য নহে অথবা সে উহা সত্য বলে বিশ্বাস করে না। 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

Sec.–192. Fabrication false evidence: Whoever causes any circumstance to exist or a makes any false entry in any book or record, or makes any document containing a false statement, intending, that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding, or in a proceeding taken by law before a public servant as such, or, before an arbitrator, and that such circumstance, false entry or false statement so appearing in evidence, may caused any person who

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

in such proceeding is to from an opinion upon the evidence, to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding, is said "to fabricate false evidence"

Illustration

(a) A puts jewels into a box belonging to Z, with the intention that they may be found in that box, and that this circumstance may cause Z to be convicted to theft. A has fabricated false evidence.

(b) A makes a false entry in his shop-book for the purpose of using it as corroborative evidence in a Court of Justice. A has fabricated false evidence.

(c) A, with the intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy, writes a letter in imitation of Z's handwriting, purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy. And puts the letter in a place which he knows that the officers of the Police are likely to search. A has fabricated false evidence.

অনুবাদ ॥ ধারা—১৯২। মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে কোন বহি বা রেকর্ডে এমন কোন ঘটনা উল্লেখ করে বা ঘটনার মিথ্যা বিবরণী লিপিবদ্ধ করে অথবা মিথ্যা বিবরণী লিপিবদ্ধকৃত বা সংবলিত কোন দলিল প্রণয়ন করে যে, কোন বিচার বিভাগীয় মামলা বা কোন সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায় পরিচালিত কোন মামলায় বা কোন মধ্যস্থতাকারীর সম্মুখে অনুরূপ ঘটনা, মিথ্যা লিপি বা মিথ্যা বিবরণী প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে, এবং অনুরূপভাবে উপস্থাপিত অনুরূপ ঘটনা, মিথ্যা লিপি বা মিথ্যা বিবরণী যে ব্যক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে অনুরূপ মামলায় তাঁর মতামত গঠন করবেন সে ব্যক্তিকে অনুরূপ মামলার ফলাফলের ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করতে বাধ্য করতে পারে, সে ব্যক্তি 'মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করে' বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ (ক) 'ক' 'ঙ'-র বাক্সে এ অভিপ্রায়ে কিছু অলঙ্কার রাখে যে, উক্ত অলঙ্কার উক্ত বাক্সে পাওয়া যেতে পারে এবং এই ঘটনার জন্য 'ঙ' চুরির অপরাধে দণ্ডিত হতে পারে। 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করেছে।

(খ) 'ক' কোন মিথ্যা বিবৃতিকে কোন বিচারালয়ে সত্য বলে দৃঢ়ভাবে সমর্থনকারী সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তদীয় দোকান বহিতে একটি মিথ্যা বিষয় লিপিবদ্ধ করে। 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করেছে।

(গ) 'ক' 'ঙ'-কে কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের জন্য দণ্ডিত করাবার অভিপ্রায়ে 'ঙ'-র হস্তলিপির অনুকরণে এরূপ একখানা পত্র লিখে যা অনুরূপ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সহায়তাকারীর বরাবরে লিখিত বলে অনুমিত হয়, এবং উহা এমন একটি স্থানে রাখে, যে স্থানে পুলিস অফিসারগণের তল্লাশি চালাবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সে জানে। 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করেছে।

Sec.–193. Punishment for false evidence: Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine;

and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine;

Explanation 1. A trial before a Court-martial is a judicial proceeding.

Explanation 2. An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.

Illustrations

A, in an enquiry before a Magistrate for the purpose of ascertaining whether Z ought to be committed for trial, makes on oath a statement which be knows to be false. As this enquiry is a stage of a judicial proceeding. A has given false evidence.

Explanation 3. An investigation directed by a Court of Justice according to law, and conducted under the authority of a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.

Illustration

A. in an enquiry before an officer deputed by a Court of Justice to ascertain on the spot the boundaries of land, makes on oath a statement which he knows to be false. As this enquiry is a stage of judicial proceeding. A has given false evidence.

অনুবাদ ॥ ধারা–১৯৩। মিথ্যা সাক্ষ্যের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন বিচার বিভাগীয় মামলার কোন পর্যায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা কোন বিচার বিভাগীয় মামলার

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কোন পর্যায়ে ব্যবহৃত হবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে;

এবং যে ব্যক্তি, অন্য কোন মামলায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা উদ্ভাবন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যা ১। সামরিক বিচারালয়ে যেকোন মামলা বিচার বিভাগীয় মামলা হিসেবে পরিগণিত হবে।

ব্যাখ্যা ২। কোন বিচারালয়ের সম্মুখে কোন মামলার ভূমিকা হিসেবে আইনবলে পরিচালিত যেকোন তদন্ত বিচার বিভাগীয় মামলার একটি পর্যায় হিসেবে পরিগণিত হবে, যদিও উক্ত তদন্ত কোন বিচারালয়ের সম্মুখে অনুষ্ঠিত নাও হতে পারে।

উদাহরণঃ 'ক' 'ঙ'-কে বিচারের জন্য সোপর্দ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এক তদন্তে হলফপূর্বক এমন একটি বিবৃতি দান করে যা সে মিথ্যা বলে জানে। যেহেতু এ তদন্ত বিচার বিভাগীয় মামলার একটি পর্যায় বিশেষ, সেহেতু 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ৩। কোন বিচারালয় কর্তৃক আইন মোতাবেক অনির্দিষ্ট এবং কোন বিচারকের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত যেকোন তদন্ত বিচার বিভাগীয় মামলার একটি পর্যায়ে বিশেষ বলে গণ্য হবে, যদিও উক্ত তদন্ত কোন বিচারালয়ের সম্মুখে অনুষ্ঠিত নাও হতে পারে।

উদাহরণঃ 'ক' ভূমির সীমানাসমূহ সরেজমিনে নির্ধারণার্থ কোন বিচারালয় কর্তৃক প্রেরিত কোন অফিসারের সম্মুখে কোন এক তদন্তে হলফপূর্বক এমন একটি বিবৃতি দান করে যা সে মিথ্যা বলে জানে। যেহেতু এ তদন্ত বিচার বিভাগীয় মামলার একটি পর্যায় বিশেষ, সেহেতু 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

Sec.–194. Giving of fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offence: Whoever gives of fabricates false evidence, intending thereby to cause, or knowing it to likely that be will thereby cause, any person to be convicted of any offence which is capital by any law for the time being in force, shall be punished with transportation for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extent to ten years, and shall also be liable to fine;

If innocent person be thereby convicted and executed

And if an innocent person be convicted and executed in consequence of such false evidence, the person who gives such false

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

evidence shall be punished either with death or the punishment herein before described.

অনুবাদ॥ ধারা–১৯৪। মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের দণ্ডবিধান করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা উদ্ভাবন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ জেনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা উদ্ভাবন করে যে, সে তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আপাতত প্রচলিত যেকোন আইনবলে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বলে বিবেচিত কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত করাবে বা সে তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ অপরাধের জন্য দণ্ডিত করতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

তদ্দ্বারা কোন নিরপরাধ ব্যক্তির দণ্ডবিধান করার এবং তাকে ফাঁসি দেয়ার ক্ষেত্রেঃ

এবং অনুরূপ মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত হলে ও তাকে ফাঁসি দেয়া হলে যে ব্যক্তি অনুরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা ইতিপূর্বে বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–195. Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offence punishable with transportation **for or imprisonment:** Whoever gives of fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby to cause, any person to be convicted of an offence which by any law for the time being in force is not capital, but punishable with imprisonment for life, or imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punished as a person convicted of that offence would be liable to be punished.

Illustration

A gives false evidence before a Court of Justice, intending thereby to cause Z to be convicted of a dacoity. The punishment of dacoity is transportation for life. Or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, with or without fine. A, therefore, is liable to such transportation for life or imprisonment, with or without fine.

অনুবাদ॥ ধারা–১৯৫। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দণ্ডিত করার মতলবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা উদ্ভাবন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে এবং এরূপ জেনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা উদ্ভাবন করে যে, সে তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আপাতত প্রচলিত কোন আইনবলে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বলে গণ্য নহে, কিন্তু যাবজ্জীবন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কারাদণ্ডে কিংবা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দণ্ডিত করাবে, অথবা সে তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ দণ্ডিত করাতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে, সে ব্যক্তি উক্ত অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি তদ্রূপ শাস্তির যোগ্য হতো, তদ্রূপ শাস্তির যোগ্য হবে।

উদাহরণঃ 'ক' 'খ'-কে ডাকাতির অভিযোগে দণ্ডিত করাবার অভিপ্রায়ে কোন বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ডাকাতির শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা জরিমানা দণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে সশ্রম কারাদন্ড, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে। অতএব, 'ক' অনুরূপ কারাদণ্ডে বা জরিমানা দণ্ডসহকারে বা ব্যতিরেকে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec. 196. Using evidence known to be false: Whoever corruptly uses or attempts to use as true or genuine evidence any evidence, which he knows to be false or fabricated, shall be punished in the same manner as if he gave or fabricated false evidence.

অনুবাদ॥ ধারা–১৯৬। মিথ্যা বলে বিদিত সাক্ষ্য ব্যবহার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য মিথ্যা বা উদ্ভাবিত বলে জেনে উহা সত্য বা খাঁটি বলে দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করে বা ব্যবহারের উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি এমনভাবে দণ্ডিত হবে যেন সে মিথ্যা বা উদ্ভাবিত সাক্ষ্য দিয়েছে।

Sec. 197. Issuing or signing false certificate: Whoever issues or signs any certificate required by law to be given or signed, or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence knowing or believing that such certificate is false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.

অনুবাদ॥ ধারা–১৯৭। মিথ্যা সার্টিফিকেট দান করা বা উহাতে স্বাক্ষর করাঃ যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন সার্টিফিকেট, যা দান করার জন্য বা যাতে স্বাক্ষর করার জন্য আইনের বিধান রয়েছে অথবা যা এরূপ কোন তথ্য সম্পর্কিত, যে তথ্যের ব্যাপারে অনুরূপ সার্টিফিকেট আইনত সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণীয় সে সার্টিফিকেট কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিথ্যা বলে জেনে বা বিশ্বাস করে দান বা স্বাক্ষর করে, সে ব্যক্তি এরূপে দণ্ডিত হবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল।

Sec. 198. Issuing as true a certificate known to be false: Whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as a true

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

certificate, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.

অনুবাদ॥ ধারা–১৯৮। মিথ্যা বলে বিদিত কোন সার্টিফিকেট সত্য বলে ব্যবহার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন সার্টিফিকেট কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিথ্যা বলে জেনে অনুরূপ সার্টিফিকেটকে সত্য সার্টিফিকেট বলে দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করে বা ব্যবহারের চেষ্টা করে সে ব্যক্তি এরূপে দণ্ডিত হবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

Sec.–199. False statement made in declaration which is by law receivable as evidence: Whoever, in any declaration made or subscribed by him, which declaration any court of justice, or any public servant or other person, is bound or authorized by law to receive as evidence of any fact, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or doesn't believe to be true, touching any point material to the object for which the declaration is made or used, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.

অনুবাদ॥ ধারা–১৯৯। আইনবলে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণী ঘোষণায় প্রদত্ত মিথ্যা বিবৃতিঃ যদি কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক দেয়া বা সমর্থিত এমন কোন ঘোষণায়, যে ঘোষণা কোন তথ্যের সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য কোন বিচারালয় বা কোন সরকারী কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি আইনত বাধ্য বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, এরূপ কোন বিবৃতি দান করে যা যে উদ্দেশ্যের জন্য ঘোষণা দেয়া হয় বা ব্যবহার করা হয়, সে উদ্দেশ্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মিথ্যা বা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে বা সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সে ব্যক্তি এরূপে দণ্ডিত হবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল।

Sec.–200. Using as true such declaration knowing it to be false: Whoever corruptly uses or attempts to use as true any such declaration, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.

Explanation. A declaration, which is inadmissible merely upon the ground of some informality, is a declaration within the meaning of sections 199 and 200.

অনুবাদ॥ ধারা–২০০। মিথ্যা বলে জেনে অনুরূপ ঘোষণাকে সত্য বলে ব্যবহার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন ঘোষণা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা বলে জেনে অনুরূপ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ঘোষণাকে সত্য হিসেবে দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করে বা ব্যবহারের চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি এরূপে দণ্ডিত হবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল।

ব্যাখ্যাঃ শুধু অনানুষ্ঠানিকতার অজুহাতেই অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত ঘোষণা ১৯৯ ও ২০০ ধারার তাৎপর্যাধীনে একটি ঘোষণা বলে গণ্য হবে।

Sec.–201. Causing dis-appearance of evidence of offence, or giving false information to screen offender: Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, causes any evidence of the commission of that offence to disappear, with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false,

if a capital offence,

shall, if the offence which he knows or believes to have been committed is punishable with death, be punished with imprisonment if either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine;

if punishable with transportation **for life**

and if the offence is punishable with transportation for life, or with imprisonment which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine;

if punishable with less than ten year's imprisonment,

and if the offence is punishable with imprisonment for any term not extending to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the office, for a term which may extend to one- fourth part of the longest term of the imprisonment provided for the offence, or with fine, or with both,

Illustration

A, knowing that B has murdered Z, Assists B to hide the body with the intention of screening B from punishment. A is liable to imprisonment of either description for seven years, and also to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–২০১। অপরাধকারীকে গোপন করার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য অদৃশ্য করে দেয়া বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও বৈধ শাস্তি হতে অপরাধকারীকে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আশ্রয় দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোন প্রমাণ গোপন করে বা উক্ত উদ্দেশ্যে অপরাধ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য সরবরাহ করে যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে;

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে

সে ব্যক্তি, যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সে জানে বা বিশ্বাস করে সে অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে;

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে

এবং অপরাধটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা এরূপ কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে;

দশ বৎসরের কম মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে—এবং অপরাধটি অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হলে অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত দণ্ডিত হবে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ 'খ' 'ঙ'-কে খুন করেছে জেনে 'ক' 'খ'-কে শাস্তি হতে আশ্রয় দানের উদ্দেশ্যে লাশটি গোপন করার জন্য 'খ'-কে সাহায্য করে। 'ক' যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–202. Intentional omission to give information of offence by person bound to inform: Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, intentionally omits to give any information respecting that offence which he is legally bound to give, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২০২। তথ্য প্রদানে বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের তথ্য প্রদানের ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ত্রুটিঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত অপরাধ সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করার জন্য সে আইনত বাধ্য, ইচ্ছাকৃতভাবে তা প্রদান করতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ননার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ec.–203. Giving false information respecting an offence ommitted: Whoever, knowing, or having reason to believe that an ffence has been committed gives any information respecting that ffence which he knows or believes, to be false, shall be punished ith imprisonment of either description for a term which may extend two years, or with fine, or with both.

Explanation. In sections 201 and 202 and in this section the word offence" include any act committed in at any place out of Bangladesh, if committed in Bangladesh, would be punishable under any of the llowing sections, namely, 302, 304, 382, 392, 394, 397, 398, 399, 02, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, and 460.

নুবাদ॥ ধারা–২০৩। অনুষ্ঠিত অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদানঃ যদি কোন ক্তি অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত পরাধ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য সরবরাহ করে যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস রে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা রিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ ২০১ ও ২০২ ধারায় এবং এ ধারায় 'অপরাধ' বলতে বাংলাদেশের বাইরে যকোন স্থানে অনুষ্ঠিত এমন যেকোন কার্যকেও বুঝাবে, যা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলে, ন্নোক্ত যেকোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হতো; যথাঃ ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০।

ec.–204. Destruction of document to prevent its production as vidence: Whoever secrets or destroys any document with he may be awfully compelled to produces as evidence in a Court of Justice, or any proceeding lawfully held before a public servant, as such, or bliterates or renders illegible the whole or any part of such ocument with the intention of preventing the same from being oduced or used as evidence before such Court of public servants as oresaid, or after he shall have been lawfully summond or required produce the same for that purpose, shall be punished with prisonment of either description for a term which may extend to o years, or with fine, or with both.

নুবাদ॥ ধারা–২০৪। সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করার জন্য লিল বিনষ্ট করাঃ যদি কোন ব্যক্তি বিচারালয়ে বা সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায় না সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে আইনানুগভাবে অনুষ্ঠিত কোন মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যে দলিল পেশ করার জন্য সে আইনত বাধ্য হতে পারে, সে দলিল গোপন করে বা বিনষ্ট করে, অথবা উক্ত দলিল প্রমাণ হিসেবে অনুরূপ বিচারালয়ে বা পূর্বোক্ত সরকারী কর্মচারীর নিকট পেশ করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করার জন্য বা উহা অনুরূপ উদ্দেশ্যে পেশ করার জন্য তাকে আইনত, সনদ বা নির্দেশ দেয়ার পর অনুরূপ দলিল সম্পূর্ণরূপে বা অংশত লোপ করে বা পাঠের অযোগ্য পরিণত করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিদ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.– 205. False personation for purpose of act or proceeding in suit or prosecution: Whoever falsely personates another, and in such assumed characters makes any admission or statement, or confesses judgment, or does any other act in suit or criminal prosecution, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both

অনুবাদ॥ ধারা–২০৫। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার কার্য বা কার্যধারার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ছদ্মবেশ ধারণঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় মিথ্যাভাবে অন্য কারো রূপ ধারণ এবং অনুরূপ ছদ্মবেশ কোন স্বীকারোক্তি করে বা বিবৃতি দেয় বা রায় মেনে নেয় বা কোন পরওয়ানা জারী করায় বা জামিন বা প্রতিভু হয় বা অন্য কোন কার্য করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিদ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–206. Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution: Whoever fraudulently removes, conceals, transfers, or delivers to any person any property or any interest thersin, intending thereby to prevent that property or stat interest therein from being taken as forfeiture or in satisfaction of a fine, under a sentence which has been pronounced, or which he knows to be likely to be pronounced, by a Court of Justice or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made, or which he knows to be likely to be made by a Court of Justice in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২০৬। বাজেয়াপ্তকৃতরূপে বা ক্রোকের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তগত করার ব্যাপারে বাধাদানের জন্য সম্পত্তি প্রতারণামূলকভাবে অপসারণ বা গোপন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন বিচারালয় বা অপর কোন যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ঘোষিত হয়েছে বা ঘোষিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সে জানে, এমন কোন দণ্ডাজ্ঞা ধনে বাজেয়াপ্তরূপে বা কোন জরিমানা দণ্ড পরিশোধরূপে অথবা কোন দেওয়ানী মামলায় কোন বিচারালয় কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে বা প্রদান করা হবে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে বলে সে জানে এরূপ কোন ডিক্রী বা আদেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে কোন সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত স্বার্থ গ্রহণে বাধা দান করার উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলকভাবে উক্ত সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত কোন স্বার্থ অপসারণ করে, গোপন করে, কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে বা সমর্পণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–207. Fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution: Whoever fraudulently accepts, receives or claims any property or any interest therein, knowing that, he has no right or rightful claim to such property or interest, or practies deception touching any right to any property or any interest therein intending hereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine, under a sentence which has been pronounced, or which he knows to be likely to be pronounced by a Court of Justice or other competent authority, or from being taken in execution of decree or order which has been made, or which he knows to be likely to be made by a Court of Justice in a civil suit.

Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২০৭। বাজেয়াপ্তকৃতরূপে বা ক্রোকের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তগত করার ব্যাপারে বাধাদানের নিমিত্তে প্রতারণামূলকভাবে উক্ত সম্পত্তি দাবি করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন বিচারালয় বা অপর কোন যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে বা ঘোষিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সে জানে, এমন কোন দণ্ডাজ্ঞাধীনে কোন সম্পত্তি এতে নিহিত কোন স্বার্থ বাজেয়াপ্তরূপে বা কোন জরিমানা দণ্ড পরিশোধরূপে বা কোন দেওয়ানী মামলায় কোন বিচারালয় কর্তৃক দান করা হয়েছে বা দান করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সে জানে, এরূপ কোন ডিক্রী বা আদেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে বাধাদান করার উদ্দেশ্যে এরূপ কোন সম্পত্তি বা এতে কোন স্বার্থ প্রতারণামূলকভাবে গ্রহণ করে, হস্তগত করে বা দাবি করে, অথবা কোন সম্পত্তি বা এতে নিহিত কোন স্বার্থের অধিকার সম্পর্কে কোন প্রকার প্রতারণা করে, যদিও সে সম্পত্তি বা এতে নিহিত কোন স্বার্থে তার কোন অধিকার নেই বলে সে জানে, সে ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিদ দন্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–208. Fraudulently suffering decree for sum not due: Whoever fraudulently causes or suffers a decree or order to be passed against him at the suit of any person for a sum not due, or for a larger sum than is due to such person or for any property or interest in property to which such person is not entitled, or fraudulently causes or suffers a decree or order to be executed against him after it has been satisfied, or for anything in respect of which it has been satisfied, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Illustration

A institutes a suit against Z. Z, knowing that A is likely to obtain a decree against him fraudulently suffers a judgment to pass against him for a larger amount at the suit of B, who has no just claim against him, in order that B, either on his own account or for the benefit of Z, may share in the proceeds of any sale of Z's property which may be may under A's decree. Z has committed an offence under this section.

অনুবাদ ॥ ধারা–২০৮। অপ্রাপ্য অর্থের জন্য প্রতারণামূলকভাবে ডিক্রী পাস করানঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন ব্যক্তির প্রাপ্য নহে এমন কোন অর্থের জন্য বা অনুরূপ ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের জন্য, অথবা যে সম্পত্তি বা সম্পত্তিতে নিহিত কোন স্বার্থে উক্ত ব্যক্তির কোন অধিকার নেই, সে সম্পত্তি বা সম্পত্তির স্বার্থের জন্য আনীত কোন মামলায় প্রতারণামূলকভাবে তার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী বা আদেশ পাস করায় বা করার ব্যাপারে সহায়তা করে, অথবা কোন ডিক্রী বা আদেশ মিটানোর পর উহা প্রতারণামূলকভাবে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী করায় বা করার ব্যাপারে সহায়তা করে বা উক্ত কার্যকরীকরণ এমন কিছু সম্পর্কিত যার ব্যাপারে উহা মিটান হয়েছে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিদ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ 'ক' 'ঙ'-র বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। 'ঙ'-র বিরুদ্ধে 'ক'-র একটি ডিক্রী লাভের সম্ভাবনা রয়েছে জেনে 'ঙ' প্রতারণামূলকভাবে 'খ'-র বিরুদ্ধে যার কোন ন্যায্য দাবি নেই–মামলায় অধিকতর অর্থের জন্য 'ঙ'-র বিরুদ্ধে এই উদ্দেশ্যে একটি রায় পাস করার ব্যাপারে সহায়তা করে, যাতে 'খ' নিজের বা 'ঙ'-র উপকারার্থক ডিক্রীর অধীনে বিক্রি করা যেতে পারে 'ঙ'-র এমন সম্পত্তির যেকোন বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশ লাভ করতে পারে। 'ঙ' এই ধারার অধীনে একটি অপরাধ সংঘটন করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–209. Dishonestly making false claim in Court: Whoever fraudulently or dishonestly, or with intent to injure or annoy any person, makes in a Count of Justice any claim which he knows to be false, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২০৯। অসাধুভাবে আদালতে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করাঃ যে ব্যক্তি প্রতারামূলকভাবে বা অসাধুভাবে বা কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করার বা তাকে বিরক্ত করার অভিপ্রায়ে কোন বিচারালয়ে এমন কোন দাবী উত্থাপন করে যা সে মিথ্যা বলে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–210. Fraudulently obtaining decree for sum not due: Whoever fraudulentlyobtainsa decree or order against any person for a sum not due, or for a larger sum than is due, or for any property or interest in property to which he is not entitled, or fraudulently causes a decree or order to be executed against that any person after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied, or fraudulentlysuffersor permits any such act to be done in his name, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২১০। প্রাপ্য নহে এমন অর্থের জন্য প্রতারণামূলকভাবে ডিক্রি অর্জন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, প্রাপ্য নহে এমন অর্থের জন্য বা প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক অর্থের জন্য, কিংবা যে সম্পত্তি বা সম্পত্তিতে নিহিত অর্থে তার অধিকার নেই, সে সম্পত্তি বা সম্পত্তিতে নিহিত স্বার্থের জন্য প্রতারণামূলকভাবে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি বা আদেশ অর্জন করে অথবা কোন ডিক্রী বা আদেশ মিটানোর পর প্রতারণামূলকভাবে উহা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকরী করায় বা উক্ত কার্যকরীকরণ এমন কিছু সম্পর্কিত হয়, যার ব্যাপারে উহা মিটানো হয়েছে, অথবা প্রতারণামূলকভাবে তার নিজের নামে অনুরূপ কোন কার্য করায় বা করার অনুমতি দেয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–211. False charge of offence made with intent to injure: Whoever, with intent to cause injury to any person, institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person, or falsely charges any person with having committed an offence,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, Shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to two years, or with fine, or with both.

And if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence punishable with death, transportation for life, or imprisonment for seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment of either description for a term, which may extend to seven years, and shall also be liable to fine,

অনুবাদ॥ ধারা–২১১। ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগঃ যদি কোন ব্যক্তি, অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা বা অভিযোগের জন্য কোন ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নেই বলে জেনেও উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করে বা করায়, অথবা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে বলে মিথ্যাভাবে উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে;

এবং যদি অনুরূপ ফৌজদারী মামলা মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন করাদণ্ডে বা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়, তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–212. Harbouring offender: Whenever an offence has been committed whoeverharboursor conceals a person whom he knows or has reason believe to be the offender, with the intentions of screening him from legal punishment,

if a capital of offence: shall, if the offence is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine;

if punishable with transportation for life, or with imprisonment:

and if the offence is punishable with transportation for life or with imprisonment which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to three years, and shall also be liable to fine;

and if the offence is punishable with imprisonment which may extend to one year, and not to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

which may extend to one- forth part of the longest term of imprisonment provided for the offence, or with fine, or with both.

"Offence" in this section includes an act committed at any place out of Bangladesh, which, if committed in Bangladesh, would be punishable under any of the following section, namely, 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395. 396. 397, 398, 399,402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, and 460 , and every such act shall for the purposes of section, be deemed to be punishable as if the accused person had been guilty of it in Bangladesh.

Exception. This provision shall not extend to any case in which the harbors or concealment is by the husband or wife of the offender.

Illustration

Knowing that B has committed dacoity, knowingly conceals B in order to screen him from legal punishment. Here as B is liable to transportation for life. A is liable to imprisonment of either description for a term not exceeding three years, and is also libel to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–২১২। অপরাধীকে আশ্রয় দান, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রেঃ কখনও কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হলে, যে ব্যক্তি এরূপ কোন ব্যক্তিকে আইনানুগ শাস্তি হতে লুকাবার অভিপ্রায়ে আশ্রয় দান করে বা লুকায়ে রাখে, যাকে সে অপরাধকারী বলে জানে বা অপরাধকারী বলে বিশ্বাস করার কারণ থাকে;

অপরাধটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডার্হ হলে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে;

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবার ক্ষেত্রে

এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে, এবং অপরাধটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং অপরাধটি কারাদণ্ডে যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে এবং দশ বৎসর পর্যন্ত নহে, দণ্ডনীয় হলে অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এই ধারায় 'অপরাধ' বলতে বাংলাদেশের বাইরে যেকোন স্থানে অনুষ্ঠিত এমন কোন কার্যকেও বুঝাবে, যা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলে নিম্নোক্ত যেকোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হতো; যথা–৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪. ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ এবং এ ধারার উদ্দেশ্যে, অনুরূপ প্রত্যেকটি কার্য এরূপে দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহার জন্য বাংলাদেশে দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল।

ব্যতিক্রমঃ অপরাধকারী স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক আশ্রয় দান বা গোপনকরণের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

'ক', 'খ' ডাকাতি করেছে বলে জেনে আইনানুগ শাস্তি হতে তাকে লুকায়ে রাখার উদ্দেশ্যে জ্ঞাতসারে 'খ'-কে লুকায়ে রাখে। এক্ষেত্রে যেহেতু 'খ' যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়, সেহেতু 'ক' অনূর্ধ্ব তিন বৎসরকালের জন্য যেকোন বর্ণনার করাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–213. Taking gift, etc., to screen an offender from punishment: Whoever accepts or attempts to obtain, or agrees to accept, any gratification for himself or any other person, or any restitution of property to himself or any other person, in consideration of his concealing an offence or of his screening any person from legal punishment for any offence, or of his not proceeding against any person for the purpose, of bringing him to legal punishment,

if a capital of offence: shall if the offence is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be libel to fine;

if punishable with transportation for life, or with imprisonment:

and if the offence is punishable with **transportation for life, or** imprisonment which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine,

and if the offence is punishable with imprisonment not extending to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to one-fourth part of the longest term imprisonment provided for the offence, or with fine or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২১৩। অপরাধকারীকে শাস্তি হতে লুকায়ে রাখার জন্য উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক কোন অপরাধ গোপন করা বা তৎকর্তৃক কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের আইনানুগ শাস্তি হতে লুকায়ে রাখা বা তৎকর্তৃক কোন ব্যক্তিকে কোন আইনানুগ শাস্তির অধীনে আনায়নের উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের না করার বিনিময়ে তার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন বখ্‌শিশ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বা তার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে বা অর্জনের উদ্যোগ করে বা গ্রহণ করতে সম্মত হয়;

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে

সে ব্যক্তি যদি অপরাধটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহলে যেকোন বর্ননার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে;

যাবজ্জীবন কারাবাস বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে

এবং যদি অপরাধটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হয় তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে, তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে;

এবং যদি অপরটি অনূর্ধ্ব দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহলে অপরাধটির জন্য ব্যবহৃত কারাদণ্ডে দীর্ঘতম মেয়াদের এক চতুর্থাংশ হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–214. Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender: Whoever gives or causes, or offers, or agrees to give or cause, any gratification to any person, or to restore or cause the restoration of any property to any person, in consideration of that person's concealing an offence, or of his not proceeding against any person for the purpose of brining him to legal punishment,

if a capital offence;

shall, if the offence is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine ;

if punishable with transportation **for life or with imprisonment;**

and if the offence is punishable with imprisonment for life or with imprisonment witch may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term witch may extend to three years, and shall also be liable to fine;

and if the offence is punishable with imprisonment not extended to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extent to one-fourth part of the longest term of imprisonment provided for the offence or with fine, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Exception. The provision of section 213 and 214 do not extend to any case in which the offence may lawfully be compounded.

অনুবাদ॥ ধারা–২১৪। অপরাধীকে লুকায়ে রাখার বিনিময়ে উপহার প্রদান বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণঃ যদি কোন ব্যক্তি, অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন অপরাধ গোপন করা বা তৎকর্তৃক কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের আইনানুগ শাস্তি হতে লুকায়ে রাখা বা তৎকর্তৃক কোন ব্যক্তিকে আইনানুগ শাস্তির আওতায় আনায়নের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা না করার বিনিময়ে কোন ব্যক্তিকে কোন বখ্‌শিশ দেয় বা দেয়ায় বা দিতে বা দেয়াতে চায় বা রাজি হয় অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি অর্পণ করতে চায় বা রাজি হয়;

মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে

যদি অপরাধটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে;

যাবজ্জীবন কারাবাস বা কারাদণ্ডে দণ্ডার্হ হবার ক্ষেত্রে

এবং যদি অপরাধটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হয়, তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

এবং যদি অপরাধটি অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহলে উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডে দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যতিক্রমঃ ২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধানসমূহ এমন কোন মামলার প্রতি প্রযোজ্য নহে যে মামলায় অপরাধটি আইনানুগভাবে মীমাংসিত হতে পারে।

Sec.–215. Taking gift to help to recover stolen property, etc.: Whoever takes or agrees or consents to take any gratification under pretence or on account of helping any person to recover any moveable property of which he shall have been deprived by any offence punishable under this Code shall, unless he uses all means in his power to cause the offender to be apprehend and convicted of the offence, be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২১৫। চোরাইমাল ইত্যাদি পুনরুদ্ধার কার্যে সাহায্য করার জন্য বখ্‌শিশ গ্রহণ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন অস্থাবর সম্পত্তি

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যে সম্পত্তি হতে সে এই বিধির অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের কারণে বঞ্চিত হয়ে থাকত, পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্যের ছুতায় বা কারণে কোন বখ্‌শিশ গ্রহণ করে বা গ্রহণ করতে রাজি হয় বা সম্মত হয়, সে ব্যক্তি, যদি না সে অপরাধকারীর গ্রেফতার ও উক্ত অপরাধের জন্য তার দণ্ড বিধান করাবার ব্যাপারে তার সাধ্যমত সমুদয় মাধ্যম ব্যবহার করে, যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–216. Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension been has ordered: Whenever any person convicted of or charged with an offence, being in lawful custody for that offence, escapes from such custody.

or whenever a public servant in the exercise of the lawful powers of such public servant, orders a certain person to be apprehended for an offence, whoever knowing of such escape or order for apprehension.harboursor conceals that person with intention, of preventing him from being apprehended, shall be punished in the manner following that is to say.

if a capital offence;

if the offence for which the person was in custody or is ordered to be apprehended is punishable, with death, he shall be punished with imprisonment cither description for a term, which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;

If the offence is punishable with transportation for life, or imprisonment for ten years, he shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to three years, with or without fine;

and if the offence is punishable with imprisonment which may extend to one year, and not to ten years, he shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to one-fourth part of the longest term of the imprisonment provided for such offence or with fine, or with both.

"offence" in this section includes also any act or omission of which a person is alleged to have been guilty out of Bangladesh which, if he had been guilty of it in Bangladesh, would have been punishable as an offence, and for which he is, under any law relating of extradition, or under the Fugitive Offenders Act 1881, or otherwise, liable to be apprehended or detained in custody in

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Bangladesh, and every such act or omission shall, for the purposes of this section, be deemed to be punishable as if the accused person he had been guilty of it in Bangladesh.

Exception.–this provision does not extend to the case in which the harbour or concealment is by the husband or wife of the person to be apprehended.

অনুবাদ॥ ধারা–২১৬। হাজত হতে পালয়ন করেছে এরূপ বা যার গ্রেফতারের আদেশ জারী করা হয়েছে এরূপ অপরাধীকে আশ্রয় দান করাঃ কখনও কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত বা অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির উক্ত অপরাধের জন্য আইনানুগভাবে হাজতে থাকার পর, অনুরূপ হাজত হতে পলায়ন করলে বা কখনও কোন সরকারী কর্মচারী অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতাবলে কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের গ্রেফতারের আদেশ দিলে, যে ব্যক্তি বা কর্মচারী অনুরূপ পলায়ন বা গ্রেফতারের আদেশ সম্পর্কে অবগত হয়েও তার গ্রেফতারের ব্যাপারে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করবে বা লুকায়ে রাখবে সে ব্যক্তি নিম্নোক্ত প্রণালীতে দণ্ডিত হবে; অর্থাৎ

মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে

যে অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখা হয়েছিল বা গ্রেফতারের আদেশ দেয়া হয়, সে অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হলে, যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে–দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে;

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবার ক্ষেত্রে

অপরাধটি যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ডে বা দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হলে জরিমানা দণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে; এবং অপরাধটি কারাদণ্ডে যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে এবং দশ বৎসর নহে, দণ্ডনীয় হলে, উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ অনুরূপ অপরাধীর জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দন্ডিত হবে।

এই ধারায় ও 'অপরাধ' বলতে এমন কোন কার্য বা বিরতিকেও বুঝাবে যার জন্য কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাইরে দোষী বলে কথিত হয়। উক্ত কার্য বা বিরতি, সে বাংলাদেশে সাব্যস্ত হয়ে থাকলে, একটি অপরাধ হিসেবে দণ্ডনীয় বিবেচিত হতো এবং যার জন্য সে বহিস্করণ সম্পর্কিত যেকোন আইনের অধীনে বা পলাতক অপরাধীসমূহ আইন, ১৮৮১-এর অধীনে বা প্রকারন্তরে বাংলাদেশে গ্রেফতার বা হাজতে আটক হবার যোগ্য হতো এবং অনুরূপ প্রত্যেকটি কার্য বা ত্রুটি, এই ধারার উদ্দেশ্য, এমনভাবে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশে এর জন্য দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল।

ব্যতিক্রমঃ যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হবে সে ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক আশ্রয় দান বা গোপনকরণের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

Sec.–216A. Penalty for harbouring robbers or dacoits: Whoever, knowing or having reason to believe that any persons are about to commit or have recently committed robbery or dacoity, harbors them or any of them, with the intention of facilitating the commission of such robbery or dacoity, or of screening them or any of them from punishment, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation. For the purpose of this section it is immaterial whether the robbery of dacoity is intended to be committed, or has been committed, within or without Bangladesh.

Exception. This provision does not extend to the case in which the harbor is by the husband or wife of the offender.

অনুবাদ॥ ধারা–২১৬ক। দস্যু বা ডাকাতকে আশ্রয় দানের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিবর্গ দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করছে বা সম্প্রতি দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠান করেছে বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠান সুগম করার, অথবা তাহাদিগকে শাস্তি হতে বাঁচাবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে বা তাদের কোন একজনকে আশ্রয় দান করে, সে ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্যে, উক্ত দস্যুতা বা ডাকাতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় করা হোক কিংবা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকুক উহা বিবেচ্য নহে।

ব্যতিক্রমঃ স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক অপরাধীকে আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নহে।

Sec.–216B. Definition of "harbor" in sections 212, 216, and 216A.] omitted by the Penal Code (Amendment) Act, 1942 (VIII Of 1942) s. 3.

অনুবাদ॥ ধারা–২১৬খ। বাতিল

Sec.–217. Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture: Whoever, being a public servant, knowingly disobeys and direction

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending thereby to save, or knowing it to be likely that he will thereby save, any person from legal punishment, or subject him to less punishment then that to which he is liable or with intent to save, or knowing that he is likely thereby to save, any property from forfeiture or any charge to which it is liable by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২১৭। কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে এরূপ উদ্দেশ্যে বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার নিজেকে কোন পথে পরিচালিত করতে হবে সে সম্পর্কে আইনের কোন নির্দেশ অমান্য করে যেকোন ব্যক্তিকে সে আইনানুগ শাস্তি হতে বাঁচতে বা সে যে শাস্তি পাবার যোগ্য তাকে তা হতে স্বল্পতর শাস্তির অধীন করবে অথবা যেকোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হতে বা উক্ত সম্পত্তি আইনত যে ব্যয়ভারের অধীন সে ব্যয়ভার হতে বাঁচাবে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–218. Public servant framing the correct record or writing with inter to save person from punishment or property from forfeiture: Whoever, being a public servant, and being as such public servant, charged with the preparation of any record or other writing, frames that record or writing in a manner which he knows to be incorrect, with intent to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, loss or injury to the public or to any person, or with intent there, by to save, or knowing it to be likely that he will thereby save, any person from legal punishment, or with, intent to save or knowing that he is likely thereby to save, any property from forfeiture or other charge to which it is liable by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২১৮। কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রস্তুতকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসেবে কোন দলিল বা অন্যবিধ লিপি প্রণয়নের ভারপ্রাপ্ত হয়ে জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের লোকসান বা ক্ষতিসাধনকল্পে বা অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতি সাধিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অথবা কোন ব্যক্তিকে আইনানুগ শাস্তি হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে বা বাঁচাবার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে, কিংবা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হতে উক্ত সম্পত্তি আইনত অন্যবিধ যে ব্যয়ভারের অধীনে তা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে বা বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে, উক্ত দলিল বা লিপি এরূপ প্রণালী প্রস্তুত করে, যা সে মিথ্যা বলে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–219. Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc. contrary to Law: Whoever, being a public servant, corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding any report, order, verdict, or decision which he knows to be contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২১৯। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বিচার বিভাগীয় মামলায় আইনের প্রতিকূলে অসাধুভাবে বিবরণী ইত্যাদি প্রণয়ন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে কোন বিচার বিভাগীয় মামলার যেকোন পর্যায়ে অসাধুভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে এরূপ কোন রিপোর্ট, আদেশ, রায় বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বা ঘোষণা করে, যা সে আইনের পরিপন্থী বলে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–220. Commitment for trial of confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law: Whoever, being an any offence which gives him legal authority to commit persons for trial or to confinement, or to keep persons in confinement, corruptly or maliciously commits any person for trial or confinement, or keeps any person in confinement, in the exercise of that authority, knowing that in so doing he is acting contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২২০। আইনের পরিপন্থী কার্য করছে বলে জানে এমন কোন কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিচার বা আটকের জন্য সোপর্দকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসমূহকে বিচার বা আটকের জন্য সোপর্দ করতে বা ব্যক্তিসমূহকে আটক করে রাখতে আইনানুগ ক্ষমতা দানকারী কোন পদে সমাসীন থেকে উক্ত কর্তৃত্ব বলে অসাধুভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে কোন ব্যক্তিকে বিচার বা আটকের জন্য সোপর্দ করে বা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কোন ব্যক্তিকে আটক করে রাখে এবং অনুরূপ কার্য সম্পাদনে আইনের পরিপন্থী কার্য করছে বলে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–221. Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend: Whoever, being a public servant, legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person charged with or liable to be apprehended for an offence, intentionally omits to apprehend such person, or intentionally suffers such person to escape, or intentionally person in escaping or attempting to aids such escape from such confinement, shall punished as follows, that is to say:–

With imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, was charged with, or liable to be apprehended for an offence punishable with death; or

With imprisonment of either description for a term which may extend to three years, with of without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, was charged with, or liable to be apprehended for an offence punishable with ansportation for life or impresonment for a term which may extend to ten year

With imprisonment of either description for a term which may extend to two years, with of without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, was charged with, or liable to be apprehended for an offence punishable with imprisonment for a term less than ten years.

অনুবাদ॥ ধারা–২২১। গ্রেফতার করতে বাধ্য এমন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফতার করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ত্রুটিঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় কোন অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হবার যোগ্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে বা আটক করে রাখতে আইনত বাধ্য থেকেও, ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতার না করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ব্যক্তিকে পালায়ে যেতে দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ আটক হতে অনুরূপ ব্যক্তির পলায়নে বা পলায়নের উদ্যোগ সাহায্য করে, সে ব্যক্তি নিম্নোক্তরূপে দণ্ডিত হবে;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অর্থাৎ যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল, সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হবার যোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে জরিমানা দণ্ডসহকারে বা ব্যতিরেকে, যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে; অথবা

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হবার যোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে জরিমানা দণ্ডসহকারে বা ব্যতিরেকে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে; অথবা

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল, সে ব্যক্তি দশ বৎসরের কম মেয়াদী কারাদন্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হবার যোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে জরিমানা দণ্ডসহকারে বা ব্যতিরেকে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

Sec.–222. Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed: Whoever, being a public servant, legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person under sentence of a Court of Justice for any offence or lawfully committed to custody, intentionally omits to apprehend such person, or intentionally suffers such person in escaping or attempting to escape from such confinement, shall punished as follows, that is to say:–

With transportation for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to fourteen years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehend, is under sentence of death; or

With imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, is subject, by sentence of a Court Justice, or by virtue of a commutation of such sentence, to transportation for life 2* **, or to transportation 3* * * or impresonment for a term of ten years or up wards; or

With imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both. if the person in confinement, or who ought to have been apprehend, is subject by a sentence of a Court of Justice, to imprisonment for a term not extending to ten years or if the person was lawfully committed to custody.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা—২২২। দণ্ডাজ্ঞাধীন বা আইনানুগভাবে সোপর্দকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে বাধ্য এমন কোন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফতার করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ত্রুটিঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় কোন অপরাধের জন্য কোন বিচারালয়ের দণ্ডাজ্ঞাধীন বা আইনানুগভাবে হাজতে প্রেরিত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করে রাখতে আইনতঃ বাধ্য থেকেও ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ব্যক্তিকে পালায়ে যেতে দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ আটক হতে অনুরূপ ব্যক্তির পলায়নে বা পলায়নের উদ্যোগে সাহায্য করে, সে ব্যক্তি নিম্নোক্তরূপে দণ্ডিত হবে, অর্থাৎ

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল, সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাধীন হয়, তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা জরিমানা দণ্ডসহকারে বা ব্যতিরেকে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে দণ্ডিত হবে; অথবা

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল, সে ব্যক্তি কোন বিচারালয়ের দণ্ডাজ্ঞাবলে বা অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞা হ্রাসকরণের দরুন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডাজ্ঞাধীন হয়, তাহলে জরিমানা দণ্ডসহকারে বা ব্যতিরেকে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে; অথবা

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল, সে ব্যক্তি কোন বিচারালয়ে দণ্ডাজ্ঞাবলে, অনূর্ধ্ব দশ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদী কারাদণ্ডাজ্ঞাধীন হয় বা যদি উক্ত ব্যক্তি আইনতঃ হাজতে প্রেরিত হয়ে থাকে তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–223. Escape from Confinement or custody negligently suffered by public servant: Whoever, being a public servant, legally bound as such public servant to keep in confinement any person charged with or convicted of any offence or lawfully committed to custody, negligently suffers such persons to escape from confinement, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা—২২৩। সরকারী কর্মচারীর অবহেলার দরুন আটক বা হাজত হতে পলায়নঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় কোন অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে আইনানুগভাবে আটক করে রাখতে আইনত বাধ্য থেকে অবহেলাপূর্বক ব্যক্তিগণকে আটক হতে পালায়ে যেতে দেয়, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমনা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–224. Resistance or obstruction by a person to his lawful apprehension: Whoever intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of himself for any offence with which he is charged or of which he has been convicted.

or escapes or attempts to escape from any custody in which he is lawfully deatined for any such offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Explanation. The punishment in this section is in addition to the punishment for which the person to be apprehended or detained in custody was liable for the offence with which he was charged, or of which he was convicted.

অনুবাদ॥ ধারা–২২৪। কোন ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে তৎকর্তৃক বাধাদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিঃ যদি কোন ব্যক্তি, যে অপরাধের জন্য সে অভিযুক্ত হয় বা দণ্ডিত হয়েছে, সে অপরাধের জন্য তার নিজের আইনানুগ গ্রেফতারে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বাধা দেয় বা বে-আইনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অথবা অনুরূপ অপরাধের জন্য সে যে হাজতে আইনানুগভাবে আটক হয়, সে হাজত হতে পলায়ন করে বা পলায়নের উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় ব্যবস্থিত শাস্তি গ্রেফতারযোগ্য বা হাজতে আটকযোগ্য ব্যক্তি যে অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হয়েছিল, সে অপরাধের জন্য যে শাস্তির বিধান রয়েছে তার অতিরিক্ত হবে।

Sec.–225. Resistance of obstruction to lawful apprehension of another person: Whoever intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of any other person for an offence, or rescues or attempts to rescue any other person from any custody in which that person is lawfully detained for an offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

or, if the person to be apprehended, or the person rescued or attempted to be rescued, is charged with or liable to be apprehended for an offence punishable with transportation for life or imprisonment for term which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

or, if the person to be apprehended or attemted to be rescued, is charge with or liable to be apprehended for an offence punishable with death, shall be punished with imprsionment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;

or, if the person to be apprehended or attempted to be rescued, is liable under the sentence of a Court of Justice or by virtue of a commutation of such a sentence, to transportation for life,or to transportation, 1* *, or imprisonment, for a term of ten years or up-wards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;

or, if the person to be apprehended or rescued, or attempted to be rescued is liable under the sentence of death, shall be punished with transportation for life or imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall alsobe liable to fine;

অনুবাদ॥ ধারা–২২৫। অপর ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে বাধাদান বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের জন্য অপর কোন ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রকার বাধাদান করে বা বেআইনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য আইনানুগভাবে উক্ত ব্যক্তিকে যে হাজতে আটক করা হয়েছে, সে হাজত হতে উদ্ধার করে বা উদ্ধারের উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে; অথবা

যদি গ্রেফতারের যোগ্য ব্যক্তি বা উদ্ধারকৃত বা উদ্ধারের জন্য উদ্যোগকৃত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হবার যোগ্য হয়, তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে; অথবা

যদি গ্রেফতার হবার যোগ্য বা উদ্ধারকৃত বা উদ্ধারের জন্য উদ্যোগকৃত ব্যক্তি কোন বিচারালয়ের দণ্ডাজ্ঞাধীনে বা অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞা হ্রাসকরণের দরুন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদী কারাদণ্ডাজ্ঞাধীন হয়, তাহলে, যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে; অথবা

যদি গ্রেফতার হবার যোগ্য বা উদ্ধারকৃত বা উদ্ধারের জন্য উদ্যোগকৃত ব্যক্তি, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাধীন হয় তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ অনূর্ধ্ব দশ বৎসর হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–225A. Omission to apprehend, or sufferance of escape, on part of public servant, in cases not otherwise provided for: Whoever, being a public servant legally bound as such public servant

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

to apprehend, or to keep in confinement, any person in any case not provided for in section 221, section 222 or section 223, or in any other lay for the time being in force, omits to apprehend that person or suffers him to escape from confinement, shall be punished–

(a) if he dose so intentionally, with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine or with both; and

(b) If he dose so negligently, with simply imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২২৫ক। প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত হয়নি এমন ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফতারের ত্রুটিকরণ বা পলায়নে সম্মতিদানঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হয়ে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় ২২১ ধারা, ২২২ ধারা বা ২২৩ ধারার বা আপাতত প্রচলিত অপর কোন আইনে ব্যবস্থিত নহে এরূপ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে বা আটক করে রাখতে আইনত বাধ্য থেকেও উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার না করে বা তাকে আটক হতে পালায়ে যেতে দেয় সে ব্যক্তি–

(ক) যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করে, তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে; এবং

(খ) যদি সে অবজ্ঞাপূর্বক এরূপ করে, তাহলে কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–225B. Resistance or obstruction to lawful apprehension, or escape or rescue in cases not otherwise provided for: Whoever, in any case not provided for in section 224 or section 225 or in any other law for the time being in force, intentionally offers any resistance or illegal obstruction to be lawful apprehension of himself or of any other person, or escapes or attempts to escape from any custody in which he is lawfully detained, or rescues or attempts to rescue any other person from any custody in which that person is lawfully detained, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২২৫খ। প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত নহে এরূপ ক্ষেত্রে আইনত গ্রেফতারে বাধাদান করা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অথবা পলায়ন বা উদ্ধার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, ২২৪ ধারা বা ২২৫ ধারায় অথবা আপাতত প্রচলিত অপর কোন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আইনে ব্যবস্থিত নহে এরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে তার নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে বাধাদান করে বা বেআইনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অথবা আইনানুগভাবে সে যে হাজতে আটক রয়েছে সে হাজত হতে পলায়ন করে বা পলায়নের উদ্যোগ করে, কিংবা অপর কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি আইনানুগভাবে যে হাজতে আটক করে রাখা হয়েছে সে হাজত হতে উদ্ধার করে বা উদ্ধারের উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

অনুবাদ ॥ ধারা–২২৬। বাতিল

Sec.–227. Violation of condition of remission of punishment: Whoever, having accepted any conditional remission of punishment, knowingly violates any condition on which such remission was granted, shall be punished with the punishment to which he was originally sentenced, if he was already suffered no part of that punishment, and if he was suffered any part of that punishment, than with so much of that punishment as he was not already suffered.

অনুবাদ ॥ ধারা–২২৭। শাস্তি মওকুফের শর্ত লংঘন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন শর্তাধীনে শাস্তি মওকুফ গ্রহণ করার পর যে শর্তের ভিত্তিতে অনুরূপ মওকুফ মঞ্জুর করা হয়েছিল, জ্ঞাতসারে সে শর্ত ভঙ্গ করে, সে ব্যক্তি, ইতিমধ্যেই উক্ত শাস্তির কোন অংশ ভোগ না করে থাকলে, তাকে মূলত যে দণ্ডাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল সে দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং সে উক্ত শাস্তির কোন অংশ ভোগ করে থাকলে সে ইতিমধ্যেই উক্ত শাস্তির যতটুকু ভোগ করেনি, ততটুকু পরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–228. International insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding: Whoever intentionally offers any insult, or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with simple imprisonment for a terms which may extend to one thousand taka, or with both

অনুবাদ ॥ ধারা–২২৮। বিচার বিভাগীয় মামলায় বিচারকার্যে রত সরকারী কর্মচারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা বা বাধাদান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন বিচার বিভাগীয় মামলার যেকোন পর্যায়ে বিচার কার্যরত থাকা অবস্থায় অনুরূপ সরকারী কর্মচারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করে বা কোন প্রকার বাধাদান করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে

Sec.–229. Personation of a juror or assessor: Whoever, by presonation or otherwise, shall internationally cause or knowingly suffer himself to be returned, impanelledor sworn as a juryman or assessor in any case in which he knows that he is not entitled by law to be so returned,empanelled or sworn or knowing himself to have been so returned impanelled or sworn contrary to law, shall voluntarily serve on such jury or as such assessor, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২২৯। কোন জুরি বা এ্যাসেসরের ছদ্মবেশ ধারণঃ যদি কোন ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক বা প্রকারান্তরে, এরূপ যেকোন মামলায় জুরি বা এ্যাসেসর হিসেবে নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিযুক্তি, প্যানেলভুক্তি বা শপথ গ্রহণ করায়, অথবা জ্ঞাতসারে তার নিজেকে অনুরূপ নিযুক্তি, প্যানেলভুক্তি বা শপথ গ্রহণ করাতে দেয় যে মামলায় আইনত তার নিযুক্তি, প্যানেলভুক্তি বা শপথ গ্রহণের অধিকার নেই বলে সে জানে, কিংবা তার অনুরূপ নিযুক্তি, প্যানেলভুক্তি বা শপথ গ্রহণ আইনের প্রতিকূলে হয়েছে বলে জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ জুরি সদস্যরূপে বা অনুরূপ এ্যাসেসর হিসেবে কাজ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER– XII

Of Offences Relating to Coin and Government Stamps

Sec.–230. "Coin" defined: Coin is metal used for the time being as money, and stamped and issued by the authority of some State or Sovereign Power in order to be so used.

Bangladesh coin is metal stamped and issued by the authority of the Government in order to be used as money; and metal which has been so stamped and issued shall continue to be Bangladesh coin for the purposes of this Chapter, notwithstanding that is may have ceased to be used as money.

Illustration

(a) Cowries are not coin

(b) Lamps of unstamped copper, though used as money are not coin.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(c) Medals by destroying moving or rendering or less useful a light-house or sea-mark.
coin denominated as the Company's taka is the Queen's coin.

(e) The "Farukhabed" taka which was formerly used the authority of the Government of India, is Bangladesh coin although it is no longer so used.

অনুবাদ॥ ধারা–২৩০। মুদ্রার সংজ্ঞাঃ মুদ্রা হচ্ছে আপাতত অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত ধাতু যা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র বা সার্বভৌম শক্তির কর্তৃত্ববলে সীলমোহর ও প্রচলিত করা হয়।

বাংলাদেশী মুদ্রাঃ বাংলাদেশী মুদ্রা হচ্ছে অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ববলে সীলমোহরকৃত ও প্রচলিত ধাতু এবং যে ধাতু অনুরূপভাবে সীলমোহর ও প্রচলিত করা হয়েছে, তা অর্থ হিসেবে উহার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী মুদ্রা হিসেবে অব্যাহত থাকবে।

উদাহরণঃ (ক) কড়িসমূহ মুদ্রা নহে।

(খ) সীলযুক্ত নহে এমন তাম্রপিণ্ডসমূহ অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও মুদ্রা নহে।

(গ) পদকসমূহ মুদ্রা নহে, যেহেতু উহা অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হবার জন্য অভীষ্ট নহে।

(ঘ) কোম্পানীর টাকা হিসেবে অভিহিত মুদ্রা রাণীর মুদ্রা বলে গণ্য হবে।

(ঙ) ফারুখাবাদ টাকা যা পূর্বে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যদিও উহা আজও অনুরূপভাবে ব্যবহৃত হয় না, তবুও বাংলাদেশী মুদ্রা বলে গণ্য হবে।

Sec.–231. Counterfeiting coin: Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation. A person commits this offence who intending to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practice, causes a genuine coin to appear like a different coin.

অনুবাদ॥ ধারা–২৩১। মুদ্রা জালকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রা জাল করে বা মুদ্রা জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ জ্ঞাতসারে সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি প্রতারণা করার অভিপ্রায়ে বা প্রতারণা করা হতে পারে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও কোন খাঁটি মুদ্রাকে ভিন্ন একটি মুদ্রার সদৃশ করে, সে ব্যক্তি এই অপরাধ করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–232. Counterfeiting Bangladesh coin: Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting Bangladesh coin, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term, which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৩২। বাংলাদেশী মুদ্রা জালকরণঃ যে বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করে বা বাংলাদেশী মুদ্রা জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ জ্ঞাতসারে সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–233. Making or selling instrument for counterfeitingc Whoever makes or mends, or performs any part of the process of making or mending, or buys, sells or disposes of, any die or instrument, for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for the purpose of counterfeiting coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৩৩। মুদ্রা জালকরণের যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয় করাঃ যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রা জাল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা ব্যবহৃত হবার জন্য অভিপ্রেত বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন ছাঁচ বা যন্ত্র প্রস্তুত বা মেরামত করে অথবা প্রস্তুত বা মেরামত প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, কিংবা ক্রয় বা বিক্রয় বা হস্তান্তর করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–234. Making or selling instrument for counterfeiting gladeshcoin**:** Whoever makes or mends, or performs any part of the process of making or mending or buys, sells or disposes of any die or instrument, for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for the purposes of counterfeiting Bangladesh coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–২৩৪। বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করার যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয় করাঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা ব্যবহৃত হবার জন্য অভিপ্রেত বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন ছাঁচ বা যন্ত্র প্রস্তুত বা মেরামত করে অথবা প্রস্তুত বা মেরামত প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, কিংবা ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার করাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–235. Possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin: Whoever is in possession of any instrument or material, for the purpose of using the same for counterfeiting coin, or knowing or having reason to believe that the same is intended to be used for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine;

if Bangaladesh coin

And if the coin to be counterfeited is Bangladesh coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৩৫। মুদ্রা জাল করার কার্যে কোন যন্ত্র বা বস্তু ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে উক্ত যন্ত্র বা বস্তু দখল করাঃ যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রা জাল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবার জন্য অভিপ্রেত বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন যন্ত্র বা বস্তু দখলে রাখে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে;

বাংলাদেশী মুদ্রার ক্ষেত্রে

এবং জাল করার জন্য অভিপ্রেত মুদ্রা বাংলাদেশী হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

Sec.–236. A betting in Bangladesh the counterfeiting out of Bangladesh of coin: Whoever, being within Bangladesh coin, abets the counterfeiting of coin out of Bangladesh shall be punished in the same manner as if he abetted the counterfeiting of such coin within Bangladesh.

অনুবাদ॥ ধারা–২৩৬। বাংলাদেশের বাইরে মুদ্রা জাল করার কাজে সাহায্যকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের ভিতরে থেকে বাংলাদেশের বাইরে মুদ্রা জালকরণে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সহায়তা করে, সে ব্যক্তি এরূপে দণ্ডিত হবে যেন সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুরূপ মুদ্রা জালকরণে সাহায্য করেছিল।

Sec.–237. Import or export of counterfeit coin: Whoever imports into Bangladesh, or exports there form, any counterfeit coin, knowingly or having reason to believe that the same is counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৩৭। জালমুদ্রার আমদানী বা রফতানিঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মুদ্রাকে জাল বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ জাল মুদ্রা বাংলাদেশে আমদানী করে বা তথা হতে রফতানি করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ec.–238. Import or export of counterfeits of Bangladesh: coin Whoever imports into Bangladesh, or exports there form, any counterfeit coin which he knows or has reason to believe to be a counterfeit of Bangladesh coin, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৩৮। বাংলাদেশী মুদ্রার নকলসমূহ আমদানী বা রফতানিঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন জাল মুদ্রাকে বাংলাদেশী মুদ্রার নকল হিসেবে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত জাল মুদ্রা বাংলাদেশে আমদানি করে বা তথা হতে রফতানি, করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–239. Delivery of coin, possessed with knowledge that it is counterfeit: Whoever, having any counterfeit coin which, at the time when he became possessed of it, he knew to be counterfeit, fraudulently or with intent that fraud may be committed, delivers the same to any person, or attempts to induce any person to receive it, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall be also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৩৯। কোন মুদ্রা জাল বলে জেনে দখল করার পর উহা হস্তান্তরকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন জাল মুদ্রার দখলকার হয়ে যা দখল করা কালে সে জানত যে উহা জাল, প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হতে পারে এই

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির নিকট উহা হস্তান্তর করে বা উহা গ্রহণ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–240. Delivery of Bangladesh coin possessed with knowledge that it is counterfeit: Whoever, having and counterfeit coin, which is a counterfeit of Bangladesh coin and which at the time when he became possessed of it, he knew to be a counterfeit of Bangladesh coin, fraudulently or with intent that fraud may be committed, delivers the same to any person, or attempts to induce any person to receive it, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৪০। বাংলাদেশী মুদ্রা জাল বলে জেনে দখল করার পর উহা হস্তান্তরকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি, এমন কোন জাল মুদ্রার দখলকার হয়ে, যে মুদ্রা বাংলাদেশী মুদ্রার একটি নকল এবং যা নকল করার কালে সে জানত যে উহা বাংলাদেশী মুদ্রার একটি নকল, প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হতে পারে এই অভিপ্রায়ে, উহা কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে বা উহা গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–241. Delivery of coin as genuine, which, when first possessed, the deliverer did not know to be counterfeit: Whoever delivers to any other person as genuine, or a attempts to induce any other person to receives as genuine, any counterfeit coin which he knows to be counterfeit, but which he did not know to be counterfeit at the time when he took it into his possession, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine to an amount which may extend to ten times the value of the coin counterfeit, counterfeited or with both.

Illustration

A, a coiner, delivers counterfeit Company's taka to his accomplice B for the purpose of uttering them. B sells the taka to C another, uttered, whobuyesthem knowing them to be counterfeit. C pays away the taka for goods to D, who receives them, not knowing them to be counterfeit. D after receiving the taka, discovers that they are counterfeit and pays them away as if they were good. Here D is

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

punishable only under this section, but B and C are punishable under section 239 or 240, as the case may be.

অনুবাদ॥ ধারা–২৪১। এমন কোন মুদ্রা খাঁটি বলে হস্তান্তর করা, যা প্রথম দখল করার কালে হস্তান্তরকারী জানত না যে উহা জাল মুদ্রাঃ যদি কোন ব্যক্তি জাল বলে জানে কিন্তু যা দখলে গ্রহণ করার কালে সে জানত না যে উহা জাল মুদ্রা, অপর কোন ব্যক্তির নিকট খাঁটি বলে হস্তান্তর করে বা উহা খাঁটি বলে গ্রহণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ জালকৃত মুদ্রার দশ গুণ পরিমাণ পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ মুদ্রা জালকারক 'ক' কোম্পানীর জাল টাকা চালু করার জন্য উহা তদীয় দুস্কর্মে সহযোগী 'খ'-র নিকট হস্তান্তর করে। 'খ' টাকাগুলি অপর আরেকজন জাল মুদ্রা চালুকারী 'গ'-র নিকট বিক্রয় করে। 'গ' টাকাগুলি জাল বলে জেনে ক্রয় করে। 'গ' টাকাগুলি মালের মূল্য বাবদ 'ঘ'-কে প্রদান করে। 'ঘ' টাকাগুলিকে জাল বলে না জেনে গ্রহণ করে। 'ঘ' টাকাগুলি গ্রহণ করার পর আবিষ্কার করে যে ঐগুলি জাল এবং উহা এমনভাবে প্রদান করে দেয় যেন উহা জাল টাকা ছিল। এক্ষেত্রে 'ঘ' কেবল এই ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হবে, কিন্তু 'খ' ও 'গ' ২৩৯ বা ক্ষেত্র বিশেষে ২৪০ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–242. Possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof: Whoever, fraudulently or with intent that may be committed, is in possession of counterfeit coin, having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to three years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৪২। এমন ব্যক্তি কর্তৃক জাল মুদ্রা দখলকারণ যে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রা দখল করা কালে উহা জাল মুদ্রা বলে জানতঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন জাল মুদ্রা দখলে গ্রহণকরা কালে উক্ত মুদ্রা জাল বলে জেনে প্রতারণামূলকভাবে প্রতারণা অনুষ্ঠিত হতে পারে এই উদ্দেশ্যে জাল মুদ্রা দখল করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–243. Possession of Bangladesh coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof: Whoever,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

fraudulently or with intent that may be committed, is in possession of counterfeit coin, which is a counterfeit of Bangladesh coin, having known at the time when he became possessed of it that it was counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৪৩। এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশী মুদ্রা দখলকরণ, যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করার কালে উহা জাল মুদ্রা বলে জানতঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা করা যেতে পারে এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী মুদ্রার জাল মুদ্রা দখল করে এবং দখল করার কালে উহা জাল মুদ্রা বলে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ননার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

Sec.–244. Person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law: Whoever, being employed in any mint lawfully established in Bangladesh, does any act, or omits what he is legally bound to do, with the intention of causing any coin issued from that mint to be of a different weight of composition from the weight of composition fixed by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৪৪। টাকশালে নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক আইনবলে স্থিরীকৃত ওজন বা গঠন হতে ভিন্ন ওজন বা গঠনের মুদ্রা প্রস্তুত করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, বাংলাদেশে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন টাকশালে নিযুক্ত হয়ে টাকশাল হতে জারীকৃত কোন মুদ্রাকে আইনবলে স্থিরীকৃত ওজন বা গঠন হতে ভিন্ন ওজন বা গঠনের কোন মুদ্রায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে কোন কার্য করে বা যা করার জন্য সে আইনত বাধ্য তা করা হতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–245. Unlawfully taking coining instrument from mint: Whoever, without lawful authority, takes out of any mint lawfully established in Bangladesh, any coining tool or instrument, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–২৪৫। টাকাশাল হতে বেআইনীভাবে মুদ্রা তৈয়ারির যন্ত্র নিয়ে যাওয়াঃ যদি কোন আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে, বাংলাদেশে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন টাকশাল হতে মুদ্রা তৈয়ারির সাধনী বা যন্ত্র নিয়ে যায়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–246. Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of coin: Whoever, fraudulently or dishonestly performs on any coin any operation which diminishes the weight or alters the composition that coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Explanation. A person who scoops out part of the coin and puts anything else into the cavity alters the composition of that coin.

অনুবাদ॥ ধারা–২৪৬। প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে মুদ্রার ওজন হ্রাসকরণ বা গঠন পরিবর্তনকরণঃ কোন মুদ্রার উপর এমন কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে যদ্বারা ঐ মুদ্রার ওজন হ্রাস পায় বা গঠন পরিবর্তিত হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি মুদ্রার অংশবিশেষ কোদলায়ে তোলে এবং উহার গর্তে অন্য কিছু ঢুকায়ে দেয়, সে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রার গঠন পরিবর্তন করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–247. Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of Bangladesh coin: Whoever, fraudulently or dishonestly performs on any Bangladesh coin, any operation which diminishes the weight or alters the composition of that coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৪৭। প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে বাংলাদেশী মুদ্রার ওজন হ্রাসকরণ ও গঠন পরিবর্তন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে কোন বাংলাদেশী মুদ্রার উপর এমন কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে যদ্বারা উক্ত মুদ্রার ওজন হ্রাস পায় বা গঠন পরিবর্তন হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–248. Altering appearance of coin with intent that it shall pass as coin of different description: Whoever performs on any

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

coin any operation which alters the appearance of that coin, with the intention that the said coin shall pass as a coin of a different description, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to three years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৪৮। এই অভিপ্রায়ে কোন মুদ্রার রূপ পরিবর্তন করা যে উহা ভিন্ন বর্ণনার মুদ্রা হিসেবে চালু হবেঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মুদ্রা ভিন্ন হিসাবে চালু হবে এরূপ অভিপ্রায়ে উক্ত মুদ্রায় উপর এমন কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে, যাতে উহাতে রূপ পরিবর্তিত হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–249. Altering appearance of Bangladesh coin with intent that it shall pass as coin of different description: Whoever performs on any Bangladesh coin any operation which alters the appearance of that coin, with the intention that the said coin shall pass as a coin of a different description, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to three years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৪৯। এই অভিপ্রায়ে বাংলাদেশী মুদ্রার রূপ পরিবর্তন করা যে উহা ভিন্ন বর্ণনার মুদ্রা হিসেবে চালু হবেঃ যদি কোন ব্যক্তি এ অভিপ্রায়ে বাংলাদেশী মুদ্রার উপর এরূপ কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে যে, উক্ত মুদ্রার রূপ পরিবর্তন হয় এবং উক্ত মুদ্রা একটি ভিন্ন বর্ণনার মুদ্রা হিসেবে চালু হবে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec–250. Delivery of coin, possessed with knowledge that it is altered: Whoever, having coin in his possession with respect to which the offence defined in section 246 or 248 has been committed, and having known at the time when he became possessed of such coin that such offence had been committed with respect to it fraudulently or with intent that fraud may be committed delivers such coin to any other person, or attempts to induce any other person to receives the same, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–২৫০। পরিবর্তিত হয়েছে এরূপ অবগতি মতে দখলকৃত মুদ্রা হস্তান্তরকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৬ ও ২৪৮ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে মুদ্রার দখলকার হয়ে এবং সে অনুরূপ মুদ্রার দখলকার থাকাকালে উহা সম্পর্কে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জেনে প্রতারণামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে এই অভিপ্রায়ে অনুরূপ মুদ্রা কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে বা উহা গ্রহণ করার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec–251. Delivery of Bangladesh coin possessed with knowledge that it is altered: Whoever, having coin in his possession with respect to which the offence defined in section 247 or 249 has been committed, and having known at the time when he became possessed of such coin that such offence had been committed with respect to it fraudulently or with intent that fraud may be committed, delivers such coin to any other person, or attempts to induce any other person to receives the same, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৫১। পরিবর্তিত হয়েছে এরূপ অবগতি মতে অধিকৃত বাংলাদেশী মুদ্রা হস্তান্তর করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৭ ও ২৪৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে মুদ্রার দখলকার হয়ে এবং অনুরূপ মুদ্রার দখলকার হওয়ার কালে উহা সম্পর্কে জ্ঞাত থেকে, প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হতে পারে এ অভিপ্রায়ে, অপর কোন ব্যক্তি নিকট অনুরূপ মুদ্রা হস্তান্তর করে বা উহা গ্রহণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতেপারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec–252. Possession of coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof: Whoever, fraudulently or with intent that fraud may be committed, is in possession of coin with respect to which the offence defined in either of the sections 246 or 248 has been committed, having known at the time of becoming possessed thereof that that such offence had been committed with respect to such coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–২৫২। এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মুদ্রা দখল করা, যে উহা অধিকার করার কালে পরিবর্তিত বলে জানতঃ যদি কোন ব্যক্তি, প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হতে পারে এই অভিপ্রায়ে, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৬ ও ২৪৮ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে মুদ্রার দখলকার হয় এবং উক্ত মুদ্রার দখলকার হওয়ার কালে অনুরূপ মুদ্রা সম্পর্কে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec–253. Possession of Bangladesh coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof: Whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed, is in possession of coin with respect to which the offence defined in either of the sections 247 or 249 has been committed having known at the time of becoming possessed thereof that such offence had been committed with respect to such coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–২৫৩। এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশী মুদ্রার দখলকার হওয়া, যে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করার কালে জানত যে উহা পরিবর্তিত হয়েছেঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হতে পারে এ অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৭ ও ২৪৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে মুদ্রার দখলকার হয় এবং উহা তার দখলে আনার সময় অনুরূপ মুদ্রা সম্পর্কে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে জ্ঞাত থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–254. Delivery of coin as genuine which, when first possessed, the delivered did not know to be altered: Whoever delivers to any other person as genuine or as a coin of a different description from what it is, or attempts to induce any person to receives as genuine, or as a different coin from what it is, any coin in respect of which he knows that any such operation as that mentioned in sections 246, 247, 248 or 249 has been performed, but in respect of which he did not, at the time when he took it into his possession, know that such operation had been performed, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

with fine to an amount which may extend to ten times the value of the coin for which the altered coin is passed, or attempted to be passed.

অনুবাদ॥ ধারা- ২৫৪। এমন মুদ্রা খাঁটি বলে প্রদান করা যা প্রথম দখল করার সময় পরিবর্তিত হয়েছিল বলে প্রদানকারীর জানা ছিল নাঃ যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন মুদ্রা অপর কোন ব্যক্তির নিকট খাঁটি বলে বা উহা যে মুদ্রা তা হতে ভিন্ন বর্ণনার কোন মুদ্রা বলে এমন কোন মুদ্রা প্রদান করে অথবা এমন কোন মুদ্রা খাঁটি বলে বা উহা যে মুদ্রা তা হতে ভিন্নতর বর্ণনার মুদ্রা বলে গ্রহণ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৬, ২৪৭ ও ২৪৮ বা ২৪৯ ধারায় উল্লিখিত কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছে বলে সে জানে, কিন্তু উহা তার দখলে আসার কালে উক্ত মুদ্রা সম্পর্কে অনুরূপ কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছে বলে সে জানত না, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দু বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ যে মুদ্রার জন্য পরিবর্তিত মুদ্রা চালানো হয় বাচালানোর উদ্যোগ করা হয়, সে মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

Sec.–255. Counterfeiting Government stamp: Whoever counterfeits, or knowingly performs any part of the process of counterfeiting, any stamp issued by Government for the purpose of revenue, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

Explanation. A person commits this offence who counterfeits by causing a genuine stamp of one denomination to appear like a genuine stamp of a different denomination.

অনুবাদ॥ ধারা–২৫৫। সরকারী স্ট্যাম্প জালকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি রাজস্বের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কোন স্ট্যাম্প জাল করে বা জ্ঞাতসারে জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি এক শ্রেণীর খাঁটি স্ট্যাম্পকে ভিন্ন শ্রেণীর খাঁটি স্ট্যাম্পের সদৃশ করে জাল করে, সে ব্যক্তি এই অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–256. Having possession of instrument or material for counterfeiting Government stamp: Whoever has in his possession any instrument of material for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

purpose of counterfeiting any stamp issued by Government for the purpose to revenue, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা—২৫৬। সরকারী স্ট্যাম্প জাল করার যন্ত্র বা উপাদান দখলে রাখাঃ যদি কোন ব্যক্তি, রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কোন স্ট্যাম্প জাল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন যন্ত্র বা উপাদান তার দখলে রাখে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–257. Making or selling instrument for counterfeiting Government stamp: Whoever makes or performs any part of the process of making, or buys, or sells, or disposes of, any instrument for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for the purpose of counterfeiting any stamp issued by Government for the purpose of revenue, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা—২৫৭। সরকারী স্ট্যাম্প জালকরণার্থ যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয় করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কোন স্ট্যাম্প জাল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ কার্যে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন যন্ত্র প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, অথবা ক্রয় করে বা বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–258. Sale of counterfeit Government stamp: Whoever sells, or offers for sale, any stamp which he knows or has reason to believe to be a counterfeit of any stamp issued by Government for the purpose of revenue, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা—২৫৮। জাল সরকারী স্ট্যাম্প বিক্রয় করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, এরূপ কোন স্ট্যাম্প বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে যা রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রকাশিত যেকোন স্ট্যাম্পের জাল বলে সে জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–259. Having possession of counterfeit Government stamp: Whoever has in his possession any stamp which he knows to be a counterfeit of any stamp issued by Government for the purpose of revenue, intending to use, or dispose of the same as a genuine stamp, or in order that it may be used as a genuine stamp, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৫৯। জাল সরকারী স্ট্যাম্প দখলে রাখাঃ যদি কোন ব্যক্তি স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার বা হস্তান্তরের অভিপ্রায়ে অথবা উহা একটি খাঁটি স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এই অভিপ্রায়ে এরূপ কোন স্ট্যাম্প তার অধিকারে রাখে যা রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কোন স্ট্যাম্পের জাল বলে সে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–260. Using as genuine a Government stamp known to be counterfeit: Whoever uses as genuine any stamp, knowing it to be a counterfeit of any stamp issued by Government for the purpose of revenue, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to seven years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৬০। জাল বলে পরিচিত কোন সরকারী স্ট্যাম্প খাঁটি বলে ব্যবহার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি যেকোন স্ট্যাম্পকে রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কোন স্ট্যাম্পের জাল বলে জেনেও উহা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানাদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–261. Effacing writing from substance bearing Government stamp, or removing from document a stamp used for it, with intent to cause loss to Government: Whoever fraudulently or with intent to cause loss to the Government, removes of effects from any substance, bearing any stamp issued by Government for the purpose of revenue, any writing, or document for which such stamp has been used, or removes from any writing or document a stamp which has

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

been used for such writing or document, in order that such stamp may be used for a different writing or document, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–২৬১। সরকারের ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারী স্ট্যাম্প ধারক কোন বস্তু হতে লেখা নিশ্চিহ্ন করা বা দলিল হতে উহার জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প তুলে ফেলাঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা সরকারের ক্ষতিসাধনকল্পে রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কোন স্ট্যাম্প ধারক কোন বস্তু হতে যে লেখা বা দলিলের জন্য অনুরূপ স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়েছে, সে লেখা বা দলিল অপসারণ করে, অথবা কোন স্ট্যাম্প কোন ভিন্ন বা লেখা দলিলের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এই উদ্দেশ্যে কোন লেখা বা দলিলে যে স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়েছে অনুরূপ লেখা বা দলিল হতে সে স্ট্যাম্প অপসারণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার করাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–262. Using Government stamp known to have been before used: Whoever fraudulently or with intent to cause loss to the Government, uses for any purpose a stamp issued by Government for the purpose of revenue, which he knows to have been before used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–২৬২। পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে বলে পরিচিত সরকারী স্ট্যাম্প ব্যবহার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা সরকারের ক্ষতিসাধন কল্পে সরকার কর্তৃক রাজস্বের নিমিত্ত প্রকাশিত কোন স্ট্যাম্প, যা পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানে, তা যেকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিদ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–263. Erasure of mark denoting that stamp has been used: Whoever fraudulently or with intent to cause loss to the Government, erases or removes from a stamp issued by Government for the purpose of revenue, any mark, put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting that the same has been used, or knowingly has in his possession or sells or dispose of any such stamp from which such mark has been erased or removed, or sells or disposes of any such stamp which he knows to have been used, shall be punished

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৬৩। স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ অর্থসূচক চিহ্ন মুছে ফেলাঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা সরকারের ক্ষতিসাধনকল্পে সরকার কর্তৃক রাজস্বের নিমিত্ত প্রকাশিত কোন স্ট্যাম্প হতে, উহা ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ অর্থ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ স্ট্যাম্পের উপর প্রযুক্ত বা স্থাপিত কোন চিহ্ন মুছে ফেলে বা অপসারণ করে, অথবা যে স্ট্যাম্প হতে অনুরূপ চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে বা অপসারিত হয়েছে সে স্ট্যাম্প জ্ঞাতসারে তার দখলে রাখে বা বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে অথবা যে স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়েছে। বলে সে জানে সে স্ট্যাম্প বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–1263A. Prohibition of fictitious stamps: (1) Whoever–

(a) makes, knowingly utters deals in or sell any fictitious, stamp, or knowingly uses for any postal purpose any fictitious stamp, or

(b) has in his possession, without lawful excuse, any fictitious stamp, or

(c) makes or without lawful excuse, has in his possession any die, plate, instrument of materials for making any fictitious stamp.

shall be punished with fine which may extend to two hundred taka.

(2) Any such stamp, die, plate, instrument, or materials in the possession of any person for making any fictitious stamp may be seized and shall be forfeited.

(3) In this section "fictitious stamp" means any stamp falsely purporting to be issued by Government for the purpose of denoting a rate of postage or any facsimile or imitation or representation whether on paper or otherwise of any stamp issue by Government for that purpose.

(4) In this section and also in section 255 to 263 both inclusive, the word "Government" when used in connection with, or in reference to any stamp issued for the purpose of denoting a rate of postage shall notwithstanding any thing in section 17, be deemed to include the person or persons authorized by law to administer

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

executive government in any part of Bangladesh, and also in any part of Her Majesty's dominions or in any foreign country.

অনুবাদ ॥ ধারা—২৬৩ক। অসত্য স্ট্যাম্পসমূহ নিষিদ্ধকরণঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন কৃত্রিম স্ট্যাম্প প্রস্তুত করে, জ্ঞাতসারে চালু করে, উহার কারবার করে বা বিক্রয় করে অথবা জ্ঞাতসারে ডাক সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্যে কৃত্রিম স্ট্যাম্প ব্যবহার করে; অথবা

(খ) বৈধ অজুহাত ব্যতিরেকে তার অধিকারে কোন কৃত্রিম স্ট্যাম্প রাখে; অথবা

(গ) কোন কৃত্রিম স্ট্যাম্প প্রস্তুত করার ছাঁচ, ফলক, যন্ত্র বা উপাদান প্রস্তুত করে বা বৈধ অজুহাত ব্যতিরেকে তার অধিকারে রাখে, সে ব্যক্তি জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ দু'শ টাকা পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

(২) যেকোন স্ট্যাম্প প্রস্তুতির জন্য যেকোন ব্যক্তির অধিকারভুক্ত অনুরূপ যেকোন স্ট্যাম্প প্রস্তুতির জন্য যেকোন ব্যক্তির অধিকারভুক্ত অনুরূপ যেকোন স্ট্যাম্প, ছাঁচ, ফলক, যন্ত্র বা উপাদান হস্তগত করা যাবে এবং তৎসর বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

(৩) এই ধারা 'কৃত্রিম' স্ট্যাম্প বলতে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ডাক মাশুলের হার বা যেকোন স্ট্যাম্পের পত্রের উপরই হোক বা প্রকারান্তরেই হোক, যেকোন প্রতিরূপ, প্রতিকল্পের অর্থ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্র কাশিত বলে মিথ্যাভাবে অধিগম্য যেকোন স্ট্যাম্পকে বুঝাবে।

(৪) এই ধারায় এবং তদুপরি ২৫৫ হতে ২৬৩ ধারায় ও উভয়সহ ডাক-মাশুলের হার জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত যেকোন স্ট্যাম্প সম্পর্কে বা তৎপ্রতি উল্লেখের ক্ষেত্রে 'সরকার' শব্দে, ১৭ ধারায় যা-ই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের যেকোন অংশে বা যেকোন বৈদেশিক রাষ্ট্রে কার্য নির্বাহক সরকার পরিচালনা করার জন্য আইনবলে ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাবে।

CHATER XIII
OF OFFENCES RELATING TO WEIGHTS AND MEASURES
বাটখারা ও মাপকাঠি সংক্রান্ত

Sec.–264. Fraudulent use of false instrument for weighing: Whoever fraudulently uses any instrument for weighing which he knows to be false, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to any year or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা—২৬৪। ওজনের জন্য অপ্রকৃত যন্ত্রের প্রতারণামূলক ব্যবহারঃ যদি কোন ব্যক্তি ওজনের জন্য প্রতারণামূলকভাবে এমন কোন যন্ত্র ব্যবহার করে, যা সে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপ্রকৃত বলে জানে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–265. Fraudulent use of false weight or measure: Whoever fraudulently uses any false weight or false measure of length or capacity, or fraudulently uses any weight or any measure of length or capacity as a different weight or measure from what it is, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to one year, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–২৬৫। অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠির প্রতারণামূলক ব্যবহারঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে কোন অপ্রকৃত বাটখারা অথবা দৈর্ঘ্য বা পরিমাণের কোন অপ্রকৃত মাপকাঠি ব্যবহার করে অথবা প্রতারণামূলকভাবে কোন বাটখারা অথবা দৈর্ঘ্য বা পরিমাপের মাপকাঠিকে উহা যে বাটখারা বা মাপকাঠি তা হতে ভিন্ন বাটখারা বা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–266. Being in possession of false weight or measure: Whoever is in possession of any instrument for weighing, or of any weight, or of any measure of length or capacity, which he knows to be false and intending that the same may be fraudulently used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–২৬৬। অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠির অধিকারী হওয়াঃ যদি কোন ব্যক্তি, ওজন করার যেকোন যন্ত্র বা কোন বাটখারা বা দৈর্ঘ্য পরিমাপের যেকোন মাপকাঠি অসত্য বলে জেনে এই উদ্দেশ্যে দখলে রাখে যে, উহা প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–267. Making, or selling false weight or measure: Whoever makes, sells or disposes of any instrument for weighing, or any weight, or any measure of length or capacity which he knows to be false, in order that the same may be used as true, or knowing that the same is likely to be used as true, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা—২৬৭। অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠি প্রস্তুত বা বিক্রয় করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, প্রকৃত হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বা সত্য হিসাবে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জেনেও ওজন করার এমন কোন যন্ত্র বা কোন বাটখারার দৈর্ঘ্য বা পরিমাপের কোন মাপকাঠি প্রস্তুত করে বা বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে, যা সে মিথ্যা বলে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER–XIV
OF OFFENCES AFFECTING THE PUBLIC HEALTH, SAFETY, CONVENIENCE, DECENCY AND MORALS.
জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শোভনতা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

Sec–268. Public nuisance: A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty an illegal omission which cause any common injury, danger or annoyance to the public or to the people general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right.

A common nuisance is not excused on the ground that is causes some convenience or advantage.

অনুবাদ॥ ধারা—২৬৮। গণ-উপদ্রবঃ যদি কোন ব্যক্তি, এমন কার্য করে বা এমন কোন বেআইনী বিচ্যুতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, যা পরিপার্শ্বে বসবাসকারী, সম্পত্তির ব্যবহারকারী বা জনসাধারণ বা সাধারণভাবে জনগণের কোন সাধারণ ক্ষতি, বিপদ বা বিরক্তি সৃষ্টি করে, অথবা যা অনিবার্যভাবে যে জনগণ কোন গণ-অধিকার ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করতে পারে, সে জনগণের ক্ষতি, বিপত্তি, বিপদ বা বিরক্তি সৃষ্টি করবে, সে ব্যক্তি গণ-উপদ্রব্যের অপরাধে দোষী বলে সাবস্ত হবে।

কিছু সুবিধা বা সুযোগ সৃষ্টি করার অজুহাতে কোন সাধারণ উপদ্রব ক্ষমা করা যেতে পারে না।

আলোচনা

দন্ডবিধির ২৬৮ ধারায় গণউৎপাতের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন জ করে বা এমন কোন কাজ করা হতে বেআইনীভাবে বিরত থাকে, যার ফলে সর্বসাধারণ বা সাধারণভাবে নিকটবর্তী সম্পত্তির মালিক বা অধিবাসী ব্যক্তিদের কোন ক্ষতি হয়, বিপদাশঙ্কা হয় বা বিরক্তি উৎপাদন হয়, কিংবা যার ফলে যেসব ব্যক্তি সর্বসাধারণের কোন অধিকার ব্যবহার করতে যাবে,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

তাদের অবশ্যই ক্ষতিসাধন, ব্যাঘাত, বিপদাশঙ্কা বা বিরক্তি উৎপাদন হবে, সে ব্যক্তি সর্বসাধারণের আপদ সংঘটনের দরুন দোষী সাব্যস্ত হবে।

কোন গণ উৎপাত কিছুটা সুবিধা বা সুযোগ প্রদান করেছে, এই অজুহাতে সে গণ উৎপাত মার্জনা পাবে না।

উপাদানঃ গণ উৎপাতের উপরোক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা এর নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখতে পাইঃ

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন একটি কাজ করে বা করা হতে বে-আইনীভাবে বিরত থাকে;

(২) এরূপ কার্য করা বা করা হতে বেআইনীভাবে বিরত থাকা জনগণের বা সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন, বিরক্তি, ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বা বিপদাশংকা দেখা দেয়।

প্রসঙ্গত মামলাঃ এস্ এইচ মাহমুদ বনাম মোঃ জাহাঙ্গির [PLD (1968) Dhaka 823] মামলায় এমর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী কর্তৃক বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনার ফলে যদি শব্দের সৃষ্টি হয় এবং তা যদি জনগণের আরাম আয়েসের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তবে উহা গণ-উৎপাত হিসেবে বিবেচিত হবে।

Sec.–269. Negligent act likely to spread infection of diseases dangerous to life: Whoever unlawful or negligently does any act which is, and which he knows or has reason to believe to be, likely to spread the infection of any disease dangerous to life, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৬৯। অবহেলাজনিত কার্য, যার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী রোগের সংক্রমণ বিস্তার লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছেঃ যদি কোন ব্যক্তি, বেআইনীভাবে ও অবহেলাজনকভাবে এমন কোন কার্য করে, যার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী কোন রোগের সংক্রমণ বিস্তার লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী রোগের সংক্রমণ বিস্তার লাভ করতে পারে বলে সে জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–270. Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life: Whoever malignantly does any act which is which he knows or has reason to believe to be, likely to spread the infection of any disease dangerous to life, shall be punished with

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

imprisonment of either description for a term which may intend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭০। বিদ্বেষপূর্ণ কার্য, যার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী রোগের সংক্রমণ বিস্তার লাভের সম্ভাবনা রয়েছেঃ যদি কোন ব্যক্তি বিদ্বেষপূর্ণভাবে এমন কোন কার্য করে, যার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী কোন রোগের সংক্রমণ বিস্তার লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী কোন রোগের সংক্রমণ বিস্তার লাভ করে বলে সে জানে বা তার বিশ্বাস রক্ষার কারণ থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–271. Disobedience to quarantine rule: Whoever knowingly disobeys any rule made and promulgated by the Government for putting any vessel into a state of quarantine, or for regulating the intercourse of vessels in a state of quarantine with the shore of with other vessels, or for regulating the intercourse between places where an infection disease prevails and other places, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six moths, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭১। সঙ্গরোধ সংক্রান্ত নিয়ম অমান্য করাঃ যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে, জাহাজকে সঙ্গরোধাবস্থায় রাখার জন্য বা সঙ্গরোধাবস্থায় স্থাপিত জাহাজসমূহের উপকূলের সাথে বা অন্যান্য জাহাজের সাথে মেলামেশা নিয়ন্ত্রণের জন্য বা যে স্থানসমূহে সংক্রামক ব্যাধি বিদ্যমান রয়েছে, সে স্থানসমূহ ও অন্যান্য স্থানসমূহের মধ্যে মেলামেশা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত বা জারীকৃত কোন নিয়ম অমান্য করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার করাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–272. Adulteration of food or drink intended for sale: Whoever adulterates any article of food or drink, so as to make such article noxious as food ordrink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭২। বিক্রয়ের জন্য অভিপ্রেত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশানঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্যকে খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উহা খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জেনেও কোন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে এমনভাবে ভেজাল মিশায় যাতে অনুরূপ দ্রব্য খাদ্য বা পানীয় হিসাবে ক্ষতিকর হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–273. Sale of noxious food or drink: Whoever sells, or offers or exposes for sale, as food or drink, any article which has been rendered or has become noxious, or is an a state unfit food or drink, knowing or having reason to believe that the same is noxious as food or drink, shall de punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six month, or with fine which may ex to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭৩। ক্ষতিকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়ঃ যদি কোন ব্যক্তি খাদ্য বা পানীয় হিসাবে ক্ষতিকর এই কথা জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে দ্রব্য ক্ষতিকর হয়ে পড়েছে বা ক্ষতিকর বানায়েছে বা খাদ্য বা পানীয়রূপে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে, সে দ্রব্যকে খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দন্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–274. Adulteration of drugs: Whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficacy or change the operation of such drug or medical preparation, or to make it noxious, intending that it shall be sold or used for, or knowing it to be likely that it will be sold or used for, any medicinal purpose, as if it had not undergone such adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭৪। ভেষজ পদার্থে ভেজাল মিশানঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ভেষজ পদার্থ বা প্রস্তুত ঔষধ কোন চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে উহাতে ভেজাল মিশান হয়নি বলে বিক্রীত বা ব্যবহৃত হবে এরূপ উদ্দেশ্য বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও উক্ত ভেষজ পদার্থ বা প্রস্তুত ঔষধে এমনভাবে ভেজাল মিশায়, যাতে অনুরূপ ভেষজ পদার্থ বা প্রস্তুত ঔষধের উপযোগিতা হ্রাস পায় বা উহার কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয় বা ক্ষতিকর হয়ে পড়ে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয়মাস পর্যন্ত

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–275. Sale of adulterated drugs: Whoever, knowing any drug or medical preparation to have been adulterated in such a manner as to lessen it efficacy to change its operation, or to render it noxious, sells the same, or offers or exposes it for sale, or issues it from any dispensary for medicinal purposes as unadulterated, or causes it to be use for medicinal purposes by any person not knowing of the adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭৫। ভেজাল মিশ্রিত ভেষজ পদার্থসমূহ বিক্রয় করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন ভেষজ পদার্থ বা প্রস্তুত ঔষধ যাতে এমনভাবে ভেজাল মিশান হয়েছে, যাতে উহার উপযোগিতা হ্রাস পায় বা কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয় বা ক্ষতিকর হয়ে পড়ে, এই তথ্য জেনেও উহা বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে বা প্রদর্শন করে বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উহা ভেষজ মিশ্রিত নহে বলে কোন ঔষধালয় হতে প্রদান করে, কিংবা ভেজাল মিশানোর কথা জানে না এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করায়, সে বক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–276. Sale of drug as a different drug or preparation: Whoever, knowingly sells, or offers or exposes for sale, or issues from a dispensary for medicinal purposes, any drug or medicinal preparation, as a different drug or medical preparation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭৬। কোন ভেষজকে ভিন্নতর ভেষজ বা প্রস্তুত প্রক্রিয়া হিসেবে বিক্রয় করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, জ্ঞাতসারে কোন ভেষজ পদার্থ বা ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে কোন ভিন্ন ভেষজ পদার্থ বা প্রস্তুত ঔষধ হিসেবে বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে বা প্রদর্শন করে বা চিকিৎসার ব্যাপারে কোন ঔষধালয় হতে প্রদান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–277. Fouling water of public spring or reservoir: Whoever voluntarily corrupts or fouls the water of any public spring or reservoir, so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used, shall punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred taka or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭৭। সরকারী প্রস্রবণ বা জলাধারের জল অপরিষ্কার করাঃ যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন সরকারী প্রস্রবণ বা জলাধারের জল এমনভাবে দূষিত বা কলুষিত করে যে, উক্ত জল সাধারণত যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, সে উদ্দেশ্যে ব্যবহারের বেলায় উহার উপযোগিতা হ্রাস পায়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–278. Making atmosphere noxious to health. Whoever voluntarily vitiates the atmosphere in any place so as to make it noxious to the health of persons in general dwelling or carrying business in the neighborhood or passing along a public way, shall be punished with fine which may extend to five hundred taka.

অনুবাদ॥ ধারা–২৭৮। আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর করে তোলাঃ যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন স্থানের আবহাওয়া এমনভাবে দূষিত করে তোলে, যাতে উহা উক্ত স্থানের পরিপার্শ্বে সাধারণভাবে বসবাসকারী বা ব্যবসায় পরিচালনাকারী বা কোন রাজপথ অতিক্রমকারী ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে পড়ে, সে ব্যক্তি জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

Sec.–279. Rash driving or riding on a public way: Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine which may, subject minimum of one thousand taka, extend to five thousand taka or with both.

Explanation. Any person driving any vehicle, or riding, on any public way, in a speed which exceeds the limit prescribed in this behalf be or under any law for the time being in force shall, for the of this section, be deemed to have driven so rashly or negligently as to endanger human life, or cause hurt or injury to any other person.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–২৭৯। রাজপথে বেপরোয়া গাড়ি চালান বা অশ্বারোহনঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন জনপথে এমন বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সাথে কোন যান চালায় বা অশ্বারোহণ করে যাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হতে পারে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে আহত বা জখম করার সম্ভাবনা থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ ন্যূনপক্ষে এক হাজার টাকা এবং যা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য রাস্তায় যদি এরূপ দ্রুত কোন যান বা অশ্ব চালনা করেন যার গতি আপাতত বলবৎ করে আইনের দ্বারা বা অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত গতিসীমা অতিক্রম করে, তাহলে তিনি এই ধারার উদ্দেশ্যে মনুষ্য জীবন বিপন্ন করা অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা বা আহত করার মত বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাজনকভাবে যান বা অশ্ব চালনা করেছেন বলে গণ্য হবেন।

Sec.–280. Rash navigation of vessel: Whoever navigates any vessel in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৮০। বেপরোয়া জাহাজ চালানঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সাথে কোন জাহাজ চালায়, যাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হতে পারে বা বিপন্ন কোন ব্যক্তিকে আহত বা জখম করার সম্ভাবনা থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–281. Exhibition of false light, mark or buoy: Whoever exhibits any false light, mark or buoy, intending or knowing it to be likely that such exhibition will mislead any navigator, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৮১। কৃত্রিম বাতি, নিদর্শন বা বয়াপ্রদর্শনঃ যদি কোন ব্যক্তি, এরূপ উদ্দেশ্যে সম্ভাবনা রয়েছে জেনে, কোন কৃত্রিম বাতি, নিদর্শন বা বয়াপ্রদর্শন করে যে, অনুরূপ প্রদর্শনের ফলে কোন নাবিক বিপদগামী হবে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ec.–282. Conveying person by water for hire in unsafe or verloaded vessel: Whoever knowingly or negligently conveys, or use to be conveyed for hire, any person by water in any vessel, hen that vessel is in such a state or so loaded as to endanger the life that person, shall be punished with imprisonment of either scription for a term which may extend to six months, or with fine whic ay extend to one thousand taka, or with both.

নুবাদ॥ ধারা–২৮২। ভাড়ার জন্য নিরাপত্তাহীন বা অতিরিক্ত বোঝাইকৃত হাজযোগে জলপথে লোক বহন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি ভাড়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে পথে এমন কোন জাহাজযোগে জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে পরিবহন করে বা রিবাহিত করায় যে জাহাজ এমন অবস্থায় রয়েছে বা এরূপে বোঝাই করা হয়েছে, তে উক্ত ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হতে পারে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার য়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা র্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ec.–283. Danger or obstruction in public way or line of avigation: Whoever, by doing any act, or by omitting to take order ith any property in his possession or under his charge, causes nger, obstruction or injury to any person in any public way or public ne of navigation shall be punished with fine which may extend to vo hundred taka.

নুবাদ॥ ধারা–২৮৩। রাজপথে বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নৌপথে বিপদ বা ধার সৃষ্টি করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন কার্য সম্পাদন করে বা তদীয় দখলভুক্ত বা দীয় তত্ত্বাবধানাধীন কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত আদেশ পালনে ত্রুটি করে, কোন ব্যক্তির পদ ঘটায়, তাকে বাধাদান করে বা তার ক্ষতিসাধন করে, সে ব্যক্তি জরিমানা দণ্ডে, র পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

ec.–284. Negligent conduct with respect to poisonous substance: Whoever dose, with any poisonous substance, any act in a manner so sh or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause rt or injury to any person.

or knowingly or negligently omits to take such order with any isonous substance in his possession as is sufficient to guard against obable danger to human life from such poisonous substance,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks : www.facebook.com/tanbir.ebooks

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৮৪। বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে কোন কাজ এরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে, যাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হয় বা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করার সম্ভাবনা থাকে; অথবা

জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় দখলভুক্ত কোন বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ বিষাক্ত বস্তু হতে উদ্ভুত মনুষ্য জীবনের প্রতি কোন সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে;

সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–285. Negligent conduct with respect to fire or combustible matter: Whoever does, with fire or any combustible matter, any act so rash ly or neligently as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person,
or Knowingly or neligently omits take such order with any fire or any combustible matter in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such fire or combustible matter; shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six month, or with five which may extend one thousand [taka], or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৮৫। অগ্নি বা দাহ্য বস্তু সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ আচরণঃ যদি কোন ব্যক্তি, অগ্নি বা কোন দাহ্য বস্তু সম্পর্কে কোন কাজ এরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে, যাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হয় বা অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করার সম্ভাবনা থাকে; অথবা

জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় দলভুক্ত যেকোন অগ্নি বা যেকোন দাহ্য বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ অগ্নি বা দাহ্য বস্তু হতে উদ্ভুত মনুষ্য জীবনের কোন সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে,

সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার করাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–286. Negligent conduct with respect to explosive substance: Whoever does, with any explosive substance, any act so rashly or negligently as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Or knowingly or negligently omits to take such order with any explosive substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from that substance.

Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৮৬। বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ আচরণঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন বিস্ফোরক বস্তু সম্পর্কে কোন কাজ এরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে, যাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হয় বা অপর কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করার সম্ভাবনা থাকে; অথবা

জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় অধিকারভুক্ত কোন বিস্ফোরক বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ বিস্ফোরক বস্তু হতে উদ্ভূত মনুষ্য জীবনের প্রতি কোন সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে,

সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার করাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–287. Negligent conduct with respect to machinery: Whoever does, with any machinery, any act so rashly or negligently as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person.

or knowingly or negligently omits to take such order with any machinery in his possession or under hic care as is sufficient to guard against any probable danger to human life form such machinery,

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৮৭। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে কোন কাজ এরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে, যাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হয় বা অপর কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করার সম্ভাবনা থাকে; অথবা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় দখলভুক্ত বা তদীয় তত্ত্বাবধানাধীন কোন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে, অনুরূপ যন্ত্রপাতি হতে উদ্ভূত মনুষ্য জীবনের প্রতি সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে;

সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–288. Negligent conduct with respect to pulling down or repairing building: Whoever, in pulling down or repairing any building, knowingly or negligently omits to take such order with that building as is sufficient to guard against any probable danger to human life from the fall of that building, or of any part thereof, shall be punished imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৮৮। দালানসমূহ ভেঙ্গে ফেলা বা মেরামত করার ব্যাপারে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন দালান ভেঙ্গে ফেলার বা মেরামত করার ব্যাপারে জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে উক্ত দালান বা উহার কোন অংশের পতন হতে উদ্ভূত মনুষ্য জীবনের প্রতি কোন সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–289. Negligent conduct with respect to animal: Whoever knowingly or negligently omits to take such order with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life, or any probable danger of grievous hurt from such animal, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৮৯। প্রাণী সম্পর্কে তাচ্ছিল্য আচরণঃ যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় দখলভুক্ত কোন প্রাণী সম্পর্কে অনুরূপ প্রাণী হতে উদ্ভূত মনুষ্য জীবনের প্রতি কোন সম্ভাব্য বিপদের বা কোন সম্ভাব্য গুরুতর আঘাতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–290. Punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for: Whoever commits a public nuisance any case not otherwise punishable by this Code, shall be punished with fine which may extend to two hundred taka.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯০। প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত নহে এরূপ ক্ষেত্রসমূহে গণ-উপদ্রবের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি, প্রকারান্তরে এই বিধিবলে দণ্ডনীয় নহে এরূপ ক্ষেত্রে কোন গণ-উপদ্রব অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

Sec.–291. Continuance of nuisance after injunction to discontinue: Whoever repeats or continues a public nuisance, having been enjoined by any public servant who has lawful authority to issue such injunction not to repeat or continue such nuisance, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯১। গণ-উপদ্রব বন্ধ করার নির্দেশদানের পরও উহা অব্যাহত রাখাঃ যদি কোন ব্যক্তি গণ-উপদ্রব পুনরায় অনুষ্ঠান না করার বা অব্যাহত না রাখার ব্যাপারে কোন নির্দেশ জারী করার জন্য আইনানুগ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আদিষ্ট হবার পরেও গণ-উপদ্রব পুনরায় অনুষ্ঠান করে বা অব্যাহত রাখে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–292. Sale, etc. of obscene books, etc.: Whoever–

(a) sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits or in any manner puts into circulation, or for purposes of sale, hire, distribution, public exhibition of circulation, makes, produces or has in his possession any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure or any others obscene object whatsoever, or

(b) Imports, exports orconvevs any obscene object for any of the purposes aforesaid, or knowing or having reason to believe that such object will be sold, let to hire, distributed or publicly exhibited or in any manner put into circulation, or

(c) takes part in or receives profits form any business in the course of which he knows or has reason to believe that any such

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

obscene objects are, for any of the purposes aforesaid, made, produced, purchased, kept, imported, exported, conveyed, publicly exhibited or in any manner put into circulation, or

(d) advertises or makes known by any means whatsoever that any person is engaged or is ready to engage in any act which is an offence under this section, or that any such obscene object can be procured from or through any person, or

(e) offers or attempts to do any act which is an offence under this section,

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Exception. This section does not extend to and book, pamphlet, writing, drawing or painting kept or used bona fide for religious purpose or any representation sculptured, engraved, painted or otherwise represented on or in any temple, or on any car used for the conveyance of idols, or kept or used for any religious purpose.

অনুবাদ ॥ ধারা—২৯২। অশ্লীল পুস্তক ইত্যাদির বিক্রয় ইত্যাদিঃ যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন অশ্লীল পুস্তক, পুস্তিকা, কাগজ, অংকন, চিত্র, কল্পমূর্তি বা মূর্তি বা অন্য যেকোন প্রকারে অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করে, ভাড়া দেয়, বিতরণ করে, প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করে বা যেকোন প্রকারে প্রচার করে অথবা বিক্রয়, ভাড়া, বিতরণ, প্রকাশ্যে প্রদর্শন বা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে, উৎপাদন করে বা নিজের দখলে রাখে; অথবা

(খ) যেকোন অশ্লীল বস্তু পূর্বোক্ত যেকোন উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ বস্তু বিক্রয় করা হবে, ভাড়া দেয়া হবে বা প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করা হবে বা যেকোন প্রকারে প্রচার করা হবে বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও আমদানি-রফতানি বা পরিবহন করে; অথবা

(গ) এমন কোন ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করে বা উহার মুনাফায় শরীক হয়, যে ব্যবসায় পরিচালনাকালে অনুরূপ অশ্লীল বস্তুসমূহ পূর্বোক্ত যেকোন উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, উৎপাদান, ক্রয়, সংরক্ষণ, আমদানী, রফতানি, পরিবহন প্রকাশ্যে প্রদর্শন বা যেকোন প্রকারে প্রচার করা হয় বলে সে জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে; অথবা

(ঘ) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীনে অপরাধরূপে পরিগণিত কোন কার্যে নিযুক্ত রয়েছে বা নিযুক্ত হবার জন্য তৈয়ার আছে, অথবা অনুরূপ যেকোন অশ্লীল বস্তু যেকোন ব্যক্তির নিকট হতে বা মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে বলে যেকোন প্রকারে বিজ্ঞাপন দান করে বা জানায়; অথবা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ঙ) এই ধারার অধীনে অপরাধরূপে পরিগণিত কোন কার্যসম্পাদনের প্রস্তাব করে বা উদ্যোগ করে;

সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পযর্ন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যতিক্রমঃ এই ধারা প্রকৃতই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা ব্যবহৃত পুস্তক, লেখা, অংকন বা চিত্র, অথবা যেকোন মন্দিরের উপর বা অভ্যন্তরে বা প্রতিমাসমূহ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত যেকোন মোটরগাড়ির উপরে খোদাইকৃত, মিনাকৃত চিত্রিত বা প্রকারান্তরে প্রতিচিত্রিত অথবা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত কল্পমূর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

Sec.–293. Sale, etc., of obscene objects to young person: Whoever sells, lets to hire, distributes, exhibits or circulates to any person under the age of twenty years any such obscene object as is referred to in the last preceding section, or offers or attempts so to do, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯৩। **অল্প বয়স্ক ব্যক্তির নিকট অশ্লীল বস্তু বিক্রয় ইত্যাদিঃ** যদি কোন ব্যক্তি, বিশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তির নিকট পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উল্লিখিত কোন অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করে, ভাড়া দেয়, বিতরণ করে, প্রদর্শন করে বা প্রচার করে, অথবা এরূপ করার প্রস্তাব বা উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–294. Obscene acts and songs: Whoever, to the annoyance of others,

(a) does any obscene act in any public place, or

(b) sings, recites or utters any obscene songs, ballad or words, in or near any public place,

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯৪। **অশ্লীল কার্য ও সঙ্গীত করাঃ** যদি কোন ব্যক্তি, অন্যদের বিরক্তি সৃষ্টি করে (ক) কোন প্রকাশ্য স্থানে কোন অশ্লীল কার্য করে, অথবা (খ) কোন প্রকাশ্য স্থানে বা তন্নিকটে কোন অশ্লীল গান, গাঁথা, সঙ্গীত বা পদাবলী গায়, আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–294A. Keeping lottery office: Whoever keeps any office or place for the purposes of drawing any lottery not being a State lottery or a lottery authorized by the Government shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine. or with both.

And whoever publishes any proposal to pay any sum, or to deliver any goods, or to do or. forbear doing anything for the benefit of any person, on any event or contingency relative or applicable to the drawing of any ticket lot, number or figure in any such lottery shall be punished with fine which may extend to one thousand taka.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯৪ক। লটারি অফিস পরিচালনা করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রীয় লটারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন লটারি নহে এরূপ কোন লটারি অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে কোন অফিস বা স্থান সংরক্ষণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এবং যে ব্যক্তি, অনুরূপ কোন লটারিতে কোন টিকিট, ভাগ্য পরীক্ষা (লট), সংখ্যা বা অংকের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা তৎপ্রতি প্রযোজ্য কোন ঘটনা বা আকস্মিকতায় কোন ব্যক্তির উপকারার্থে কোন অর্থ প্রদান করা বা কোন মাল সমর্পণ করা, অথবা কোন কিছু করা বা না করার প্রস্তাব প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–294B. Offering of prize in connection with trade, etc.: Whoever offers, or undertakes to offer, in connection with any trade or business, or sale of any commodity, any prize, reward or other similar consideration, by whatever name called, whether in money or kind, against any coupon, ticket, number or figure, or by any other device, as an inducement or encouragement to trade or business or to the buying of any commodity or for the purpose of advertisement or popularizing any commodity, and whoever publishes any such offer, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯৪খ। বাণিজ্য ইত্যাদি উপলক্ষে পুরস্কার দানের প্রস্তাব করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা কোন দ্রব্যের বিক্রয় উপলক্ষে উক্ত বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা কোন দ্রব্যের ক্রয়ের ব্যাপারে প্রলোভন বা উৎসার স্বরূপ বা কোন দ্রব্যের প্রচার বা জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে যেকোন নামে, অর্থে বা দ্রব্যে যেকোন কুপন টিকিট, সংখ্যা বা মূর্তি বা অন্য কোন উপায়ের মাধ্যমে কোন পুরস্কার, পারিতোষিক বা অনুরূপ অপর কোন প্রতিদান প্রদানের প্রস্তাব করে বা অনুরূপ প্রস্তাবের অঙ্গীকার করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER–XV
OF OFFENCES RELATING TO RELIGION
ধর্ম সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

Sec.–295. Injuring or defiling place of worship, with intent to insult the religion of any class: Whoever destroys, damages or defiles any place of worship, or any object held sacred by any class of persons with the intention, of thereby insulting he religion of any class of persons or with the knowledge that any class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯৫। কোন শ্রেণীবিশেষের ধর্মের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপাসনালয়ের ক্ষতিসাধন করা বা উহা অপবিত্র করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ অবগতি সহকারে জনগণের যেকোন শ্রেণীর উপাসনালয় বা উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পবিত্র বলে বিবেচিত কোন বস্তু ধ্বংস, অনিষ্ট বা অপবিত্র

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

করে যে, তদ্দ্বারা সে জনগণের যেকোন শ্রেণীর ধর্মের প্রতি অবমাননা বলে বিবেচনা করার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–295A. Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs: Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of the citizens of Bangladesh, by words, either spoken or written, or by visible representations insults or attempts to insult the religion or there legions beliefs of that class, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both

অনুবাদ॥ ধারা–২৯৫ক। কোন শ্রেণীবিশেষের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে উহার অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বিদ্বেষাত্মক কার্যসমূহঃ যদি কোন ব্যক্তি, বাংলাদেশের নাগরিকদের যেকোন শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষাত্মকভাবে কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে উক্ত শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে বা অবমাননা করার উদ্যোগ করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–296. Disturbing religious assembly: Whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawful engaged in the performance of religious worship, or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯৬। ধর্মীয় সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, স্বেচ্ছাকৃতভাবে উপাসনা বা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে আইনানুগভাবে ব্যাপৃত কোন সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–297. Trespassing on burial places, etc.: Whoever, with the intention of wounding the feelings of any person, or of insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feelings of any

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

person are likely to be wounded, or that the religion of any person is likely to be insulted thereby.

Commits any trespass in any place of worship or on any place of sepulture, or any place set apart for the performance of funeral rites or as a depository for the remains of the dead, or offers any indignity to any human corpse, or causes disturbance to any persons assembled for the performance of funeral ceremonies,

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one years, or with fine, or with both

অনুবাদ॥ ধারা–২৯৭। গোরস্থান ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন ব্যক্তির অনুভূতিতে আঘাত হানার বা কোন ব্যক্তির ধর্মকে অবমাননা করার অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির অনুভূতি আহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বা কোন ব্যক্তির ধর্ম অবমানিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ অবগতি সহকারেঃ

কোন উপাসনালয় বা সমাধিস্থানে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বা শবাগার হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত কোন স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে অথবা কোন মানুষের মৃতদেহের প্রতি অবমাননা করে বা অন্ত্যেষ্টি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ব্যাঘাত ঘটায়;

সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–298. Uttering words, etc. with deliberate intent to wound religious feelings: Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious feelings of a any person, utters any makes any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or place any object in the sight of that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–২৯৮। ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার জন্য শব্দসমূহ ইত্যাদি উচ্চারণ করাঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির শ্রুতিগোচরে কোন শব্দ উচ্চারণ করে বা আওয়াজ দেয় বা উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচরে কোন অঙ্গভঙ্গি করে বা উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচরে কোন বস্তু রাখে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

CHAPTER–XVI
OF OFFENCES AFFECTING THE HUMAN BODY
OF OFFENCES AFFECTING LIFE

মানবদেহ-সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত জীবন ক্ষুন্নকারী অপরাধ সম্পর্কিত

Sec. 299. Culpable homicide: Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offence of culpable homicide.

Illustrations

(a) A lays sticks and turf over a pit, with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. A has committed the offence of culpable homicide.

(b) A knows Z to be behind a bush. B does not know it. A, intending to cause, or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offence; but A has committed the offence of culpable homicide. Of no offence; but A has committed the offence of culpable homicide.

(c) A, by shooting at a fowl with intent to kill and steal it, kills B, who is behind a bush, A not knowing that he was there. Here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or cause death by doing an act that he knew was likely to cause death

Explanation–I. A person who causes bodily injury to another who is labouring under a disorder, disease or bodily infirmity, and thereby accelerates the death of that other, shall be deemed to have caused his death.

Explanation–II. Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented.

Explanation–III. The causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide. But it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child, if any part of that child

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born.

অনুবাদ॥ ধারা—২৯৯। অপরাধজনক নরহত্যাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্যের সাহায্যে মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায়ে বা মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ দৈহিক জখম ঘটাবার অভিপ্রায়ে অথবা উক্ত কার্যের সাহায্যে সে মৃত্যু ঘটাতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে বলে জেনেও অনুরূপ কার্যের সাহায্যে মৃত্যু ঘটায়, সে ব্যক্তি নরহত্যা অপরাধজনক সংঘটন করে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণসমূহঃ

(ক) 'ক' কোন গর্তের উপর কাষ্ঠদণ্ডাদি ও ঘাস পাতা পেতে মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায়ে বা তদ্বারা মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও অনুরূপ কোন গর্তের উপর কাষ্ঠদণ্ডাদি ও ঘাস পাতা পেতে রাখে। 'খ' উক্ত স্থান মজবুত বলে বিশ্বাস করে উহার উপর পদক্ষেপ করে এবং উহার ভিতর পড়ে মারা যায়। 'ক' অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে বলে গণ্য হবে।

(খ) 'ক' জানে 'ঙ' একটি ঝোপের আড়ালে রয়েছে। 'খ' ইহা জানে না। 'ক' 'ঙ'-এর মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায়ে 'ঙ'-এর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও 'খ'-কে উক্ত ঝোপের প্রতি গুলি ছুঁড়ার জন্য প্ররোচিত করে। 'খ' গুলি ছোঁড়ে এবং 'ঙ' মারা যায়। এক্ষেত্রে 'খ' কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত না হতে পারে, কিন্তু 'ক' অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে বলে গন্য হবে।

(গ) 'ক' একটি কুকুর হত্যা ও চুরি করার উদ্দেশ্যে কুকুরটির প্রতি গুলি ছুঁড়ে একটি ঝোপের আড়ালে অবস্থিত 'খ'-কে হত্যা করে। 'ক' জানত না যে, সে সেখানে ছিল। এক্ষেত্রে যদিও 'ক' একটি বে-আইনী কাজ করতে ছিল, তথাপি সে অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে না, কারণ সে 'খ'-কে হত্যা করার অভিপ্রায় করেনি বা এমন কোন কাজ করে মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায় করেনি, যা মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে তার জানা ছিল।

ব্যাখ্যা ১। যে ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থতা, ব্যাধি বা দৈহিক বৈকল্যে ভুগতেছে এরূপ অপর কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জখম করে ও তদ্বারা উক্ত অপর ব্যক্তির মৃত্যু ত্বরান্বিত করে, সে ব্যক্তি তার মৃত্যু ঘটায়েছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ২। যেক্ষেত্রে দৈহিক জখমের ফলে মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অনুরূপ দৈহিক জখম করে, সে ব্যক্তি মৃত্যু ঘটায়েছে বলে গণ্য হবে। যদিও যথাযথ প্রতিকার ও নিপুণ চিকিৎসার আশ্রয় নিলে মৃত্যু নিবারণ করা যেতো।

ব্যাখ্যা ৩। মাতৃগর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ঘটান নরহত্যা বলে গণ্য হবে না। কিন্তু কোন জীবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটান দণ্ডার্হ নরহত্যা বলে পরিগণিত হতে পারে, যদি উক্ত শিশুর

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কোন অংশ প্রসূত হয়ে থাকে, যদিও শিশুটি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা সম্পূর্ণরূপে জন্মগ্রহণ না করে থাকে।

আলোচনা

"Homicide is the killing of a human being by a human being" অর্থাৎ এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে হত্যা করার নামই নরহত্যা। এবং মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায়ে কোন কাজের মাধ্যমে বা মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এইরূপ দৈহিক জখম ঘটাবার উদ্দেশ্যে অথবা মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ জেনে কোন কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হলে উহাই Culpable homicide বা অপরাধজনক নরহত্যা বলে অভিহিত হয়। তাই, Mazhar Hassan Nizami-এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, "Culpable homicide is a kind of unlawful homicide." সাথে সাথে দন্ডবিধিতে বর্ণিত কতকগুলি কারণ ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে অপরাধজনক নরহত্যা খুনে (Murder) পরিণত হয় এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে ইহা খুন বলে গণ্য হয় না–যা আমাদের আলোচ্যতব্য প্রশ্নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অপরাধমূলক নরহত্যারঃ দন্ডবিধির ২৯৯ ধারায় বা culpable homicide অপরাধমূলক নরহত্যার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে কৃত কোন কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটায়, কিংবা যেরূপ দৈহিক জখম মৃত্যু ঘটাতে পারে, তেমন দৈহিক জখম ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়া কৃত কোন কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যু ঘটায়, কিংবা যেরূপ কার্য মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে সে জানে, সেইরূপ কার্য অনুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যু ঘটায়, তাহলে সেই ব্যক্তি অপরাধমূলক নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হবে।

অপরাধমূলক নরহত্যার উপাদান–

(১) কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো;

(২) এইরূপ মৃত্যু এমন কোন কার্য দ্বারা ঘটানো হয়েছে–

(ক) যার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যু ঘটানো; অথবা

(খ) যার উদ্দেশ্য ছিল দৈহিক জখম ঘটানো; অথবা

(গ) যার ফলে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; অথবা

(ঘ) অপরাধী জানত যে উহার ফলে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা আছে।

যখন অপরাধমূলক নরহত্যা খুনের পর্যায়ে পড়ে–

দন্ডবিধির ৩০০ ধারায় খুনের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে Calpable homicide বা, অপরাধজনক নরহত্যা খুনের পর্যায়ে পড়ে, তাও বর্ণিত আছে। ঐ ধারায় বর্ণিত ব্যতিক্রম ক্ষেত্রসমূহ ছাড়া অপরাধজনক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে। যেমন–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজঃ যে কাজের ফলে মৃত্যু সংগঠিত হয় সেই কাজটি যদি মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে অপরাধমূলক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ রহিম করিমকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি গুলিবর্ষণ করে। ফলে করিম মারা যায়। এইক্ষেত্রে রহিম খুন করেছে বলিয়া গণ্য হয়।

(২) মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে দৈহিক জখমঃ যদি কার্যটি কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে দৈহিক আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, যে আঘাতের ফলে যাকে আঘাত দেওয়া হল, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে বলে অপরাধকারীর জানা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে অপরাধমূলক নরহত্যা খুনে পরিণত হবে।

উদাহরণঃ রহিম জানে যে, করিম এমন একটি রোগে ভুগিতেছে যে, একটি মাত্র আঘাতই তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। ইহা জানা সত্ত্বেও রহিম করিমকে দৈহিক জখন করার উদ্দেশ্যে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে করিমের মৃত্যু ঘটে। রহিম খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

(৩) স্বাভাবিকভাবে আঘাতটি মৃত্যুর কারণ হিসাবে বিবেচিত হলেঃ যদি কোন ব্যক্তিকে দৈহিক আঘাত দানের উদ্দেশ্যে কার্যটি করা হয় এবং যদি, যে দৈহিক আঘাত দেওয়ার অভিসন্ধি করা হয়েছে, সেই আঘাতটি প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে বা অবস্থায় অনুরূপ মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়, তবে অনুরূপ মৃত্যু খুন বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ রহিম ইচ্ছাকৃতভাবে করিমকে এমন একটি তরবারির কোপ কিংবা লাঠির আঘাত দেয়, যা প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থায় একজন লোকের মৃত্যু ঘটাবার জন্য যথেষ্ট। ফলে করিম মৃত্যুবরণ করে। এক্ষেত্রে রহিম খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে, যদিও সে করিমের মৃত্যু ঘটাতে চাহে নাই।

(৪) মৃত্যুর সম্ভাব্যতা জ্ঞাত থাকার প্রশ্নেঃ যে ব্যক্তি কার্যটি অনুষ্ঠান করে, সে যদি জানে যে, কার্যটি এমন আশু বিপজ্জনক যে, ইহার ফলে খুব সম্ভব মৃত্যু ঘটিবে কিংবা ইহার ফলে অবশ্যই এমন দৈহিক আঘাত ঘটবে, যার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে এবং মৃত্যু ঘটাবার বা অনুরূপ দৈহিক আঘাত ঘটাবার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য কোন অজুহাত ব্যতীত অনুরূপ কার্য করে তবে উহা খুন বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ রহিম কোন অজুহাত ব্যতীত জনতার প্রতি একটি গোলা ভর্তি কামান হতে গোলা বর্ষণ করে এবং জনতার একজন নিহত হয়। রহিম খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে, যদিও কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিহত করার জন্য তার কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পিত অভিসন্ধি ছিল না।

যেক্ষেত্রে অপরাধজনক নরহত্যা খুনের পর্যায়ে পড়ে না—

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যে সকল ব্যতিক্রমগুলির জন্য অপরাধজনক নরহত্যা খুনের পর্যায়ে পড়ে না, সে সকল ব্যতিক্রমগুলি দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায় বর্ণিত ব্যতিক্রম সমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্যতিক্রম সমূহ খুনের পর্যায়ে পড়ে না বিধায় ইহাকে বা অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য করা হয়। নিম্নে সে সকল ব্যতিক্রমগুলি আলোচিত হল–

ব্যতিক্রম ১ঃ অপরাধজনক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে না, যদি গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে অপরাধকারী আত্ম নিয়ন্ত্রণ (Self control) ক্ষমতা হারায়ে ফেলে এবং সে অবস্থায় যে ব্যক্তি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে সে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় কিংবা ভুলক্রমে বা দুর্ঘটনাক্রমে অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়।

উপরোক্ত ব্যতিক্রমটি নিম্নলিখিত শর্তাবলী বা অনুবিধি সাপেক্ষ হবেঃ

(ক) উক্ত উত্তেজনাটি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার বা তার ক্ষতি সাধনের অজুহাত স্বরূপ অপরাধী কর্তৃক প্রার্থিত বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচিত হতে পারবে না।

(খ) উক্ত উত্তেজনাটি আইন পালনার্থ কৃত কোন কার্য দ্বারা (Anything one in obeience to law) বা কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে উদ্ভুত হবে না।

(গ) উক্ত উত্তেজনাটি আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারের আইন সম্মত প্রয়োগের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত কোন কার্য সম্পর্কীয় হতে পারবে না।

ব্যাখ্যাঃ উত্তেজনাটি (Provocation) এমন মারাত্মক ও আকস্মিক ছিল কিনা, যার ফলে অপরাধটি খুনের সামিল হবে না, তা একটি তথ্যগত প্রশ্ন (question of fact)।

উপরে বর্ণিত ব্যতিক্রমগুলি হতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আকস্মিক ও গুরুতর উত্তেজনাবশত আত্মহারা হয়ে নরহত্যা করা হলে উহা খুনের পর্যায়ে পড়ে না। উত্তেজনা গুরুতর ও আকস্মিক হওয়া চাই এবং তা নিজে যাচায়ে নিলে হবে না।

ব্যতিক্রম ২ অপরাধজনক নরহত্যা খুনের সামিল হবে না, যদি অপরাধী সরল মনে তার আত্মরক্ষার কিংবা সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগকালে তাকে আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে এই অধিকার প্রয়োগ করে, কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কিংবা অনুরূপ অধিকার রক্ষার জন্য যতটুকু ক্ষতি সাধন করা প্রয়োজন, তদপেক্ষা বেশী ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে তার মৃত্যু ঘটায়।

উদাহরণঃ ক ঘোড়ার চাবুক দিয়া খ-কে প্রহার করার চেষ্টা করে। সে এমন প্রহার করতে চায় যাতে খ-এর শরীরে কোনরূপ মারাত্মক জখন না হয়। খ একটি পিস্তল বাহির করে। ক তবুও তাকে প্রহার করতে থাকে। অন্য কোন উপায়ে প্রহার হতে আত্মরক্ষা করার উপায় নাই বলে সরল মনে বিশ্বাস করে খ গুলি করে ক-কে নিহত করে। এক্ষেত্রে খ খুন করে নাই পক্ষান্তরে কেবল অপরাধমূলক নরহত্যা করেছে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যতিক্রম–৩। অপরাধমূলক নরহত্যা খুন বলে 'গণ্য হবে না, যদি অপরাধকারী একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে কিংবা সরকারী কর্মচারীর সাহায্যকারী হিসাবে তাকে প্রদত্ত আইনানুগ ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে এবং এমন একটি কার্য করে মৃত্যু ঘটায় যা সে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ও আইনানুগ বলে সরল মনে বিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটল তার প্রতি কোনরূপ শত্রুতা ব্যতীত কার্যটি করে।

ব্যতিক্রম–৪। অপরাধমূলক নরহত্যা খুনের সামিল হবে না, যদি অপরাধটি কোন আকস্মিক বিবাদের সময় আকস্মিক উত্তেজনার ফলে কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পিত ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয় এবং অপরাধকারী কোনরূপ অন্যায়ের সুযোগ গ্রহণ না করে থাকে কিংবা নির্মম বা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাজটি না করে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ প্রথম উসকানী দেয় বা প্রথম আক্রমণ বা আঘাত করে তা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ব্যতিক্রম ৫ঃ অপরাধমূলক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে না, যদি যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে সে ব্যক্তি ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক হয়ে স্বেচ্ছায় স্বীয় সম্মতিক্রমে মৃত্যু বরণ করে বা মৃত্যুর ঝুঁকি গ্রহণ করে।

উদাহরণঃ ক প্ররোচনা করে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক খ-কে আত্মহত্যা করতে রাজী করে। এক্ষেত্রে খ তার অপরিণত বয়সের দরুন তার মৃত্যু সম্মতি দানের অযোগ্য ছিল এই ক্ষেত্রে ক খুনের সহায়তা করেছে বলে গণ্য হবে।

Sec.–300. Murder: Except in the cases hereinafter excepted, culpable homicide is murder, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or–

Secondly.–If it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, or-

Thirdly.–If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, or–

Fourthly.–If the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probability. Cause death, or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid.

Illustrations

(a) A shoots Z with the intention of killing him. Z dies in consequence A commits murder.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(b) A, knowing that Z is labouring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. Z dies in consequence of the blow. A is guilty of murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health, But if A, not knowing that Z is labouring under any disease, gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person in a sound state of health, here A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder, if he did not intend to cause death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death.

(c) A intentionally gives Z a sword-cut or club-wound sufficient to cause the death of a man in the ordinary course of nature. Z dies in consequence. Here A is guilty of murder, although he may not have intended to cause Z's death.

When Culpable homicide is not murder:

Exception–1. Culpable homicide is not murder if the offender, whlist deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident.

The above exception is subject to the following provisos–

First.–That the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person.

Secondly.–That the provocation is not given by anything done in obedience to the law, or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant.

Thirdly.–That the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defence.

Explanation.–Whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offence from amounting to murder is a question of fact.

Illustrations

(a) A, under the influence of passion excited by a provocation given by Z, intentionally kills Y, Z's child. This is murder, inasmuch as the provocation was not given by the child, and the death of the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation.

(b) Y gives grave and sudden provocation to A. A, on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him, but out of sight. A kills Z. Here A has not committed murder, but merely culpable homicide.

(c) A is lawfully arrested by Z, a bailiff. A is exited to sudden and violent passion by the arrest, and kills Z. This is murder, inasmuch as the provocation was given by a thing done by a public servant in the exercise of his powers.

(d) A appears as a witness-before Z; a Magistrate, Z says that he does not believe a word of A's deposition, and that A has perjured himself, A is moved to sudden passion by these words, and kills Z. This is muder.

(e) A attempts to poll Z's nose. Z in the exercise of the right of private deffence lays hold of A to prevant him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence

and kills Z. This is murder,
inasmuch as the provocation was given by a thing done in the exercise of the right of private defence.

(f) Z strikes B. B is by this provocation excited to violent rage. A, a by stander, intending to take advantage of B's rage, and to cause him to kill Z, puts a knife into B's hand for that purpose, B kills Z with the knife. Here B may have committed only culpable homicide-but a is guilty of murder.

Exception–II. Culpable homicide is not murder if the offender, in the exercise in good faith of the right of private defence of person or property, exceeds the powers given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defence without premeditation, and without any intent on of doing more harm than is necessary for the purpose of such defence.

Illustration

Z attempts to horsewhip A, not in such a manner as to cause grievous hurt to A. A draws out a pistol. Z persists in the assault. A believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped shoots Z dead, A has not committed murder, but only culpable homicide.

Exception–III. Culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

advancement of public justice, exceeds the powers given to him by law, and causes death by doing an act which he, in good faith, believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill-will towards the person whose death is caused.

Exception–IV. Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in a sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offender's having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner.

Exception–V. Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being above the age of eighteen years, suffers death or takes the risk of death with his own consent.

Illustration

A, by instigation voluntarily causes Z. a person under eighteen years of age, to commit suicide. Here, on, account of Z's youth, he was incapable of giving consent to his own death; A has therefore abetted murder.

অনুবাদ॥ ধারা–৩০০। খুনঃ অতঃপর ব্যতিক্রম ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিত অপরাধজনক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে, যদি যে কার্যের ফলে মৃত্যু সংঘটিত হয় সে কার্যটি মৃত্যু সংঘটনের অভিপ্রায়ে সম্পাদিত হয়; অথবা

দ্বিতীয়ঃ যদি উহা এরূপ দৈহিক জখম করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, যা যে ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করা হয় তার মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে অপরাধকারীর জানা থাকে; অথবা

তৃতীয়ঃ যদি কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জখম করার অভিপ্রায়ে উহা সম্পাদিত হয় এবং অভীষ্ট দৈহিক জখমটি প্রাকৃতিক স্বাভাবিক অবস্থায় অনুরূপ মৃত্যু ঘটাবার জন্য যথেষ্ট হয়; অথবা

চতুর্থঃ যদি উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি অবগত থাকে যে, উহা এত আসন্ন বিপজ্জনক যে, উহা খুব সম্ভবত মৃত্যু ঘটাবে অথবা এরূপ দৈহিক জখম ঘটাতে পারে এবং মৃত্যু সংঘটনের বা পূর্বোক্ত জখম ঘটাবার ঝুঁকি নেয়ার অজুহাত ব্যতিরেকেই অনুরূপ কার্য সম্পাদন করে।

উদাহরণসমূহঃ

(ক) 'ক' 'ঙ'-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাকে গুলি করে। ফলে সে মারা যায়। 'ক' খুন করেছে।

(খ) 'ঙ' এরূপ একটি রোগে ভুগতেছে যে, এক আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। 'ক' এ কথা জেনে তাকে দৈহিক জখম করার অভিপ্রায়ে আঘাত করে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উক্ত আঘাতের ফলে 'ঙ' মৃত্যুবরণ করে। 'ক' খুনের অপরাধে দোষী। যদিও আঘাতটি প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় একজন অটুট স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট হতো না, কিন্তু এক্ষেত্রে যদিও 'ক' দৈহিক জখম করার ইচ্ছা করে থাকে, তথাপি সে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে না, যদি 'ঙ' কোন রোগে ভুগছে বলে না জেনে 'ক' তাকে এরূপ একটি আঘাত করে যা প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় একজন অটুট স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাতে না এবং ঘটাবার বা এমন কোন জখম করার ইচ্ছা না করে থাকে যা প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু ঘটাতে পারে।

(গ) 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে একটি তরবারির ঘা বা গদার আঘাত দান করে, যা প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় একজন লোকের মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। ফলে 'ঙ' মৃত্যু বরণ করে। এক্ষেত্রে 'ক' খুনের অপরাধে দোষী যদিও সে 'ঙ'-এর মৃত্যু ঘটাবার ইচ্ছা না করে থাকে।

(ঘ) 'ক' বিনা অজুহাতে একটি জনতার উপর একটি গুলি ভরা কামান দাগায় এবং তাদের মধ্যে একজন নিহত হয়। 'ক' খুনের অপরাধে দোষী যদিও কোন বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য তার পূর্বকল্পিত অভিসন্ধি না থাকে।

ব্যতিক্রম—১

যেক্ষেত্রে অপরাধজনক নরহত্যা খুন বলে গণ্য নহে—অপরাধকারী গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিত অবস্থায় উত্তেজনা দানকারীর অথবা ভুলক্রমে বা দৈব ঘটনাক্রমে অপর কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটালে অপরাধজনক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে না।

উপরোক্ত ব্যতিক্রম নিম্নলিখিত অনুবিধিসমূহ সাপেক্ষ হবে যে—

প্রথমতঃ উক্ত উত্তেজনা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার বা তার কোন ক্ষতিসাধন করার অজুহাত হিসেবে অপরাধকারী কর্তৃক কামনা করা বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উদ্দীপ্ত করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত উত্তেজনা, আইন পালনকল্পে কৃত কোন কার্য দ্বারা বা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ কর্মচারী আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে দান করা হয়নি।

তৃতীয়তঃ উক্ত উত্তেজনা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারের আইনানুগ প্রয়োগের ব্যাপারে কৃত কোন কার্য দ্বারা দান করা হয়নি।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত উত্তেজনা অপরাধটিকে খুনরূপে পরিগণিত করার ব্যাপারে বাধা দান করার পক্ষে যথেষ্ট গুরুতর ও আকস্মিক কিনা, তা একটি বিবেচ্য বিষয়।

উদাহরণসমূহঃ

(ক) 'ক', 'য' কর্তৃক প্রদত্ত উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত ক্রোধের বশীভূত হয়ে 'ঙ'-র সন্তান 'ম'-কে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে। ইহা একটি খুন, যেহেতু উত্তেজনাটি উক্ত শিশু কর্তৃক

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

দান করা হয়নি, অথবা উত্তেজনার ফলে সংঘটিত কোন কার্য সম্পাদনকালে দৈব দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশত শিশুটির মৃত্যু ঘটেনি।

(খ) 'ম' 'ক'-কে গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনা দান করে। এই উত্তেজনার ফলে 'ক' তার নিকট, দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত 'য'-কে হত্যা করার ইচ্ছা না করে বা তাকে হত্যা করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্বয়ং না জেনে 'ম'-র প্রতি পিস্তলের গুলি ছোড়ে। 'ক' 'য' কে হত্যা করে। এক্ষেত্রে 'ক' খুন করে নি। পক্ষান্তরে অপরাধজনক নরহত্যা করেছে।

(গ) 'ক' পেয়াদা 'ম' কর্তৃক আইনত গ্রেফতার হয়। 'ক' গ্রেফতারের ফলে আকস্মিক ও প্রচণ্ড ক্রোধে হয়ে উঠে এবং 'ম'-কে হত্যা করে। উহা একটি খুন, যেহেতু উত্তেজনাটি একজন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তার ক্ষমতা প্রয়োগকালে কৃত একটি কাজ দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে।

(ঘ) 'ক' একজন সাক্ষী হিসেবে ম্যাজিষ্ট্রেট 'য' সম্মুখে উপস্থিত হয়। 'য' বলেন যে, তিনি ক-এর সাক্ষ্যের এক শব্দও বিশ্বাস করেন না এবং 'ক' নিজে মিথ্যা শপথ করেছে। এই সমস্ত কথায় 'ক' আকস্মিক ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয় এবং 'য' কে হত্যা করে। উহা খুন।

(ঙ) 'ক' 'য'-র নাক উপড়াইবার উপক্রম করে। 'য'-কে উক্ত কার্য সম্পাদন হতে বিরত করণার্থে তার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করে তাকে পাকড়াও করে ফেলে। 'ক' আকস্মিক ও প্রচণ্ড ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয় এবং 'য'-কে হত্যা করে। উহা খুন, যেহেতু উত্তেজনাটি ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগকালে কৃত একটি কাজ দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে।

(চ) 'য' 'খ'-কে প্রহার করে। এই উত্তেজনার ফলে 'খ' প্রচণ্ড ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে। 'ক' একজন দর্শক হয়ে 'খ'-এর ক্রোধের সুবিধা গ্রহণ করার এবং তার সাহায্যে 'য' কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তদুদ্দেশ্য 'খ'-এর হাতে একটি ছুরি গুঁজিয়ে দেয়। ছুরিটির সাহায্যে 'খ' 'য'কে হত্যা করে। এক্ষেত্রে 'খ' শুধু অপরাধজনক নরহত্যা করে থাকতে পারে, কিন্তু 'খ' খুনের অপরাধে দোষী।

ব্যতিক্রম—২। অপরাধকারী সদ্‌বিশ্বাসে তার দেহ বা সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগকালে পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত ও অনুরূপ প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে অধিকতর ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায় না করে, তৎপ্রতি আইন প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ অতিক্রম করলে এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুরূপ প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করা হয়, তার মৃত্যু ঘটলে তা অপরাধজনক নরহত্যা, খুন নহে।

উদাহরণসমূহ

'ঙ' 'ক'-কে এরূপ চাবকাইবার উপক্রম করে যাতে 'ক' গুরুতররূপে আহত না হয়। 'ক' একটি পিস্তল বের করে। 'ঙ' প্রহার কার্য চালাতে থাকে অন্য কোন উপায়ে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

'ক' নিজেকে উক্ত চাবকান হতে বাঁচাতে পারবে না। এই সদবিশ্বাসে 'ঙ'-কে গুলি করে। 'ক' খুন করেনি; পক্ষান্তরে কেবল অপরাধজনক নরহত্যা করেছে।

ব্যতিক্রম–৩

যদি অপরাধকারী সরকারী কর্মচারী বা জনসাধারণের প্রতি সুবিচার বিধান কার্যে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীকে সাহায্যকারী ব্যক্তি হয়ে সদ্‌বিশ্বাসে তৎপ্রতি আইন প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ অতিক্রম করে এবং এরূপ কোন কার্য করে মৃত্যু ঘটায়, যে কার্য অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসেবে যথাযথরূপে তার কর্তব্য পালনের ব্যাপারে আইনানুগ ও প্রয়োজনীয় বলে সে বিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তার প্রতি তার কোন শত্রুতা না থাকে, তাহলে অপরাধজনক নরহত্যা হয়, খুন নহে।

ব্যতিক্রম–৪

কোন আকস্মিক কলহ নিয়ে আকস্মিক দ্বন্দ্বে ক্রোধ কবলিত অবস্থায় বিনা পূর্ব-পরিকল্পনায় অপরাধজনক নরহত্যা অনুষ্ঠিত হলে এবং অপরাধকারী অসঙ্গত সুযোগ গ্রহণ না করলে, অথবা নির্মম বা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাজ না করে থাকলে উক্ত অপরাধজনক নরহত্যা, খুন নহে।

ব্যাখ্যাঃ এরূপ ক্ষেত্রসমূহ কোন্ পক্ষ উত্তেজনা দান করে বা প্রথম আক্রমণ করে এই প্রশ্ন অকিঞ্চিতকর।

ব্যতিক্রম–৫

যে ব্যক্তি মৃত্যু ঘটে, সে ব্যাক্তিরযদি আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক হয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে বা মৃত্যুর ঝুঁকি লয়, তাহলে অপরাধজনক নরহত্যা, খুন নহে।

উদাহরণঃ 'ক' প্ররোচনা করে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঠার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক 'ঙ'-কে আত্মহত্যা করতে রাজি করে। এক্ষেত্রে 'ঙ' তার অপরিণত বয়সের কারণে তার মৃত্যুর সম্মতি দানের অযোগ্য ছিল। অতএব 'ক' খুনে সহায়তা করেছে।

আলোচনা

খুনের ব্যাখ্যাঃ খুন অপরাধজনক নরহত্যার গুরুতর রূপ। দন্ডবিধির ৩০০ ধারায় যে সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নির্দেশ করা হয়েছে সে সব ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে অপরাধজনক প্রাণহানি খুন হবে, যদি–

প্রথমতঃ যে কার্যটি দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত হয় সে কার্যটি মৃত্যু সংঘটনের জন্যই করা হয়ে থাকে, কিংবা

দ্বিতীয়তঃ কার্যটি কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে দৈহিক আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, যে আঘাতের ফলে যে ব্যক্তিকে আঘাত দেয়া হলে সে ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে বলে অপরাধী জানে, কিংবা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

তৃতীয়তঃ কোন ব্যক্তিকে দৈহিক আঘাতদানের উদ্দেশ্যে কার্যটি করা হয় এবং যদি, যে দৈহিক আঘাত দেয়ার অভিসন্ধি করা হয়েছে সে আঘাতটি প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়, কিংবা

চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি কার্যটি অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি জানে যে, কার্যটি এমন আশু বিপজ্জনক যে, এর ফলে খুব সম্ভব মৃত্যু ঘটবে, কিংবা এর ফলে অবশ্যই এমন দৈহিক আঘাত ঘটবে, যার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে এবং মৃত্যু ঘটাবার বা অনুরূপ দৈহিক আঘাত ঘটাবার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য কোন অজুহাত ব্যতীতই অনুরূপ কার্য করে।

খুনের উদাহরণঃ

(১) মৃত্যু সংঘটনের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত কার্যঃ যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে এমন কোন কার্য করে যে কার্যের পরিণতি মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেক্ষেত্রে উহা খুন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ অপরাধ সংঘটনকারী পূর্ব হতে বিশেষভাবে সচেতন ছিল যে, যেরূপ কার্য সে সম্পাদন করছে তাতে তার পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সার্থক হবে অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য।

(২) মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে দৈহিক জখমঃ মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে যদি কোন ব্যক্তি বা এমন কোন দৈহিক জখম ঘটায়, যে দৈহিক জখমের পরিণতি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নহে, তবে এক্ষেত্রে উহা খুনে পরিণত হবে।

(৩) দৈহিক জখম যার স্বাভাবিক পরিণতি মৃত্যুঃ যদি কোন ব্যক্তিকে কোন দৈহিক আঘাত দানের উদ্দেশ্যে কোন কার্য সম্পাদন করা হয় এবং যে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে তার স্বাভাবিক পরিণতি মৃত্যু বা মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে উহা যথেষ্ট, তবে সেক্ষেত্রে উহা খুনের পর্যায়ে পড়বে।

(৪) মৃত্যুর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অবগত থাকার ক্ষেত্রেঃ যে ব্যক্তি কোন কার্যানুষ্ঠান করে সে যদি অবগত থাকে, যে কার্য সে করতে যাচ্ছে তার পরিণতি আসন্ন বিপদজ্জনক, বা মৃত্যু ঘটতে পারে অথবা মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে কোন অজুহাত ব্যতীত মৃত্যু ঘটানো; তা হলে সে খুনের অপরাধে অপরাধী হবে।

Sec.–301. Culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended: If a person, by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death, commits culpable homicide by causing the death of any person, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩০১। যে ব্যক্তি মৃত্যু অভীষ্ট ছিল সে ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়ে নরহত্যা সংঘটনঃ যদি কোন ব্যক্তির এরূপ কোন কাজ করে, যদ্দারা সে মৃত্যু ঘটাবার ইচ্ছা করে বা যদ্দারা মৃত্যু ঘটতে পারে বলে সে জানে, এমন কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়ে অপরাধজনক নরহত্যা অনুষ্ঠান করে, যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার জন্য তার কোন ইচ্ছা নেই বা তার মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা আছে বলে সে জানে না, তাহলে অপরাধকারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত অপরাধজনক নরহত্যা, সে যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার ইচ্ছা করেছিল বা যার মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে সে জানত, তার মৃত্যু ঘটলে উহা যদ্রূপ বর্ণনার হত তদ্রূপ বর্ণনার হবে।

Sec.–302. Punishment for murder: Whoever commits murder shall be punished with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩০২। খুনের শাস্তিঃ যে ব্যক্তি খুন করে সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–303. Punishment for murder by life convict: Whoever, being under sentence of imprisonment for life, commits murder shall be punished with death.

অনুবাদ॥ ধারা–৩০৩। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত খুনের শাস্তিঃ যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে খুন করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–304. Punishment for culpable homicide not amounting to murder: Whoever commits culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with transportation for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or of causing such bodily injury as is likely to cause death;

or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine, or with both, if the act is done with the knowledge that it is likely to cause death, but without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death.

অনুবাদ॥ ধারা–৩০৪। খুন বলে গণ্য নহে এরূপ অপরাধজনক নরহত্যার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি খুন বলে গণ্য নহে এরূপ অপরাধজনক নরহত্যা অনুষ্ঠান করে, সে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যক্তি যে কার্যের সাহায্যে মৃত্যু সংঘটিত হয় তা মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায়ে বা মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন গুরুতর আঘাত প্রদানের অভিপ্রায়ে সম্পাদিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

অথবা যদি কার্যটি এরূপ অবগতি সহকারে সম্পাদিত হয় যে, উহার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে, অথচ মৃত্যু ঘটাবার বা ঘটাতে পারে এরূপ আঘাত দানের অভিপ্রায়ে ব্যতিরেকে সম্পাদিত হয়, তাহলে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–304A. Causing death by negligence: Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩০৪ক। অবহেলার ফলে ঘটিত মৃত্যুঃ যদি কোন ব্যক্তি অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য নহে এরূপ কোন বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কার্য করে কোন বক্তির মৃত্যু ঘটায়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–304B. Causing death by rash driving or riding on a public way: Whoever causes the death of any person by rash or negligent driving of any vehicle or riding on any public way not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩০৪খ। বেপরোয়া যান বা অশ্ব চালনার দ্বারা মৃত্যু ঘটানঃ যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিলের সাথে জনপথে যান বা অশ্ব চালায়ে অপরাধজনক নরহত্যা নহে এমন মৃত্যু ঘটায়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–305. Abetment of suicide of child or insane person: If any person under eighteen years of age, any insane person, any delirious person. Any idiot, or any person in a state of intoxication commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with death or transportation for life, or imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩০৫। শিশু বা উম্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যা সহায়তাকরণঃ আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি, কোন উম্মাদ ব্যক্তি, কোন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, কোন জড়বুদ্ধির ব্যক্তি অথবা কোন প্রমত্ততাগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে, অনুরূপ আত্মহত্যা অনুষ্ঠানে সহায়তাকারী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ বৎসরকাল মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–305. Abetment of suicide: If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩০৬। আত্মহত্যায় সহায়তাকরণঃ কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে অনুরূপ আত্মহত্যা অনুষ্ঠানে সহায়তাকারী ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–307. Attempt to murder: Whoever does any act with such intention or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and, if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life, or to such punishment as is herein before mentioned.

Attempts by life convicts: When any person offending under this section is under sentence of imprisonment for life, he may, if hurt is caused, be punished with death.

Illustration

(a) A shoots at Z with intention to kill him, under such circumstances that if death ensued. A would be guilty of murder. A is liable to punishment under this section.

(b) A with the intention of causing the death of a child of tender years exposes it in desert place. A has committed the offence defined by this section, though the death of the child does not ensue.

(c) A, intending to murder Z, buys a gun and loads it, A has not yet committed the offence. A fires the gun at Z. He has committed the offence defined in this section and if by such firing he wounds Z, is liable to the punishment provided by the latter part of the first paragraph of this section.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(d) A, intending to murder Z, by poison, purchases poison and mixes the same with food which remains in A's keeping; A has not yet committed the offence in this section. A places the food on Z's table or delivers it to Z's servants to place it on Z's table. A has committed the offence defined in this section.

অনুবাদ॥ ধারা–৩০৭। খুনের উদ্যোগঃ কোন ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে বা অবগতি সহকারে এবং এরূপ অবস্থায় কোন কার্য সম্পাদন করে যে, যদি উক্ত কার্যের দ্বারা সে মৃত্যু ঘটাত, তাহলে সে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হত, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে। আর যদি উক্ত কার্যের সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়, তাহলে অপরাধকারী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা ইতোপূর্বে উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক উদ্যোগ এই ধারার অধীনে অপরাধকারী ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞাধীন থাকার ক্ষেত্রে আঘাত করা হলে, তার মৃত্যুদণ্ড বিধান করা যাবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' 'ঙ' কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে এরূপ অবস্থায় তার প্রতি গুলি ছোঁড়ে যে যদি উহার ফলে মৃত্যু ঘটত, তাহলে 'ক' খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতো। 'ক' এ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হবে।

(খ) 'ক' একটি কচি বয়স্ক শিশুর মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে তাকে একটি মরুপ্রান্তরে পরিত্যাগ করে। যদিও শিশুটির মৃত্যু না ঘটে, তথাপি 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

(গ) 'ক' 'ঙ'-কে খু করার উদ্দেশ্যে একটি বন্দুক খরিদ ও উহাতে গুলি ভরে। 'ক' এখনও অপরাধটি অনুষ্ঠান করেনি। 'ক' 'ঙ'-এর প্রতি বন্দুকের গুলি ছোঁড়ে। সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে এবং যদি অনুরূপ গুলি ছুঁড়ে সে 'য'-কে জখম করে, তাহলে সে এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ অংশে ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(ঘ) 'ক' বিষ প্রয়োগ করে 'ঙ'-কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে বিষ খরিদ করে এবং উহা 'ক'-র তত্ত্বাবধানাধীন খাদ্যে মিশায়; 'ক' এখন এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেনি। 'ক' উক্ত খাদ্য 'ঙ'-র টেবিলে স্থাপন করে বা 'ঙ'-র টেবিলে স্থাপন করার জন্য 'ঙ'-র কর্মচারীর নিকট সমর্পণ করে। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Sec–308. Attempt to commit culpable homicide: Whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, shall be punished

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and, if hurt is caused to any person by such act, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

Illustration

A, on grave and sudden provocation, fires a pistol at Z, under such circumstances that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder. A has committed the offence defined in this section.

অনুবাদ॥ ধারা—৩০৮। অপরাধজনক নরহত্যা অনুষ্ঠানের উদ্যোগঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে বা অবগতি সহকারে এবং এরূপ কোন কার্য করে যে যদি সে উক্ত কার্যের সাহায্যে মৃত্যু ঘটাত তাহলে সে খুন বলে গণ্য নহে এরূপ অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতো, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে; আর যদি উক্ত কার্যের সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়, তাহলে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ 'ক' গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনাবশে এমন অবস্থায় 'ঙ'-র প্রতি পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে যে, যদি সে তদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটাত, তাহলে সে খুন বলে গণ্য নহে এরূপ অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হত। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Sec. 309. Attempt to commit suicide: Whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offence, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা—৩০৯। আত্মহত্যা করার উদ্যোগঃ যদি কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানাদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec. 310. Thug: Whoever, at any time after the passing of this Act, shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child-stealing by means of or accompanied with murder, is a thug.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩১০। ঠগঃ যদি কোন ব্যক্তি এই আইন প্রচলনের পর যেকোন সময় খুন করে বা খুন সহকারে দস্যুতা অনুষ্ঠান বা শিশু অপহরণের উদ্দেশ্যে অভ্যাসগতভাবে অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করে থাকবে, সে ব্যক্তি ঠগ।

Sec.–311. Punishment: Whoever is a thug, shall be punished with transportation for life, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩১১। শাস্তিঃ যে ব্যক্তি ঠগ, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানাদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Of the Causing of Miscarriage, of Injuries to unborn Children, of the Exposure of Infants, and of the Concealment of Births

গর্ভপাত করান, অজাত সন্তানসমূহের ক্ষতিসাধন, শিশুসমূহের পরিত্যাগ ও জন্ম গোপন সম্পর্কিত

Sec.–312. Causing miscarriage: Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and, if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation.–A woman who causes herself to miscarry, is within the meaning of this section.

অনুবাদ॥ ধারা–৩১২। গর্ভপাতকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করায়, অনুরূপ গর্ভপাত সদ্‌বিশ্বাসে উক্ত নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে না করান হয়ে থাকলে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ তিন বৎসর হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং যদি উক্ত নারী শিশুর বিচলন অনুভব করে, তাহলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ যে নারী হতে গর্ভপাত করে সে অত্র ধারার তাৎপর্যাধীন হবে।

Sec.–313 Causing miscarriage without woman's consent: Whoever commits the offence defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with transportation for life, or with

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

imprisonment for life, or with transportation or either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩১৩। নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে গর্ভপাত করানঃ যদি কোন ব্যক্তি নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, উক্ত নারী শিশুর বিচলন অনুভব করুক বা না করুক, পূর্ববর্তী শেষ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–314. Death caused by act done with intent to cause miscarriage: Whoever, with intent to cause the miscarriage of a woman with child, does any act which cause the death of such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine;

If act done without woman's consent

and if the act is done without the consent of the woman, shall be punished either with imprisonment for life, or with the punishment above-mentioned.

Explanation.–It is not essential to this offence that the offender should know that the act is likely to cause death.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩১৪। গর্ভপাত করানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যের ফলে মৃত্যুঃ যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করানোর উদ্দেশ্যে এরূপ কোন কাজ করে, যদ্দরুন উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

যদি কাজটি উক্ত নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে করা হয়

এবং যদি কাজটি উক্ত নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পাদিত হয়, তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা উপরোল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ অত্র অপরাধের ব্যাপারে কাজটি মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে অপরাধকারীর অবগতি অপরিহার্য নহে।

Sec.–315. Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth: Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth, and does by such act prevent that child from being born alive, or causes it to die after its birth, shall, if such act be not caused in good faith for the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩১৫। শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ায় বাধাদান করার বা জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে কৃত কার্যঃ যে ব্যক্তি কোন শিশুর জন্মের পূর্বে উক্ত শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ায় বাধাদান করার বা জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায়ে কোন কাজ করে এবং অনুরূপ কাজের সাহায্যে উক্ত শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার বাধাদান করে বা উহার জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটায়, সে ব্যক্তি, অনুরূপ কাজ সদ্‌বিশ্বাসে মায়ের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে করা না হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–316. Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide: Whoever does any act under such circumstances, that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Illustration

A, knowing that he is likely to cause the death of a pregnant woman, does an act which, if it caused the death of the woman, would amount to culpable homicide. The woman is injured but does not die; but the death of an unborn quick child with she is pregnant thereby caused. A is guilty of the offence defined in this section.

অনুবাদ॥ ধারা–৩১৬। অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য কার্যের সাহায্যে জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু সংঘটনঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় এমন কোন কাজ করে যে, যদি তদ্দ্বারা সে মৃত্যু ঘটাত তাহলে অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে এবং অনুরূপ কাজের সাহায্যে একটি জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটায় সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

উদাহরণঃ 'ক' একটি গর্ভবতী নারীর মৃত্যু ঘটাতে পারে এই সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও এমন একটি কাজ করে, যা উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটালে অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য হত। নারীটি জখম হয় কিন্তু মরে না; কিন্তু তদ্দ্বারা উক্ত নারীর গর্ভস্থ একটি জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটে। 'ক' অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–317. Exposure and abandonment of child under twelve years, by parent or person having care of it: Whoever being the father or mother of a child under the age of twelve years, or having the care of such child, shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

Explanation.–This section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide, as the case may be, if the child die in consequence of the exposure.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩১৭। পিতা বা মাতা অথবা তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশু পরিত্যাগ ও বর্জনঃ যদি কোন ব্যক্তি বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক কোন শিশুর পিতা বা মাতা হয়ে অথবা অনুরূপ শিশুর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে অনুরূপ শিশুকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার উদ্দেশ্যে তাকে কোন স্থানে পরিত্যাগ করে বা ফেলে যায়, সে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ অত্র ধারা, উক্ত পরিত্যাগের ফলে শিশুটির মৃত্যু ঘটলে খুন বা অপরাধজনক নরহত্যার জন্য অপরাধকারীর বিচারের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য অভিপ্রেত বলে গণ্য হবে না।

Sec.–318. Concealment of birth by secret disposal of dead body: Whoever, by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavours to conceal the birth of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩১৮। মৃত দেহের গোপন ব্যবস্থার সাহায্যে জন্ম গোপনকরণঃ যে ব্যক্তি কোন শিশুর মৃতদেহ, যে শিশুটির জন্মের পূর্বে বা পরে বা জন্মকালে যখনই মারা যাক না কেন, গোপনভাবে কবর দিয়ে বা প্রকারান্তরে উহার ব্যবস্থা করে ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত শিশুর জন্ম গোপন করে বা গোপন করার চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Of Hurt (আঘাত সম্পর্কিত)

Sec.–319. Hurt: Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩১৯। আঘাতঃ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দৈহিক যন্ত্রণা, পীড়া বা বৈকল্য ঘটায়, সে ব্যক্তি আঘাত দান করে বলে গণ্য হবে।

Sec. 320. Grievous hurt: The following kinds of hurt only are designated as "grievous"–

First.–Emasculation

Secondly.–Permanent privation of the sight of either eye.

Thirdly.–Permanent privation of the hearing of either ear.

Fourthly.–Privation of any member or joint.

Fifthly.–Destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint.

Sixthly.–Permanent disfiguration of the head or face.

Seventhly.–Fracture or dislocation of a bone or tooth.

Eighthly.–Any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of twenty days in severe bodily pain, or unable to follow his ordinary pursuits.

অনুবাদ॥ ধারা–৩২০। গুরুতর আঘাতঃ কেবল নিম্নোক্ত শ্রেণীসমূহের আঘাতই 'গুরুতর' বলে গণ্য হবেঃ

প্রথমতঃ পুরুষত্বহীনকরণ।

দ্বিতীয়তঃ স্থায়ীভাবে দুই চক্ষের যেকোনটি দৃষ্টিশক্তি রহিতকরণ।

তৃতীয়তঃ স্থায়ীভাবে দুই কানের যেকোনটির শ্রবণশক্তি রহিতকরণ।

চতুর্থতঃ যেকোন অঙ্গ বা গ্রন্থির অনিষ্ট সাধন।

পঞ্চমতঃ যেকোন অঙ্গ বা গ্রন্থির কর্মশক্তিসমূহের বিনাশ বা স্থায়ী ক্ষতিসাধন।

ষষ্ঠতঃ মস্তক বা মুখমণ্ডলের স্থায়ী বিকৃতিকরণ।

সপ্তমতঃ হাড় বা দন্তভঙ্গ বা গ্রন্থিচ্যুতকরণ।

অষ্টমতঃ যে আঘাত জীবন বিপন্ন করে বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশ দিন মেয়াদের জন্য তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা দান করে বা তাকে তার সাধারণ পেশা অনুসরণ করতে অসমর্থ করে।

আলোচনা

দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারায় আঘাত বা জখমের (Hurt) সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, "Whoever causes bodily pain, disesse or infirmity to any person is said to cause hurt." অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দৈহিক যন্ত্রণা, পীড়া বা অপারগতা ঘটায়, সে ব্যক্তি আঘাত করেছে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারায় শুধুমাত্র দৈহিক যন্ত্রণা (Body pain), পীড়া (disease) এবং শরীরে অসুস্থ বা অপারগতাকেই (Infirmity) আঘাতের বা জখমের (Hurt) আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

উদাহরণঃ যেমন, মেয়েদের চুল ধরে টানা, দৈহিক স্পর্শ দ্বারা কারো শরীরে পীড়া সঞ্চার করা ইত্যাদি।

জখম ও গুরুতর জখমের মধ্যে পার্থক্য–

(১) আঘাতের প্রকৃতির প্রশ্নেঃ আঘাত বা জখমের (Hurt) প্রকৃতি সাধারণত Simple ধরনের হয়। পক্ষান্তরে, গুরুতর আঘাতের বা জখমের (Grievous hurt) প্রকৃতি গুরুতর বা Grievous বলে গণ্য হয়।

(২) ধারাগত পার্থক্যঃ দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারায় 'জখমের'(Hurt) সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দণ্ডবিধির ৩২০ ধারায় 'গুরুতর জখমের' (Grievous hurt) সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

(৩) শ্রেণীগত পার্থক্যঃ দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারার বিধান মোতাবেক ও শ্রেণীর আঘাতকে বা আঘাত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দণ্ডবিধির ৩২০ ধারায় ৮ প্রকার আঘাতকে গুরুতর জখমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

(৪) আদালতের মনোভাবের প্রশ্নেঃ জখম বা আঘাতের ক্ষেত্রে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করে থাকে। পক্ষান্তরে, গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করে থাকে।

(৫) শাস্তিগত পার্থক্যঃ দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারানুসারে যদি কোন ব্যক্তি অপরের প্ররোচনা ব্যতীত কাহাকেও ইচ্ছাপূর্বক আঘাত বা জখম করে, তা হলে সে ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পক্ষান্তরে, দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারার বিধান অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি অপরের প্ররোচনা ব্যতীত কাহাকেও ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর আঘাত করে, তা হলে সেই ব্যক্তি ৭ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং এমনকি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

Sec.–321. Voluntarily causing hurt: Whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person, is said "voluntarily to cause hurt"

অনুবাদ॥ ধারা–৩২১। স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করাঃ যদি কোন ব্যক্তির কার্যের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার অভিপ্রায়ে বা তদ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে অনুরূপ কার্য করেন এবং তদ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত করে, সে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–322. Voluntarily causing grievous hurt: Whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt, is said "voluntarily to cause grievous hurt."

Explanation.–A person is not said-voluntarily to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt. But he is said voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind.

Illustration

A, intending or knowing himself to be likely permanently to disfigure Z's face, gives Z'a blow which does not permanently disfigure Z's face, but which causes Z to suffer severe bodily pain for the space of twenty days. A has voluntarily caused grievous hurt.

অনুবাদ॥ ধারা–৩২২। স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানঃ যদি কোন ব্যক্তি আঘাত দান করে, সে যে আঘাত করার ইচ্ছা করে বা যে আঘাত করার সম্ভাবনা রয়েছে জানে, তা যদি গুরুতর হয় এবং সে যে আঘাত করে তা যদি গুরুতর আঘাত হয়, তাহলে সে ব্যক্তি 'স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে' বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তি গুরুতর আঘাত দান করে বলে গণ্য হবে না, যদি না সে গুরুতর আঘাত করে এবং গুরুতর আঘাত করার ইচ্ছা করে বা গুরুতর আঘাত করতে পারে বলে সে নিজে জানে। কিন্তু সে গুরুতর আঘাত দান করে বলে গণ্য হবে, যদি সে একশ্রেণীর গুরুতর আঘাত দান করার ইচ্ছা করে বা অনুরূপ আঘাত দান করতে পারে বলে নিজে জেনে প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন শ্রেণীর গুরুতর আঘাত দান করে।

উদাহরণঃ 'ক' স্থায়ীভাবে 'ঙ'-র মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ বিকৃত করতে পারে বলে সে নিজে জেনে 'ঙ'-কে একটি ঘুষি মারে, যা 'ঙ'-র মুখমণ্ডল স্থায়ীভাবে বিকৃত করে না, কিন্তু উহার ফলে 'ঙ' বিশ দিন ধরে ভীষণ দৈহিক যন্ত্রণায় ভোগে, 'ক' স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করেছে বলে গণ্য হবে।

Sec.–323. Punishment for voluntarily causing hurt: Whoever, except in the case provided for by section 334, voluntarily causes hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term with may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand taka or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা—৩২৩। স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি ৩৩৪ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–324. Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means: Whoever, except in the case provided for by section 334, voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison of any corrosive substance, or by means of any explosive substance or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা—৩২৪। স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র বা অন্য মাধ্যমের সাহায্যে আঘাত দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি ৩৩৪ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র, ব্যতিরেকে, গুলি ছুঁড়ার, ছুরিকাঘাত করার বা কর্তন করার যেকোন যন্ত্র, অথবা অন্য যেকোন যন্ত্র যার ব্যবহারে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা অগ্নি বা উত্তপ্ত বস্তু কিংবা যেকোন বিষ অথবা কোন ক্ষয়কারক পদার্থ, অথবা কোন বিস্ফোরক দ্রব্য কিংবা এরূপ কোন দ্রব্য, যা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা, গলাধঃকরণ করা বা রক্তে গ্রহণ করা মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর, অথবা যেকোন প্রাণীর সাহায্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–325. Punishment for voluntarily causing grievous hurt: Whoever, except is the case provided for by section 335 voluntarily causes grievous hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা—৩২৫। স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি ৩৩৪ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.~326. Voluntarily causing grievous hurt by dangerous hurt by dangerous weapons or means: Whoever, except in the case provided for by section 335, voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, or by means of fire any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with transportation for life or with imprisonment of either description for a term which May extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা—৩২৬। স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র বা মাধ্যমের সাহায্যে গুরুতর আঘাত দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, ৩৩৫ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে গুলি ছুঁড়ার, ছুরিকাঘাত করার বা কর্তন করার যেকোন অস্ত্র অথবা অন্য যেকোন অস্ত্র যার ব্যবহারে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা অগ্নি বা কোন উত্তপ্ত বস্তু কিংবা যেকোন বিষ, অথবা কোন ক্ষয়কারক পদার্থ, অথবা কোন বিস্ফোরক দ্রব্য কিংবা এরূপ কোন দ্রব্য যা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা, গলাধঃকরণ করা বা রক্তে গ্রহণ করা মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর, অথবা যেকোন প্রাণীর সাহায্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.~326A. Voluntarily causing grievous hurt in respect of both eyes, head or face by means of corrosive substance, etc.: Whoever, except in the provided for by section 335, voluntarily causes grievous hurt of the kind mentioned in–

(a) clause secondly of section 320 respect of both the eyes either by gouging out the same or by means of any corrosive substance; or

(b) clause sixthly of section 320 by means of any corrosive substance, shall be punished with death, or imprisonment for life and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা—৩২৬ক। স্বেচ্ছাকৃতভাবে দু'টি চোখ উপড়ায়ে বা এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা চোখ দুটির দৃষ্টি শক্তি নষ্টকরণ বা মুখমণ্ডল বা মস্তক এসিড দ্বারা বিকৃতিকরণঃ যে ব্যক্তি ৩৩৫ ধারায় বিধানকৃত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিম্নবর্ণিতভাবে–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ক) ৩২০ ধারায় দ্বিতীয় ভাবে বর্ণিত অপরাধ যখন উভয় চক্ষুর ব্যাপারে হয় উৎপাটন দ্বারা বা যেকোন ধরনের এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা, অথবা

(খ) ৩২০ ধারায় ষষ্ঠত ভাগে বর্ণিত অপরাধ যখন কোন ধরনের এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত করে, তাকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের এবং জরিমানার শাস্তি দান করা হবে।

Sec.–327. Voluntarily causing hurt to extort property, or to constrain illegal act: Whoever voluntarily cause hurt, for the purpose of extorting from the sufferer, or from any person interested in the sufferer, any property or valuable security, or of constraining the suffer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩২৭। বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনায়ে নেয়া বা কোন অবৈধ কাজ করতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তি হতে বলপূর্বক কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত ছিনায়ে নেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তিকে কোন অবৈধ কার্য বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করে দিতে পারে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–328. Causing hurt by means of poison, etc; with intend to commit an offence: Whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, introxicating or unwholesome drug or other-thing with intent to cause hurt to such person, or with intent to commit or to faciliate the commission of an offence or Knowing it to be Likely that he will thereby cause hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩২৮। কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বিষ ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে আঘাত দান করাঃ কোন ব্যক্তি আঘাত দান করার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করার বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করার উদ্দেশ্যে অথবা যে তদ্দ্বারা আঘাত দান করতে পারে বলে জেনে, কোন ব্যক্তির প্রতি যেকোন প্রকার বিষ, অথবা যেকোন প্রকার সংজ্ঞাবিলোপকারী, প্রমত্ততাদায়ক বা ক্ষতিকর ঔষধ কিংবা অন্য কোন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বস্তু প্রয়োগ করে বা তাকে সেবন করায়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–329. Voluntarily causing grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act: Whoever voluntarily cause grievous hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, or of constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything that is illegal or which may facilitate the commission of an offence, shall be punished with transportation for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩২৯। বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনায়ে নেয়া বা কোন অবৈধ কার্য করতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তি হতে বলপূর্বক কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত ছিনায়ে নেবার, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তিকে কোন অবৈধ কার্য বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করে দিতে পারে, এরূপ কোন কার্য করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–330. Voluntarily causing hurt to extort confession, or to compel restoration of property: Whoever voluntarily causes hurt, for the purpose of extorting from the sufferer or any person interested in the sufferer, any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Illustrations

(a) A, a police-officer tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guilty of an offence under this section.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(b) A, a police-officer, tortures B to induce him to point out where certain stolen property is deposited. A is guilty of an offence under this section.

(c) A, a revenue officer, tortures Z in order to compel him to pay certain arrears of revenue due from Z. A is guilty of an offence under this section.

(d) A, a Zamindar, tortures a raiyat in order to compel him to pay his rent. A is guilty of an offence under this section.

অনুবাদ॥ ধারা—৩৩০। বলপূর্বক অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করা বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করাঃ কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তি হতে বলপূর্বক কোন অপরাধ বা অসদাচরণের অনুসন্ধান দিতে পারে এরূপ কোন অপরাধের স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করার উদ্দেশ্যে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত প্রত্যর্পণ করাতে, অথবা কোন দাবী বা চাহিদা মিটাতে কিংবা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে এরূপ কোন তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) পুলিশ অফিসার ক, 'ঙ' কোন বিশেষ অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে বলে স্বীকার করতে বাধ্য করার জন্য 'ঙ'-কে নিপীড়ন করে। 'ক' অত্র ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী।

(খ) পুলিস অফিসার 'ক' চোরাইমাল কোথায় গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা দেখাতে দিতে বাধ্য করার জন্য 'ঙ' কে নিপীড়ন করে। 'ক' অত্র ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী।

(গ) রাজস্ব অফিসার 'ক' 'ঙ'-র নিকট হতে প্রাপ্য কিছু বকেয়া রাজস্ব আদায় করার জন্য 'ঙ'-কে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে 'ঙ'-কে নিপীড়ন করে। 'ক' অত্র ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী।

(ঘ) জমিদার 'ক' কোন এক রায়তকে তার খাজনা আদায় করার জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে নিপীড়ন করে। 'ক' অত্র ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী।

Sec.–331. Voluntarily causing grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property: Whoever voluntarily causes grievous hurt for the purpose of extorting from the sufferer or any

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of offence or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩১। বলপূর্বক অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করা বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করাঃ কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তি হতে বলপূর্বক কোন অপরাধ বা অসদাচরণের অনুসন্ধান দিতে পারে এরূপ কোন অপরাধের স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করার উদ্দেশ্যে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্য বা জামানত প্রত্যর্পণ করতে বা করাতে, অথবা কোন দাবী বা চাহিদা মিটাতে কিংবা সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে এরূপ কোন তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–332 Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty: Whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩২। সরকারী কর্মচারীকে তার কর্তব্য পালনে বাধাদান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার কর্তব্য পালনকালে, কিংবা উক্ত ব্যক্তিকে বা অন্য কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার কর্তব্য পালনে নিরস্ত করার বা বাধাদান করার উদ্দেশ্যে, অথবা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসেবে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আইনানুতগভাবে তার কর্তব্য পালনকালে কৃত বা করার জন্য উদ্যত অবস্থায় কোন কিছু দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত আঘাত দান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–333. Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty: Whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩৩। সরকারী কর্মচারীকে তার কর্তব্য পালনে বাধাদান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার কর্তব্য পালনকালে, গুরুতর আঘাত দান করে, কিংবা উক্ত ব্যক্তি বা অন্য কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তার কর্তব্য পালনে নিরস্ত করার বা বাধাদান করার উদ্দেশ্যে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে, অথবা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসেবে আইনানুগভাবে তার কর্তব্যের পালনকালে কৃত বা করার জন্য উদ্যত কোন কিছুর ফলে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–334. Voluntarily causing hurt on provocation: Whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other the person who gave the provocation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩৪। উত্তেজনাবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনাবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে, সে ব্যক্তি, সে উত্তেজনা দানকারী ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে আঘাত দানের ইচ্ছা না করলে, বা আঘাত দান করতে পারে বলে নিজে না জানলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–335. Voluntarily causing grievous hurt on provocation: Whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other that the person who gave the provocation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to four years, or with fine which may extend to two thousand taka, or with both.

Explanation.–The last two sections are subject to the same provisos as Exception 1, section 300.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩৫। উত্তেজনাবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনাবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে, সে ব্যক্তি সে উত্তেজনা দানকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত দান করতে পারে বলে নিজে না জানলে, যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ চার বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, কিংবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাপ অর্থদন্ডে কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ববর্তী ধারা দু'টি ৩০০ ধারার ১নং ব্যতিক্রম যদরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষ তদরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে।

Sec.–336. Act endangering life or personal safety of others: Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two hundred and fifty taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩৬। অন্যান্য লোকের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্যঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ এরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে যে, উহা মনুষ্য জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করে তোলে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ দু'শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–337. Causing hurt by act endangering life or personal safety of others: Whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life. Or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred taka or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩৭। অন্যান্য লোকের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্নকারী বিজ্ঞনক কার্যের মাধ্যমে আঘাত দান করাঃ যদি কোন কাজ এরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে আঘাত দান করে যে, উহা মনুষ্য জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করে তোলে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–338. Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others: Whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life, or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩৮। অন্যান্য লোকের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্যের মাধ্যমে গুরুতর আঘাত দান করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ এরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে গুরুতর আঘাত দান করে যে, উহা মনুষ্য জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করে তোলে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–338A. Causing grievous hurt by rash driving or riding on a public way: Whoever causes grievous hurt to any person by driving any vehicle or riding on any public way so rashly or negligently as to endanger human life, or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩৮ক। জনপথে বেপরোয়া যান বা অশ্ব চালনা করে গুরুতর আঘাতঃ যদি কোন ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে তা তাচ্ছিল্যের সাথে জনপথে গাড়ি বা অশ্ব চালায়ে কোন ব্যক্তিকে এমন গুরুতর আঘাত করে যে তাতে মনুষ্য জীবন ও অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Of Wrongful Restraint and Wrongful Confinement
অবৈধ বাধা ও অবৈধ অবরোধ সম্পর্কিত

Sec.–339. Wrongful restraint: Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed, is said wrongfully to restrain that person.

Exception.–The obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct, is not an offence within the meaning of this section.

Illustration

A obstructs a path along which Z has a right to pass, A not believing in good faith that he has a right to stop the path. Z is thereby prevented from passing. A wrongfully restrains Z.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৩৯। অবৈধ বাধাঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে তার যে দিকে গমনের অধিকার রয়েছে, সে দিকে গমনে নিরস্ত করার জন্য স্বেচ্ছামূলকভাবে বাধাদান করে, সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাধাদান করে বলে গণ্য হবে।

ব্যতিক্রম–কোন বেসরকারী স্থল বা জলপথে বাধা দান–যে বাধাদানে কোন ব্যক্তি তার আইনানুগ অধিকার বলে সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করে, অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

উদাহরণঃ 'ক' এরূপ একটি রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করে যে রাস্তা অতিক্রম করার অধিকার 'ঙ'-র রয়েছে। 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করে না যে তার উক্ত পথ বন্ধ করার অধিকার রয়েছে। তদ্বারা 'য' রাস্তা অতিক্রমনে বাধা প্রাপ্ত হয়। 'ক' 'ঙ'-কে অবৈধভাবে বাধাদান করে।

Sec.–340. Wrongful confinement: Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits, is said "wrongfully to confine" that person.

Illustrations

(a) A causes Z to go within a walled space, and locks Z in. Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall. A wrongfully confines Z.

(b) A places men with firearms at the outlets of a building, and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A wrongfully confines Z.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা—৩৪০। অবৈধ অবরোধঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকার বাইরে গমনে নিরস্ত করার জন্য অবৈধভাবে বাধাদান করে, সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণসমূহঃ

(১) 'ক' 'ঙ'-কে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে গমন করতে বাধ্য করে এবং 'ঙ'-কে উহার মধ্যে তালাবদ্ধ করে রাখে। অতএব উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত সীমারেখার বাইরে যেকোন দিকে গমনে 'ঙ' বাধাপ্রাপ্ত হয়। 'ক' 'য'-কে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলে গণ্য হবে।

(২) 'ক' একটি দালানের বহির্দ্বারে কতকগুলি আগ্নেয়াস্ত্রধারী লোক মোতায়েন করে এবং 'ঙ'-কে বলে যে, 'ঙ' উক্ত দালান ত্যাগ করার উপক্রম করলে তার 'ঙ'-কে গুলি করবে। 'ক' 'ঙ'-কে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলে গণ্য হবে।

আলোচনা

চলাফেরার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ছাড়া, অন্য কোনভাবে খর্ব করা যায় না। তাই, কারোও চলার অধিকারকে স্বেচ্ছায় নিরস্ত করা—অবৈধ বাধা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাথে সাথে অবৈধভাবে কারো আটক তথা সীমাবদ্ধ এলাকার বাইরে গমন রোধ—অবৈধ অবরোধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দণ্ডবিধির ৩৩৯ এবং ৩৪০ ধারার আলোচনা, উল্লেখিত বক্তব্যেরই জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

অবৈধ বাধার সংজ্ঞাঃ দণ্ডবিধির ৩৩৯ ধারায় অবৈধ বাধার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার যে দিকে গমনের অধিকার রয়েছে, সেই দিকে গমন নিরস্ত করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাধা দান করে বলে গণ্য হবে।

ব্যতিক্রমঃ কোন বেসরকারী স্থল বা জলপথে বাধা প্রদান—যে বাধা প্রদানে কোন ব্যক্তি তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে বলে সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করে—অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে উহা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

উদাহরণঃ 'ক' এইরূপ একটি রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করে যে রাস্তা অতিক্রম করার অধিকার খ-এর রয়েছে। 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করে না যে তার উক্ত পথ বন্ধ করার অধিকার রয়েছে। তদ্বারা 'খ' রাস্তা অতিক্রমণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক, খ-কে অবৈধভাবে বাধা দান করে বলে গণ্য হবে।

অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞাঃ দণ্ডবিধির ৩৪০ ধারায় অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকার বাইরে গমনে নিরস্ত করার জন্য অবৈধভাবে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ 'ক' 'খ'-কে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে গমন করতে বাধ্য করে এবং 'খ'-কে উহার মধ্যে তালাবদ্ধ করে রাখে। অতএব, উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত সীমারেখার বাইরে যে কোনদিকে গমনে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 'ক', 'খ'-কে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলে গণ্য হবে।

অবৈধ বাধা এবং অবৈধ অবরোধের মধ্যে পার্থক্যঃ উপরে উল্লেখিত অবৈধ বাধা এবং অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞার আলোকে, উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) বিশেষ শাখা ও প্রকারগত পার্থক্যঃ Wrongful confinement is a branch and a form of wrongful restraint. অর্থাৎ অবৈধ অবরোধ হল অবৈধ বাধারই একটি বিশেষ শাখা স্বরূপ এবং উহার একটি প্রকার ভেদ।

(২) অগ্রসরে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রেঃ অবৈধ বাধার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে কেবল কোন একটি বিশেষ দিকে অগ্রসর হতে দেওয়া হয় না। অবশ্য সেই ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অন্যদিকে যেতে পারে। কিন্তু অপর পক্ষে অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে যে কোন দিকে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন দিকেই যেতে দেয়া হয় না।

(৩) অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যঃ অবৈধ অবরোধ দণ্ডবিধিতে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু, অবৈধ অবরোধের সাথে তুলনামূলকভাবে অবৈধ বাধা সেরূপ গুরুতর অপরাধ নয়।

(৪) বাধার তারতম্যের ক্ষেত্রেঃ Wrongful Confinement বা অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে যে বাধা প্রদান করা হয়, উহাকে Full restraint বা পুরাপুরি বাধা বলা হয়। কিন্তু, বা অবৈধ বাধার ক্ষেত্রে যে বাধা প্রদান করা হয়, উহাকে partial restraint বা আংশিক বাধা বলা হয়।

(৫) ধারাগত পার্থক্যঃ দণ্ডবিধির ৩৩৯ ধারায় wrongful restraint বা অবৈধ বাধার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। অপরপক্ষে, দণ্ডবিধির ৩৪০ ধারায় wrongful confinement বা অবৈধ অবোরোধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

(৬) প্রমাণের ভিত্তির ক্ষেত্রেঃ অবৈধ বাধার অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে বাদীকে প্রমাণ করতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার প্রতি স্বেচ্ছাকৃত বাধা প্রদান করেছিল। ফলে, বাদী যেদিকে যেতে ইচ্ছা করেছিল, সেদিকে যেতে পারে নাই। কিন্তু অপরপক্ষে, অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে বাদীকে প্রমাণ করতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত আটকের ফলে বাদী একটি বিশেষ সীমার বাইরে যেতে ব্যর্থ হয়।

(৭) শাস্তিগত পার্থক্যঃ অবৈধ বাধার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৩৪১ ধারা মোতাবেক একমাস পর্যন্ত যে-কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যে-কোন অঙ্কের অর্থদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা যাবে। কিন্তু,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অবৈধ অবরোধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী এক বৎসর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা যাবে।

Sec.–341. Punishment for wrongful restraint: Whoever wrongfully restrains any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with line which may extend to five hundred taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৪১। অবৈধ বাধাদানের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাধা দান করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–342. Punishment for wrongful confinement: Whoever wrongfully confines any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৪২। অবৈধ অবরোধের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–343. Wrongful confinement for three or more days: Whoever wrongfully confines any person for three days or more, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৪৩। তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অবৈধ অবরোধঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তিন বা ততোধিক দিবসের জন্য অবৈধভাবে অবরোধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–344. Wrongful confinement for ten or more days: Whoever wrongfully confines any person for ten days, or more, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩৪৪। দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অবৈধ অবরোধঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে দশ বা ততোধিক দিবসের জন্য অবৈধভাবে অবরোধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–345. Wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued: Whoever keeps any person in wrongful confinement, knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years is addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this Chapter.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৪৫। কোন ব্যক্তির মুক্তিকল্পে রীট জারী করা হয়েছে তার অবৈধ অবরোধঃ যদি কোন ব্যক্তির মুক্তিকল্পে রীট জারী করা হয়েছে, বলে জেনেও যে ব্যক্তি তাকে অবৈধভাবে কারাবরোধে রাখে, সে ব্যক্তি এই অধ্যায়ের অধীনে অন্য যেকোন ধারা অনুযায়ী যে মেয়াদের জন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে তা ছাড়াও যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

Sec.–346. Wrongful confinement in secret: Whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined, or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as herein before mentioned, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৪৬। গোপনে অবৈধ অবরোধঃ যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই প্রকারে অবৈধভাবে অবরোধ করে, যাতে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যেন অনুরূপ অবরুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি স্বার্থ সমন্বিত কোন ব্যক্তি বা কোন সরকারী কর্মচারী অনুরূপ ব্যক্তির অবরোধের কথা জানতে না পারে কিংবা ইতিপূর্বে উল্লিখিত অনুরূপ ব্যক্তি বা সরকারী কর্মচারী অনুরূপ অবরোধের স্থান চিনতে বা আবিষ্কার করতে না পারে, সে ব্যক্তি অবৈধ অবরোধের জন্য অন্য যে দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে তাছাড়াও যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–347. Wrongful confinement to extort property or constrain to illegal act: Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined, or from any person interested in the person confined, any property or valuable security or of constraining the person confined or any person interested in such person to do anything illegal or to give any information which may facilitate the commission of an offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩৪৭। বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনায়ে নেয়ার বা অবৈধ কাজ করতে বাধ্য করার জন্য অবৈধ অবরোধঃ যদি কোন ব্যক্তি অবরুদ্ধ ব্যক্তির বা অবরুদ্ধ ব্যক্তিতে যার স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তি হতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত ছিনায়ে নেবার কিংবা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে বা যে ব্যক্তির অবরুদ্ধ ব্যক্তিতে যার স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তিকে কোন অবৈধ কাজ করতে বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করতে পারে এরূপ কোন তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–348. Wrongful confinement to extort confession or compel restoration of property: Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person in interested in the person confined any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩৪৮। স্বীকারোক্তি আদায় করার বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য করার জন্য অবৈধ অবরোধঃ যদি কোন ব্যক্তি, অবরুদ্ধ ব্যক্তি বা অবরুদ্ধ ব্যক্তিতে যার স্বার্থ নিহিত রয়েছে সে ব্যক্তি হতে বলপূর্বক কোন অপরাধ বা অসদাচরণের অনুসন্ধান দিতে পারে এরূপ কোন অপরাধের স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করার উদ্দেশ্যে কিংবা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে বা অবরুদ্ধ ব্যক্তিতে যার স্বার্থ নিহিত রয়েছে, সে ব্যক্তিকে কোন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত প্রত্যর্পণ করতে বা করাতে, অথবা কোন দাবী বা চাহিদা মিটাতে, কিংবা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে এরূপ কোন তথ্য প্রদান করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Of Criminal Force and Assault

Sec. 349. Force: A person is said to use force to another if he causes motion, change of motion, or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion, or change of motion, in cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body, or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling:

Provided that the person causing the motion, or change of motion, or cessation of motion, causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of the three ways here-in after described.

First: By his own bodily power.

Secondly: By disposing any substance in such a manner that the motion of change or cessation of motion takes place without any further act on his part, or on the part of any other person.

Thirdly. By inducing any animal to move, to change its motion, or to cease to move.

অনুবাদ॥ ধারা—৩৪৯। বলপ্রয়োগঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি বলপ্রয়োগ করে বলে গণ্য হবে, যদি সে উক্ত অপর ব্যক্তিকে গতিশীল করায় বা তার গতি পরিবর্তন করায় বা তার গতি রোধ করায়, কিংবা যদি সে কোন বস্তুকে এরূপ গতিশীল করায় বা তার গতি পরিবর্তন করায় বা তার গতি রোধ করায় যে, উক্ত বস্তু উক্ত অপর ব্যক্তির শরীরের যেকোন অংশ বা উক্ত অপর ব্যক্তি কর্তৃক পরিহিত বা বাহিত অন্য কিছুর সংস্পর্শে আসে বা এরূপ অবস্থিত অন্য কিছুর সংস্পর্শে আসে যাতে অনুরূপ সংস্পর্শে উক্ত অপর ব্যক্তির অনুভূতিকে প্রভাবিত করেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, গতি সৃষ্টিকারী বা গতি পরিবর্তনকারী বা গতি রোধকারী ব্যক্তিকে অতঃপর বর্ণিত তিন উপায়ের এক উপায়ে উক্ত গতি সৃষ্টি, গতি পরিবর্তন বা গতি রোধ করতে হবে;

প্রথমতঃ তার নিজ দৈহিক শক্তিতে;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

দ্বিতীয়তঃ যেকোন বস্তুর এরূপ ব্যবস্থাপনা করে, যাতে উক্ত ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর কোন কাজ ব্যতিরেকেই উক্ত গতি অথবা উক্ত গতির পরিবর্তন বা বিরতি সাধিত হয়।

তৃতীয়তঃ যেকোন প্রাণীকে চলতে, উহা গতি পরিবর্তন করতে বা চলা হতে বিরত হতে প্রবৃত্ত করে।

Sec. 350. Criminal force: Whoever intentionally used force to any person, without that person's consent, in order to the committing of any offence, or intending by the use of such force to cause, or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used, is said to use criminal force to that other.

Illustrations

(a) Z is sitting in a moored boat on a river. A unfastens the moorings and thus intentionally causes the boat to drift down the steam. Here A intentionally causes motion to Z, and he does this by disposing substances in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part. A has therefore intentionally used force to Z; and if he has done so without Z's consent, in order to the committing of any offence, or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear or annoyance to Z, A has used criminal force to Z.

(b) Z is riding in a chariot. A lashes Z's horses, and thereby causes them to quicken their pace. Here A has caused change of motion to Z by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Z; and if A has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, A has used criminal force to Z.

(c) Z is riding in a palanquin. A, intending to rob Z, seizes the pole and stops the palanquin. Here A has caused cessation of motion to Z, and he has done; this by his own bodily power. A has therefore used force to Z; and as A has acted thus intentionally, without Z's consent, in order to the commission of an offence. A has used criminal force to Z.

(d) A intentionally pushes against Z in the street. Here A has by his own bodily power moved his own person so as to bring it into contact with Z. He has therefore intentionally used force to Z; and if

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

he has done so without Z's consent, intending or knowing to be likely that he may thereby injure frighten or annoy Z. he has used criminal force to Z.

(e) A throws a stone, intending or knowing it to be likely that the stone will be thus brought into contact with Z, or with Z's clothes, or with something carried by Z, or that it will strike water, and dash up the water against Z's clothes or something carried by Z. Here if the throwing of the stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Z, or Z's clothes A has used force to Z'; and if he did so without Z's consent intending thereby to injure, frighten or annoy Z, he has used criminal force to Z.

(f) A intentionally pulls up a woman's veil. Here A intentionally uses force to her, and if he does so without her consent intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy her, he has used criminal force to her.

(g) Z is bathing, A pours into the bath water which he knows to be boiling. Here A intentionally by his own bodily power causes such motion in the boiling water as brings that water into contact with Z, or with other water so situated that such contact must affect Z's sense of feeling; A has therefore intentionally used force to Z; and if he has done this without Z's consent intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury, fear or annoyance to Z, A has used criminal force.

(h) A incites a dog to spring upon z, without Z's consent. Here if A intends to cause injury, fear or annoyance to Z, he uses criminal force to Z.

অনুবাদ॥ ধারা—৩৫০। অপরাধমূলক বলপ্রয়োগঃ যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করণার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে বলপ্রয়োগ করে, কিংবা অনুরূপ বলপ্রয়োগের সাহায্যে যে ব্যক্তির প্রতি বলপ্রয়োগ করা হয় সে ব্যক্তির জখম, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে, অথবা সে ব্যক্তির ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও তার সম্মতি ব্যতিরেকে তার প্রতি বলপ্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি উক্ত অপর ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণসমূহঃ

(ক) 'ক' যেকোন নদীতে নোঙ্গরাবদ্ধ একটি নৌকায় উপবিষ্ট রয়েছে। 'ক' নোঙ্গরের বাঁধন খুলে দেয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নৌকাটি স্রোতের অনুকূলে ভাসায়ে দেয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

এক্ষেত্রে 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-র গতি সৃষ্টি করে এবং সে বস্তুসমূহের এরূপ ব্যবস্থাপনা করে কাজটি করে যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন কাজ ব্যতিরেকেই উক্ত গতির সৃষ্টি হয়। অতএব 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবেই 'ঙ'-র প্রতি বলপ্রয়োগ করেছে; এবং যদি সে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বা উক্ত বলপ্রয়োগের সাহায্যে 'ঙ'-র ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টির অভিপ্রায়ে বা উক্ত বল প্রয়োগ 'ঙ'-র ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে কাজটি করে থাকে, তা'হলে সে 'ঙ'-র প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেছে।

(খ) 'ঙ' একটি রথে ভ্রমণ করছে। 'ক' 'ঙ'-র ঘোড়াগুলিকে চাবুকাঘাত করে ও তদ্বারা তাদের বেগ বাড়ায়ে দেয়। এক্ষেত্রে 'ক' পশুগুলির গতি পরিবর্তন করতে প্রবৃত্ত করে 'ঙ'-র গতি পরিবর্তন করেছে। অতএব 'ক' 'ঙ'-র প্রতি বলপ্রয়োগ করেছে; এবং যদি 'ক' উহার সাহায্যে 'ঙ'-র ক্ষতি বা বিরক্তি সৃষ্টির অভিপ্রায়ে কিংবা উহাতে 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে কাজটি করে থাকে, তা'হলে 'ক' 'ঙ'-র প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেছে।

(গ) 'ঙ' একটি পাল্‌কিতে ভ্রমণ করছে। 'ক' 'ঙ'-কে লুটে নেবার অভিপ্রায়ে খুঁটি ধরে ফেলে এবং পাল্‌কিটি থামায়ে ফেলে। এক্ষেত্রে, 'ক' 'ঙ'-র গতি রোধ করেছে এবং সে কাজটি তার নিজ দৈহিক শক্তিতে করেছে। অতএব 'ক' 'ঙ'-র প্রতি বল প্রয়োগ করেছে এবং যেহেতু 'ক' একটি অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছে, সেহেতু 'ক' 'ঙ'-র প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেছে।

(ঘ) রাস্তায় 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে ধাক্কা লাগায়। এক্ষেত্রে 'ক' তার নিজ দৈহিক শক্তিতে নিজের শরীরকে এরূপ গতিশীল করেছে যেন উহা 'ঙ'-র সংস্পর্শে আসে। অতএব সে ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-র প্রতি বলপ্রয়োগ করেছে। এবং যদি সে তদ্বারা 'ঙ'-কে জখম, ভীতি প্রদর্শন বা বিরক্ত করার অভিপ্রায়ে অথবা জখম, ভীতি প্রদর্শন বা বিরক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে এরূপ করে থাকে, তাহলে যে 'ঙ'-র প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেছে।

(ঙ) 'ক' এরূপ অভিপ্রায় বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও একটি পাথর নিক্ষেপ করে যে উহা 'ঙ'-এর সংস্পর্শে আসবে, বা 'ঙ'-র পোশাক বা 'ঙ' কর্তৃক পরিহিত কোন কিছুর সংস্পর্শে আসবে, অথবা পানিতে ধাক্কা লাগাবে এবং 'ঙ'-র পোশাক বা 'ঙ' কর্তৃক বাহিত কোন কিছুর উপর পানি ছিটায়ে দিবে। এক্ষেত্রে উক্ত পাথর নিক্ষেপের ফলে যদি কোন বস্তু 'ঙ' বা 'ঙ'-র পোশাকের সংস্পর্শে আসে, তাহলে 'ক' 'ঙ'-র প্রতি বলপ্রয়োগ করেছে বলে গণ্য হবে এবং যদি তদ্বারা সে 'ঙ'-কে জখম করার ভয় দেখানোর বা বিরক্তি করার অভিপ্রায়ে 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে এরূপ করে থাকে, তাহলে সে 'ঙ'র প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(চ) 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নারীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে। এক্ষেত্রে 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে তার প্রতি বলপ্রয়োগ করেছে। এবং যদি সে তাকে জখম করার ভয় দেখাবার বা বিরক্ত করার অভিপ্রায়ে বা তাকে জখম করার, ভয় দেখানোর বা বিরক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও তার সম্মতি ব্যতিরেকে এরূপ করে থাকে, তাহলে সে তার প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেছে।

(ছ) 'ঙ' স্নান করছে। 'ক' স্নান পাত্রে এরূপ পানি ঢেলে দেয় যা ফুটন্ত বলে সে জানে। এক্ষেত্রে 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে তার নিজ দৈহিক শক্তিতে ফুটন্ত পানিতে এরূপ গতি সৃষ্টি করে যে উক্ত পানি 'ঙ'-র সংস্পর্শে আসে বা এরূপে অবস্থিত অন্য কোন পানির সংস্পর্শে আসে যাতে উক্ত সংস্পর্শে 'ঙ'-র অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। অতএব 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-র প্রতি বলপ্রয়োগ করেছে। এবং যদি সে 'ঙ'-কে জখম করার ভয় দেখানোর বা বিরক্ত করার অভিপ্রায়ে তাকে জখম করার, ভয় দেখানোর বা বিরক্তি করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জেনেও 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে এরূপ করে থাকে, তাহলে সে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেছে।

(জ) 'ক' 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে একটি কুকুরকে 'ঙ'-র প্রতি ঝাঁপায়ে পড়ার জন্য লেলায়ে দেয়। এক্ষেত্রে যদি 'ক' 'ঙ'-কে জখম, ভীতি প্রদর্শন ও বিরক্ত করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সে 'ঙ'-র প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করেছে।

Sec. 351. Assault: Whoever makes any gesture, or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person, is said to commit an assault.

Explanation.–Mere words do not amount to an assault. But the words which a person uses may give to his gestures or preparation such a meaning as may make those gestures or preparations amount to an assault.

Illustrations

(a) A shakes his fist at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z, A has committed an assault.

(b) A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending, or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. A has committed an assault upon Z.

(c) A takes up a stick, saying to Z I will give you a beating Here, though the words used by A could in no case amount to an

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

assault, and though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances, might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault.

অনুবাদ॥ ধারা—৩৫১। আক্রমণঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ জেনে কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে বা প্রস্তুতি লয়, যাতে উক্ত অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতি উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে এমন আশঙ্কা জাগবে বা এমন আশঙ্কা জাগাবার সম্ভাবনা রয়েছে যে, অঙ্গভঙ্গিকারী বা প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির প্রতি বলপ্রয়োগের উদ্যোগ করছে, সে ব্যক্তি আক্রমণ করে বলে গন্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ শুধু মুখের কথাই আক্রমণ বলে গণ্য হবে না, কিন্তু কোন ব্যক্তির মুখের কথা তার অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতিকে এরূপ অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে যে, উক্ত অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতি আক্রমণ বলে গণ্য হতে পারে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ জেনে 'ঙ'-র প্রতি তার মুষ্টি আন্দোলিত করে যে উহা 'ক' 'ঙ'-কে আঘাত করার উদ্যোগ করে বলে 'ঙ'-র প্রতীত জন্মায় বা অনুরূপ প্রতীত জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে। 'ক' আক্রমণ করেছে।

(খ) 'ক' এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ জেনে একটি হিংস্র কুকুরের মুখসাজ উন্মোচন করতে শুরু করে, যদ্বারা 'ঙ'-র এমন প্রতীতি জন্মে বা এমন প্রতীতি জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে যে সে কুকুরটিকে দিয়ে 'ঙ'-কে আক্রমণের উদ্যোগ করছে। 'ক' 'ঙ'-র প্রতি আক্রমণ করেছে।

(গ) "আমি তোমাকে মার দিব" 'ক' 'ঙ'-কে এই কথা বলে একটি লাঠি হাতে নেয়। এক্ষেত্রে, যদিও 'ক' কর্তৃক উচ্চারিত কথা কিছুতেই আক্রমণ বলে গণ্য হতে পারে না, এবং যদিও অন্যবিধ অবস্থার সহগামিতা ব্যতীত শুধু অঙ্গভঙ্গিই আক্রমণ বলে গণ্য নাও হতে পারে, তথাপি কথার সাহায্যে ব্যক্তি অঙ্গভঙ্গিই আক্রমণ বলে গণ্য হতে পারে।

Sec. 352. Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation: Whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred taka, or with both.

Explanation.--Grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offence under this section, if the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offence, or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

if the provocation is given by anything done in obedience to the law, or by a public servant, in the lawful exercise of the powers of such public servant, or if the provocation is given by anything done in the lawful exercise of the right of private defence.

Whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offence, is a question of fact.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৫২। গুরুতর আকস্মিক উত্তেজনার ফল ব্যতীত প্রকারান্তরে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনা ব্যতীত, প্রকারান্তরে তাকে আক্রমণ করে বা তার প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ গুরুতর বা আকস্মিক উত্তেজনার অজুহাতে এই ধারার শাস্তি হ্রাস পাবে না, যদি অপরাধটির জন্য অজুহাত স্বরূপ উক্ত উত্তেজনা অপরাধকারী কর্তৃক যাচঞ্জা করা হয়ে থাকে বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে থাকে, অথবা

যদি উক্ত উত্তেজনা, আইনানুগভাবে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে কৃত কোন কর্ম দ্বারা প্রদত্ত হয়।

উত্তেজনাটি উক্ত অপরাধ হ্রাস করার পক্ষে যথেষ্ট গুরুতর ও আকস্মিক কিনা তা একটি বিবেচ্য বিষয়।

Sec.–353. Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty: Whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such public servant, or to consequence of anything done or attempted to be done by such person in the lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৫৩। সরকারী কর্মচারীকে তার কর্তব্য পালনে বাধাদানের নিমিত্ত আক্রমণ ও অপরাধমূলক বলপ্রয়োগঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তার কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তার কর্তব্য পালন হতে বিরত করার বা বাধা দান করার অভিপ্রায়ে অথবা অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কৃত বা করার জন্য উদ্যত কোন কিছুর কারণে তাকে আক্রমণ করে বা তার প্রতি বলপ্রয়োগ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–354. Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty: Whoever assaults or uses criminal force to any woman, intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৫৪। কোন নারীর শালীনতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাকে আক্রমণ ও তৎপ্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে, তৎকর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনাবশত ব্যতীত প্রকারান্তরে অপমান করার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–355. Assault or criminal force with intent to dishonour person, otherwise than on grave provocation: Whoever assaults or uses criminal force to any person, intending thereby to dishonour that person, otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৫৫। গুরুতর উত্তেজনাবশত ব্যতীত, প্রকারান্তরে কোন ব্যক্তিকে অপমান করার অভিপ্রায়ে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে, তৎকর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনাবশত ব্যতীত প্রকারান্তরে অপমান করার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–356. Assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by aperson: Whoever assaults or uses criminal force to any person in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩৫৬। কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত সম্পত্তি চুরি করার উদ্যোগে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিহিত বা বাহিত সম্পত্তি চুরি করার উদ্যোগ করে উক্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে বা তার প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে অথবা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–357. Assault or criminal force in attempt wrongfully to confine a person: Whoever assaults or uses criminal force to any person, in attempting wrongfully to confine that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand taka, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৫৭। কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্যোগে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্যোগ করে তাকে আক্রমণ করে বা তার প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–358. Assault or criminal force on grave provocation: Whoever assaults or uses criminal force to any person on grave and sudden provocation given by that person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred taka, or with both.

Explanation.–The last section is subject to the same Explanation as section 352.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৫৮। গুরুতর উত্তেজনাবশত আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনাবশত উক্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে বা তার প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে; অথবা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Of Kidnapping, Abduction Slavery and forced Labour
মনুষ্য হরণ, অপহরণ, দাসত্ব ও জবরদস্তিমূলক শ্রম সম্পর্কিত

Sec.–359. Kidnapping: Kidnapping is of two kinds: kidnapping from Bangladesh. And kidnapping from lawful guardianship.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৫৯। মনুষ্য হরণঃ মানুষ অপহরণ দুই প্রকারের; যেমন–

(১) বাংলাদেশ হতে মনুষ্য হরণ ও (২) আইনানুগ অভিভাবকত্ব হতে মনুষ্য হরণ।

Sec.–360. Kidnapping from Bangladesh: Whoever conveys any person beyond the limits of Bangladesh without the consent of that person, or of some person legally authorized to consent on behalf of that person, is said to kidnap that person from Bangladesh.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬০। বাংলাদেশ হতে মনুষ্য হরণঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি দানের জন্য আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশ সীমানার বাইরে বহন করে নেয় সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হতে অপহরণ করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–361. Kidnapping from lawful guardianship: Whoever takes or entices any minor under fourteen years of age is a male, or under sixteen years of age of a female, or any person of unsound mind, out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of un mind, without the consent of such guardian, is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship.

Explanation.–The words "lawful guardian" in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person.

Exception.–This section does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child, or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬১। আইনানুগ অভিভাবকত্ব হতে অপহরণঃ যদি কোন ব্যক্তি পুরুষের ক্ষেত্রে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক, বা নারীর ক্ষেত্রে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক কোন নাবালক বা কোন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধান হতে অনুরূপ অভিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে নিয়ে বা প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়, সে ব্যক্তি অনুরূপ নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে আইনানুগ অভিভাবকত্ব হতে অপহরণ করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় "আইনানুগ অভিভাবক" শব্দাবলীতে অনুরূপ নাবালক বা অন্য কোন ব্যক্তির আইনানুগ তত্ত্বাবধান বা রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত যেকোন ব্যক্তিকে বুঝাবে।

ব্যতিক্রমঃ এই ধারা এরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য নহে, যে ব্যক্তি সদ্‌বিশ্বাসে নিজেকে কোন জারজ শিশুর পিতা বলে বিশ্বাস করে, অথবা যে ব্যক্তি সদ্‌বিশ্বাসে নিজেকে অনুরূপ শিশুর আইনানুগ রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে, যদি না অনুরূপ কার্য কোন অসৎ বা অবৈধ উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

Sec.–362. Abduction: Whoever by force compels, or by any deceitful means induces, any person to go from any place, is said to abduct that person.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬২। অপবাহনঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হতে গমন করার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করে বা কোন প্রতারণামূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করে, সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অপবাহন করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–363. Punishments for kidnapping: Whoever kidnaps any person from Bangladesh or from Lawbulguardianship, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬৩। অপহরণের শাস্তিঃ যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হতে বা আইনানুগ অভিভাবকত্ব হতে হরণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

364. Kidnapping or abduction in order to murder: Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered, shall be punished with transportation for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Illustrations

(a) A kidnaps Z from Bangladesh, intending of knowing it to be likely that Z may be sacrificed to an idol. A has committed the offence defined in this section.

(b) A forcibly carrier or entices B away from his home in order that B may be murdered. A has committed the offence defined in this section.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা—৩৬৪। খুন করার উদ্দেশ্যে অপহরণ কিংবা অপবাহনঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে, এরূপ উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ করে যাতে অনুরূপ ব্যক্তি খুন হতে পারে বা তার এরূপ ব্যবস্থাপনা হতে পারে, যাতে সে খুনের বিপদে কবলিত হতে পারে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও বাংলাদেশ হতে 'ঙ'কে অপহরণ করে যে, 'ঙ'-কে প্রতিমাতে উৎসর্গ করা যেতে পারে। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

(খ) 'ক' 'ঙ'-কে খুন করার উদ্দেশ্যে 'খ'-কে তার ঘর হতে বলপূর্বক ছিনায়ে বা প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Sec.–364A. Kidnapping or abducting a person under the age of ten: Whoever kidnaps of abducts any person under the age of en, in order that such person may be murdered or subjected to grievous hurt, or salivary, or to the lust of any person or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered or subjected to grievous hurt, or slavery, or to the last of any person shall be punished with death or with transportation for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to fourteen years and shall not be less than seven years.

অনুবাদ॥ ধারা—৩৬৪ক। দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করে যে, উক্ত ব্যক্তিকে খুন করা যেতে পারে, কিংবা তাকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির কাম-লালসার বশে আনা যেতে পারে, অথবা তার এরূপ ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে যে তার খুন হবার, কিংবা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হবার বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তি কাম-লালসার শিকার হবার আশঙ্কা থাকে, সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–365. Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person: Whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬৫। কোন ব্যক্তিকে গোপনভাবে ও অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা প্রতারণাপূর্বক হরণঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে গোপনভাবে ও অবৈধভাবে অবরোধ করার অভিপ্রায়ে তাকে অপহরণ বা প্রতারণাপূর্বক হরণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে দণ্ডিত হবে এবং তদ্‌পরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–366. Kidnapping abducting or inducing woman to compel her marriage, etc.: Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled, or knowing it to be likely that she will be compelled, to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and whoever, by means of criminal intimidation as defined in this Code or of abuse of authority or any other method of compulsion, induces any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person shall also be punishable as aforesaid.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬৬। কোন নারীকে বিবাহ ইত্যাদিতে বাধ্য করার নিমিত্তে অপহরণ প্রতারণাপূর্বক হরণ বা প্রলুব্ধকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করা যেতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে বা তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে কিংবা তাকে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তাকে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে অপহরণ বা প্রতারণাপূর্বক হরণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে; এবং যে ব্যক্তি কোন নারীকে এই বিধিতে বর্ণিত অপরাধমূলক অন্য কোন উপায়ে, অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে এই উদ্দেশ্যে অথবা তাকে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে জেনে তাকে কোন স্থান হতে গমন করতে প্রলুব্ধ করে, সে ব্যক্তিও পূর্বোক্তরূপ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–366A. Procreation of minor girl: Whoever, by means whatsoever, induces any minor girl under the age of eighteen years to go from any place or to do any act with intent that such girl may be,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

or knowing that it is likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬৬ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা সংগ্রহকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন উপায়ে আঠার বৎসরের কম বয়সের কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাকে এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে কোন স্থান হতে গমন করতে বা কোন কাজ করতে প্রলুব্ধ করে যে, অনুরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে, সে ব্যক্তি কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে, তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–366B. Importation of girl from foreign country: Whoever imports into Bangladesh from any country outside Bangladesh any girl under the age of twenty-one years with intent that she may be, or knowing it to be likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person.

Shall be punishable with imprisonment which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬৬খ। বিদেশ হতে বালিকা আমদানীঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে, বাংলাদেশের বহির্ভূত কোন দেশ হতে একুশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালিকাকে বাংলাদেশে আমদানী করে যে, তাকে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে, সে ব্যক্তি কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–367. Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurts, slavery, etc.: Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected, or may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to grievous hurt, or slavery, or to the unnatural last of any person, or knowing it to be likely that such person will be so subjected or disposed of, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬৭। কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্বাধীন করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা প্রতারণাপূর্বক হরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে এরূপ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদ্দেশ্যে অপহরণ বা প্রতারণাপূর্বক হরণ করে যে, উক্ত ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কাম প্রবৃত্তির অধীন করা যেতে পারে, কিংবা তার এরূপ ব্যবস্থাপনা হতে পারে যে তাকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কাম প্রবৃত্তির অধীন করা যেতে পারে, অথবা এরূপ জেনে তাকে অপহরণ বা প্রতারণাপূর্বক হরণ করে যে, উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ বশে আনা বা তার অনুরূপ ব্যবস্থাপনা করার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–368. Wrongfully concealing or keeping in confinement, kidnapped or abducted person: Whoever, knowing that any person has been kidnapped or has been abducted, wrongfully conceals or confines such person, shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge, or for the same purpose as that with or for which he conceals or detains such person in confinement.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬৮। অপহৃত বা প্রতারণাপূর্বক হরণকৃত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গোপন বা অবরোধ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা প্রতারণাপূর্বক হরণ করা হয়েছে জেনে অনুরূপ ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গোপন বা অবরোধ করে, সে ব্যক্তি একই প্রণালীতে এরূপ দণ্ডিত হবে যেন সে উক্ত ব্যক্তিকে তদরূপ একই অভিপ্রায় বা অবগতি সহকারে বা তদরূপ একই উদ্দেশ্যে বা প্রতারণাপূর্বক হরণ করেছিল যদ্‌রূপ অভিপ্রায় বা অবগতি সহকারে অথবা উদ্দেশ্যে সে অনুরূপ ব্যক্তিকে অবরোধ, গোপন বা আটক করে।

Sec.–369. Kidnapping or abducting child under ten years with intent to steal from its person: Whoever kidnaps or abducts any child under the age of ten years with the intention of taking dishonestly any moveable property from the person of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৬৯। দেহাভরণ চুরি করার অভিপ্রায়ে দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু অপহরণ বা প্রতারণাপূর্বক হরণ করাঃ যদি দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশুর দেহ হতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে ছিনায়ে নেয়ার অভিপ্রায়ে অনুরূপ শিশুকে অপহরণ বা প্রতারণাপূর্বক হরণ করে, সে ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–370. Buying or disposing or any person as a slave: Whoever imports exports, removes, buys, sells or disposes of any person as a slave, or accepts, receives or detains against his will any person as a slave, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৭০। দাসরূপে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় বা হস্তান্তর করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে দাসরূপে আমদানী, রফতানি, অপসারণ, ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর করে কিংবা কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসরূপে গ্রহণ, হস্তগত বা আটক করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–371. Habitual dealing inslaves: Whoever habitually imports, exports, removes, buys, sells, traffics or deals in slaves, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৭১। অভ্যাসগতভাবে দাস ব্যবসায় পরিচালনা করাঃ যদি কোন ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে দাস আমদানি, রফতানি, অপসারণ, ক্রয় বিক্রয় হস্তান্তর করে বা দাসের কারবার করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার অনুর্ধ্ব দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানাদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–372. Selling minor for purposes on prostitution, etc.: Whoever sells, lets to hire, or otherwise disposes of any person under the age of eighteen years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation I. When a female under the age of eighteen years is sold, let for hire, or otherwise disposed of to a prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution.

Explanation II. For the purposes of this section "illicit intercourse" means sexual intercourse between person not united by marriage or by any union or tie which, though not amounting to a marriage, is recognised by the personal law or custom of the community to which they belong or, where they belong to different communities, of both such communities, as constituting between them a quasi-marital relation.

অনুবাদ॥ ধারা—৩৭২। বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিক্রয়ঃ যদি কোন ব্যক্তি আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি যেকোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য কোন লোকের সাথে অবৈধ যৌন সহবাস অথবা কোন বে-আইনী ও অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হবে এই উদ্দেশ্যে কিংবা অনুরূপ ব্যক্তি যেকোন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হবে, এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে তাকে বিক্রয় করে, ভাড়া দেয় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যা ১। যেক্ষেত্রে আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন নারীকে কোন বেশ্যা বা বেশ্যালয় পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনাকারী কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয় বা ভাড়া দেয়া হয় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা হয়, সেক্ষেত্রে ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হওয়া অবধি অনুরূপ নারীর ব্যবস্থাপনাকারী ব্যক্তি উক্ত নারী বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে এবং অভিপ্রায়ে তার ব্যবস্থাপনা করেছে বলে ধরে নেয়া হবে।

ব্যাখ্যা ২। এই ধারার উদ্দেশ্যে "অবৈধ যৌন সহবাস" বলতে এরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে যৌন সহবাস বুঝাবে, যারা বিবাহ অথবা বিবাহ বলে গণ্য না হলেও তাদের উভয়ই যে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, সে সম্প্রদায়ের অথবা তার বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হবার ক্ষেত্রে অনুরূপ উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত ধর্মীয় আইন বা প্রথা কর্তৃক তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে স্বীকৃত এমন কোন সংযোগ বা বন্ধন দ্বারা মিলিত হয়নি।

Sec.–373. Buying minor for purposes of prostitution, etc.: Whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any person under the age of eighteen years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose, shall be punished with

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation I: Any prostitute or any person keeping or managing a brothel, who buy, hires or otherwise obtains possession of a female under the age of eighteen years shall, until the contrary is proved, by presumed to have obtained possession of a female under the age of eighteen years shall, until the contrary is proved, be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution.

Explanation II: "Illicit intercourse" has the same meaning as in section 372.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৭৩। বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্রয়করণঃ যদি কোন ব্যক্তি আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি যেকোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য কোন লোকের সাথে অবৈধ যৌন সহবাস, অথবা কোন বে-আইনী বা অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হবে এই অভিপ্রায়ে, কিংবা অনুরূপ ব্যক্তি যেকোন বয়সে অনুরূপ যেকোন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হবে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে তাকে ক্রয় করে, ভাড়া করে বা প্রকারান্তরে তার অধিকার লাভ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–374. Unlawful compulsory Labour: (1) Whoever unlawfully compels any person to labour against the will of that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

(2) Whoever compels a prisoner of war or a protected person to serve in the armed forces of Bangladesh shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year.

Explanation: In this section the expressions "prisoner of war" and "protected person" shall have the same meaning as have been assigned to them respectively by Article 4 of the Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of war of August 12, 1949, and Article 4 of the Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in time of war of August 12, 1949

অনুবাদ॥ ধারা–৩৭৪। বে-আইনী শ্রমে বাধ্য করাঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি বে-আইনীভাবে কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শ্রমে বাধ্য করে, সে ব্যক্তি

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি "যুদ্ধবন্দী" বা অন্য কোন আশ্রিত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করতে বাধ্য করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায়, "যুদ্ধবন্দী" এবং "আশ্রিত ব্যক্তি" অভিব্যক্তিসমূহ যথাক্রমে ১৯৪৯ সালের ১২ই আগস্ট তারিখের যুদ্ধবন্দীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের ৪ দফা এবং ১৯৪৯ সালের ১২ই আগস্ট তারিখের যুদ্ধকালে বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের ৪ দফা বলে তৎসমূহের প্রতি আরোপিত অর্থের অনুরূপ অর্থদ্যোতক হবে।

Of Rape
নারী ধর্ষণ সম্পর্কিত

Sec.–375. Rape: A man is said to commit "rape" who except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the five following description–

First.–Against her will.

Secondly.–Without her consent.

Thirdly.–With her consent, when her consent has been obtained by putting her in fear of death, or of hurt.

Fourthly.–With her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent, is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

Fifhly.–With or without her consent, when she is under fourteen years of age.

Explanation.–Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape.

Exception.–Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under thirteen years of age, is not rape.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৭৫। নারী ধর্ষণঃ যদি কোন ব্যক্তি, অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার বর্ণনাধীন যেকোন অবস্থায় কোন নারীর সাথে যৌন সহবাস করে, সে ব্যক্তি "নারী ধর্ষণ" করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রথমতঃ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

দ্বিতীয়তঃ তার সম্মতি ব্যতিরেকে

তৃতীয়তঃ তার সম্মতিক্রমে, যেক্ষেত্রে তাকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় দেখায়ে তার সম্মতি আদায় করা হয়।

চতুর্থতঃ তার সম্মতিক্রমে, যেক্ষেত্রে লোকটি জানে যে, সে তার স্বামী নহে এবং সে (নারীটি) এই বিশ্বাসে সম্মতি দান করে যে, সে (পুরুষটি) এমন কোন লোক যার সাথে সে আইনানুগভাবে বিবাহিত অথবা সে নিজেকে তার সাথে আইনানুগভাবে বিবাহিত বলে বিশ্বাস করে।

পঞ্চমতঃ তার সম্মতি সহকারে বা ব্যতিরেকে, যেক্ষেত্রে সে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক হয়।

ব্যাখ্যাঃ অনুপ্রবেশই নারী ধর্ষণের অপরাধরূপে গণ্য হবার যোগ্য যৌন সহবাস অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

ব্যতিক্রমঃ কোন পুরুষ কর্তৃক তার স্ত্রী যৌন সহবাস, স্ত্রীর বয়স তের বৎসরের কম না হলে, নারী ধর্ষণ বলে গণ্য হবে না।

Sec.–376. Punishment or rape: Whoever commits rape shall be punished with transportation for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine, unless the woman raped is his own wife and is not under twelve years of age, in which case he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৭৬। নারী ধর্ষণের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি নারী ধর্ষণ করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে, যদি না ধর্ষিত নারীটি তার নিজ স্ত্রী হয় এবং সে বার বৎসরের কম বয়স্ক না হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Of Unnatural Offences
অস্বাভাবিক অপরাধ সম্পর্কিত

Sec.–377. Unnatural offences: Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

imprisonmet of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation.–Penetration is sufficent to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৭৭। অস্বাভাবিক অপরাধসমূহঃ যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন পুরুষ, নারী বা জন্তুর সাথে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সহবাস করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ অনুপ্রবেশই এই ধারায় বর্ণিত অপরাধরূপে গণ্য হবারযোগ্য সহবাস অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

OF OFFENCFS AGAINST PROPERTY
OF THEFT
সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কিত
চুরি সম্পর্কিত

Sec.–378. Theft: Whoever, intending to take dishonesty any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking said to commit theft.

Explanation–I. A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft; but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth.

Explanation–II. A moving effected by the same act which effects the severance may be a theft.

Explanation–III. A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing, as well as by actually moving it.

Explanation–IV. A person, who by any means, causes an animal to move, is said to move that animal, and to move everything which, in consequence of the motion so caused, is moved by that animal.

Explanation–V. The consent mentioned in the definition may be express or implied, and may be given either by the person in possession, or by any person having for that purpose authority either express or implied.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Illustrations

(a) A cuts down a tree on Z's ground, with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft.

(b) A puts a bait for dogs in his pocket, and thus induces Z's dog to follow it. Here, of A's intention be dishonestly to take the dog out of Z's possession without Z's consent, A has committed theft as soon as Z's dog has begun to follow A.

(c) A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction, in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure.

(d) A , being Z's servant, and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly runs away with the plate, without Z's consent. A has committed theft.

(e) Z, going on a journey, entrusts his plate to A, the keeper of a ware house, till Z shall return. A carries the plate to a goldsmith and sells it. Here the plate was not in Z's possession. It could not, therefore, be taken out of Z's possession, and A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust.

(f) A finds a ring belonging to Z on a table in the house which Z occupies. Here the ring is in Z's possession, and if A dishonestly removes it, A commits theft.

(g) A finds a ring lying on the high road, not in the possession of any person. A, by taking it, commits no theft, though he may commit criminal misappropriation of property.

(h) A sees a ring belonging to Z lying on a table in Z's house. Not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and direction, A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here A, at the time of first moving the ring, commits theft.

(i) A delivers his watch to Z, a jeweller, to be regulated. Z carries it his shop. A, not owing to the jeweller any debt for which the jeweller might lawfully detain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand, and carries it away.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Here A, though he may have committed criminal trespass and assault, has not committed theft, inasmuch as what he did was not done dishonestly.

(j) If A owes money to Z for repairing the watch, and if Z retains the watch lawfully as a security for the debt, and A takes the watch out of Z's possession, with the intention of depriving Z of the property as a security for his debt, he commits theft inasmuch as he takes it dishonestly.

(k) Again, if A, having pawned his watch to Z, takes it out of Z's possession without Z's consent, not having paid what he borrowed on the watch, he commits theft, though the watch is his own property inasmuch as he takes it dishonestly.

(i) A takes an article belonging to Z out of Z's possession without Z's consent, with the intention of keeping it until he obtains money from Z as a reward for its restoration. Here a takes dishonestly; A has, therefore, committed theft.

(m) A, being on friendly terms with Z, goes into Z's library in Z's absence, and takes away a book without Z's express consent for the purpose merely or reading it, and with the intention of returning it. Here, it is probable that A may have conceived that he had Z's implied consent to use Z's book. If this was A's impression, A has not committed theft.

(n) A asks charity from Z's wife. She gives A money, food and clothes, which A knows to belong to Z, her husband. Here it is probable that A may conceive that Z's wife is authorized to give away alms, If this was A's impression, A has not committed theft.

(o) A is the paramour of Z's wife. She gives A valuable property, which A knows to belong to her husband Z, and to be such property, as she has not authority from Z to give. If A take property dishonestly, he commits theft.

(p) A, in good faith, believing property belonging to Z to be A's own property, takes that property out of B's possession. Here, as A does not take dishonestly, he does not commit theft.

অনুবাদ॥ ধারা—৩৭৮। চুরিঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দখল হতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে অসাধুভাবে গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে অনুরূপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করে, সে ব্যক্তি চুরি করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যা ১। কোন বস্তু অস্থাবর সম্পত্তি ব্যতিরেকে যতক্ষণ মাটির সাথে সংযুক্ত, থাকে, ততক্ষণ চুরির বিষয়বস্তু বলে গণ্য হবে না। কিন্তু মাটি হতে বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উহা চুরির বিষয়বস্তু হবার যোগ্য বিবেচিত হবে।

ব্যাখ্যা ২। সে একই কাজ যা উক্ত বিচ্ছিন্নতা ঘটায় তার হস্তান্তরকরণ চুরি বলে গণ্য হতে পারবে।

ব্যাখ্যা ৩। কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর গতির প্রতিবন্ধক অপসারণ করলে বা উহাকে অন্য কোন বস্তু হতে বিচ্ছিন্ন করলে এবং বাস্তবিকভাবে উহা হস্তান্তর করলে উক্ত বস্তু স্থানান্তর করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ৪। কোন ব্যক্তি কোন উপায়ে কোন জন্তুকে হাঁটায়, সে ব্যক্তি সে জন্তুকে এবং অনুরূপভাবে সৃষ্ট গতির ফলে উক্ত জন্তু কর্তৃক স্থানান্তরিত প্রত্যেক বস্তুকে স্থানান্তর করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ৫। সংজ্ঞার উল্লিখিত সম্মতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ত হতে পারবে এবং উক্ত সম্মতি দখলকারী ব্যক্তি বা উক্ত উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হতে পারবে।

উদাহরণঃ (ক) 'ক' এই অভিপ্রায়ে 'ঙ'-র ভূমির উপরস্থ একটি গাছ কাটে যে, সে 'ঙ'-র অধিকার হতে 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে গাছটি অসাধুভাবে নিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে 'ক' অনুরূপ নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে গাছটি কাটার সঙ্গে সঙ্গে উহা চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

(খ) 'ক' তার পকেটে কুকুরের জন্য একটি টোপ রাখে এবং ইহার সাহায্যে 'ঙ'-র কুকুরকে ইহার অনুসরণ করতে প্রলুব্ধ করে। এক্ষেত্রে যদি কুকুরটিকে 'ঙ'-র অধিকার হতে 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে অসাধুভাবে নিয়ে যাওয়া 'ক'-র অভিপ্রায় হয়ে থাকে তাহলে 'ঙ'-র কুকুরটি 'ক'-কে অনুসরণ করার সঙ্গে 'ক' চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

(গ) 'ক' একটি সঞ্চিত অর্থপূর্ণ বাক্সবাহী ষাঁড় দেখতে পায়। সে এই অভিপ্রায়ে ষাঁড়টিকে এক বিশেষ দিকে পরিচালিত করে যেন সে উক্ত সঞ্চিত অর্থ অসাধুভাবে নিতে পারে। ষাঁড়টি চলতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে 'ক' উক্ত সঞ্চিত অর্থ চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

(ঘ) 'ক' 'ঙ'-র চাকর এবং সে 'ঙ'রেকাবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সে 'ঙ'-র সম্মতি বতিরেকেই অসাধুভাবে রেকাবটি নিয়ে ভেগে যায়। 'ক' চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

(ঙ) 'ঙ' ভ্রমণে যাবার কালে তার প্রত্যাবর্তন অবধি তার রেকাবখানা কোন এক পণ্যাগার রক্ষক 'ক'-র নিকট রেখে যায়। 'ক' রেকাবখানা এক স্বর্ণকারের নিকট নিয়ে যায় ও উহা বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে রেকাবখানা 'ঙ'-র অধিকারে ছিল না। অতএব, ইহা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

'ঙ'-র অধিকার হতে নেয়া হয়নি এবং 'ক' চুরি করেনি, যদিও সে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করে থাকে।

(চ) 'ক' 'ঙ'-র অধিকারভুক্ত একটি ঘরে টেবিলের উপর 'ঙ'-র মালিকানাধীন একটি আংটি দেখতে পায়। এক্ষেত্রে, আংটিটি 'ঙ'-র অধিকারভুক্ত এবং যদি 'ক' অসাধুভাবে উহা অপসারণ করে, তাহলে 'ক' চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

(ছ) 'ক' রাজপথে একটি আংটি দেখতে পায়, যা কারো অধিকারভুক্ত নহে। 'ক' উহা গ্রহণ করাতে কোন চুরি করে বলে গণ্য হবে না, যদিও সে অপরাধমূলক সম্মতি তস্‌রূফ করে থাকে।

(জ) 'ক' 'ঙ'-র অধিকারভুক্ত একটি ঘরে টেবিলের উপর 'ঙ'-র মালিকানাধীন একটি আংটি দেখতে পায়। তল্লাশী ও ধরা পড়ার ভয়ে আংটিটি তখনই আত্মসাৎ করতে সাহস না করে 'ক' আংটিটি 'ঙ'-র দৃষ্টিপথে আসার সম্ভাবনা খুবই কম রয়েছে এমন এক স্থানে এই অভিপ্রায়ে লুকায়ে রাখে যেন সে উক্ত গোপন স্থান হতে উহা নিয়ে যেতে পারে ও উহা হারাবার ব্যাপার বিস্মৃত হবার পর বিক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে 'ক' আংটিটি প্রথম স্থানান্তর করার সময় চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

(ঝ) 'ক' জহুরী 'ঙ'-কে তার ঘড়ি নিয়ন্ত্রিত করতে দেয়। 'ঙ' উহা তার দোকানে নিয়ে যায়। জহুরী জামানত বাবদ ঘড়িটি আইনতঃ আটক করতে পারে জহুরীর নিকট এরূপে ঋণে ঋণী নহে বলে 'ঙ' প্রকাশ্যভাবে দোকানে ঢুকে, বলপূর্বক 'ঙ'-র হাত হতে ঘড়ি ছিনায়ে নেয় এবং উহা নিয়ে যায়, এক্ষেত্রে, যদিও সে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা আক্রমণ করে থাকে, তথাপি সে চুরি করেছে বলে গণ্য হবে না, যেহেতু সে যা করেছে তা অসাধুভাবে করেনি।

(ঞ) যদি 'ক' ঘড়ি মেরামত বাবদ 'ঙ'-র অর্থ ধারে, এবং যদি 'ঙ' উক্ত ঋণের জামানত বাবদ আইনতঃ ঘড়িটি আটকায়, 'ঙ'-কে তার ঋণের জামানত হিসেবে উক্ত বস্তু হতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'ঙ'-র অধিকার হতে ঘড়িটি ছিনায়ে নেয়, তাহলে সে চুরি করে বলে গণ্য হবে, যেহেতু সে অসাধুভাবে ছিনায়ে নেয়।

(ট) পুনশ্চ, যদি 'ক' 'ঙ'-র নিকট তার ঘড়ি বন্ধক রেখে, ঘড়ির জামানতে ধারকৃত অর্থ পরিশোধ না করে 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে 'ঙ'-র অধিকার হতে ঘড়িটি ছিনায়ে নেয়, তাহলে সে চুরি করে বলে গণ্য হবে যদিও ঘড়িটি তার সম্পত্তি; কারণ সে উহা অসাধুভাবে ছিনায়ে নেয়।

(ঠ) 'ক' 'ঙ'-র মালিকানাধীন একটি দ্রব্য 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকেই 'ঙ'-র অধিকার হতে এই অভিপ্রায়ে নিয়ে যায় যে, সে 'য'-র নিকট হতে উহা পুনরুদ্ধারের পুরস্কার লাভ না করা অবধি উহা রেখে দিবে। এক্ষেত্রে 'ক' অসাধুভাবে গ্রহণ করে। 'ক' চুরি করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ড) 'ক' 'ঙ'-র সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকায় 'ঙ'-র পাঠাগারে গমন করে এবং কেবল পড়ার উদ্দেশ্যে এবং ফেরত দান করার অভিপ্রায়ে 'ঙ'-র প্রকাশ্য সম্মতি ব্যতিরেকে একটি পুস্তক নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সম্ভবত 'ক' এরূপ ধারণা করে থাকতে পারে যে, তার 'ঙ'-র বই ব্যবহার করার ব্যাপারে 'ঙ'-র পরোক্ষ সম্মতি ছিল। যদি ইহাই 'ঙ'-র ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে 'ক' চুরি করেছে বলে গণ্য হবে না।

(ঢ) 'ক' 'ঙ'-র স্ত্রীর নিকট সাহায্য চায়। সে 'ক'-কে অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্রাদি দান করে, যা তার স্বামী 'ঙ'-র মালিকানাধীন বলে 'ক' জানে। এক্ষেত্রে সম্ভবত 'ক'-এর ধারণা হতে পারে যে 'য'-র স্ত্রীর ভিক্ষাদানের অধিকার রয়েছে। যদি ইহাই ক-র ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে 'ক' চুরি করেছে বলে গণ্য হবে না।

(ণ) 'ক' 'ঙ'-র স্ত্রীর অবৈধ প্রণয়ী। সে 'ক'-কে একটি মূল্যবান বস্তু দান করে, যা তার স্বামী 'ঙ'-র নিকট হতে সে কোন অধিকার লাভ করেনি বলে 'ক' জানে। 'ক' যদি বস্তুটি অসাধুভাবে গ্রহণ করে, তাহলে সে চুরি করে বলে গণ্য হবে।

(ত) 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে 'ঙ'-র মালিকানাধীন সম্পত্তি তার নিজের সম্পত্তি বলে বিশ্বাস করে উক্ত সম্পত্তি 'ঙ'-র অধিকার হতে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে, যেহেতু 'ক' অসাধুভাবে গ্রহণ করে না, সেহেতু সে চুরি করে বলে গণ্য হবে না।

আলোচনা

1. Ingredients of theft:

(1) That the property in question is moveable property.

(2) That such property was in possession of a person.

(3) That the accused moved such property while in the possession of that person.

(4) That he did so without the consent of that person.

(5) That he did so in order to take the same out of the possession of that person.

(6) That he did so dishonestly, i.e. with a view to cause wrongful gain to himself or wrongful loss to that person.

2. Difference between theft and robbery: (1) Robbery is a special and aggravated form of either theft or extortion. Theft becomes robbery if the accused voluntarily causes or attempts to cause to any person death, or hurt or wrongful restraint, or fear of instant death, hurt or wrongful restraint.

(2) In both the offender takes the property without the owner's consent and the number or culprit may be one only.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

3. Distention between theft and criminal misappropriation : (1) In theft, the object of the offender always is to take property which is in the possession of a person, out of that person's possession, and the offence is complete as soon as the offender has moved the property in order to a dishonest taking of it. But in the offence of criminal misappropriation, there is not necessarily an invasion of the possession of another person by an attempt to take from him that which he possesses. The offender is already in possession of property ; and either he is lawfully in possession of it, because either he has found it or is a joint owner of it, or his possession, if not strictly lawful, is not punishable as an offence, because he acquired it under some mistaken notion of right in himself, or of consent given by another.

(2) In theft, the moving itself is an offence. It is not necessary that the person should actually take the property in his own possession. But in criminal misappropriation, the moving may not be an offence. It may even be lawful, it is the subsequent intention to convert or misappropriate the property that constitutes the offence.

(3) In theft, the property is moved without the consent of the owner. In criminal misappropriation, the misappropriator might have come into the possession of the property even with the consent of the owner, and if he subsequently converts the property to his own use, he commits the offence.

(4) The dishonest intention to appropriate the property of another is common to theft and to criminal misappropriation. But this intention, which in theft is sufficiently manifested by a moving of the property, must, in criminal misappropriation or conversion. In theft, the dishonest intention must precede the act of taking in criminal misappropriation, it is the subsequent intention to convert or misappropriate that constitutes the offence. Hence, it is rightly said that criminal misappropriation takes place when the possession has been innocently come by, but where, by a subsequent change of intention, or from the knowledge of some new fact with which the party was not previously acquainted, the retaining becomes wrongful and fraudulent.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

চুরির সংজ্ঞাঃ দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় বা 'Theft' 'চুরির' সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দখল হতে তার সম্মতি ব্যতিত কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসদভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়া উক্ত সম্পত্তি অনুরূপে গ্রহণের জন্য অপসারণ বা স্থানান্তর করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি চুরি করেছে বলে গণ্য হয়।

চুরির উপাদানঃ উল্লেখিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে আমরা চুরির নিম্নলিখিত উপাদান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখতে পাই। যথা–

(১) অস্থাবর সম্পত্তিঃ চুরির সংজ্ঞা মোতাবেক চুরির বিষয়বস্তুটি অবশ্যই অস্থাবর সম্পত্তি (Movable property) হতে হবে। তাই, স্থাবর সম্পত্তি (Immovable property) কোন চুরির বিষয়বস্তু হতে পারে না। তাই, Zahirul Huq-এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, "That the property in question is movable property."

(২) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি কারো দখলে থাকবেঃ চুরির বিষয়বস্তুটি অবশ্যই কারো দখলে থাকতে হবে। তাই যে বস্তু কারো দখলে থাকেনা তার সম্বন্ধে কোন চুরি হতে পারে না। যেমন–পথে কুড়ানো কোন জিনিস চুরির বিষয়বস্তু হতে পারে না। উদাহরণ- রহিম পথে একটি আংটি পেয়ে উহা কুড়ায়ে নিল, এক্ষেত্রে সে চুরির জন্য দায়ী হবে না। অবশ্য, সে মালিকের অনুসন্ধান না করলে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য দায়ী হতে পারে। তাই, 17 DLR 211-এ বলা হয় যে, "Removal of fish from public river is not theft."

(৩) চুরির বস্তুটি সরায়ে নিতে হবেঃ দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারা মোতাবেক চুরিকার্য সংঘটিত হতে হলে আসামী কর্তক অন্যের দখল হতে চুরির বিষয়বস্তুটি সরায়ে নেয়া হয়েছে বলে প্রমাণ করতে হয়। তাই, Zabirul Huq-এর ভাষায় বলা যায় যে, "It should be taken out of the possession of another person."

(৪) অন্যের সম্মতি ব্যতীতঃ এক্ষেত্রে অন্যের সম্মতি ব্যতীত চুরির বস্তুটি আসামী কর্তৃক অপসারিত হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে অসদভাবে উহা অপসারণ করবে।

(৫) চুরির বস্তুটি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়া চাইঃ যে জিনিস কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সে জিনিস চুরির বিষয়বস্ত হতে পারে না। যেমন–বন্য পশুপক্ষী ইত্যাদি।

(৬) গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুরির বিষয়বস্তু স্থানান্তরঃ আসামীকে চুরির বিষয়বস্তুটিকে অনুরূপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্যের দখল হতে স্থানান্তর করতে হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৭) অসদভাবে সম্পত্তি গ্রহণের ইচ্ছাঃ চুরিকার্য সংঘটিত হতে গেলে অর্থাৎ চুরির জন্য কাউকে অভিযুক্ত করতে হলে ফরিয়াদীকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, আসামী অসদভাবে কার্যটি করেছে। তাই, অসদ অভিপ্রায় না থাকলে চুরি কার্য সংঘটিত হবেনা।

চুরি ও বলপূর্বক গ্রহণের বা ছিনতাই-এর পার্থক্য

(১) সংজ্ঞাগত পার্থক্যঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দখল হতে তার সম্মতি ব্যতীত কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসদভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়া উক্ত সম্পত্তি অনুরূপে গ্রহণের জন্য অপসারণ বা স্থানান্তর করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি চুরি করেছে বলে গণ্য হয়।

অপরদিকে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তির বা অন্য কারো প্রতি ক্ষতির ভয় দেখায় এবং তার দ্বারা উক্ত ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত কিংবা স্বাক্ষরিত বা সিল-মোহরকৃত কোন কিছু যা মূল্যবান জামানত রূপান্তরিত হতে পারে, তা হস্তান্তর করতে বাধ্য বা প্রলব্ধ করে, সে ব্যক্তি জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় করার অপরাধ করে বলে গণ্য হবে।

(২) সম্মতির প্রশ্নেঃ চুরির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুরির সম্পত্তিটি মালিকের সম্মতি ছাড়াই নেয়া হয়। কিন্তু extortion-এর ক্ষেত্রে কাহাকেও তার অথবা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের ভয়ে অভিযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি প্রদানে বাধ্য করা হয়।

(৩) বিষয়বস্তুগত পার্থক্যঃ চুরির অপরাধ কেবলমাত্র অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় অর্থাৎ কেবল অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে চুরির অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, (extortion)-এর অপরাধ স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ এই অপরাধ স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি সম্পর্কে সংঘটিত হতে পারে।

(৪) ধারাগত পার্থক্য ঃ দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় চুরির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষে দণ্ডবিধির ৩৮৩ ধারায় extortion-এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ভীতি প্রদর্শনের প্রশ্নেঃ Theft-এর ক্ষেত্রে চোর সম্পত্তির মালিককে কোনরূপ ভয়ভীতি প্রদর্শন করে না, বরং মালিকের বিনা সম্মতিতে চুরির সম্পত্তিটি নিয়া যায়। কিন্তু অপর পক্ষে, extortion এর ক্ষেত্রে ছিনতাইকারী কোন ব্যক্তিকে তার বা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের ভয়ে অভিভূত করে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি দিতে বাধ্য করে।

(৬) বল প্রয়োগের প্রশ্নেঃ চুরির অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে বল–প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অপর পক্ষে, extortion-এর অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ একটি বিশেষ উপাদান (element) হিসাবে বিবেচিত হয়।

(৭) দখল হস্তান্তরের প্রশ্নঃ চুরির ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক চোরের নিকট স্বীয় সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করে না। চোর গোপনে উহা নিয়া যায়। কিন্তু extortion-এর

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিক ভয়ে ভীত হয়ে ছিনতাইকারীর নিকট স্বীয় সম্পত্তির দখল প্রদানে বাধ্য হয়।

(৮) **গুরুতর অপরাধের প্রশ্নেঃ** extortion-এর অপরাধ অপেক্ষা চুরির অপরাধকে কম গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত করা হয়। পক্ষান্তরে, extortion-এর অপরাধকে অধিকতর গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

(৯) **শাস্তির ধারাগত পার্থক্যঃ** দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা মতে চুরির অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে ৩ বৎসর মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যায়। পক্ষান্তরে, দণ্ডবিধির ৩৮৩ ধারা অনুসারে ছিনতাইয়ের অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে ৩ বৎসর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম অথবা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

Sec.–379. Punishment for theft: Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৭৯। চুরির শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–380. Theft in dwelling house etc.: Whoever, commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling, or used for the custody of property, shall be punished with imprisonment of either description for a term extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮০। বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরিঃ যদি কোন ব্যক্তি, মনুষ্য বসবাস বা সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় এরূপ অট্টালিকা, তাবু বা জাহাজে চুরি অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–381. Theft by clerk or servant of property in possession of master: Whoever, being a clerk or servant, or being employed in the capacity of a clerk or servant, commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮১। কেরানী বা চাকর কর্তৃক মনিবের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি চুরিঃ যদি কোন ব্যক্তি কেরানী বা চাকর হয়ে অথবা কেরানী বা চাকর হিসেবে নিযুক্ত হয়ে তার মালিক বা নিয়োগকারীর দখলভুক্ত কোন সম্পত্তি চুরি করে, সে ব্যক্তি যেকোন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–382. Theft preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft: Whoever commits theft, having made preparation for causing death, or hurt, or restraint, or fear of death, or of hurt, or of restraint, to any person, in order to the committing of such theft, or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft, shall be punished with rigorous imprisonment for a term may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Illustrations

(a) A commits theft on property in Z's possession ; and, while committing this theft, he has a loaded pistol under his garment, having provided this pistol for the purpose of hurting Z in case Z should resist. A has committed the offence defined in this section.

(b) A picks Z's pocket, having posted several of his companions near him in order that they may restrain Z, if Z should perceive what is passing and should resist, or should attempt to apprehend A. A has committed the offence defined in this section.

Of Extortion

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮২। চুরি করার উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটান, আঘাত দান বা আটকাবার প্রস্তুতি নেয়ার পর চুরি অনুষ্ঠানঃ যদি কোন ব্যক্তি, চুরি করার উদ্দেশ্যে বা চুরি করার পর তার পলায়ন সুগম করার উদ্দেশ্যে অথবা চুরি করা মাল রক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার বা তাকে আঘাত দান করার বা তাকে আটকাবার কিংবা তাকে মৃত্যু বা আঘাত বা আটকাবার ভয় দেখাবার প্রস্তুতি নিয়ে চুরি করে, সে ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' 'ঙ'-র দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরি করে; এই চুরি করাকালে সে তার পোশাকের নিচে এই উদ্দেশ্যে একটি গুলিভরা পিস্তল রাখে যে, 'ঙ' প্রতিরোধ করলে সে 'ঙ'-কে আঘাত করতে পারে। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেছে।

(খ) 'ক' তার কয়েকজন সাথীকে এই উদ্দেশ্যে 'ঙ'-র নিকট মোতায়েন করে 'ঙ'-র পকেট মারে যে, যদি 'ঙ' দেখে ফেলে যে কিছু হচ্ছে এবং 'ক'-কে প্রতিরোধ করে বা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ধরে ফেলার উদ্যোগ করে, তাহলে তারা 'ঙ'-কে বাধাদান করতে পারে। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Sec. 383. Extortion: Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to delivery to any person any property or valuable security or any thing signed or sealed which may be converted into a valuable security, commits extortion.

Illustrations

(a) A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money, He thus induces Z to give him money. A has committed extortion.

(b) A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement, unless Z will sign and deliver to A a promissory not binding Z to pay certain money ot A. Z sings and delivers the note, A has committed extortion.

(c) A threatens to send club men to plough up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B, and there by induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion.

(d) A, by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. Z signs and delivers paper to A. Here, as the paper so signed may be converted into a valuable security, A has committed extortion.

অনুবাদ॥ ধারা—৩৮৩। বলপূর্বক আদায়ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে এই মর্মে ভয় দেখায় যে, উক্ত অন্য ব্যক্তি অপর কোন এক ব্যক্তিকে কোন দান না করলে বা চাঁদা না দিলে অথবা কোন মূল্যবান জামানত বা স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত কোন কিছু, যা মূল্যবান জামানতে রূপান্তরিত হতে পারে, তা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলে তার ক্ষতি হবে, এবং এরূপ ভয় দেখায়ে অসাধুভাবে উক্তরূপ দান করতে বা চাঁদা দিতে প্ররোচিত করে, তবে সে ব্যক্তি "বলপূর্বক আদায়" করে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ঙ' 'ক'-কে অর্থ প্রদান করলে, 'ঙ' সম্পর্কে 'ক' কুৎসামূলক লেখা প্রকাশ করবে এরূপ ভয় দেখায়। এরূপে সে তাকে অর্থ প্রদান করার জন্য 'ঙ'-কে প্রবৃত্ত করে। 'ক' বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(খ) 'ক' 'ঙ'-কে বলে ভয় দেখায় যে, 'ঙ'-কে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য নিজেকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে একটি প্রমিসরি নোট স্বাক্ষর না করলে এবং উহা 'ক'-র নিকট সমর্পণ না করলে সে 'ঙ'-র সন্তানকে অবৈধভাবে আটকায়ে রাখবে। 'ঙ' প্রমিসরি নোটটিতে স্বাক্ষর করে ও উহা সমর্পণ করে। 'ক' বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

(গ) 'ক' ভয় দেখায় যে, 'ঙ' যদি এই মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে এবং খ-র নিকট উহা সমর্পণ করে নিজকে অঙ্গীকারাবদ্ধ না করে যে, সে জরিমানা স্বরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল 'খ'-এর নিকট হস্তান্তর করবে, তাহলে সে 'ঙ' জমি চাষ করার জন্য ক্লাব-সদস্যদের প্রেরণ করবে এবং তদ্বারা সে 'ঙ'-কে উক্ত অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর ও সমর্পণ করতে বাধ্য করে। 'ক' বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

(ঘ) 'ক' 'ঙ'-কে গুরুতর আঘাতের ভয় দেখায়ে অসাধুভাবে 'ঙ'-কে একটি অলিখিত কাগজের স্বাক্ষর করতে বা উহাতে তার সীলমোহরযুক্ত করতে এবং উহা 'ক'-এর নিকট সমর্পণ করতে প্রবৃত্ত করে। 'ঙ' কাগজটিতে স্বাক্ষর করে ও উহা 'ক'-এর নিকট সমর্পণ করে। এক্ষেত্রে, যেহেতু কাগজটি একটি মূল্যবান জামানতে রূপান্তরিত হতে পারে, সেহেতু 'ক' বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ সংঘটন করেছে।

Sec.–384. Punishment for extortion: Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮৪। বলপূর্বক গ্রহণের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–385. Putting person in fear of injury in order to commit extortion: Whoever, in order to the committing of extortion, puts any person in fear, or attempts to put any person on fear, of any injury, shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮৫। বলপূর্বক কিছু আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভয় দেখানোঃ যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্বক কিছু আদায়ের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভয় দেখায় বা কোন ব্যক্তিকে ক্ষতির ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে এবং পাঁচ বৎসরের কম হবে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–386. Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt: Whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮৬। কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখায়ে বলপূর্বক গ্রহণঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভীতি প্রদর্শন করে বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–387. Putting person in fear of death or of grievous hurt, in order to commit extortion: Whoever, in order to the committing of extortion, puts or attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt to put to that person or to any other, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮৭। বলপূর্বক কিছু আদায় করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা মারাত্মক জখমের ভয় দেখানোঃ যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্বক কিছু আদায় করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে সে ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা মারাত্মক জখমের ভয় দেখায় বা দেখাবার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে–যার মেয়াদ যাবজ্জীবন পর্যন্ত হতে পারে, তবে সাত বৎসরের কম নহে–দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–388. Extortion by threat of accusation of an offence shable with death or transportation, etc.: Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person of any other of having committed or attempted to commit any offence punishable with death, or with transportation for life, or with imprisonment for a term which may extend to ten years, or of having attempted to induce any other person to commit such offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall be liable to fine ; and if the offence be one punishable under section 377 of this Code, may be punished with transportation for life.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮৮। মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ইত্যাদিতে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগের ভয় দেখায়ে বলপূর্বক গ্রহণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করেছে বা করার উদ্যোগ করেছে কিংবা অপর কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ অপরাধ করতে প্রবৃত্ত করার উদ্যোগ করেছে কিংবা অপর কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ অপরাধ করতে প্রবৃত্ত করার উদ্যোগ করেছে বলে অভিযোগ করার ভয় দেখায়ে বলপূর্বক গ্রহণ করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে এবং যদি অপরাধটি এই বিধির ৩৭৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হয় তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

Sec.–389. Putting person in fear or accusation of offence, in order to commit extortion: Whoever, in order to the committing of extortion, puts or attempts to put any person in fear of an accusation, against that person or any other, of having committed or attempted to commit, an offence punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine ; and, if the offence be punishable under section 377 of this Code, may be punished with transportation for life.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৮৯। বলপূর্বক কিছু গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অপরাধে অভিযুক্ত করার ভয় দেখানোঃ যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্বক কিছু গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করার ভয় দেখায়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং যদি অপরাধটি এই বিধির ৩৭৭ ধারার অধীনে দন্ডনীয় হয় তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

Of Robbery and Dacoity
দস্যুতা ও ডাকাতি সম্পর্কিত

Sec.–390. Robbery: In all robbery there is either theft or extortion, Theft is "robbery" if, in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender, for that end,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or fear of instant death or of instant hurt, or of instant wrongful restraint.

when extortion is robbry:- Extortion is robbery if the offender, at the time of committing the extortion, is in the persence of the person put in fear, and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint to that person, or to some other person, and, by so putting in fear, induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted.

Explanation.–The offender is said to be present of he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint.

Illustration

(a) A holds Z down, and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's clothes, without Z's consent. Here A has committed theft, and, in order to the committing of that theft, has voluntarily caused wrongful restraint to Z. A has, therefore, committed robbery.

(b) A meet Z on the high-roads, shows a pistol, and demands Z's purse, Z, in consequence, surrenders his purse. Here A has extorted the purse from Z by putting him in fear of instant hurt, and being at the time of committing the extortion in his presence. A has therefore committed robbery.

(c) A meets Z and Z,S child on the high-road. A takes the child, and threatens to fling it down a precipice, unless Z deliver his purse. Z, in consequence, delivers his purse. Here A has extorted the purse from Z by causing Z to be in fear of instant hurt to the child who is there present. A has therefore committed robbery on Z.

(d) A obtains property from Z by saying–Your child is in the hands of my gang, and will be put to death unless you send us ten thousand Taka. This is extortion, and punishable as such; but it is not robbery, unless Z is put in fear of the instant death of his child.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩৯০। যেক্ষেত্রে চুরি দস্যুতা বলে গণ্য হয়ঃ সকল দস্যুতায় হয় চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ রয়েছে, যদি চুরি করার উদ্দেশ্যে বা চুরি করতে, কিংবা চুরিতে লব্ধ সম্পত্তি বহন বা বহনের উদ্যোগকালে, অপরাধকারী তদুদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা তাকে আঘাত দান করে, তাকে অবৈধভাবে আটক করে বা করার

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদ্যোগ করে, কিংবা তাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ আটকের ভয় দেখায় বা দেখাবার উদ্যোগ করে, তাহলে উক্ত চুরি হচ্ছে 'দস্যুতা'।

যেক্ষেত্রে বলপূর্বক গ্রহণ দস্যুতা বলে গণ্য হবেঃ যদি বলপূর্বক গ্রহণকালে অপরাধকারী ব্যক্তি ভয় দেখানো ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধের ভয় দেখায়ে বলপূর্বক গ্রহণ করে এবং অনুরূপভাবে ভয় দেখায়ে সে ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক গৃহীত বস্তু সমর্পণ করতে বাধ্য করে, তাহলে বলপূর্বক গ্রহণ "দস্যুতা" বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ অপরাধকারী ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধ করার জন্য যথেষ্ট নিকটবর্তী হলে সে উপস্থিত বলে গণ্য হবে।

উদাহরণসমূহঃ

(ক) 'ক' 'ঙ'-কে ধরে ফেলে এবং 'ঙ'-র সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে 'ঙ'-র পোশাক হতে 'ঙ'-র অর্থ ও গহনাসমূহ ছিনায়ে নেয়। এক্ষেত্রে 'ক' চুরি করেছে এবং উক্ত চুরি করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে অবৈধভাবে আটক করেছে। অতএব, 'ক' দস্যুতা করেছে বলে গণ্য হবে।

(খ) 'ক' রাজপথে 'ঙ'-র সাক্ষাৎ পায়, তাকে পিস্তল দেখায় ও 'ঙ'-র অর্থ দাবী করে। ফলে 'ঙ' তার অর্থ সমর্পণ করে। এক্ষেত্রে 'ক' 'ঙ'-কে তাৎক্ষণিক আঘাতের ভয় দেখায়ে 'ঙ'-র অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করেছে এবং উক্ত বলপূর্বক গ্রহণ সম্পাদনকালে তার সম্মুখে উপস্থিত রয়েছে। অতএব, 'ক' দস্যুতা অনুষ্ঠিত করেছে বলে গণ্য হবে।

(গ) 'ক' রাজপথে 'ঙ' ও 'ঙ'-র শিশুর সাক্ষাৎ পায়। 'ক' শিশুটিকে নেয়, এবং 'ঙ' তার অর্থ সমর্পণ না করলে শিশুটিকে একটি খাড়া গিরিচূড়ার নিচে নিক্ষেপ করার ভয় দেখায়, ফলে 'ঙ' তার অর্থ সমর্পণ করে। এক্ষেত্রে, 'ক' 'ঙ'-কে তার নিকট যে শিশু রয়েছে তাকে তাৎক্ষণিক আঘাতে ভয় দেখায়ে 'ঙ' হতে উক্ত অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করেছে। অতএব, 'ক' 'ঙ'-র প্রতি দস্যুতা করেছে বলে গণ্য হবে।

(ঘ) 'ক' এই বলে 'য'-র নিকট হতে সম্পত্তি লাভ করে, "তোমার সন্তান আমার গুণ্ডা দলের হাতে রয়েছে এবং তুমি দশ হাজার টাকা না পাঠালে তোমার সন্তানকে মেরে ফেলা হবে। ইহা বলপূর্বক গ্রহণ বলে গণ্য হবে এবং অনুরূপভাবে দণ্ডনীয় হবে কিন্তু 'ঙ'-কে তার সন্তানের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ভয় না দেখালে ইহা দস্যুতা বলে গণ্য হবে না।

আলোচনা

দণ্ডবিধির ৩৯০ ধারায় দস্যুতামূলক অপরাধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারা মোতাবেক প্রত্যেক দস্যুতায় হয় চুরি না হয় জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায়

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(extortion) সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হয়। সুতরাং সর্বপ্রকার দস্যুতায় হয় চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ রয়েছে।

যে ক্ষেত্রে চুরি দস্যুতার শামিল হবেঃ যদি চুরি করার উদ্দেশ্যে বা চুরি করার কালে কিংবা চুরির সাহায্যে লব্ধ সম্পত্তি নিয়ে যাবার সময় অথবা চুরি দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি নিয়া যাবার চেষ্টাকালে অপরাধী তদুদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্বক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা তাকে আঘাত করে কিংবা তাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক জখমের বা তাৎক্ষণিক অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করে বা করার উদ্যোগ করে, তাহলে উক্ত চুরি দস্যুতা বলে গণ্য হবে।

যে ক্ষেত্রে জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় দস্যুতার শামিল হবেঃ যদি ছিনতাই বা বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের সময় অপরাধকারী ব্যক্তি ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধের ভিতি প্রদর্শন করে জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় করে এবং অনুরূপভাবে ভীতি প্রদর্শন করে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তিকে তৎক্ষাণাৎ জোরপূর্বক আদায়কৃত বস্তুটি সমর্পন করতে বাধ্য করে তাহলে জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় দস্যুতা বলে গণ্য হবে ।

ব্যাখ্যাঃ অপরাধকারী ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধ করার জন্য যথেষ্ট নিকটবর্তী হলে, সে উপস্থিত বলে গণ্য হবে।

(১) ক, খ-কে ধরে ফেলে এবং খ-এর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে খ-এর পোষাক হতে অর্থ ও গহনার ব্যাগ ছিনায়ে নেয়। এক্ষেত্রে 'ক' চুরি করেছে এবং উক্ত চুরি করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে খ-কে অবৈধভাবে আটক করেছে। অতএব, ক দস্যুতা করেছে বলে গণ্য হবে।

(২) ক রাজপথে খ-এর সাক্ষাৎ পায়, পিস্তল দেখায় ও খ-এর অর্থ দাবী করে ফলে খ- তার অর্থ সমর্পণ করে। এক্ষেত্রে ক, খ-কে তাৎক্ষণিক বা আশু আঘাতের ভীতি প্রদর্শন করে খ-এর অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করেছে এবং উক্ত বলপূর্বক গ্রহণ সম্পাদনকালে তার সম্মুখে উপস্থিত করেছে। অতএব, ক দস্যুতা করেছে বলে গণ্য হবে।

Sec. 391. Dacoity: When five or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery, and persons present and aiding such commission or attempt, amount to five or more, every person so committing, attempting or aiding, is said to commit "dacoity"

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা—৩৯১। ডাকাতিঃ যেক্ষেত্রে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে কোন দস্যুতা অনুষ্ঠান করে বা করার উদ্যোগ করে কিংবা যেক্ষেত্রে মিলিতভাবে দস্যুতাকারী বা দস্যুতা অনুষ্ঠান করার উদ্যোগকারী ব্যক্তিগণের এবং উপস্থিত ও অনুরূপ দস্যুতা অনুষ্ঠানে বা উহার উদ্যোগে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের মোট সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হয়, সেক্ষেত্রে অনুরূপ অনুষ্ঠানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি 'ডাকাতি' করে বলে গণ্য হবে।

আলোচনা

দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারায় ডাকাতির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ক্ষেত্রে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে কোন দস্যুতা সংঘটিত করে বা দস্যুতা সংঘটনের চেষ্টা বা উদ্যোগ করে কিংবা যে ক্ষেত্রে মিলিতভাবে দস্যুতাকারী বা দস্যুতা অনুষ্ঠান করার উদ্যোগকারী ব্যক্তিগণের এবং উপস্থিত ও অনুরূপ দস্যুতা অনুষ্ঠানে বা উহার উদ্যোগ সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের মোট সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হয়, সেক্ষেত্রে অনুরূপ অনুষ্ঠানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি 'ডাকাতি' করে বলে গণ্য হবে।

সুতরাং উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যখন দস্যুতা করে, তখন উহা ডাকাতিতে পরিণত হয়। আবার পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি দস্যুতা করার উদ্যোগ করলেও উহা ডাকাতি হয়। ইহাছাড়া, দস্যুতার উদ্যোগকারী এবং সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হলে ঐ দস্যুতাও ডাকাতি বলে গণ্য হবে।

দণ্ডবিধি মোতাবেক ডাকাতি একটি যৌথ অপরাধ। তাই ডাকাত বলে তারাই গণ্য হবে, যারা ঐ অপরাধে অংশ গ্রহণ করে অথবা ডাকাত দলের মধ্যে উপস্থিত থাকে এবং সাহায্য করে।

ডাকাতির উপাদান—

(১) দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারা মোতাবেক বা দস্যুতা বা দস্যুতার চেষ্টা করা হয়েছিল;

(২) পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি দস্যুতা করেছিল বা দস্যুতার চেষ্টা হয়েছিল;

(৩) প্রকৃত মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে ডাকাতগণ জোরপূর্বক সম্পত্তি ছিনায়ে নিয়েছিল;

(৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ একত্রিত হয়ে ডাকাতি করেছিল;

(৫) ডাকাতি সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন অথবা একাধিক ব্যক্তি দস্যুতা করেছিল বা করার চেষ্টা করেছিল;

(৬) সর্বোপরি ডাকাতি সংঘটনে সহায়তাকারী ব্যক্তিগণও উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত হবে; যদিও তারা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল এবং ইহাতে কোন অংশগ্রহণ করেনি।

একইভাবে, দণ্ডবিধিতে ডাকাতির সংজ্ঞা ও ডাকাতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিধানাবলী গৃহীত হয়েছে।

চুরি, রাহাজানি/ ছিনতাই এবং ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য—

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) ধারাগত পার্থক্যঃ চুরি (Theft) সংক্রান্ত অপরাধটির সংজ্ঞা দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। অপরপক্ষে, রাহাজানির (robbery) সংজ্ঞা দণ্ডবিধির ৩৯০ ধারায় বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে, ডাকাতির (Dacoity) সংজ্ঞা দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

(২) সংখ্যাগত পার্থক্যঃ চুরি সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর সংখ্যা একজন হলেও চলে। অপরপক্ষে, রাহাজানির ক্ষেত্রে এরূপ সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। তবে ইহার সংখ্যা অবশ্যই পাঁচ এর কম হবে। পক্ষান্তরে, ডাকাতি সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য অপরাধীর সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচ বা ততোধিক হবে।

(৩) বলপ্রয়োগের প্রশ্নেঃ চুরি সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বল প্রয়োগের প্রশ্ন উঠেনা। পক্ষান্তরে, রাহাজানির ক্ষেত্রে চুরি কিংবা জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের হিংস্ররূপ অবশ্যই থাকতে হবে। অপরপক্ষে, ডাকাতির ক্ষেত্রে বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের হিংস্ররূপকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলপূর্বক গ্রহণের সময় শক্তি প্রয়োগ করা না হলে তা ডাকাতি বলে গণ্য হবে না।

(৪) সম্মতির প্রশ্নেঃ চুরি সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধকারী সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির আইনগত মালিকের সম্মতি ছাড়াই কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে থাকে। অপরপক্ষে, রাহাজানির ক্ষেত্রে অপরাধকারী আইনগত মালিককে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে বা জখম বা মৃত্যু ঘটাবার ভয়ে অভিভূত করে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে। পক্ষান্তরে, ডাকাতির ক্ষেত্রে অপরাধকারী আইনগত মালিককে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন বা কজখম করার ভয়ে অভিভূত করে বা জখম বা মৃত্যু ঘটায়ে সম্পত্তি হস্তান্তর করে।

(৫) শাস্তিগত পার্থক্যঃ যদি কোন ব্যক্তি চুরি করে, তাহলে সে ব্যক্তি ৩ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা জরিমানা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। অপরপক্ষে, যদি কোন ব্যক্তি রাহাজানি সংঘটন করে, তাহলে সে ব্যক্তির ১০ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে এবং তাকে জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত করা যেতে পারে। তবে সূর্যাস্ত এবং সূর্যদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে রাজপথে দস্যুতা বা রাহাজানি সংঘটিত হলে সেক্ষেত্রে কারাদণ্ড অনুর্ধ্ব ১৪ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ডাকাতি করেন তিনি যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড বা অনুর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হবেন।

Ingredients : The ingredients of the offence of dacoity are:

(1) Five persons attempting to commit robbery, or

(2) Five persons committing robbery, or

(3) One person committing robbery plus four present and aiding in its commission, or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(4) One person attempting robbery plus four present and aiding the attempt.

In the case of dacoity the prosecution must prove:

(1) that robbery was committed or attempted;

(2) that five or more persons conjointly committed or attempted to commit robbery, or that the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit robbery and persons present and aiding such commission or attempt amounted to five or more.

Dacoity is robbery committed by five or more persons, and so it must be either theft or extortion. It is a more serious offence than robbery because of the terror caused by the presence of a number of offenders. Abettors who are present and aiding when the crime is committed are counted in the number. The definition of dacoity includes attempt to commit dacoity. Further, dacoity furnishes another instance of constructive liability, inasmuch as if any one of five or more persons, who are conjointly committing dacoity, commits murder in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death or transportation for life, or rigorous imprisonment which may extend to 10 years and also fine.

In the case of Queen Empress v. Ram Baran, a large body of Hindus acting in concert and apparently under the influence of religious feelings attacked certain Mahomedans who were driving cattle along a public road, and forcibly deprived them of the possession of such cattle under circumstances which did not indicate any intention of subsequently returning the cattle to them, it was held that they were guilty of dacoity and out of five two were acquitted holding that only three took part in the offence, it was held that the remaining three could not be convicted of dacoity, as the offence of dacoity could not be committed by less than five persons.

It may be mentioned in this connection that the preparation to commit dacoity belonging to a gang of dacoits and assembling for the purpose of committing dacoity are all punishable.

Distention between robbery and dacoty: (1) The essence of the difference between the two lies only in the number of persons involved in the offence.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(2) Robbery can be committed by one culprit, whereas in dacoity there must be five or more.

(3) Dacoity is an aggravated and more serious form of robbery.

(4) There is no consent in both, but in dacoity it is obtained wrongfully as in extortion.

Destination between extortion, theft, robbery and dacoity

Extortion occupies a middle place between theft and robbery or dacoity. Dacoity is robbery by five or more persons conjointly committed or attempted to be committed. Robbery, on the other hand, is a special and aggravated form of either theft or extortion. Theft is robbery if in the course of it the offender voluntarily causes or attempts to cause to any person death, hurt, or wrongful restraint, or fear of instant death, hurt or wrongful restraint. Thus, if hurt is actually caused when the offence is committed the offence is punishable as robbery. Extortion is robbery if the former is accompanied by violence(i.e. by putting the person in fear of instant death, hurt or wrongful restraint), presence of the offender and delivery of the thing extorted.

Extortion differs from theft inasmuch as in the former there is the wrongful obtaining of consent by putting the person in possession of property in fear of injury to him or to any other. The offence of extortion is carried out by over-powering the will of the owner. In theft there is never the intention of the offender to obtain the consent of the owner of the property. Moreover in theft the property involved is moveable property, but in case of extortion it may be any property.

Sec. 392. Punishment for robbery: Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine ; and, the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to fourteen years.

অনুবাদ ॥ ধারা—৩৯২। দস্যুতার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি দস্যুতা করে, সে ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে, তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে এবং যদি রাজপথে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে দস্যুতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত কারাদণ্ড চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–393. Attempt to commit robbery: Whoever attempts to commit robbery shall be punished with regorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৯৩। দস্যুতা সংঘটনের উদ্যোগঃ যদি কোন ব্যক্তি দস্যুতা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–394. Voluntarily causing hurt in committing robbery: If any person, in committing or in attempting to commit robbery, voluntarily causes hurt, such person, and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery, shall be punished with transportation for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৯৪। দস্যুতা অনুষ্ঠানকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানঃ যদি কোন ব্যক্তি দস্যুতা অনুষ্ঠানের উদ্যোগকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে, তাহলে অনুরূপ ব্যক্তি এবং অনুরূপ দস্যুতা অনুষ্ঠান বা উহার উদ্যোগের সাথে মিলিতভাবে জড়িত অন্য যেকোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–395. Punishment for dacoity: Whoever commits dacoity shall be punished with transportation for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৯৫। ডাকাতির শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি ডাকাতি করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–396. Dacoity with murder: If any one of five or more persons, who are conjointly committing dacoity, commits murder in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death, or transportation for life, or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৩৯৬। খুনসহকারে ডাকাতিঃ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যারা মিলিতভাবে ডাকাতি করেছে, তাদের যেকোন একজন অনুরূপভাবে ডাকাতি করা কালে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

খুন করলে উক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–397. Robbery or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt: If, at the time of committing robbery or dacoity the offender uses any deadly weapon, or causes grievous hurt to any person, or attempts to cause death or grievous hurt to any person, the imprisonment with which such offender shall be punished, shall not be less than seven years.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩৯৭। মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত সংঘটনের উদ্যোগ সহকারে দুস্যতা বা ডাকাতিঃ যদি দস্যুতা বা ডাকাতি করার সময় অপরাধকারী কোন মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে বা কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত করে, কিংবা কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাবার উদ্যোগ করে, তাহলে অনুরূপ অপরাধকারী যে দণ্ডে দণ্ডিত হবে তার মেয়াদ সাত বৎসরের কম হবে না।

Sec.–398. Attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon: If at the time of attempting to commit robbery or dacoity, the offender is armed with any deadly weapon, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than seven years.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩৯৮। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দস্যুতা বা ডাকাতি করার উদ্যোগঃ যদি দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–399. Making preparation to commit dacoity: Whoever makes any preparation for committing dacoity, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৩৯৯। ডাকাতি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণঃ যদি কোন ব্যক্তি ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–400. Punishment for belonging to gang of dacoits: Whoever, at any time after the passing of this Act, shall belong to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity, shall be punished with transportation for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪০০। ডাকাত দলভুক্ত হবার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বিধিবদ্ধ হবার পর যেকোন সময় অভ্যাসগতভাবে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ লোকদের দলভুক্ত হয়, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে-বা সশ্রম করাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–401. Punishment for belonging to gang of thieves: Whoever, at any time after the passing of this Act, shall belong to any wandering or other gang of persons associated for the purpose of habitually committing theft or robbery, and not being a gang of thugs or dacoits, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪০১। চোরদের দলভুক্ত হবার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি এই আইন জারী হবার পর যেকোন সময় অভ্যাসগতভাবে চুরি বা দস্যুতা করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ব্যক্তিদের ঠগ বা ডাকাতদল ব্যতীত কোন ভবঘুরে বা অন্য কোন প্রকার দলভুক্ত হয়, সে ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–402. Assembling for purpose of committing dacoity: Whoever, at any time after the passing of this Act, shall be one of five more persons assembled for the purpose of committing dacoity, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪০২। ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়াঃ যদি কোন ব্যক্তি এই আইন পাশ হবার পর যেকোন সময় ডাকাতির উদ্দেশ্যে সমবেত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একজন হয়, সে ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Of Criminal Misappropriation of Property
অপরাধমূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ সম্পর্কিত

Sec. 403. Dishonest misappropriation of property: Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine, or with both.

Illustrations

(a) A takes property belonging to Z out of Z`s possession in good faith believing, at the time when he takes it, that the property belongs to himself. A is not guilty of theft; but if A, after discovering his mistake, dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offence under this section.

(b) A, being on friendly terms with Z, goes into Z`s library in Z`s absence, and takes away a book without Z`s express consent. Here, if A was under the impression that he had Z`s implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft. But, if A afterwards sells the book for his own benefit, he is guilty of an of an offence under this section.

(c) A and B, being joint owners of a horse, A takes the horse out of B`s possession, intending to use it. Here, as A has a right to use the horse, he does not dishonestly misappropriate it. But, if A sells the horse and appropriates the whole proceeds to his own use, he is guilty of an offence under this section.

Explanation 1.- A dishonest misappropriation for a time only is a missappropriation within the meaning of this section.

Illustration

A finds a Government promissory note belonging to Z, bearing a blank endorsement. A, knowing that the note belong to Z, pledges it with a banker as a security for a loan, intending at a future time to restore it to Z. A has committed an offence under this section.

Explanation–2. A person who finds property not in the possession of any other person, and takes such property for the purpose of protecting it for, or of restoring it to, the owner, does not take or misappropriate it dishonestly, and is not guilty of an offence: but he is guilty of the offence above defined, if he appropriates it to his own use, when he knows or has the means of discovering the owner, or before he has used reasonable means to discover and give

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it.

What are reasonable means or what is a reasonable time in such a case, is a question of fact.

It is not necessary that the finder should know who is the owner of the property, or that any particular person is the owner of it; it is sufficient if, at the time of appropriating it, he does not believe it to be his own property, or in good faith believes that the real owner cannot be found.

Illustrations

(a) A finds a Taka on the high road, not knowing to whom the Taka belongs. A picks up the Taka. Here A has not committed the offence defined in this section.

(b) A finds a letter on the road, containing a bank-note. From the direction and contents of the letter he learns whom the note belongs. He appropriates the note. He is guilty of an offence under this section.

(c) A finds a cheque payable to bearer. He can form no conjecture as to the person who has lost the cheque. But the name of the person, who has drawn the cheque appears. A knows that this person can direct him to the person on whose favour the cheque was drawn. A appropriates the cheque without attempting to discover the owner. He is guilty of an offence under this section.

(d) Sees Z drop his purse with money in it. A picks up the purse with the intention of restoring it to Z, but afterwards appropriates it to his own use. A has committed an offence under this section.

(e) A finds a purse with money, not knowing to whom it belongs; he afterwards discovers that it belongs to Z, and appropriates it to his own use. A is guilty of an offence under this section.

(f) A finds a valuable ring, not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the owner. A is guilty of an offence under this section.

অনুবাদ॥ ধারা–৪০৩। অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা তার নিজস্ব ব্যবহারে পরিণত করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে 'ঙ'-র মালিকানাধীন সম্পত্তি 'ঙ'-র অধিকার হতে নিয়ে যায়, উহা নিয়ে যাবার সময়ে সে বিশ্বাস করে যে, উক্ত সম্পত্তি তার নিজের মালিকানাধীন। 'ক' চুরির অপরাধে দোষী নহে; কিন্তু যদি 'ক' তার ভুল বুঝতে পারার পর অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি তার নিজস্ব ব্যবহারে পরিণত করে, তাহলে সে এই ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী।

(খ) 'ঙ'-র সাথে 'ক'-র বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় 'ক' 'ঙ'-র অবর্তমানে 'ঙ'-র লাইব্রেরীতে যায় এবং 'ঙ'-র স্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে একটি বই নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে যদি 'ক'-র এরূপ ধারণা হয়ে থাকে যে, তার উক্ত বইটি পড়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবার জন্য 'ঙ'-র পরোক্ষ সম্মতি ছিল, তাহলে সে চুরি করেনি। কিন্তু যদি পরে 'ক' বইটি তার নিজের উপকারার্থে বিক্রয় করে, তাহলে সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী।

(গ) 'ক' ও 'খ' একটি ঘোড়ার যুগ্ম মালিক। ব্যবহার করার অভিপ্রায়ে 'ক' ঘোড়াটি 'খ'-এর অধিকার হতে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে যেহেতু 'ক'-র ঘোড়াটি ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে, সেহেতু সে উহা অসাধুভাবে আত্মসাৎ করেনি। কিন্তু যদি 'ক' ঘোড়াটি বিক্রয় করে এবং সমস্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে, তাহলে সে এই ধারার অধীনে অপরাধের দায়ে দোষী।

ব্যাখ্যা ১। শুধু একবারের জন্য অসাধু আত্মসাৎকরণও এই ধারার তাৎপর্যাধীন আত্মসাৎকরণ।

উদাহরণঃ 'ক' 'ঙ'-র মালিকানাধীন একটি অলিখিত পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত সরকারী প্রমিসরী নোট দেখতে পায়। নোটটি 'ঙ'-র মালিকানাধীন জেনে 'ক' উহা ভবিষ্যতে কোন সময়ে 'ঙ'-র নিকট প্রত্যর্পণ করার ইচ্ছায়, কোন মহাজনের নিকট উহা একটি ঋণের জামানত হিসেবে বন্ধক রাখে। 'ক' এই ধারার অধীনে একটি অপরাধ সংঘটন করেছে।

ব্যাখ্যা ২। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দখলে নহে, এরূপ কোন সম্পত্তি দেখতে পায় এবং অনুরূপ সম্পত্তি উহার মালিকের পক্ষে সংরক্ষণ করা ও মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি উহা অসাধুভাবে গ্রহণ বা আত্মসাৎ করেনি এবং এই ধারার অধীন অপরাধী নয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে সে মালিককে চিনে বা উহার মালিককে আবিষ্কার করার উপায় থাকে, সেক্ষেত্রে কিংবা সে মালিককে আবিষ্কার করার বা মালিকের নিকট নোটিশ দেয়ার যুক্তিসঙ্গত মাধ্যম ব্যবহার করার পূর্বে এবং মালিককে উহার দাবী পেশ করার সুযোগ দেয়ার নিমিত্ত যুক্তসঙ্গত সময়ের জন্য উহা সংরক্ষণের পূর্বে উহা নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে, সেক্ষেত্রে সে উপরে বর্ণিত অপরাধের জন্য দোষী।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুরূপ ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত মাধ্যম বা যুক্তিসঙ্গত সময় বলতে কি বুঝাবে, তা একটি আলোচ্য বিষয়।

আবিষ্কর্তার পক্ষে উক্ত সম্পত্তির মালিককে বা কোন বিশেষ ব্যক্তি উহার মালিক এই কথা জানার প্রয়োজন নেই। উহা আত্মসাৎ করার কালে সে উহা তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিশ্বাস না করলে বা প্রকৃত মালিককে খুঁজে পাওয়া যায় না বলে সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করলেই যথেষ্ট হবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' রাজপথে একটি টাকা দেখতে পায়; উক্ত টাকার মালিক কে, তা তার জানা নেই। 'ক' টাকাটি কুড়ায়ে নেয়। এক্ষেত্রে এই অত্র ধারার অধীন অপরাধ অনুষ্ঠিত করেনি।

(খ) 'ক' রাস্তায় একটি পত্র দেখতে পায়। উহার মধ্যে একটি ব্যাংক নোট রয়েছে। পত্রটির নির্দেশ ও বিষয়বস্তু হতে সে উহার মালিককে তা জানতে পারে। সে নোটটি আত্মসাৎ করে। সে এই ধারার অধীন অপরাধের দায়ে দোষী।

(গ) 'ক' বাহককে প্রদেয় একটি চেক দেখতে পায়, চেকটি কে হারায়েছে, সে তা অনুমান করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি চেকটি কেটেছে উহাতে তার নাম রয়েছে। 'ক' জানে যে এই ব্যক্তি তাকে যে ব্যক্তির জন্য চেকটি কাটা হয়েছে, তার নিকট প্রেরণ করতে পারবে। 'ক' মালিককে আবিষ্কার করার চেষ্টা না করেই চেকটি আত্মসাৎ করে। এক্ষেত্রে সে এ ধারার অধীন অপরাধের দায়ে দোষী।

(ঘ) 'ক' টাকাসহ 'ঙ'-র মানিব্যাগ পড়তে দেখে। 'ক' মানি-ব্যাগটি 'ঙ'-র নিকট প্রত্যর্পণ করার অভিপ্রায়ে উহা কুড়ায়ে নেয়, কিন্তু পরে সে উহা তার নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে। 'ক' এই ধারার অধীনে একটি অপরাধ করেছে।

(ঙ) 'ক' টাকাসহ একটি মানিব্যাগ দেখতে পায়, কিন্তু জানে না উহার মালিক কে? পরে সে আবিষ্কার করে যে, 'ঙ' উহার মালিক এবং সে উহা তার নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে। 'ক' এই ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী।

(চ) 'ক' একটি মূল্যবান আংটি দেখতে পায়, কিন্তু জানে না উহার মালিক কে? উহার মালিককে আবিষ্কার করার জন্য কোন প্রকার উদ্যোগ না করেই তৎক্ষণাৎ উহা বিক্রয় করে ফেলে। 'ক' এই ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য হবে।

আলোচনা

অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের সংজ্ঞাঃ দণ্ডবিধির ৪০৩ ধারায় criminal misspropriation of property বা অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অসদভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি (movable property) আত্মসাৎ বা তছরূফ করে কিংবা উহা তার নিজের

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যবহারে প্রয়োগ করে, তাহলে সে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি তছরূফ করেছে বলে গণ্য করা হবে এবং ইহার জন্য সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে। সুতরাং অন্যের অস্থাবর সম্পত্তি অসদভাবে আত্মসাৎ করার নামই Criminal misappropristion of property বা অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ।

অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের উপাদান–

(ক) অস্থাবর সম্পত্তিঃ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে যে সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, উহা অবশ্যই অস্থাবর সম্পত্তি হতে হবে। অর্থাৎ The property in question must be moveable property.

(খ) নিজ ব্যবহারে প্রয়োগঃ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি অপরাধকারীকে আত্মসাৎ বা তার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ The accused misappropriated or converted it to his own use.

(গ) অসদভাবে কার্য সম্পাদনঃ অপরাধীকে এইরূপ কার্যাবলী অসদভাবে (dishonestly) করতে হবে। অর্থাৎ The accused did so dishonestly.

Sec.–404. Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death: Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property, knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's decease, and has not since been in the possession, any person legally entitled to such possession, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine ; and if the offender at the time of such person's decease was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to seven years.

Illustration

Z dies in possession of furniture and money. His servant A, before the money comes into the possession of any person entitled to such possession, dishonestly misappropriates it. A has committed the offence defined in this section.

অনুবাদ॥ ধারা–৪০৪। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার দখলভুক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎকরণঃ যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে উক্ত মৃত ব্যক্তি দখলভুক্ত ছিল এবং তখন হতে অনুরূপ সম্পত্তি আইনানুগভাবে উহা দখল করার অধিকার সম্পন্ন কোন ব্যক্তির দখলে আসেনি বলে জেনে অনুরূপ সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে। আর যদি অপরাধকারী অনুরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকালে তৎকর্তৃক একজন কেরানী বা চাকর হিসেবে নিয়োজিত থেকে থাকে, তাহলে কারাদণ্ডের মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে।

উদাহরণঃ 'ঙ'-র আসবাবপত্র ও অর্থ দখলদার থাকা অবস্থায় মারা যায়। তার কর্মচারী 'ক' উক্ত অর্থ আইনানুগভাবে দখল করার অধিকারসম্পন্ন কোন ব্যক্তির দখলে আসার পূর্বে অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছে।

Of Criminal Breach of Trust
অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ সম্পর্কিত

Sec. 405. Criminal breach of trust: Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust."

Illustrations

(a) A, being executor to the will of a deceased person, dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will, and appropriates them to his own use. A has committed criminal breach of trust.

(b) A is a warehouse-keeper. Z going on a journey, entrusts his furniture to A, under a cannot that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse-room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust.

(c) A, residing in Dhaka is agent for Z, residing at Chittagong. There is an express or implied contract between A and Z, that all sums remitted by Z to A shall be invested by A, according to Z's direction. Z remits a lakh of Taka to A, with directions to A to invest the same in Company's paper. A dishonestly disobeys the directions and employs the money in his own business. A has committed criminal breach of trust.

(d) But if A, in the last illustration, not dishonestly but in good faith, believing that it will be more for Z's advantage, to hold shares in the Bank of Bangladesh, disobeys Z's directions, and buys shares in the Bank of Bangla for Z, instead of buying Company's

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

paper. Here, though Z should suffer loss, and should be entitled to bring a civil action against A, on account of that loss, yet A, not having acted dishonestly, has not committed criminal breach of trust.

(e) A, a revenue officer, is entrusted with public money and is either directed by law, of bound by a contract, express of implied, with the Government, to pay into a certain treasury all the public money which he holds. A dishonestly appropriates the money. A has committed criminal breach of trust.

(f) A, a carrier, is entrusted by Z with property to be carried by land or by water. A dishonestly misappropriates the property. A has committed criminal breach of trust.

অনুবাদ॥ ধারা–৪০৫। অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে সম্পত্তি বা সম্পত্তির উপরে আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা তার নিজের ব্যবহার্যে পরিণত করে কিংবা অনুরূপ ন্যস্ত পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণকারী আইনের কোন নির্দেশ লংঘন করে বা অনুরূপ ন্যস্ত পরিচালনা সম্পর্কে তৎকর্তৃক প্রণীত স্পষ্ট বা পরোক্ষ কোন আইনানুগ চুক্তি ভঙ্গ করে অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করে বা উহার ব্যবস্থাপনা করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে তদ্‌রূপ করার অনুমতি দান করে, সে ব্যক্তি "অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ" করে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' এক মৃত ব্যক্তির উইল কার্যকরী করার ভারপ্রাপ্ত হয়ে উইল অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন করার জন্য তৎপ্রতি আইনের যে নির্দেশ রয়েছে তা অসঙ্গতভাবে লংঘন করে এবং উক্ত সম্পত্তি নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে। 'ক' অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

(খ) 'ক' একজন গুদামরক্ষক। 'ঙ' ভ্রমণে যাবার কালে এই শর্তে তার আসবাবপত্র 'ক'-র নিকট গচ্ছিত রাখে যে গুদাম রক্ষা বাবদ চুক্তিকৃত অর্থ প্রদান করা হলে উহা প্রত্যর্পণ করা হবে। 'ক' অসাধুভাবে উক্ত মালসমূহ বিক্রয় করে। 'ক' অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

(গ) ঢাকায় বসবাসকারী 'ক' চট্টগ্রামে বসবাসকারী 'ঙ'-র প্রতিভূ। 'ক' ও 'ঙ'-র মধ্যে একটি স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তি রয়েছে যে, 'ঙ' কর্তৃক 'ক'-র নিকট প্রেরিত সমুদয় অর্থ 'ঙ'-র নির্দেশনানুযায়ী 'ক' কর্তৃক বিনিয়োগ করা হবে। 'ঙ' 'ক'-এর নিকট এরূপ নির্দেশসহ 'ক'-কে এক লক্ষ টাকা পায় যেন উহা কোম্পানীর কাগজে বিনিয়োগ করা হয়। 'ক' অসাধুভাবে উক্ত নির্দেশসমূহ অমান্য করে এবং উক্ত অর্থ তার নিজের ব্যবসায়ে খাটায়। 'ক' অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ঘ) কিন্তু পূর্ববর্তী উদাহরণে যদি 'ক' অসাধুভাবে না করে বরং ব্যাংক অব বেঙ্গলের শেয়ার খরিদ করা 'ঙ'-র জন্য অধিকতর সুবিধাজনক বলে সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করে 'ঙ'-র নির্দেশসমূহ অমান্য করে এবং কোম্পানীর কাগজ খরিদ করার পরিবর্তে 'ঙ'-র জন্য ব্যাংক অব বেঙ্গলের শেয়ার খরিদ করা 'ঙ-র জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হবে বলে সদ্‌বিশ্বাস করে 'ঙ'র নির্দেশসমূহ অমান্য করে এবং কোম্পানীর কাগজ খরিদ করার পরিবর্তে 'ঙ'-র জন্য ব্যাংক অব বেঙ্গলের শেয়ার খরিদ করে, তাহলে এক্ষেত্রে যদিও 'ঙ' ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং 'ক'-র বিরুদ্ধে উক্ত ক্ষতির জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করার অধিকার লাভ করে, তথাপি 'ক' অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে বলে পণ্য হবে না, যেহেতু সে কাজ অসাধুভাবে করেনি।

(ঙ) রাজস্ব অফিসার 'ক' সরকারী অর্থের ভারপ্রাপ্ত হয় এবং তার দখলী সমমুদ্রা অর্থ কোন এক বিশেষ ট্রেজারীতে জমা দেয়ার জন্য আইনবলে আদিষ্ট হয় বা সরকারের সাথে সম্পাদিত কোন স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তিবলে বাধ্য থাকে। 'ক' অসাধুভাবে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করে। 'ক' অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

(চ) বাহক 'ক' স্থল বা জলপথে 'ঙ'-র সম্পত্তি বহন করার ভারপ্রাপ্ত হয়। 'ক' উক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। 'ক' অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

আলোচনা

অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ ঃ দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারায় অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোনভাবে কোন সম্পত্তির বা সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অসদভাবে সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে কিংবা অনুরূপ Trust পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণকারী আইনের যে কোন নির্দেশ বা পরোক্ষ যে আইনগত চুক্তি সে করেছিল তা ভঙ্গ করে অসদভাবে উক্ত সম্মতি ব্যবহার করে বা বিলি ব্যবস্থা করে কিংবা স্বেচ্ছায় বা ইচ্ছাপূর্বক অপর কোন ব্যক্তিকে এরূপ করতে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি Breach of Trust বা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করে।

উদাহরণঃ রহিম বিদেশে যাত্রাকালে তার আসবাবপত্র রহিমের জিম্মায় রেখে যায় জিম্মায় রাখার সময় একটি চুক্তি হয় যে, গুদাম ঘরের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের পর গুদাম ঘর হতে করিমের আসবাবপত্র ফেরৎ দেয়া হবে। রহিম আসদভাবে এই গচ্ছিত আসবাবপত্র বিক্রয় করে। রহিম অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে বলে গণ্য হবে।

অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের উপাদান

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিঃ এক্ষেত্রে অপরাধীকে কোন সম্পত্তি পরিচালনায় ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কোন জিম্মা পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(খ) আত্মসাৎ বা নিজ ব্যবহারে প্রয়োগঃ উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি অসদভাবে আত্মসাত অথবা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করতে হবে।

(গ) দায়িত্বের বরখেলাপঃ সম্পত্তি পরিচালনার জন্য যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহার বরখেলাপ হবে।

(ঘ) আইনানুগ চুক্তি বরখেলাপঃ একইভাবে আইনানুগ চুক্তি বরখেলাপ করে উক্ত সম্পত্তি অসদভাবে ব্যবহার করা বা বিলি ব্যবস্থা করা অথবা ইচ্ছাপূর্বক অন্য কোন ব্যক্তিকে তা করতে দেওয়া।

এই প্রসঙ্গে AIR 1961 SC 751 পাতায় বলা হয়েছে যে, "To constitute an offence under this section there must be an entrustment of property and dishonest misappropriation of it. The person entrusted may misappropriate himself or he may willfully suffer another person to do to."

You will see that, to constitute an offence of criminal breach of trust there must be dishonest misappropriation by a person, in whom confidence is placed as to the custody or management of the property in respect of which the breach of trust is alleged. The offence thus covers a very wide field and applies to any one who is in any manner, entrusted with property or dominion over property. Dishonesty is the most important clement in this offence. Now, you must have heard of a suit for breach of trust. There are two kinds of breaches of trust– civil and criminal. Breach of trust committed with dishonest intention is called criminal breach of trust and is an offence. In civil breaches of trust, there is merely a civil liability, the element of dishonesty being absent. Suits by beneficiaries against trustees for defaults, mistakes, etc. of trustees are of this nature.

So, to constitute the offence of criminal breach of trust there must be dishonest misappropriation by a person in whom confidence is placed as to the custody or management of the property in respect of which the breach of trust is charged. The offence of criminal breach of trust closely resembles the offence of embezzlement under the English Law. Offences committed by trusts with regard to trust property fall within the preview of this section. A partner in a partnership firm can be held to be guitly of criminal breach of trust in respect of a partnership asset.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Ingredients–The following are the four points which must be proved for convicting an accused person on a charge of criminal breach of trust–

(1) That the accused was entrusted with property or with dominion over it;

(2) That he dishonestly (i) misappropriated it, or (ii) converted it to his own use, or (iii) used it, or (iv) deisposed it off

(3) That he (or some other person at his instance) did so in violation of (i) any direction of law prescribing the mode in which such trust was to be discharged, or (ii) any legal contract, (express or implied) which he had made touching the discharge of such trust.

Leading Cases

In the case of Babaji Bin Bhau, the accused were entrusted with some silver for the purpose of making ornaments and they introduced copper into the ornaments. It was held that they were guilty of criminal breach of trust.

In the case of Emperor v. Jamestji, the accused, a servant of liquor contractor, was entrusted by his master with liquor to sell. For selling it, he was to receive a certain quantity himself and he was to account for the remainder to his master with whom he made a legal contract that he would not adulterate it with water before selling it. In violation of that contract he mixed water with the liquor. He then sold his increased quantity and appropriated the profit thus made to his own use. It was held that having thus gained by unlawful means, money to which the accused was not legally entitled he acted dishonestly within the meaning of the Code, and was guilty of criminal breach of trust.

In the case fo Emperor v. Moses, the accused hired a motor car of the complaint company under a hire-purchase system which provided that until the car was fully paid for by the accused the car was to remain the absolute prperty of the company ; and the accused agreed during the hiring "not to assign, underlet or part with the possession" of the car in any way. Whilst the agreement was in force the accused pledged the car to three different persons on three different occasions. It was held that the accused was guilty of criminal breach of trust as the pledging of the car by him was a violation of the legal

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

contract made by him in regard to the hire of the car and that violation amounted to dishonesty.

Distinction between theft and criminal breach of trust: The following are the points of difference between theft and criminal breach of trust:

(1) In theft there is a wrongful taking of a moveable property out of the possession of the owner, i.e., by stealth without the owner's knowledge, but in criminal breach of trust the property is given on trust or received on one's behalf and instead of discharging the trust, it is dishonestly misappropriated or used or disposed of in violation of the law. The owner here parts with something in good faith but the person who takes it keeps the thing for himself.

(2) In theft there is no prior lawful possession; the offence is completed as soon as the property is dishonestly taken away, but in criminal breach of trust the offender prior to the offence is himself in possession of the property and the offence is completed when he dishonestly converts the same to his own use.

(3) In theft the property involved is a moveable property, but in criminal breach of trust it may be any property.

(4) Criminal breach of trust is ordinarily punished with the same severity as theft, but where there is a greater degree of trust as in the case of a carrir or a clerk or servant entrusted with his master's property or in the case of a public servant or banker, heavier punishment is provided under sections 407, 408 and 409 of the Bangladesh penal code.

Distinction between criminal misappropriation and criminal breach of trust: The following are the points of difference between the two classes of offecces:

(1) In criminal misappropriation the property comes into the possesseion of the offender by some casualty or otherwise and he afterwards misappropriates it. In the case of criminal breach of trust the offender is lawfully entrusted with the property and he dishonestly misappropriates the same, or wilfully suffers any other person to do so, instead of discharging the trust attached to it.

(2) In criminal misappropriation there is no contractual relationship, but there is such a relationship in criminal breach of trust.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(3) In criminal misappropriation there is the conversion of property coming into possession of the offender any how, but in criminal breach of trust there is the conversion of property held in a fiduciary character.

(4) Criminal misappropriation can only be of moveable property; whereas criminal breach of trust can be of any property, moveable immoveable.

(5) A breach of trust in cludes criminal misappropriation, but the converse is not always true.

Sec.–406. Punishment for criminal breach of trust: Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪০৬। অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তিঃ যদি কোন অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–407. Criminal breach of trust by carrier, etc.: Whoever, being entrusted with property as a carrier, wharfinger or warehouse-keeper, commits criminal breach of trust in respect of such property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪০৭। বাহক প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গঃ যদি কোন বাহক, ঘাটোয়াল বা গুদামরক্ষক হিসাবে কোন সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–408. Criminal breach of trust by clerk or servant: Whoever, being a clerk or servant or employed as a clerk as a servant, and being in any manner entrusted in such capacity with property, or with any dominion over property, commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৪০৮। কেরানী বা চাকর কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কেরানী বা চাকররূপে নিয়োজিত থাকে এবং অনুরূপ ক্ষমতায় যেকোন প্রকারে কোন সম্পত্তির বা কোন সম্পত্তির উপর কোন প্রকার আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত থেকে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–409. Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent: Whoever, being in any manner entrusted with property or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent, commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪০৯। সরকারী কর্মচারী বা ব্যাংকার বণিক বা প্রতিভূ কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার ক্ষমতা একজন ব্যাংকার, বণিক, আড়তদার, দালাল, এটর্নি বা প্রতিভূ হিসাবে তার ব্যবসায় ব্যাপদেশে যেকোন প্রকারে কোন সম্পত্তি বা কোন সম্পত্তির উপর আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Of the Receiving of Stolen Property
চোরাইমাল গ্রহণ সম্পর্কিত

Sec.–410. Stolen property: Property, the possession whereof has been transferred by theft, or by extortion, or by robbery, and property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed, is designated as "stolen property" whether the transfer has been made, or the misappropriation or breach of trust has been committed, within or without Bangladesh. But if such property subsequently comes into the possession of a person legally entitled to the possession thereof, it then ceases to be stolen property.

অনুবাদ॥ ধারা–৪১০। চোরাইমালঃ যে সম্পত্তির দখল চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ বা দস্যুতার ফলে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং যে সম্পত্তি অপরাধমূলকভাবে আত্মসাৎ করা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

হয়েছে, অথবা যে সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করা হয়েছে, সে সম্পত্তি, উক্ত হস্তান্তর, আত্মসাৎকরণ বা বিশ্বাসভঙ্গকরণ বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে যেখানেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, চোরাই মাল বলে অভিহিত হবে। কিন্তু যদি অনুরূপ মাল উত্তরকালে এমন কোন ব্যক্তির দখলে আসে যে আইনত উহা দখল করার অধিকারী, তাহলে উহা আর চোরাইমাল গণ্য হবে না।

Sec. 411. Dishonestly receiving stolen property: Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪১১। অসাধুভাবে চোরাইমাল গ্রহণ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মাল চোরাই বলে জেনে বা উহা চোরাইমাল বলে বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চোরাইমাল অসাধুভাবে গ্রহণ বা রক্ষণ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec. 412. Dishonestly receiving property stolen in the commission of a dacoity: Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, the possession whereof he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of dacoity, or dishonestly receives from a person, whom he knows or has reason to believe to belong or to have belonged to a gang of dacoits, property which he knows or has reason to believe to have been stolen, shall be punished with transporatation for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪১২। ডাকাতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপহৃত মাল অসাধুভাবে গ্রহণ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি, এরূপ কোন চোরাইমাল অসাধুভাবে গ্রহণ বা সংরক্ষণ করে, যার দখল ডাকাতি অনুষ্ঠানের সাহায্যে হস্তান্তরিত হয়েছে বলে সে জানে বা উহা অনুরূপভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে বলে তার বিশ্বাসের কারণ থাকে অথবা কোন মাল, যা চোরাই বলে সে জানে বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে, তা এমন কোন ব্যক্তি হতে অসাধুভাবে গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি ডাকাত দলভুক্ত আছে বা ছিল বলে সে জানে বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec. 413. Habitually dealing in stolen property: Whoever habitually receives or deals in property which he knows or has reason to believe to be stolen property, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪১৩। অভ্যাসগতভাবে চোরাইমাল বেচাকেনা করাঃ যদি কোন অভ্যাসগতভাবে এরূপ কোন মাল গ্রহণ বা বেচাকেনা করে, যা চোরাইমাল বলে সে জানে বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণানার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec. 414. Assisting in concealment of stolen property: Whoever voluntarily assists in concealing or disposing of or making away with property which he knows or has reason to believe to be stolen property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪১৪। চোরাইমাল গোপন করার ব্যাপারে সহায়তাকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এরূপ কোন মাল গোপন বা হস্তান্তর বা নষ্ট করার ব্যাপারে সহায়তা করে, যা সে চোরাইমাল বলে জানে বা তার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Of Cheating

Sec. 415. Cheating: Whoever, by deceiving any person, fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission cause or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property, is said to "cheat"

Explanation. A dishonest concealment of facts is a deception within the meaning of this section.

Illustration

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(a) A, by falsely pretending to be in the Civil Service, intentionally deceives Z, and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. A cheats.

(b) A, by putting a counterfeit mark on an article, internationally deceives Z into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer, and thus dishonestly induces Z to buy and pay for the article. A cheats.

(c) A, by exhibiting to Z a false sample of an article, intentionally deceives Z into believing that the article corresponds with the sample, and thereby dishonestly induces Z to buy and pay and for the article. A cheats.

(d) A, by tendering in payment for an article a bill on a house with which A keeps no money, and by which A expects that the bill will be dishonored, intentionally deceives Z, and thereby dishonestly induces Z to deliver the article, intending not to pay for it. A cheats.

(e) A, by pledging as diamonds articles which he knows are not diamonds, intentionally deceives Z, and thereby dishonestly induces Z to lend money. A cheats.

(f) A, intentionally deceives Z into a belief that A means to repay any money that Z may lend to him and thereby dishonestly induces Z to lend money. A cheats.

(g) A, intentionally deceives Z into a belief that A means to repay a certain Quantity of indigo plant which he does not intend to deliver, and thereby dishonestly induces Z to advance money upon the faith of such delivery. A cheats but if A, at the time of obtaining the money, intends to deliver the indigo plant, and afterwards breaks his contract and does not deliver it, he does not cheat, but is liable, only to a civil action for breach of contract.

(h) A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A's part of a contract made with Z, which he has not performed, and thereby dishonestly induces Z to pay money. A cheats.

(i) A sells and conveys an estate to B. A, knowing that in consequence of such sale he has no right to the property, sells or mortgages the same to Z, without disclosing the fact of the previous sale and conveyance to B, and receives the purchase the purchase or mortgage money from Z. A cheats.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৪১৫। প্রতারণা ঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে ফাঁকি দিয়া প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে উক্ত ফাঁকি দেয়া ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করতে বা কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যাপারে সম্মতি দান করতে প্ররোচিত করে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ফাঁকি দেয়া ব্যক্তিকে এরূপ কোন কার্য করতে বা উহা করা হতে বিরত থাকতে প্রবৃত্ত করে যে, সে কাজ অনুরূপভাবে ফাঁকি দেয়া না হলে করতে না বা করা হতে বিরত থাকত না এবং যে কাজ বা বিরতি উক্ত ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করে বা করার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ব্যক্তি 'প্রতারণা' করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ অসাধুভাবে তথ্য গোপনকরণ এই ধারার তাৎপর্যাধীনে 'ফাঁকি' বলে বিবেচিত হবে।

(ক) 'ক' সিভিল সার্ভিসের সদস্য বলে অসত্যভাবে ভান করে ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে ফাঁকি দেয়, এবং এরূপে তাকে ধারে মাল দেয়ার জন্য 'ঙ'-কে অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে। তার উক্ত মালের মূল্য দানের অভিপ্রায় নেই। 'ক' প্রতারণা করে।

(খ) 'ক' একটি দ্রব্যে একটি মেকি চিহ্ন অঙ্কন করে ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে ফাঁকি দেয় যেন সে এই দ্রব্য কোন বিশেষ বিখ্যাত প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রস্তুত বলে বিশ্বাস করে, এবং এরূপে উক্ত দ্রব্য খরিদ করার ও উহার মূল্য পরিশোধ করার জন্য 'ঙ'-কে অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে। 'ক' প্রতারণা করে।

(গ) 'ক' 'ঙ'-কে একটি দ্রব্যের মিথ্যা নমুনা প্রদর্শন করে ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে ফাঁকি দেয় যেন সে বিশ্বাস করে যে দ্রব্যটি উক্ত নমুনার অনুরূপ এবং এরূপে উক্ত দ্রব্য খরিদ করার ও উহার মূল্য পরিশোধ করার জন্য 'ঙ'-কে অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে। 'ক' প্রতারণা করে।

(ঘ) 'ক' একটি দ্রব্যের মূল্য বাবদ এমন কোন গৃহের বরাবরে, যে গৃহে কোন অর্থ রাখে না, একটি বিল পেশ করে এবং বিলটি গৃহ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবে এরূপ প্রত্যাশা করে ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে ফাঁকি দেয় এবং উক্ত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করার ইচ্ছা না করে, তদ্বারা উহা হস্তান্তর করার জন্য 'ঙ'-কে অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে। 'ক' প্রতারণা করে।

(ঙ) 'ক' মুক্তা নহে বলে সে জানে এমন দ্রব্যসমূহ মুক্তা বলে বন্ধক রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ-কে ফাঁকি দেয় এবং তদ্বারা এবং ঋণ দানের জন্য 'ঙ'-কে অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে। 'ক' প্রতারণা করে।

(চ) 'ক' 'ঙ'-কে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকি দেয় যেন সে বিশ্বাস করে যে, 'ঙ' 'ক'-কে যে অর্থ ধার দিতে পারে, 'ক' তা পরিশোধ করবে এবং তদ্বারা তাকে অর্থ ধার দেয়ার জন্য 'ঙ'-কে অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে। 'ক'-র উক্ত অর্থ পরিশোধ করার ইচ্ছা নেই। 'ক' প্রতারণা করে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ছ) 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে ফাঁকি দেয় যেন সে বিশ্বাস করে যে, 'ক' 'ঙ'-র নিকট কোন বিশেষ পরিমাণ নীল চারা যা হস্তান্তর করার মতলব তার নেই, হস্তান্তর করতে চায়, এবং তদ্বারা অনুরূপ বিশ্বাসে অগ্রিম অর্থ প্রদান করার জন্য 'ঙ'-কে অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে। 'ক' প্রতারণা করে। কিন্তু যদি অর্থলাভ করার কালে 'ক'-র উক্ত নীল চারা হস্তান্তর করার ইচ্ছা থাকে এবং পরবর্তীকালে উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে ও উহা হস্তান্তর না করে, তাহলে সে প্রতারণা করেনি, তবে চুক্তিভঙ্গের জন্য তার বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা করা চলবে।

(জ) 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-কে ফাঁকি দেয় যেন সে বিশ্বাস করে যে 'ক' 'ঙ'-র সাথে সম্পাদিত চুক্তিকে 'ক'-র অংশ কার্যকরী করেছে, যা সে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী করেনি, এবং তদ্বারা অর্থ প্রদান করার জন্য অসাধুভাবে 'ঙ'-কে প্রবৃত্ত করে। 'ক' প্রতারণা করে।

(ঝ) 'ক' 'খ'-র নিকট একটি সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর করে। এরূপ বিক্রয়ের ফলে তার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই জানা সত্ত্বেও 'ক' ইতিপূর্বে 'খ'-র নিকট বিক্রয় ও হস্তান্তর করার তথ্য প্রকাশ না করে উক্ত সম্পত্তি 'ঙ'-র নিকট বিক্রয় করে বা বন্ধক রাখে এবং 'ঙ'-র নিকট হতে ক্রয় বা অর্থ গ্রহণ করে। 'ক' প্রতারণা করে।

আলোচনা

দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ফাঁকি দিয়ে কিংবা প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে উক্ত ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করতে বা কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যাপারে সম্মতি দান করতে প্ররোচিত করে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে এরূপ কোন কার্য করতে প্ররোচিত করে, যে কার্য সে অনুরূপভাবে ফাঁকি প্রদত্ত না হলে করতনা বা উহা করা হতে বিরত থাকত না এবং যে কাজ বা নিবৃত্তি উক্ত ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করে বা করার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ব্যক্তি 'প্রতারণা' করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ অসাধুভাবে তথ্য গোপনকরণ অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে ফাঁকি বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণঃ কোন পণ্যের উপর কোন জাল মার্কা দিয়ে 'ক' ইচ্ছাপূর্বক খ-কে প্রবঞ্চনামূলকভাবে এরূপ বিশ্বাস করায় যে, পণ্যটি কোন প্রসিদ্ধ প্রস্তুত কারকের তৈরী। এভাবে 'ক' 'খ'-কে সে পণ্যটি ক্রয় করতে এবং উহার জন্য মূল্য প্রদান করতে প্ররোচিত করে। 'ক' প্রতারণা করেছে।

প্রতারণার উপাদানসমূহঃ দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারা অনুসারে প্রতারণামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকতে হবে। যথাঃ

(১) অপরাধী কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে ফাঁকি দেয়া বা ছলনা করা;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(২) ক) অপরাধী কোন ব্যক্তিকে প্রতারণামূলকভাবে বা অসদভাবে কোন সম্পত্তি প্রদানে প্ররোচিত করেছে; অথবা

খ) কোন ব্যক্তির সম্পত্তি সংরক্ষিত হবার ব্যাপারে সম্মতি দান করতে প্ররোচিত করেন; অথবা

গ) কোন ব্যক্তিকে এমন কাজ করতে বা বিরত থাকতে প্ররোচিত করেন, যে কাজ তিনি ফাঁকিতে না পড়লে করতেন না এবং যে কাজ তার দেহ মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা করার সম্ভাবনা রাখে।

প্রতারণার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারা অনুসারে প্রতারণা করে, তাহলে সে ব্যক্তি দণ্ডবিধির ৪১৭ ধারা অনুসারে এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এভাবে, দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় Cheating বা প্রতারণার সংজ্ঞা এবং ৪১৭ ধারায় Cheating-এর শাস্তি প্রদান বিধৃত ও বিধি বদ্ধ হয়েছে।

Sec-416. Cheating by personation: A person is said to "cheat by personation" if he cheats by preteding to be some other person, or by knoeingly substituting one person for another, or representing that he or any other person is a person other than he or such other person realy is.

Explanation–The offence is committed whether the individual personated is a real or imaginary person.

Illustrations

(a) A cheats by pretending to be a certain rich banker of the same name. A cheats by personation.

(b) A cheats by pretending to be B, a person who is deceased. A cheats by personation.

অনুবাদ॥ ধারা–৪১৬। অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণাঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি বলে ভান করে বা জ্ঞাতসারে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রতিস্থাপিত করে কিংবা সে বা অপর কোন ব্যক্তি সে বা অনুরূপ অপর ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সে ব্যক্তি হতে ভিন্ন কোন ব্যক্তি বলে পরিচয় দান করে প্রতারণা করলে, সে ব্যক্তি 'অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা' করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তির রূপ ধারণ করা হয়, সে ব্যক্তি কোন প্রকৃত বা কল্পিত যা-ই হোক না কেন, অপরাধটি হবে।

উদাহরণঃ (১) 'ক' নিজেকে একই নামের কোন এক ধনী ব্যাংকার বলে ভান করে প্রতারণা করে। 'ক' অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা করে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(২) 'ক' নিজেকে 'খ' যে একজন মৃত ব্যক্তি বলে ভান করে প্রতারণা করে। 'ক' অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা করে।

Sec.–417. Punishment for cheating: Whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪১৭। প্রতারণার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–418. Cheating with knowledge that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect: Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law, or by legal contract, to protect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪১৮। অপরাধকারী যে ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য, সে ব্যক্তির কোন অন্যায় ক্ষতি সাধিত হতে পারে এরূপ অবগতি মতে প্রতারণাঃ যদি কোন ব্যক্তি অবগতি মতে প্রতারণা করে যে, সে তদ্বারা প্রতারণাটি সে লেনদেন সম্পর্কিত যে লেনদেনের ব্যাপারে ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য কোন আইন বা আইনানুগ চুক্তি অনুযায়ী বাধ্য, সে ব্যক্তি কোন অন্যায় ক্ষতিসাধন করতে পারে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–419. Punishment for cheating by personation: Whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪১৯। অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা করার শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার করাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–420. Cheating and dishonestly inducing delivery of property: Whoever cheats and thereby dishonestly induces the Person deceived to deliver any property to any person, or to make alter or destory the whole or any part of a valuable security or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪২০। প্রতারণা ও সম্পত্তি সমর্পণ করার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করাঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করে এবং তদ্বারা অনুরূপ প্রতারিত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করতে অথবা কোন মূল্যবান জামানত কিংবা মূল্যবান জামানতে রূপান্তরিত হবার যোগ্য কোন স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত বস্তু প্রস্তুত, পরিবর্তন, অথবা সম্পূর্ণরূপে বা অংশত বিনষ্ট করার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Contents of this section

If you analyse s 415 intelligently you will find that cheating can be caused in two ways as in (a) and (b) shown above, but both must be by deception. In (a) there is delivery of property for which the punishment is provided in sec. 420. (mp. For 7 years and fine) In (b) no transfer of property occurs and the penalty is laid down in sec. 417; (imp. For 1 year or fine or both). In (a) the inducement must be fraudulent or dishonest. In (b) the inducement must be intentional.

INGREDIENTS–This section requires–

(1) Deception by the accused.

(2) (a) Fraudulently or dishonestly inducing the complainant

(i) To deliver any property to any person; or

(ii) to consent that any person shall retain any property, or

OF Fraudulent Deeds and Dispositions of Property

Sec.–421. Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors: Whoever dishonestly or fraudulently removes, conceals or delivers to any person, or transferred to any person, without adequate consideration, any property intending thereby to prevent, or knowing it to be likely that he will thereby prevent, the distribution of that property according to law among his creditors or the creditors of any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৪২১। পাওনাদারগণের মধ্যে বন্টন নিবারণার্থ অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে বা সম্পত্তি অপসারণ বা গোপনকরণঃ কোন ব্যক্তি, তার পাওনাদারগণের বা অন্য কোন ব্যক্তির পাওনাদারগণের মধ্যে কোন সম্পত্তি আইনানুগ বন্টন নিবারণ করার অভিপ্রায়ে বা সে অনুরূপ নিবারণ করতে পারে জেনেও অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে কোন সম্পত্তি অপসারণ করে গোপন করে বা কোন ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করে কিংবা যথাযথ মূল্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে বা করায়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

422. Dishonestly or fraudulently preventing debt bring available for creditors

Whoever dishonestly or fraudulently prevents any debt or demand-due to himself or to any other person from being made available according to law for payment of his debts or the debts of such other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Sec.–423. Dishonest of fraudulent execution or **deed of transfer containing false statement** or **consideration:** Whoever dishonestly or fraudulently signs, executes or becomes a party to any deed or instrument which purports to transfer or subject to any charge any property, or any interest therein, and which contains any false statement relating to the consideration for such transfer or charge, or relating to the person or persons for whose use or benefit it is really intended to operate, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪২৩। মূল্যের অসত্য বর্ণনা সম্বলিত হস্তান্তর দলিলের অসাধু বা প্রতারণামূলক সম্পাদনঃ যদি কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে এরূপ কোন দলিল বা সম্পদের পত্র স্বাক্ষর করে, সম্পাদন করে বা উহাতে শরীক হয়, যা কোন সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত কোন স্বার্থ হস্তান্তর বা কোন প্রকারে দায়গ্রস্ত করার জন্য অভিপ্রেত হয় যা অনুরূপ হস্তান্তরের মূল্য বা দায় সম্পর্কিত অথবা উহা প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনরা ব্যবহার বা উপকারার্থে কার্যকরী করার জন্য অভিপ্রেত হয়, সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সম্পর্কিত মিথ্যা বিবরণ সম্বলিত হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–424. Dishonest or fraudulent removal or concealment of property: Whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property of himself or any other person, or dishonestly or fraudulently assists in the concealment or removal thereof, or dishonestly releases any demand or claim to which he is entitled, shall be punished with imprisonment of either description for a term

Library of Bangla Books www.tanbir.ebooksbd.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৪২৪। অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ বা গোপনকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে তার নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি গোপন বা অপসারণ করে কিংবা অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে উহা গোপন বা অপসারণ করার ব্যাপারে সহায়তা করে অথবা সে যে দাবী বা স্বত্বের অধিকারী তা প্রতারণামূলকভাবে ছেড়ে দেয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Of Mischief

Sec. 425. Mischief: Whoever, with intent to cause, or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public or to any person, causes the destruction of any property, or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility, or affects it injuriously, commits "mischief".

Explanation 1 It is not essential to the offence of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause, or knows that he is likely to cause, wrongful loss or damage to any person by injuring any property, whether it belongs to that person or not.

Explanation 2. Mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act, or to that person and others jointly.

Illustrations

(a) A voluntarily burns a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief.

(b) A introduces water into an ice-house belonging to Z and thus causes the ice to melt, intending wrongful loss to Z. A has committed mischief.

(c) A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. A has committed mischief.

(d) A, knowing that his effects are about to be taken in execution in order to satisfy a debt due from him to Z, destroys those effects with the intention of thereby preventing Z from obtaining satisfaction of the debt, and of thus causing damage to Z. A has committed mischief.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(e) A having insured a ship, voluntarily causes the same to be cast away, with the intention of causing damage to the underwriters. A has committed mischief.

(f) A causes a ship to be cast away, intending thereby to cause damage to Z , who has lent money on bottomry on the ship. A has committed mischief.

(g) A, having joint property with Z in a horse, shoots the horse, intending thereby to cause wrongful loss to Z A has committed mischief.

(h) A causes cattle to enter upon a field belonging to Z, intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z's crop. A has committed mischief.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪২৫। অনিষ্টঃ যদি কোন ব্যক্তি জনসাধারণ বা কোন বিশেষ ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতিসাধন করার অভিপ্রায়ে অথবা সে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে জেনেও কোন সম্পত্তি নষ্ট করে কিংবা কোন সম্পত্তিতে বা উহার অবস্থিতিতে এরূপ পরিবর্তন সাধন করে যাতে উহার মূল্য বা উপযোগিতা বিনষ্ট হয় বা হ্রাস পায় বা উহা ক্ষতিকরভাবে আক্রান্ত হয়, সে ব্যক্তি 'অনিষ্ট' সাধন করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ১। অনিষ্টের অপরাধ অনুষ্ঠান করার জন্য ইহা অপরিহার্য নহে যে অপরাধকারীর এরূপ অভিপ্রায় থাকতে হবে যে, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট সম্পত্তির মালিকের লোকসান বা ক্ষতি সাধিত হয়। যে কোন সম্পত্তির ক্ষতি করে কোন ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতিসাধন করার ইচ্ছা করলে অথবা সে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতিসাধন করতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানলেই যথেষ্ট হবে। সম্পত্তিটি ব্যক্তির মালিকানাধীন কিনা তা বিবেচ্য নহে।

ব্যাখ্যা ২। এরূপ কোন কার্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধিত হতে পারে যে কার্য অনুরূপ কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তির বা উক্ত ব্যক্তি ও অপরাপর ব্যক্তির এজমালী মালিকানাধীন সম্পত্তিকে ক্ষুন্ন করে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' 'ঙ'-র প্রতি অবৈধ লোকসান সাধন করার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-র মালিকানাধীন একটি মূল্যবান জামানত পোড়ায়ে ফেলে। 'ক' অনিষ্ট সাধন করেছে।

(খ) 'ক' 'ঙ'-র প্রতি অবৈধ ক্ষতিসাধন করার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-র মালিকানাধীন একটি বরফখানায় পানি প্রবেশ করায় এবং এরূপে বরফ গলায়। 'ক' অনিষ্ট সাধন করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(গ) 'ক' 'ঙ'-র প্রতি অবৈধ লোকসান সাধন করার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ'-র মালিকানাধীন একটি আংটি নদীতে নিক্ষেপ করে 'ক' অনিষ্ট সাধন করেছে।

(ঘ) 'ক' তার নিকট হতে 'ঙ'-র প্রাপ্য একটি দেনা মিটাবার উদ্দেশ্যে তার মালপত্রের ক্রোক আসন্ন জেনে 'ঙ'-কে তার ঋণ উসুল পাবার ব্যাপারে বাধা প্রদান করার ও 'ঙ'-র প্রতি ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত মালপত্র বিনষ্ট করে ফেলে। 'ক' অনিষ্ট সাধন করেছে।

(ঙ) 'ক' একটি জাহাজের বীমা করাবার পর বীমাকারীদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে জাহাজটি কোন নির্জন স্থানে পরিত্যাগ করায়। 'ক' অনিষ্ট সাধন করেছে।

(চ) 'ক' একটি জাহাজের উপরকার মালের বন্ধকী অর্থ ধার দাতা 'ঙ'-র ক্ষতিসাধন করার অভিপ্রায়ে জাহাজটিকে এক নির্জন স্থানে পরিত্যাগ করায়। 'ক' অনিষ্ট সাধন করেছে।

(ছ) 'ক' 'ঙ'-র সাথে একটি ঘোড়ার এজমালী অধিকারী হয়ে 'ঙ'-র প্রতি অবৈধ ক্ষতিসাধন করার অভিপ্রায়ে ঘোড়াটিকে গুলি করে। 'ক' অনিষ্ট সাধন করেছে।

(জ) 'ক' 'ঙ'-র শস্যের ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে এবং সে 'ঙ'-র শস্যের ক্ষতি করতে পারে জেনেও 'ঙ'-র মালিকানাধীন একটি ক্ষেত্রে গবাদিপশু প্রবেশ করায়। 'ক' অনিষ্ট সাধন করেছে।

Sec.–426. Punishment for mischief: Whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪২৬। অনিষ্টের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–427. Mischief causing damage to the amount of fifty Taka: Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of fifty Taka or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪২৭। পঞ্চাশ টাকা পরিমাণ ক্ষতি করে অনিষ্ট সাধনঃ যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে এবং তদ্দ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ লোকসান বা ক্ষতি করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দু' বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–428. Mischief by killing or maiming animal of the value of the Taka: Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animals or animals of the value of ten Taka or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪২৮। দশ টাকা মূল্যের কোন জন্তু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্ট সাধনঃ যদি কোন ব্যক্তি দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন জন্তু বা জন্তুসমূহকে হত্যা, বিষ প্রয়োগ, বিকলাঙ্গ করে বা ব্যবহারের অযোগ্য করে অনিষ্ট সাধন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–429. Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty Taka: Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal or the value of fifty Taka or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪২৯। যেকোন মূল্যের গবাদিপশু ইত্যাদি বা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের কোন জন্তু বিকলাঙ্গ করে অনিষ্ট সাধনঃ যদি কোন ব্যক্তি যেকোন মূল্যের কোন হাতি, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ষাঁড়, গাভী বা ছিন্নমুস্ক ষাঁড় অথবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের যেকোন জন্তুকে হত্যা করে, বিষ প্রয়োগ করে, বিকলাঙ্গ করে বা ব্যবহারের অযোগ্য করে অনিষ্ট সাধন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–430. Mischief by injury to works of irrigation or by wrongfully diverting water: Whoever commits mischief by doing any act which causes, or which he knows to be likely to cause, a diminution of the supply of water for agricultural purposes, or for food or drink for human beings or for animals which are property, or for cleanliness or for carrying on any manufacture, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৩০। কৃষি, সেচ, পূর্ত কার্যের ক্ষতি করে বা অবৈধভাবে পানি স্রোতের গতি পরিবর্তন করে অনিষ্ট সাধনঃ যদি কোন ব্যক্তি, এরূপ কোন কার্য করে,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যে কার্য কৃষিকার্যের জন্য বা মনুষ্য বা সম্পত্তি বলে গণ্য জন্তুসমূহের খাদ্য বা পানীয়ের জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য বা কোন উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ হ্রাস করে বা যে কার্য অনুরূপ হ্রাস করতে পারে বলে সে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–431. Mischief by injury to public road, bridge, river or channel: Whoever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impassable or less safe for traveling or conveying property, shall be punished, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৩১। সরকারী রাস্তা, পুল, নদী বা খালের ক্ষতি করে অনিষ্ট সাধনঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন কার্য করে, যে কার্য কোন সরকারী রাস্তা নৌ-চলাচলযোগ্য নদী বা নৌ-চলাচলযোগ্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম খালকে অনতিক্রমনীয় কিংবা যাতায়াত বা সম্পত্তি পরিবহনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম নিরাপদরূপে পরিণত করে বা যে কাজ অনুরূপ পরিণত করতে পারে বলে সে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–432. Mischief by causing inundation obstraction to public drainage attended with damage: Whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause an inundation or an obstruction to any public drainage attended with injury or damage, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৩২। ক্ষতিসহকারে সরকারী পয়ঃপ্রণালীর প্লাবন, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অনিষ্ট সাধনঃ যদি কোন ব্যক্তির এরূপ কোন কার্য করে, যে কার্য আহত বা ক্ষতি সহকারে কোন সরকারী পয়ঃপ্রণালীর প্লাবন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা যা অনুরূপ প্লাবন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বলে সে জানে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–433. Mischief by destroying, or moving, etc., a land-mark fixed by public authority: Whoever commits mischief by destroying

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

or moving any light- house or other light used as a sea-mark, or any sea- mark or buoy or other thing placed as a guide for navigators, or by any act which renders any such light- house, sea-mark, buoy or other such thing as aforesaid less useful as a guide for navigators, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৩৩। কোন বাতিঘর বা সমুদ্র-চিহ্ন ধ্বংস, স্থানান্তরিত বা অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পরিণত করে অনিষ্ট সাধনঃ যদি কোন ব্যক্তি সমুদ্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত কোন বাতিঘর বা অন্য কোন বাতি অথবা নাবিকগণের পথ প্রদর্শকরূপে স্থাপিত যেকোন সমুদ্র-চিহ্ন বা বয়া বা অন্য কিছু ধ্বংস বা স্থানান্তরিত করে বা অন্য কোন কার্যের সাহায্যে অনুরূপ কোন বাতিঘর, সমুদ্র-চিহ্ন, বয়া বা পূর্বোক্ত অন্য কিছুকে নাবিকগণের পথ প্রদর্শক হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–434. Mischief by destroying, etc., a land-mark fixed by public authority: Whoever commits mischief by destroying or moving any land-mark fixed by the authority of a public servant, or by any act which renders such land-mark less useful as such, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৩৪। সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সীমা নির্দেশ চিহ্ন ধ্বংস বা স্থানান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে অনিষ্ট সাধন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্ববলে নির্দিষ্টকৃত কোন সীমা নির্দেশক চিহ্ন ধ্বংস বা স্থানান্তর করে কিংবা অনুরূপ সীমা নির্দেশক চিহ্নকে সীমা নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর করে এমন কোন কার্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–435. Mischief by fire **or explosive substance with intent to cause damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten Taka:** Whoever commits mischief by fire or any explosive substance, intending to cause,

or knowing it to be likely that he will thereby cause, damage to any property to the amount of one hundred Taka or upwards [or (where the property is agricultural produce) ten Taka or upwards], shall be

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৩৫। একশত টাকা বা কৃষিজ ফসলের ক্ষেত্রে দশ টাকা পরিমাণ ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধনঃ যদি কোন ব্যক্তি একশত টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণের সম্পত্তি অথবা উক্ত সম্পত্তি কৃষিজ ফসল হবার ক্ষেত্রে দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে বা সে অনুরূপ ক্ষতি করতে পারে বলে জেনেও অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–436. Mischief by fire or explosive substance with intent to destroy house, etc.: Whoever commits mischief by fire or any explosive substence intending to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, the destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a human dwelling or as a place for the custody of property, shall bepunished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৩৬। দালান ইত্যাদি ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করাঃ যদি কোন বক্তি সাধারণত উপাসনা বা মনুষ্য বসবাসের স্থান বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয়, এমনতর কোন দালান ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে বা সে অনুরূপ ধ্বংস করতে পারে বলে জেনে অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–437. Mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of twenty tons burden: Whoever commits mischief to any decked vessel or any vessel of a burden of twenty tons or upwards, intending to destroy or render unsafe, or knowing it to be likely that he will thereby destroy or render unsafe, that vessel, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

 Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৩৭। **পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজ বা বিশ টন পরিমাণ ভারবাহী কোন জাহাজ ধ্বংস করা বা বিপজ্জনকরূপে পরিণত করার অভিপ্রায়ে অনিষ্ট সাধন করাঃ** যদি কোন ব্যক্তি পাটাতন বিশিষ্ট কোন জাহাজ কিংবা বিশ টন বা তদূর্ধ্ব ওজনের ভারবাহী কোন জাহাজ ধ্বংস করার বা বিপজ্জনকরূপে পরিণত করার অভিপ্রায়ে উক্ত জাহাজ ধ্বংস করতে বা বিপজ্জনকরূপে পরিণত করতে পারে বলে জেনেও উক্ত জাহাজের অনিষ্ট সাধন করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–438. Punishment for the mischief described in section 437 committed by fire or explosive substance: Whoever commits, or attempts to commit, by fire or any explosive substance, such mischief as is described in the last preceding section, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৩৮। **অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ৪৩৭ ধারায় বর্ণিত অনিষ্ট সাধনের শাস্তিঃ** যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে পূর্ববর্তী শেষ ধারায় বর্ণিত অনিষ্ট সাধন করে বা করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–439. Punishment for intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft, etc.: Whoever intentionally runs any vessel aground or ashore, intending to commit theft of any property contained therein or to dishonestly misappropriate any such property, or with intent that such theft or misappropriation of property may by committed, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৩৯। **চুরি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ জলমগ্ন, চড়া বা কূলের দিকে ধাবিত করার শাস্তিঃ** যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জাহাজে, উক্ত জাহাজস্থিত কোন সম্পত্তি চুরি করার বা অনুরূপ যেকোন সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে, জলমগ্ন, চড়া বা কূলের দিকে ধাবিত করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–440. Mischief committed after preparation made for causing death or hurt: Whoever commits mischief, having made preparation for causing to any person death, or hurt, or wrongful restraint, or fear or death, or hurt, or wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৪০। মৃত্যু বা আঘাত ঘটাবার প্রস্তুতি গ্রহণের পর অনিষ্ট সাধন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য যেকোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান বা তাকে আঘাত দান করা বা তাকে অবৈধভাবে আটক করার, কিংবা তাকে মৃত্যু বা আঘাত বা অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে অনিষ্ট সাধন করে, তবে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

OF CRIMINAL TRESPASS
অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ

Sec.–441. Criminal trespass: Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property,

or, having lawfully entered into or upon such property, unlawfully remains there with intent thereby, to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offence, is said to commit "criminal trespass"

অনুবাদ॥ ধারা–৪৪১। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দখলী কোন সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে অথবা অনুরূপ সম্পত্তির দখলকার কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করার অভিপ্রায়ে প্রবেশ করে,

অথবা, আইনানুগভাবে অনুরূপ সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করার অভিপ্রায়ে অথবা কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে বে-আইনীভাবে তথায় অবস্থান করে, সে ব্যক্তি "অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ" করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–442. House-trespass: Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship, or as a place for the custody of property, is said to commit "house-trespass"

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Explanation: The introduction of any part of the criminal trespasser's body is sufficient to constitute house-trespass.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৪২। অনধিকার গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি মনুষ্য বসবাস স্থানরূপে ব্যবহৃত যেকোন দালান, তাঁবু বা জাহাজ অথবা উপাসনা স্থানরূপে বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত যেকোন দালানে প্রবেশ করে বা অবস্থান করে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি "অনধিকার গৃহপ্রবেশ" করে বলে গণ্য হবে।

আলোচনা

দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারায় House trespass-এর সংজ্ঞা ও সংসম্পর্কীয় বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে এবং দণ্ডবিধির ৪৪৫ ধারায় কিভাবে এবং কখন House trespass amounts to a house breaking-এ পরিণত হয়–উহার কারণাবলী বর্ণিত হয়েছে। উভয় প্রকার অপরাধের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যার কারণে প্রথম অপরাধটি অত্র ধারায় বর্ণিত ছয়টি উপায়ে দ্বিতীয় অপরাধে পরিণত হয়। তাই, (1923) 399 পাতায় যথার্থই বলা হয়েছে যে, "This section describes six ways in which the offence of house-breaking may be committed."

দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারায় House trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি মানুষের বসবাস স্থনরূপে ব্যবহৃত কোন গৃহে তাঁবুতে জাহাজে অথবা উপাসনা স্থানরূপে সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত কোন গৃহে প্রবেশ করে বা সেখানে অবস্থান করে অনধিকার প্রবেশ সংঘটন করে, তাহলে সেই ব্যক্তি house trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত অপরাধটি করেছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশকারী ব্যক্তির দেহের কোন অংশের প্রবেশই 'গৃহে অনধিকার প্রবেশ' অপরাধ সংঘটনের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

গৃহে অনধিকার প্রবেশের উপাদানঃ উল্লেখিত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা গৃহে অনধিকার প্রবেশের নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখতে পাই–

(১) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটনঃ গৃহে অনধিকার প্রবেশের প্রধান উপাদান হল–আসামী কর্তৃক অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত হয়েছে কিনা, উহা প্রমাণ করা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ফরিয়াদীকে (Prosecution) প্রমাণ করতে হবে যে, আসামী অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত করেছে।

(২) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটনের পদ্ধতিঃ একইভাবে, House trespass-এর ক্ষেত্রে Prosecution-কে প্রমাণ করতে হবে যে, আসামী কোন গৃহ তাঁবু অথবা জলযানে প্রবেশ করে অথবা অবস্থানের মাধ্যমে এরূপ অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৩) ব্যবহারের পদ্ধতিঃ একইভাবে, Prosecution-কে প্রমাণ করতে হবে যে, উল্লেখিত গৃহ, তাবু অথবা জলযান মানুষের আবাসস্থল, উপাসনালয় অথবা সম্পত্তি হেফাজতের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৩। গৃহে অনধিকার প্রবেশের শাস্তিঃ দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, তাহলে সে ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থের জরিমানায় কিংবা উভয় দন্ডেই দণ্ডিত হবে।

When a house trespass amounts to a house breaking: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে house trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশ house breaking বা দরজা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ বলে বিবেচিত হয়।

দণ্ডবিধির ৪৪৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি গৃহে বা গৃহের কোন অংশে অনধিকার প্রবেশ করে এবং অনুরূপ অনধিকার প্রবেশ ৪৪৫ ধারায় বর্ণিত উপায়ের যে কোন উপায়ে করে, কিংবা কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে বা গৃহের কোন অংশে থাকার পর অথবা গৃহে বা গৃহের কোন অংশে অপরাধটি করার পর অনুরূপ ছয়টি উপায়ের যে কোন উপায়ে সেই গৃহ বা গৃহের কোন অংশ হতে প্রস্থান করে, তাহলে সে ব্যক্তি house breaking বা দরজা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ' করেছে বলে বিবেচিত হয় যথা–

(১) প্রবেশ পথ তৈরীর প্রশ্নেঃ যদি সে এমন একটি পথে প্রবেশ করে বা প্রস্থান করে, যে পথটি গৃহে অনধিকার প্রবেশ করার জন্য সে নিজে বা অনধিকার গৃহ প্রবেশে সহায়তাকারী অপর কেহ তৈয়ারী করেছে।

(২) মনুষ্য প্রবেশের জন্য অভিপ্রেত নয়, এমন পথে প্রবেশ বা প্রস্থানঃ যদি সে এমন কোন পথে প্রবেশ করে বা প্রস্থান করে, যে পথটি সে নিজের বা অপর কোন সহায়তাকারী অপর কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন মুষ্য প্রবেশের জন্য তৈয়ার করে নাই কিংবা যদি সে এমন একটি পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে পথ যেস কোন দেওয়াল বা গৃহে টপকায়ে লাভ করেছে।

(৩) মালিকের অভিপ্রেত নহে, এমন পথ খুলে প্রবেশঃ যদি সে এমন কোন পথে প্রবেশ করে বা বের হয়ে আসে, যে পথটি সে বা অনধিকার গৃহ প্রবেশে সহায়তাকারী এমন পদ্ধতিতে উন্মোক্ত করেছে যে পদ্ধতিতে উন্মোক্ত করা গৃহের মালিকের উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায় ছিলনা।

(৪) তালা খুলে প্রবেশ বা প্রস্থানঃ যদি যে গৃহে অনধিকার প্রবেশের উদ্দেশ্যে কিংবা গৃহে অনধিকার প্রবেশ করার পর বাহির হয়ে যাবার জন্য কোন তালা খুলে প্রবেশ করে বা প্রস্থান করে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৫) অপরাধমূলক বল প্রয়োগ আঘাত বা আঘাতের হুমকির মাধ্যমে প্রবেশ বা প্রস্থানঃ যদি সে অপরাধজনক বল প্রয়োগ করে বা আঘাত করে বা কোন লোককে আঘাত করার হুমকি বা ভয় দেখায়ে তার প্রবেশ বা প্রস্থান সম্পন্ন করে।

(৬) বন্ধ করে দেওয়া পথ উন্মুক্ত করে প্রবেশ বা প্রস্থানঃ যদি সে এইরূপ কোন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে পথ অনুরূপ প্রবেশ বা প্রস্থানের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং যা সে স্বয়ং কিংবা গৃহে অনধিকার প্রবেশ সংঘটনে কোন সহায়তাকারী কর্তৃক উম্মোক্ত হয়েছে বলে সে জানে।

ব্যাখ্যাঃ কোন বহির্বাটি বা বাড়ীর সাথে অধিকৃত গৃহ এবং বাড়ী ও অনুরূপ বহির্বাটি বা গৃহের মধ্যবর্তী আভ্যন্তরীণ যোগযোগের পথ এই ধারার অর্থ অনুসারে বাড়ীর অংশ বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ (ক) জুয়েল, জলিলের বাড়ীর দেওয়াল ছিদ্র করে সেই ছিদ্রে হাত দিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা এই ধারায় বর্ণিত একটি অপরাধ।

খ) জুয়েল মুক্তোর বাড়ীর জনালা দিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করেছে। জুয়েল এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করার দায়ে দোষী হবে।

Sec.–443. Lurking house-trespass: Whoever commits house-trespass having taken precautions to conceal such house-trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass, is said to commit "lurking house-trespass"

অনুবাদ॥ ধারা–৪৪৩। সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহ প্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে অনধিকার গৃহ প্রবেশ করে যে দালান, তাঁবু বা জাহাজ উক্ত অনধিকার প্রবেশের বিষয়বস্তু, সে দালান, তাঁবু বা জাহাজ হতে অনধিকার প্রবেশকারীকে বহিষ্কার বা উচ্ছেদ করার অধিকারী ব্যক্তির নিকট অনুরূপ অনধিকার গৃহপ্রবেশ গোপন থাকে, সে ব্যক্তি সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–444. Lurking house-trespass by night: Whoever commits lurking house-trespass after sunset and before sunrise, is said to commit "lurking house-trespass by night"

অনুবাদ॥ ধারা–৪৪৪। রাত্রিবেলায় সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি "রাত্রিবেলায় সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ" করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–445. House-breaking: A person is said to commit "house-breaking" who commits house-trespass if he effects his entrance into

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

the house or any part of it any of the six ways hereinafter described ; or if, being in the house or any part of it for the purpose of committing an offence, or, having committed an offence therein, he quits the house or any part of it in any of such six ways, that is to say:-

First. If he enters or quits through a passage made by himself, or by any abettor of the house-trespass, in order to the committing of the house-trespass.

Secondly. If he enters or quits through any passage not intended by any person, other than himself or an abettor of the offence, for human entrance, or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building.

Thirdly. If he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house-trespass has opened, in order to the committing or the house- trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier or the house to be opened.

Fourthly. If he enters or quits by opening any lock in order to the committing of the house-trespass or in order to the quitting or the house after a house- trespass.

Fifthly. If he effects his entrance or departure by using criminal force or committing an assault, or by threatening any person with assault.

Sixthly. If he enters or quits by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure, and to have been unfastened by himself or by an abettor of the house-trespass.

Explanation. Any out-house or building occupied with a house, and between which and such house there is an immediate internal communication, is part of the within the meaning of this section.

Illustrations

(a) A commits house-trespass by making a hole through the wall of Z's house, and putting his hand through the aperture. This is house- breaking.

(b) A commits house-trespass by creeping into a ship at a porthole between decks. This is house-breaking.

(c) A commits house-trespass by entering Z's house through a window This is house-breaking.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(d) A commits house-trespass by entering Z's house through the door, having opened a door which was fastened. This is house-breaking.

(e) A commits house-trespass by entering Z's house through the door, having lifted a latch by putting a wire through a hole in the door. This is house-breaking.

(f) A finds the key of Z's house door, which Z had lost, and commits house-trespass by entering Z's house, having opened the door with that key. This is house-breaking.

(g) Z is standing in his doorway. A forces a passage by knocking Z down, and commits house-trespass by entering the house. This is house-breaking.

(h) Z is the door-keeper of Y is standing in Y's doorway. A commits house-trespass by entering the house, having deterred Z from opposing him by threatening to beat him. This is house-breaking.

অনুবাদ ॥ ধারা—৪৪৫। অ-পথে গৃহে প্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে সে যদি অতঃপর বর্ণিত ছয় উপায়ের যেকোন উপায়ে কোন গৃহে বা উহার যেকোন অংশে প্রবেশ করে, অথবা যদি কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে কোন গৃহে বা উহার অংশে অবস্থিত হয়ে বা উহাতে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করে অনুরূপ ছয় উপায়ের যেকোন এক উপায়ে উক্ত গৃহ বা উহার কোন অংশ ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি অপথে গৃহপ্রবেশ করে বলে গণ্য হবে; যথা—

প্রথমতঃ যদি সে অনধিকার গৃহ প্রবেশের উদ্দেশ্যে তার নিজের বা অনধিকার গৃহপ্রবেশে সহায়তাকারী কোন ব্যক্তির তৈয়ারি কোন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

দ্বিতীয়তঃ যদি সে স্বয়ং বা অপরাধে সহায়তাকারী ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক মনুষ্য প্রবেশের জন্য অভিপ্রেত নহে এমন কোন পথে অথবা দেওয়ালে বা দালানের উপর মই বা হাত পায়ের সাহায্যে আরোহণ করে সে যে পথ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেছে, সে পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

তৃতীয়তঃ যদি সে এমন কোন উপায়ে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করার অভিপ্রায়ে, সে বা উক্ত অনধিকার সহায়তাকারী ব্যক্তি যে পথ খুলেছে সে পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে উপায়ে উক্ত পথ খোলা গৃহকর্তার অভিপ্রেত ছিল না।

চতুর্থতঃ যদি সে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করার উদ্দেশ্যে বা অনধিকার প্রবেশ করার পর গৃহ হতে প্রস্থানের উদ্দেশ্যে কোন তালা খুলে প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

পঞ্চমতঃ যদি সে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে বা আক্রমণ করে বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণের ভয় দেখায়ে তার প্রবেশ বা প্রস্থান সম্পন্ন করে।

ষষ্ঠতঃ যদি সে এরূপ কোন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে পথ অনুরূপ প্রবেশ বা প্রস্থানের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে এবং যা স্বয়ং তৎকর্তৃক বা অনধিকার গৃহপ্রবেশে সহায়তাকারী কর্তৃক খোলা হয়েছে বলে সে জানে।

ব্যাখ্যাঃ কোন বহির্বাটি বা অট্টালিকা, যা কোন গৃহের সাথে অধিকৃত হয় এবং যার ও উক্ত গৃহের মধ্যে সরাসরি অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ থাকে, তা এই ধারার তাৎপর্যাধীনে উক্ত গৃহের অংশ বলে গণ্য হবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' 'ঙ'-র গৃহের দেয়ালে একটি ছিদ্র বানায়ে এবং উক্ত ছিদ্রের ভিতরে তার হাত দিয়ে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা অপথে গৃহপ্রবেশ।

(খ) 'ক' একটি জাহাজের ডেকসমূহের মধ্যবর্তী একটি বায়ু চলাচল-জানালার মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা অপথে গৃহপ্রবেশ।

(গ) 'ক' একটি জানালার মধ্য দিয়ে 'ঙ'-র গৃহে প্রবেশ করে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা অপথে গৃহপ্রবেশ।

(ঘ) 'ক' একটি অর্গলাবদ্ধ দরজা খুলে উক্ত দরজার মধ্য দিয়ে 'ঙ'-র গৃহে প্রবেশ করে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা অপথে গৃহ প্রবেশ।

(ঙ) 'ক' দরজার ছিদ্রের ভিতর তার হাত প্রবেশ করায়ে একটি হুড়কা উঠায়ে উক্ত দরজার মধ্য দিয়ে 'ঙ'-র গৃহে প্রবেশ করে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। উহা অপথে গৃহপ্রবেশ।

(চ) 'ক' 'ঙ'-র গৃহের চাবি দেখতে পায়, যা 'ঙ' হারায়েছিল, এবং উক্ত চাবির সাহায্যে দরজা খুলে 'ঙ'-র গৃহে প্রবেশ করে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা অপথে গৃহপ্রবেশ।

(ছ) 'ঙ'-তার গৃহের প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান রয়েছে 'ক' 'ঙ'-কে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বলপূর্বক পথ করে নেয় এবং 'ঙ'-র ঘরে প্রবেশ করে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা অপথে গৃহপ্রবেশ।

(জ) 'ঞ'-র দ্বার রক্ষী 'ঙ' 'ঞ'-র গৃহের প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান রয়েছে। 'ক' তাকে বাধাদান করলে তাকে ('ঙ'-কে) মার দিবে, এই ভয় দেখায়ে উক্ত গৃহে প্রবেশ করে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা অপথে গৃহপ্রবেশ।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–446. House-breaking by night: Whoever commits house-breaking after sunset and before sunrise, is said to commit "house-breaking by night"

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৪৬। রাত্রিবেলায় অপথে গৃহ প্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে অপথে গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি 'রাত্রিবেলায় অপথে গৃহপ্রবেশ' করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–447. Punishment for criminal trespass: Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred Taka, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৪৭। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–448. Punishment for house-trespass: Whoever commits house- trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand Taka, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৪৮। অনধিকার গৃহে প্রবেশের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–449. House-trespass in order to commit offence punishable with death: Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with death shall be punished with transportation for life, or with rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৪৯। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ বৎসর মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–450. House-trespass in order to commit offence punishable with transportation for life: Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with transportation for life shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৫০। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহে প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার অনধিক দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–451. House-trespass in order to commit offence punishable with imprisonment: Whoever commits house- trespass in order to the committing of any offence punishable with imprisonment, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine and if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to seven years.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৫১। কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে; এবং অপরাধটি যদি চুরি করার উদ্দেশ্যে সংঘটন করা হয় তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে

Sec.–452. House-trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint: Whoever commits house-trespass, having made preparation for causing hurt to any person, or for assaulting any person, or for wrongfully restraining any person, or for putting any person in fear of hurt, or of assault, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৪৫২। আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেয়ার পর অনধিকার গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করার অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা আক্রমণ বা অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করার প্রস্তুতি নেয়ার পর অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে

Sec. -453. Punishment for lurking house-trespass: Whoever commits lurking house-trespass or house-breaking, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৫৩। সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহ প্রবেশের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–454. Lurking house-trespass or house-breaking in order to commit offence punishable with imprisonment: Whoever commits lurking house trespass or house-breaking, in order to the committing of any offence punishable with imprisonment, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine and if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to ten years.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৫৪। কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বা অপথে গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে; এবং যদি অনুষ্ঠানের জন্য অভিপ্রেত অপরাধটি চুরি হয় তাহলে কারাদণ্ডের মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারবে।

Sec.–455. Lurking house -trespass or house-breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint: Whoever commits lurking house-trespass, or house-breaking, having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

person or for wrongfully restraining any person, or for putting any person in fear of hurt or of assault or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years , and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৫৫। আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেয়ার পর সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করার বা কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে আটক করার অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেয়ার পর সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–456. Punishment for lurking house-trespass or house-breaking by night: Whoever commits lurking house-trespass by night, or house-breaking by night, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৫৬। রাত্রিবেলায় সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি রাত্রিবেলায় সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বা রাত্রিবেলায় অপথে গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–457. Lurking house-trespass or house-breaking by night in order to commit offence punishable with imprisonment: Whoever commits lurking house-trespass by night, or house-breaking by night, in order to the committing of any offence punishable with imprisonment, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine; and, if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to fourteen years.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৫৭। কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সঙ্গোপনে রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সঙ্গোপনে রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বা রাত্রিবেলায় অপথে গৃহপ্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং যদি অনুষ্ঠানের জন্য অভিপ্রেত অপরাধটি চুরি হয়, তাহলে কারাদণ্ডের মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হবে পারবে।

Sec.–458. Lurking house-trespass or house-breaking by night after preparation for hurt, assault or wrongful restraint: Whoever commits lurking house-trespass by night or house-breaking by night, having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person, or for putting any person in fear of hurt or of assault, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to fourteen years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৫৮। আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেয়ার পর সঙ্গোপনে রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করার বা কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করার কিংবা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা আক্রমণ বা অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করার প্রস্তুতি নেয়ার পর সঙ্গোপনে রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বা রাত্রিবেলায় অপথে গৃহ প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুনারি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিনীয় হবে।

Sec.–459. Grievous hurt caused whilst committing lurking house-trespass or house-breaking: Whoever, whilst committing lurking house-trespass or house-breaking, causes grievous hurt to any person or attempts to cause death or grievous hurt to any person, shall be punished with transportation for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৫৯। সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানকালে দেয়া গুরুতর আঘাতঃ যদি কোন ব্যক্তি সঙ্গোপনে অনধিকার প্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান কালে কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত দান করে কিংবা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান বা তাকে গুরুতর আঘাত দানের উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–460. All persons jointly concerned in lurking house-trespass or house-breaking by night punishable where death or grievous

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

hurt caused by one of them: If, at the time of the committing of lurking house-trespass by night or house-breaking by night, any person guilty of such offence shall voluntarily cause or attempt to cause death or grievous hurt to any person, every person jointly concerned in committing such lurking house-trespass by night or house-breaking by night, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৬০। সঙ্গোপনে রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরিতে মিলিতভাবে জড়িত সকল ব্যক্তি, যেক্ষেত্রে তাদের কোন একজন মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত দান করে, দণ্ডনীয় হবেঃ যদি সঙ্গোপনে রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা রাত্রিবেলায় অপথে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান করা কালে উক্ত অপরাধে দোষী যেকোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা তাকে গুরুতর আঘাত দান করে কিংবা মৃত্যু ঘটাবার বা গুরুতর আঘাত দানের উদ্যোগ করে, তাহলে অনুরূপ সঙ্গোপনে রাত্রি বেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা রাত্রিবেলায় অপথে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে মিলিতভাবে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–461. Dishonestly breaking open receptacle containing property: Whoever dishonestly or with intent to commit mischief, breaks open or unfastens any closed receptacle which contains or which he believes to contain property, shall be punished with imprisonment of either description for a te which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৬১। সম্পত্তি ধারণকারী কোন পাত্র অসাধু উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে ফেলাঃ যদি কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে বা অনিষ্ট সাধনের অভিপ্রায়সহকারে কোন সম্পত্তি ধারণকারী বা সম্পত্তি ধারণ করে বলে সে বিশ্বাস করে, এমন কোন বদ্ধ পাত্র ভেঙ্গে ফেলে বা বন্ধন মুক্ত করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–462. Punishment for same offence when committed by person entrusted with custody: Whoever, being entrusted, with any closed receptacle which contains or which he believes to contain property, without having authority to open the same, dishonestly, or with intent to commit mischief, breaks open or unfastens that

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

receptacle, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৬২। রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে একই অপরাধে শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ধারণকারী বা সম্পত্তি ধারণ করে বলে সে বিশ্বাস করে, এমন কোন বদ্ধ পাত্রের ভারপ্রাপ্ত হয়ে উহা খোলার কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অসাধুভাবে বা অনিষ্ট করার অভিপ্রায়ে উক্ত পাত্র ভেঙ্গে খোলে বা বন্ধনমুক্ত করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

OF THE LOSS OF PROPERTY OF BANKING COMPANY
ব্যাংকিং কোম্পানীর সম্পত্তি ক্ষতি

Sec.–462A. Penalty for negligent conduct of bank officers and employees: Whoever, being an officer or employee of a banking company, by his negligent conduct in dealing with a banking transaction allows any customer of the company or any other person to cause loss of property the company shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Explanation.–An officer or employee of a banking company shall be guilty of negligent conduct if in discharging his duties he fails, either willfully or negligently, to follow any direction of law prescribing the mode in which such duties are to be discharged.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৬২ক। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অবহেলাপূর্ণ আচরণের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোম্পানীর কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসাবে ব্যাংক ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন করার সময় তার অবহেলাপূর্ণ আচরণের দ্বারা কোম্পানীর কোন গ্রাহককে বা অপর কোন ব্যক্তিকে কোম্পানীর কোন সম্পত্তির ক্ষতি করতে দেয়, তাহলে সে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা সে জরিমানা দণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোন কোম্পানীর একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি তার কর্তব্য পালনকালে সে কর্তব্য পালন সম্পর্কিত আইনের কোন নির্দেশ পালন করতে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলার দরুন ব্যর্থ হয়, তবে সে কর্তব্য পালনে অবহেলাপূর্ণ আচরণের দায়ে দোষী হবে।

Sec.–462B. Penalty for defrauding banking company: Whoever fraudulently receives any benefit from a banking company in the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

course of any banking transaction shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Explanation.–In section 462A and in this section "banking company" means–

(a) Banking Company as defined in section 5(c) of the Banking Company Ordinance, 1962 (LVII of 1962;
(b) a bank constituted under the Bangladesh Banks (Nationalization) Order, 1972 (P.O. No. 26 of 1972);
(c) a financial institution as defined in section 50(c) of the Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1927;
(d) Bangladesh Shilpa Rin Sangstha established under the Bangladesh Shiplpa Rin Sangstha Order, 1972 (O.O. No. 128 of 1972);
(e) Bangladesh Shilpa Bank established under the Bangladesh Shiplp Bank Order, 1972 (P.O.No. 129 of 1927);
(f) Bangladesh House Building Finance Corporation established under the Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No. 7 of 1973);
(g) Bangladesh Krishi Bank established under the Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P. O. No. 27 of 1973)
(h) Investment corporation of Bangladesh established under the Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (XL of 1976)
(i) Grameen Bank established under the Grameen Bank Ordinance, 1983 (XLVI of 1983)
(j) Rajshahi Krishi Unnayan Bank established under the Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (LVIII 1986)
(k) A bank conducted in accordance with Islamic shariah.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৬২খ। ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোম্পানীকে প্রতারণা করাঃ ব্যাংক ব্যবসা সম্পর্কিত কোন লেনদেন করার সময় যে ব্যক্তি ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোন কোম্পানীর নিকট হতে প্রতারণামূলকভাবে কোন সুবিধা আদায় করে সে ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা জরিমানা দণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ ৪৬২ক ধারায় এবং অত্র ধারায় "ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোম্পানী" [illegible] বুঝায়

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ক) ব্যাংকিং কোম্পানী অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সালের ৫৭নং অধ্যাদেশ)-এর ৫(গ) ধারায় দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোম্পানী;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৬, ১৯৭২) অনুসারে গঠিত কোন ব্যাংক;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭)-এর ৫০(গ) ধারায় দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৮, ১৯৭২) অনুসারে গঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক;

(চ) বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান করপোরেশন আদেশ, ১৯৭৩ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭, ১৯৭৩) অনুসারে গঠিত বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান করপোরেশন;

(ছ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭, ১৯৭৩) অনুসারে গঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক;

(জ) বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ করপোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ নং ৪০) অনুসারে গঠিত বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ করপোরেশন;

(ঝ) গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সারের অধ্যাদেশ নং ৪৬) অনুসারে গঠিত গ্রামীণ ব্যাংক;

(ঞ) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের অধ্যাদেশ নং ৫৮) অনুসারে গঠিত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক;

(ট) ইসলামী শরীয়াহ্ অনুসারে পরিচালিত কোন ব্যাংক।

CHAPTER XVIII
OF OFFENCES RELATING TO DOCUMENTS AND TO TRADE OR PROPERTY MARKS

দলিলপত্র ট্রেডমার্ক বা সম্পত্তির প্রতীক চিহ্ন সম্পর্কিত অপরাধ সমূহ প্রসঙ্গে-৩৫৬

Sec.–463. Forgery: Whoever makes any false document or part of a document, with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud or that fraud may be committed, commits forgery.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৬৩। জালিয়াতিঃ যদি কোন জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করার বা কোন দাবী বা অধিকার সমর্থন করার অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে বা স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করার অভিপ্রায়ে কিংবা প্রতারণা করার অথবা প্রতারণা করা যেতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে কোন মিথ্যা দলিল বা কোন মিথ্যা দলিলের অংশবিশেষ প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি জালিয়াতি করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–464. Making a false document: A person is said to make a false document–

First–Who dishonestly or fraudulently makes, sings, seals or executes a document or part ofa document ormakes any mark denoting the execution of a document with the intention of causing it to be believed that such document or part of a document was made, signed, sealed, or executed by or by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed or executed, or at a time at which he knows that it was not made, signed, sealed or executed ; or

Secondly–Who, without lawful authority, dishonestly or fraudulently, by cancellation or otherwise, alters a document in any material part thereof, after it has been made or executed either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration ; or

Thirdly–Who dishonestly or fraudulently causes any person to sign seal, execute or alter a document, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the document or the nature of the alteration.

Illustration

(a) A has a letter of credit upon B for taka 10,000, written by Z. A, in order to defraud B, adds a cipher to the 10,000 and makes the sum 1,00,000, intending that it may be believed by B that Z so wrote the letter. A has committed forgery.

(b) A, without Z's authority, affixes Z's seal to a document purporting to be a conveyance of an estate from Z to A, with the intention of selling the estate to B and thereby of obtaining from B he purchase-money. A has committed forgery.

(c) A picks up a cheque on a banker shined by B, payable to bearer, but without any sum having been inserted in the cheque. A fraudulently fills up the cheque by inserting the sum of ten thousand (taka). A commits forgery.

(d) A leaves with B, his agent, a cheque on a banker, signed by A, without inserting the sum payable and authorizes B to fill up the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

cheque by inserting a sum not exceeding ten thousand (taka) for the purpose of making certain payments. B fraudulently fills up the cheque by inserting the sum of twenty thousand (taka). B commits forgery.

(e) A draws a bill of exchange on himself in the name of B without B's authority, intending to discount it as a genuine bill with a banker and intending to take up the bill on its maturity. Here, as A draws the bill with intent to deceive the banker by leading by leading him to suppose that he had the security of B, and thereby to discount the bill, A is guilty of forgery.

(f) Z's will contains these words- "I direct that all my remaining property be equally divided between A, B and C." A dishonestly scratches out B's name, intending that it may be believed that the whole was left to himself and C A has committed forgery.

(g) A endorses a Government promissory note and makes it payable to Z or his order by writing on the bill the words "pay to Z or his order" and signing the endorsement. B dishonestly erases the words "Pay to Z or his order" and thereby converts the special endorsement into a blank endorsement. B commits forgery.

(h) A sells and conveys an estate to Z. A, afterwards, in order to defraud Z of his estate executes a conveyance of the same estate to B, dated six months earlier than the date of the conveyance to Z, intending it to be believed that he had conveyed the estate to B before he conveyed it to Z. A has committed forgery.

(i) Z dictates his will to A. A intentionally writes down a different legatee from the legatee named by Z, and by representing to Z that he has prepared the will according to his instructions, induces Z to sing the will. A has committed forgery.

(j) A writes a letter and signs it with B's name without B's authority, certifying that A is a man of good character and in distressed circumstances from unforeseen misfortune, intending and by means of such letter to obtain alms from Z and other persons. Here, as A made a false document in order to induce Z to part with property, A has committed forgery.

(k) A without B's authority writes a letter and signs it in B's name certifying to A's character, intending thereby to obtain employment under Z. A has committed forgery inasmuch as he

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

intended to deceive Z by the forged certificate, and thereby to induca Z to enter into an express or implied contract for service.

Explanation 1. A man's signature of his own name may amount to forgery.

Illustration

(a) A sings his own name to a bill of exchange, intending that it may be believed that the bill was drown by another person of the same name. A has committed forgery.

(b) A writes the word "accepted" on a piece of paper and singe it with Z's name, in order that B may afterwards write on the paper a bill of exchange drawn by B upon Z, and negotiate the bill as though it had been accepted by Z. A is utility of forgery ; and if B, knowing the fact, draws the bill upon the paper pursuant to A's intention ; B is also guilty of forgery.

(c) A picks up a bill of exchange payable to the order of a different person of the same name. A endoress the bill in his own name, intending to cause it to be believed that it was endorsed by the person to whose order it was payable, here A has committed forgery.

(d) A purchases an estate sold under execution of a decree against B. B, after the seizure of the estate, in collusion with Z, executes a lease of the estate, to Z at a nominal rent and for a long period and dates the lease six months prior to the seizure, with intent to defraud A, and to cause it to be believed that the lease was granted before the seizure. B, though he executes the lease in his own name, commits forgery by antedating it.

(e) A, a trader, in anticipation of insolvency, lodges effects with B for A's benefit, and with intent to defraud his creditors and in order to give a colour to the transaction, writes a promissory note binding himself to pay to B a sum for value received, and antedates the note. intending that it may be believed to have been made before A was on the point of insolvency. A has committed forgery under the first head of the definition.

Explanation 2. The making of a false document in the name of a fictitious person, intending it to be believed that the document was made by a real person, or in the name of a deceased person, intending it to be believed that the document was made by the person in his lifetime, may amount to forgery.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Illustration

A draws a bill of exchange upon a fictitious person, and fraudulently accepts the bill in the name of such fictitious person with intent to negotiate it. A commits forgery.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৬৪ । মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণঃ যে ব্যক্তি–

প্রথমতঃ কোন দলিল বা কোন দলিলের অংশবিশেষ এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার কর্তৃত্ববলে প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত, বা সম্পাদিত বলে বিশ্বাস জন্মাবার অভিপ্রায়ে, যে ব্যক্তি কর্তৃক বা যে ব্যক্তির কর্তৃত্ববলে উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয়নি বলে সে জানে, অথবা এমন কোন সময়ে, যে সময় উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয়নি বলে সে জানে, অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে অনুরূপ দলিল বা অনুরূপ কোন দলিলের অংশবিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষর, সীলমোহর বা সম্পাদন করে বা কোন দলিল সম্পাদন জ্ঞাপক কোন চিহ্ন অঙ্কন করে; তাহাতে অপরাধের কোন তারতম্য হবে না অথবা

দ্বিতীয়তঃ কোন দলিল তৎকর্তৃক বা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হবার পর আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অসাধু বা প্রতারণামূলকভাবে, কর্তন করে বা প্রকারান্তরে উহার কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবর্তন করে, অনুরূপ পরিবর্তন সাধনকালে অনুরূপ ব্যক্তি জীবিত বা মৃত যা-ই হোক; অথবা

তৃতীয়তঃ অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে এরূপ জেনে এমন কোন ব্যক্তিকে কোন দলিল স্বাক্ষর, সীলমোহর, সম্পাদন বা পরিবর্তন করতে বাধ্য করে, যে ব্যক্তি মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা বা প্রমত্ততার কারণে কিংবা তার প্রতি প্রযুক্ত প্রতারণার দরুন উক্ত দলিলের বিষয়বস্তু বা পরিবর্তনের প্রকৃতি জানতে পারে না বা জানে না, সে ব্যক্তি মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক'-র নিকট 'ঙ'-র কর্তৃক লিখিত ও 'খ' কর্তৃক পরিশোধনীয় ১০,০০০ টাকার একখানা ঋণপত্র আছে। 'ক' 'খ'-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এই অভিপ্রায়ে ১০,০০০ টাকার সাথে একটি শূন্য যোগ করে দেয় ও টাকার পরিমাণ ১,০০,০০০ করে যেন 'খ' বিশ্বাস করে যে 'ঙ' পত্রটিতে অনুরূপ লিখেছে। 'ক' জালিয়াতি করেছে।

(খ) 'ক' কোন সম্পত্তি 'ক' কর্তৃক 'ঙ'-র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে বুঝার জন্য 'ঙ'-র অনুমতি ব্যতিরেকে একটি দলিলে এই উদ্দেশ্যে 'ঙ'-র মোহর এঁটে দেয় যাতে সে উক্ত সম্পত্তি 'খ'-র নিকট বিক্রয় করতে পারে এবং তদ্বারা 'খ'-র নিকট হতে ক্রয়মূল্য লাভ করতে পারে। 'ক' জালিয়াতি করেছে।

(গ) 'ক' 'খ' কর্তৃক সহিকৃত, কোন ব্যাংকারের প্রতি আদিষ্ট, বাহককে প্রদেয় একটি চেক কুড়ায়ে পায়। কিন্তু চেকটিতে কোন টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। 'ক'

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রতারণামূলকভাবে চেকখানিতে দশ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ করে উহা পূরণ করে। 'ক' জালিয়াতি করে।

(ঘ) 'ক' কোন ব্যাংকারের প্রতি আদিষ্ট, 'ক' কর্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি চেকে অর্থের পরিমাণ উল্লেখ না করে তার প্রতিভূ 'খ'-র নিকট রেখে যায় এবং কোন বিশেষ অর্থ প্রদানার্থ অনধিক দশ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ করে উহা পূরণ করার অনুমতি দান করে। 'খ' প্রতারণামূলকভাবে বিশ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ করে চেকখানি পূরণ করে। 'খ' জালিয়াতি করে।

(ঙ) 'ক' 'খ'-র অনুমতি ব্যতিরেকে 'খ'-র নামে তার নিজের উপর একটি হুণ্ডি এই অভিপ্রায়ে ড্র করে যে সে উহা খাঁটি বলে কোন ব্যাংকারের নিকট বাট্টায় ভাঙ্গাবে ও উহা পরিপক্ব হলে উহা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে যেহেতু 'ক' হুণ্ডিটি এই উদ্দেশ্যে ড্র করেছে যেন উহা তার নিকট 'খ'-র জামানত বলে তার ধারণা জন্মে ও তদ্দ্বারা হুণ্ডিটি বাট্টায় ভাঙ্গাতে পারে, সেহেতু 'ক' জালিয়াতির অপরাধে দোষী।

(চ) 'ঙ'-র উইলে "আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, সমুদয় অবশিষ্ট সম্পত্তি 'ক' 'খ' ও 'গ'-র মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেয়া হোক" শব্দাবলী বিধৃত রয়েছে 'ক' সমস্ত সম্পত্তি তার নিজের ও 'গ'-র নামে উঠায়ে ফেলে। 'ক' জালিয়াতি করেছে।

(ছ) 'ক' একটি সরকারী প্রমিসরি নোটে পৃষ্ঠাঙ্কন করে এবং 'ঙ' বা তার আদেশক্রমে পরিশোধ করা হোক" শব্দাবলী লিখে উহা 'ঙ'-কে বা তার আদেশক্রমে পরিশোধনীয় করে এবং পৃষ্ঠাঙ্কনে স্বাক্ষর করে 'খ' অসাধুভাবে 'ঙ'-কে বা তার আদেশক্রমে পরিশোধ করা হোক" শব্দাবলী মুছে ফেলে এবং তদ্বারা একটি বিশেষ পৃষ্ঠাঙ্কনকে এক শূন্য পৃষ্ঠাঙ্কনে রূপান্তরিত করে। 'খ' জালিয়াতি করে।

(জ) 'ক' 'ঙ'-র নিকট একটি সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর করে। পরে 'ক' 'ঙ'-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি 'ঙ'-র নিকট হস্তান্তরের ছয় মাস পূর্বেকার তারিখ দিয়ে 'খ'-র নিকট উহা হস্তান্তর করেছে বলে একটি দলিল এরূপ উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে যেন উহা এমন বিশ্বাস জন্মায় যে সম্পত্তিটি 'ঙ'-র নিকট হস্তান্তর করে পূর্বেই 'খ'-র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছিল। 'ক' জালিয়াতি করেছে।

(ঝ) 'ঙ' তার উইল লিখার জন্য 'ক'-কে মৌখিক নির্দেশ দেয়। ইচ্ছাকৃতভাবে 'ঙ' যে উত্তরাধিকারীর নাম করে সে উত্তরাধিকারী হতে ভিন্ন উত্তরাধিকারীর নাম লেখে এবং সে 'ঙ'-র নির্দেশানুযায়ী উইলটি তৈয়ার করেছে বলে 'ঙ'-কে উইল স্বাক্ষর করার জন্য প্ররোচিত করে। 'ক' জালিয়াতি করেছে।

(ঞ) 'ক' একটি পত্র লেখে এবং 'খ'-র বিনা অনুমতিতে উহাতে 'খ'-র নাম স্বাক্ষর করে। অনুরূপ পত্রের সাহায্যে 'ঙ' ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হতে খয়রাতি আদায়ের উদ্দেশ্যে উহাতে এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয়া হয় যে 'ক' একজন সচ্চরিত্র ব্যক্তি এবং দৈব দুর্বিপাকে দুর্দশাগ্রস্ত। এক্ষেত্রে, যেহেতু 'য'-কে তার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে একটি মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করেছে সেহেতু 'ক' জালিয়াতি করেছে।

(ট) 'ক' 'খ'-র বিনা অনুমতিতে 'ক'-র চরিত্র সম্বন্ধে একটি পত্র লেখে এবং উহাতে 'খ'র নাম স্বাক্ষর করে। সে এই উদ্দেশ্যে এই কাজ করে যে, সে তদ্দ্বারা 'ঙ'-র নিকট চাকরি লাভ করবে। যেহেতু 'ক' জাল সার্টিফিকেটের সাহায্যে 'ঙ'-কে প্রতারিত করার এবং তদ্দ্বারা চাকরির ব্যাপারে কোন স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তিবদ্ধ হতে প্ররোচিত করার ইচ্ছা করেছে, সেহেতু 'ক' জালিয়াতি করেছে।

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তির স্বীয় নাম স্বাক্ষরও জালিয়াতির শামিল হতে পারে।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' একটি হুণ্ডিতে তার নিজের নাম এই অভিপ্রায়ে স্বাক্ষর করে যেন উহা এরূপ বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে অনুরূপ নামের অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিলটি ড্র করা হয়েছিল। 'ক' জালিয়াতি করেছে।

(খ) 'ক' এক প্রস্থ কাগজের উপর এ উদ্দেশ্যে 'গৃহীত' শব্দটি লেখে এবং 'ঙ'-র স্বাক্ষর করে যে পরবর্তীকালে 'খ' উক্ত কাগজে 'ক' কর্তৃক ড্র করা ও 'য' কর্তৃক পরিশোধনীয় একটি হুণ্ডি লিখতে পারে এবং বিলটি এরূপ বিনিময় করে যেন উহা 'য' কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। 'ক' জালিয়াতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং ব্যাপারটি জানা সত্ত্বেও যদি 'ক'-র উদ্দেশ্য অনুযায়ী 'খ' উক্ত কাগজে বিলটি ড্র করে, তা 'খ' ও জালিয়াতির অপরাধে দোষী।

(গ) 'ক' একই নামের অন্য কোন ব্যক্তির আদেশক্রমে পরিশোধনীয় একটি হুণ্ডি কুড়ায়ে পায়। হুণ্ডিটি যে ব্যক্তির আদেশক্রমে পরিশোধনীয় সে ব্যক্তি কর্তৃক উহার পৃষ্ঠাঙ্কন করা হয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মাবার উদ্দেশ্যে হুণ্ডিটি তার নিজের নামে পৃষ্ঠাঙ্কন করে। এক্ষেত্রে 'ক' জালিয়াতি করেছে।

(ঘ) 'ক' 'খ'-র বিরুদ্ধে একটি ডিক্রী কার্যকরী করণার্থে বিক্রিত একটি সম্পত্তি ক্রয় করে। সম্পত্তিটি ক্রোক করার পর 'খ' 'ক'-কে প্রতারিত করার এবং সম্পত্তিটি ক্রোক করার পূর্বেই ইজারা দেয়া হয়েছিল বলে বিশ্বাস জন্মাবার উদ্দেশ্যে 'ঙ'-র সাথে যোগসাজশ করে উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করার ছয় মাস পূর্বের তারিখ দিয়ে নামমাত্র খাজনায় দীর্ঘ মেয়াদের জন্য 'খ'-র নিকট ইজারা দেয়। 'খ' নিজের নামে উক্ত সম্পত্তির ইজারা সম্পাদন করলেও উহার পূর্ববর্তী তারিখ দানের কারণে সে জালিয়াতি করে।

(ঙ) ব্যবসায়ী 'ক', দেউলিয়া অনুমান করে 'ক'-র নিজের উপকারার্থে ও তার উত্তমর্ণদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে নিজের মালপত্র 'খ'-র নিকট গচ্ছিত রাখে, এবং উক্ত লেনদেনের ওজন স্বরূপ গৃহীত মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য নিজেকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে একটি প্রমিসরি নোট লিখে দেয় এবং 'ক' দেউলিয়া বনিবার উপক্রম হবার পূর্বেই উহা সম্পাদিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস জন্মাবার

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

জন্য উহাতে একটি পূর্ববর্তী তারিখ দান করে। 'ক' সংজ্ঞার প্রথম শিরনামাধীন জালিয়াতি অনুষ্ঠান করেছে।

ব্যাখ্যাঃ কোন প্রকৃত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত বলে জন্মাবার অভিপ্রায়ে কোন কাল্পনিক ব্যক্তির নামে, অথবা কোন মৃত ব্যক্তি কর্তৃক তার নাম জীবদ্দশায় সম্পাদিত বলে বিশ্বাস জন্মাবার অভিপ্রায়ে কোন মৃত ব্যক্তির নামে কোন মিথ্যা দলিল সম্পাদনকরণ জালিয়াতির শামিল হতে পারে।

উদাহরণঃ 'ক' একটি কাল্পনিক ব্যক্তির নামে একটি হুণ্ডি ড্র করে এবং বিনিময় করার উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলকভাবে বিলটি উক্ত কাল্পনিক ব্যক্তির নামে গ্রহণ করে। 'ক' জালিয়াতি করে বলে গণ্য হবে।

আলোচনা

দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারায় জালিয়াতির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। অত্র ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করার জন্য কিংবা কোন দাবী বা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি ত্যাগে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন প্রকাশ্য বা পরোক্ষ চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে অথবা প্রতারণা করা যেতে পারে এইরূপ অভিপ্রায়ে কোন মিথ্যা দলিল বা কোন মিথ্যা দলিলের অংশ বিশেষ প্রস্তুত করে, তবে সেই ব্যক্তি জালিয়াতি করে বলে গণ্য হবে।

জালিয়াতির উপাদান–

(১) অপরাধীকে একটি মিথ্যা দলিল বা দলিরের অংশবিশেষ প্রণয়ন ও সম্পাদন করতে হবে;

(২) এইরূপ দলিল তৈরীর উদ্দেশ্য–

(ক) জনসাধারণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধান করা; অথবা

(খ) কোন দাবী বা কাহারও স্বত্ব সমর্থন করা; অথবা

(গ) কোন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা; বা

(ঘ) কোন স্পষ্ট বা পরোক্ষচুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করা; অথবা

(ঙ) প্রতারণা করা যেতে পারে এইরূপ অভিপ্রায়ে কোন মিথ্যা দলিল বা দলিলের অংশ প্রস্তুত করা।

উদাহরণঃ ক-এর নিকট ঘ কর্তৃক লিখিত ও খ-কর্তৃক পরিশোধনীয় ১০,০০০ টাকার একখানা ঋণপত্র আছে। ক, খ-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এই অভিপ্রায়ে ১০,০০০ টাকার সাথে একটি শূন্য যোগ করে দেয় ও টাকার পরিমাণ ১,০০,০০০ করে যেন ঘ বশ্বিাস করে যে ঘ পত্রটিতে অনুরূপ লিখেছে। ক জালিয়াতি করেছে।

মিথ্যা দলিল প্রণয়ন বা প্রস্তুতকরণঃ দণ্ডবিধির ৪৬৪ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মিথ্যা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করেছে বলে গণ্য হবে–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) যদি কোন ব্যক্তি কোন দলিল উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক যথাযথ ক্ষমতাবলে প্রণীত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয় নাই, জানা সত্ত্বেও উক্ত দলিল সংশ্লিস্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করানোর উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলকভাবে দলিলটি বা উহার অংশ বিশেষ প্রণয়ন করে; স্বাক্ষরিত বা সীলমোহর অঙ্কিত করে অথবা যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে বুঝাবার জন্য কোন চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করে; অথবা

(২) একইভাবে, যদি কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত বা সম্পাদিত হবার পর কোন দলিলের কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশে কোনরূপ আইনানুগ কর্তৃক ব্যতিরেকে অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে কর্তন করে বা অন্য কোন উপায়ে পরিবর্তন করে; দলিলটি যদি অপরাধী কর্তৃক প্রণীত বা সম্পাদিত না হয়ে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত বা সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাহলে অনুরূপ পরিবর্তন সাধনকালে সেই অন্য ব্যক্তি জীবিত বা মৃত যাই হোক; অথবা

(৩) যদি কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে দিয়া কোন দলিল প্রণয়ন বা পরিবর্তন করতে বাধ্য করে, যে ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতা হেতু বা নেশাগ্রস্থতার বা অন্য কোন অক্ষমতার জন্য দলিলের বিষয়বস্তু বা পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝতে অক্ষম হয়।

উদাহরণঃ ক-এর নিকট খ কর্তৃক লিখিত এবং গ কর্তৃক পরিশোধনীয় ১০,০০০ টাকার একখানা ঋণপত্র আছে ক, গ-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এই অভিপ্রায়ে ১০,০০০ টাকার সাথে একটি শূন্য যোগ করে দেয় ও টকার পরিমাণ ১,০০,০০০ করে যে, গ বিশ্বাস করে যে খ পত্রটিতে অনুরূপ লিখেছে। ক জালিয়াতি করেছে।

Sec.–465. Punishment for forgery: Whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৬৫। জালিয়াতির শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি জালিয়াতি করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–466. Fery of eocogrrdr **of Court or of public register, etc.:** Whoever forges a document. purporting to be a record or proceeding of or in a Court of Justice, or a register of birth, baptism, marriage or burial, or a register kept by a public servant as such, or a certificate or document purporting to be made by a public servant in his official capacity, or an authority to institute or defend a suit, or to take any proceedings therein, or to confess judgment, or a power of attorney,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৬৬। আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিষ্ট্রার **ইত্যাদি জালকরণঃ** যদি কোন ব্যক্তি বিচারালয় বিষয়ক বা বিচারালয়ের নথিপত্র বা মোকদ্দমার বিবরণী বলে গণ্য কোন দলিল অথবা জন্ম ধর্মীয় অভিসিঞ্চন ক্রিয়া, বিবাহ বা শব সৎকার সংক্রান্ত রেজিষ্টার বা সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় সংরক্ষিত রেজিষ্টার কিংবা সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তার সরকারী ক্ষমতায় প্রস্তুত বলে গণ্য সার্টিফিকেট বা দলিল অথবা মোকদ্দমা দায়ের করা বা উহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা বা উহাতে বিচার বিবরণী গ্রহণ করার বা রায় কবুল করার অনুমতিপত্র কিংবা আমমোক্তার নামা জাল করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–467. Forgery or valuable security will, etc.: Whoever forges a document which purports to be a valuable security or a will, or an authority to adopt a son, or which purports to give authority to any person to make or transfer any valuable security, or to receive the principal, interest or dividends thereon, or to receive or deliver any money, moveable property, or valuable security, or any document purporting to be an acquaintance or receipt acknowledging the payment of money, or an acquaintance or receipt for the delivery of any moveable property or valuable security, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৬৭। মূল্যবান জামানত উইল ইত্যাদি জালকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি মূল্যবান জামানত বা উইল বা দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র বলে গণ্য দলিল কিংবা মূল্যবান জামানত সম্পাদন বা হস্তান্তর করার জন্য অথবা মূলধন বা উহার উপকার সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করার অথবা কোন অর্থ, অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত গ্রহণ বা হস্তান্তর করার জন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অনুমতিপত্র বলে গণ্য দলিল কিংবা অর্থ পরিশোধের পূর্ণপ্রাপ্তি রসিদ বা স্বীকৃতি রসিদ অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতের পূর্ণপ্রাপ্তি রসিদ বা হস্তান্তর রসিদ বলে গণ্য দলিল জাল করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–468. Forgery for purpose of cheating: Whoever commits forgery, intending that the document forged shall be used for the purpose of cheating, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৬৮। প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতিঃ যদি কোন ব্যক্তি এই অভিপ্রায়ে কোন দলিল জাল করে যে, জালকৃত দলিল প্রতারণা করার জন্য ব্যবহৃত হবে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–469. Forgery for purpose of harming reputation: Whoever commits forgery, intending that the document forged shall harm the reputation of any party, or knowing that it is likely to be used for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৬৯। মানহানির উদ্দেশ্যে জালিয়াতিঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে জালিয়াতি করে যে জালকৃত দলিল কোন সম্প্রদায়ের সুনাম নষ্ট করবে অথবা উহা অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জেনেও জালিয়াতি করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–470. Forged document**:** A false document made wholly or in part by forgery is designated "a forged document"

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭০। জাল দলিলঃ সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে জালকৃত যেকোন মিথ্যা দলিল "জাল দলিল" বলে অভিহিত হবে।

Sec.–471. Using as genuine a forged document: Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document which he knows or has reason to believe to be a forged document, shall be punished in the same manner as if he had forged such document.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭১। কোন জাল দলিলকে খাঁটি হিসাবে ব্যবহারকরণঃ যে ব্যক্তি কোন দলিল জাল বলে জেনেও বা উহা জাল বলে তার বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে উহাকে খাঁটি দলিল হিসেবে ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি অনুরূপ দলিল জাল করলে যে প্রকারে দণ্ডিত হত সে একই প্রকারে দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–472. Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable under section 467: Whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression, intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under section 467 of this Code, or, with such intent, has in his possession any such seal, plate or other instrument, knowing the same to be counterfeit, shall be punishable with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা--৪৭২। ৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে মেকি মোহর ইত্যাদি নির্মাণ বা দখলঃ যদি কোন ব্যক্তি ছাপ অঙ্কন করার জন্য কোন সীলমোহর, ফলক বা অন্য কোন যন্ত্র এরূপ অভিপ্রায়ে প্রস্তুত বা নকল করে যে, উহা এই বিধির ৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় যেকোন জালিয়াতি করার জন্য ব্যবহার করা হবে অথবা অনুরূপ কোন সীলমোহর, ফলক বা অন্য কোন যন্ত্র মেকি বলে জেনেও অনুরূপ উদ্দেশ্যে নিজের দখলে রাখে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–473. Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable otherwise: Whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression, intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under any sections of this Chapter other than section 467, or, with such intent, has in his possession any such seal, plate or other instrument, knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭৩। প্রকারান্তরে দণ্ডনীয় জালিয়াতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে মেকি সীলমোহর ইত্যাদি নির্মাণ বা দখলঃ যদি কোন ব্যক্তি ছাপ অঙ্কন করার জন্য কোন সীলমোহর, ফলক বা অন্যবিধ যন্ত্র এরূপ অভিপ্রায়ে প্রস্তুত বা নকল করে যে উহা ৪৬৭ ধারা ব্যতীত এই অধ্যায়ের যেকোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় কোন জালিয়াতি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হবে অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে অনুরূপ যেকোন সীলমোহর, ফলক বা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অন্যবিধ যন্ত্র, উহা মেকি বলে জানিয়াও দখলে রাখে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–474. Having possession of document described in section 466 or 467 knowing it to be forged intending to use it as genuine: Whoever has in his possession any document, knowing the same to be forged, and intending that the same shall fraudulently or dishonestly be used as genuine, shall if the document is one of the description mentioned in section 466 of this Code, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine ; and if the document is one of the description mentioned in section 467, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description, for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭৪। ৪৬৬ বা ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিল, উহা জাল বলে জেনে এবং উহা খাঁটি বলে ব্যবহার করার ইচ্ছা করে দখলঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন দলিল, উহা জাল বলে জেনে এবং প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে উহা খাঁটি বলে ব্যবহার করা হবে, এরূপ ইচ্ছা করে দখলে রাখে, সে ব্যক্তি উক্ত দলিল ৪৬৬ ধারায় উল্লিখিত বর্ণনার হলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে; এবং দলিলটি ৪৬৭ ধারায় উল্লিখিত বর্ণনার হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–475. Counterfeiting device or mark used for authenticating documents described in section 467, or possessing counterfeit marked: Whoever counterfeits upon, or in the substance of, any material, any device of mark used for the purpose of any documen described in section 467 of this Code, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document then forged or thereafter to be forged on such material, or who, with such intent has in his possession any material upon or in the substance of which any such device or mark has been counterfeited, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭৫। ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিলসমূহ প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত নক্‌শা বা চিহ্ন নকলকরণ বা মেকি চিহ্নিত দ্রব্য দখলঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্যের উপর বা উহার উপাদানে এই বিধির ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত যেকোন দলিল প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত যেকোন নক্‌শা বা চিহ্ন নকল করে, যে অনুরূপ নক্‌শা বা চিহ্ন অনুরূপ দ্রব্যে তৎকালে জালকৃত বা পরবর্তীকালে জাল করা হবে এরূপ যেকোন দলিলকে প্রমাণ্যতার রূপদান করবে অথবা যে ব্যক্তি নক্‌শা বা চিহ্ন নকল করা হয়েছে সে দ্রব্য তার দখলে রাখে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–476. Counterfeiting device or mark used for authenticating documents other than those described in section 467, or possessing counterfeit marked material: Whoever counterfeits upon, or in the substance of any, material any device or mark used for the purpose of authenticating any document other than the documents described in section 467 of this Code, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document then forged or thereafter to be forged on such material, or who, with such intent, has in his possession any martial upon or in the substance of which any such device or mark has been counterfeited, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭৬। ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিলাদি হতে ভিন্ন দলিলাদি প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত নক্‌শা বা চিহ্নাদি নকলকরণ অথবা মেকি চিহ্ন সম্বলিত দ্রব্য দখলঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ উদ্দেশ্যে যেকোন দ্রব্যের উপর বা উহার উপাদানে এই বিধির ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোন দলিল হতে ভিন্ন কোন দলিল প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত যেকোন নক্‌শা বা চিহ্ন অনুরূপ দ্রব্যে তৎকালে জালকৃত বা পরবর্তীকালে জাল করা হবে এরূপ যেকোন দলিলকে প্রমাণ্যতার রূপ দান করবে, অথবা যে ব্যক্তি অনুরূপ উদ্দেশ্যে, যে দ্রব্যের উপর বা উহার উপাদানে অনুরূপ যেকোন নক্‌শা বা চিহ্ন নকল করা হয়েছে সে দ্রব্য দখল করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–477. Fraudulent cancellation, destruction, etc., of will, authority to adopt, or valuable security: Whoever fraudulently or dishonestly, or with intent to cause damage or injury to the public or

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

to any person, cancels, destroys or defaces, or attempts to cancel, destroy or deface, or secretes or attempts to secrete any document which is or purports to be a will, or an authority to adopt a son, or any valuable security, or commits mischief in respect to such document, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৭৭। উইল, দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র বা কোন মূল্যবান জামানত প্রতারণামূলকভাবে বাতিলকরণ বা বিনষ্টকরণ ইত্যাদিঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে অথবা জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করার অভিপ্রায়ে উইল বা দত্তকপুত্র গ্রহণের কোন অনুমতিপত্র বা কোন মূল্যবান জামানতরূপে গণ্য বা অনুরূপ পরিগণিত হবার জন্য অভীষ্ট যেকোন দলিল বাতিল, বিনষ্ট বা বিকৃত করার উদ্যোগ করে, অথবা গোপন করে বা গোপন করার উদ্যোগ করে, অথবা অনুরূপ দলিল সম্পর্কে কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–477A. Falsification of accounts: Whoever, being a clerk, officer or servant, or employed or acting in the capacity of a clerk, officer or servant, willfully, and with intent to defraud, destroys, alters, mutilates or falsifies any book, paper, writing, valuable security or account which belongs to or is in the possession of his employer, or has been received by him for or on behalf of his employer, or willfully, and with intent to defraud, makes or abets the making of any false entry in, or omits or alters or abets the omission or alteration of any material particular from or in, any such book, paper, writing, valuable security or account, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

Explanation.–It shall be sufficient in any charge under this section to allege a general intent to defraud without naming any particular person intended to be defrauded or specifying any particular sum of money intended to be the subject of the fraud, or or any particular day on which the offence was committed.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭৭ক। হিসাবপত্র বিকৃতকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কেরানী, কর্মকর্তা বা চাকর হয়ে অথবা কেরানী, কর্মকর্তা বা চাকরের যোগ্যতায় নিযুক্ত হয়ে বা কাজ করে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রতারণা করার অভিপ্রায়ে তার নিয়োগকর্তার মালিকানাধীন বা দখলভুক্ত অথবা তার নিয়োগকারীর নামে বা পক্ষে তৎকর্তৃক গৃহীত কোন পুস্তক, পত্র লিপি, মূল্যবান জামানত বা হিসাব বিনষ্ট, পরিবর্তন, অঙ্গহানি বা বিকৃত করে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ কোন পুস্তক, পত্র, লিপি, মূল্যবান জামানত বা হিসাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে বা উহা হতে বা উহাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ বর্জন বা পরিবর্তন করে, অথবা বর্জন বা পরিবর্তনের সহায়তা করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ অত্র ধারার অধীন কোন অভিযোগের ব্যাপারে প্রতারণা করার জন্য অভীষ্ট কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে বা প্রতারণার বিষয়রূপে অভীষ্ট কোন বিশেষ পরিমাণ তথ্যের উল্লেখ না করে, বা যে দিবসে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা উল্লেখ না করে প্রতারণা করার একটা সাধারণ অভিপ্রায় সম্পর্কে অভিযোগ করাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

OF TADE, PROPERTY AND OTHER MARKS
বাণিজ্য, সম্পত্তি ও অন্যান্য চিহ্ন সম্পর্কিত

Sec.–478. Trade mark: A mark used for denoting that goods are the manufacture or merchandise of a particular person is called a trade mark,

and for the purposes of this Code the expression "trade mark" includes any trade mark which is registered in the register of trade marks kept under the Patents, Designs and Trade Marks Act, 1883, and any trade mark which, either with or without registration, is protected by law in any British Possession or Foreign State to which the provisions of the one hundred and third section of the Patents Designs and Trade Marks Act, 1883, are, under Order in Council, for the time being applicable.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭৮। বাণিজ্য-প্রতীকঃ কোন মাল কোন বিশেষ ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য বলে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন বাণিজ্য-প্রতীক বলে অভিহিত হবে।

এই বিধির উদ্দেশ্যে প্যাটেন্টস, নক্‌শাসমূহ ও বাণিজ্য-প্রতীক, আইন ১৮৮৩-এর অধীনে সংরক্ষিত বাণিজ্য-প্রতীক রেজিষ্ট্রারে রেজিষ্ট্রিকৃত যেকোন বাণিজ্য-প্রতীক এবং আপাতত সপরিষদ আদেশের অধীনে প্যাটেন্টস, নক্‌শা, ও বাণিজ্য আইন, ১৮৮৩-

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

এর ১০৩ ধারার বিধানসমূহ যে সমস্ত ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত রাজ্য বা যেকোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিপ্রযেজ্য, সে সমস্ত রাজ্যে বা রাষ্ট্রে আইনবলে সংরক্ষিত, রেজিষ্ট্রিসহকারে বা ব্যতিরেকে পণ্য-প্রতীক যেকোন পণ্য-প্রতীক, "বাণিজ্য-প্রতীক" সংজ্ঞাভুক্ত হবে।

Sec.–479. Property Mark: A mark used for denoting that movable property belongs to a particular person is called a property mark.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৭৯। পণ্য-প্রতীকঃ কোন অস্থাবর সম্পত্তি কোন বিশেষ ব্যক্তির মালিকানাধীন বলে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন পণ্য-প্রতীক বলে অভিহিত হবে।

Sec.–480. Using a false trade mark: Whoever marks any goods or any case, package or other receptacle containing goods, or uses any case, package or other receptacle with any mark thereon, in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the goods so marked, or any goods contained in any such receptacle so marked, are the manufacture or merchandise of a person whose manufacture or merchandise they are not, is said to use a false trade mark.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮০। মিথ্যা পণ্য-প্রতীকের ব্যবহারঃ যদি কোন ব্যক্তি, এই প্রকারে কোন মাল বা কোন মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড চিহ্নিত করে, কিংবা কোন চিহ্নধারী কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড এ প্রকারে ব্যবহার করে যে, উহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুরূপভাবে চিহ্নিত মাল বা অনুরূপভাবে চিহ্নিত অনুরূপ যেকোন ভাণ্ডে বিধৃত মাল এরূপ কোন ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য বলে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য অভিপ্রেত হয়, প্রকৃতপক্ষে উহা যে ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য নহে, সে ব্যক্তি মিথ্যা পণ্য-প্রতীক ব্যবহার করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–481. Using a false property mark: Whoever marks any movable property or goods or any case, package or other receptacle containing movable property or goods, or uses any case, package or other receptacle having any mark thereon, in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so marked, or any property or goods contained in any such receptacle so marked, belong to a person to whom they do not belong, is said to use a false property mark.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮১। মিথ্যা সম্পত্তি-প্রতীক ব্যবহারঃ যদি কোন ব্যক্তি অস্থাবর সম্পত্তি বা মাল কিংবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড এই প্রকার চিহ্নিত করে অথবা কোন চিহ্নধারী পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ভাণ্ড এই প্রকারে ব্যবহার করে যে উহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুরূপভাবে চিহ্নিত সম্পত্তি বা মাল কিংবা অনুরূপভাবে চিহ্নিত অনুরূপ যেকোন ভাণ্ডে বিধৃত কোন মাল, উহা যে ব্যক্তির মালিকানাধীন নহে, সে ব্যক্তির মালিকানাধীন বলে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য অভিপ্রেত হয়, সে ব্যক্তি মিথ্যা সম্পত্তি প্রতীক ব্যবহার করে বলে গণ্য হবে।

Sec.–482. Punishment for using a false trade mark or property mark: Whoever uses any false trade mark or any false property mark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮২। মিথ্যা বাণিজ্য-প্রতীক বা সম্পত্তি-প্রতীক ব্যবহারের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মিথ্যা বাণিজ্য প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীক ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সে উক্ত কার্য করেছে বলে প্রমাণ করতে না পারলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–483. Counterfeiting a trade mark or property mark used by ano Whoever counterfeits any trade mark or property mark used by any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extent to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮৩। অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত কোন বাণিজ্য-প্রতীক বা সম্পত্তি-প্রতীক জালকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত কোন বাণিজ্য প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীক জাল করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–484. Counterfeiting a mark used by a public servant: Whoever counterfeits any property mark used by a public servant, or any mark used by a public servant to denote that any property has been manufactured by a particular person or at a particular time or place, or that the property is of a particular quality or has passed through a particular office, or that it is entitled to any exemption, or uses as genuine any such mark knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮৪। কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন প্রতীক জালকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি প্রতীক অথবা কোন বস্তু কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক বা কোন বিশেষ সময়ে বা স্থানে প্রস্তুত বলে অথবা কোন বিশেষ ধরনের বা কোন বিশেষ অফিস কর্তৃক অনুমোদিত বা কোনরূপ অব্যাহতি লাভের অধিকারী বলে বুঝাবার জন্য কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন প্রতীক নকল করে, অথবা অনুরূপ অব্যাহতি লাভের অধিকারী বলে বুঝাবার জন্য কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন প্রতীক নকল করে, অথবা অনুরূপ প্রতীক নকল বলে জেনে খাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–485. Making or possession of any instrument for counterfeiting a trade mark or property mark: Whoever makes or has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a trade mark or property mark, or has in his possession a trade mark or property mark for the purpose of denoting that any goods are the manufacture or merchandise of a person whose manufacture or merchandise they are not, or that they belong to a person to whom they do not belong, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮৫। বাণিজ্য-প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীক নকল করার যেকোন যন্ত্র প্রস্তুত বা দখলঃ যদি কোন ব্যক্তি বাণিজ্য প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীক নকল করার উদ্দেশ্যে যেকোন ছাঁচ, ফলক বা অন্য কোন যন্ত্র প্রস্তুত করে বা তার অধিকারে রাখে কিংবা উক্ত কোন মাল যে ব্যক্তির প্রস্তুত বস্তু বা পণ্য নহে, সে ব্যক্তির প্রস্তুত বস্তু বা পণ্য বলে বুঝাবার অথবা উহা যে ব্যক্তির মালিকানাধীন নহে সে ব্যক্তির মালিকানাধীন বলে বুঝাবার উদ্দেশ্যে কোন বাণিজ্য প্রতীক সম্পত্তি প্রতীক অধিকার করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–486. Selling goods marked with a counterfeit trade mark or property mark: Whoever sells, or exposes, or has in possession for sale or any purpose of trade or manufacture, any goods or thing with a counterfeit trade mark or property mark affixed to or impressed upon the same or to or upon any case, package or other receptacle in which such goods are contained, shall, unless he proves be punished

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

with imprisonment either of description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

(a) that, having taken all reasonable precautions against committing an offence against this section, he had at the time of the commission of the alleged offence no reason to suspect the genuineness of the mark, and

(b) that, on demand made by or on behalf of the prosecutor, he gave all the information in his power with respect to the persons from whom he obtained such goods or things, or

(c) that otherwise he had acted innocently, be punished with imprisonment either of description for a term which may extend to one year, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮৬। মেকি বাণিজ্য-প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীকে চিহ্নিত মাল বিক্রয়ঃ যদি কোন ব্যক্তি যে মাল বা বস্তুতে বা অনুরূপ মাল যে পাত্র, মোড়ক বা অন্য কোন ভাণ্ডে বিধৃত রয়েছে তাতে বা তার উপর কোন মেকি বাণিজ্য প্রতীক বা সম্পত্তি প্রতীক আঁটা বা অঙ্কিত রয়েছে এমন কোন মাল বা বস্তু বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করে অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা যেকোন বাণিজ্যিক বা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অধিকার করে, সে ব্যক্তি যদি না সে প্রমাণ করে যে,–

(ক) এই ধারার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করার বিপক্ষে সর্বপ্রকার যুক্তিযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার পর কথিত অপরাধ অনুষ্ঠানকালে উক্ত চিহ্নের খাঁটিত্বে তাঁর সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না, এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তার পক্ষে দাবীক্রমে সে যে ব্যক্তিগণ হতে অনুরূপ মাল বা বস্তুসমূহ লাভ করেছে, সে ব্যক্তিগণ সম্পর্কে তার আয়ত্তাধীন সমুদয় তথ্য সরবরাহ করেছে, অথবা

(গ) প্রকারান্তরে সে নিরপরাধভাবে কাজ করেছে, যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–487. Making a false mark upon any receptacle containing goods: Whoever makes any false mark upon any case package or other receptacle containing goods, in a manner reasonable calculated to cause any public servant or any other person to believe that such receptacle contains goods which it does not contain or that it does not contain goods which it does contain, or that the goods contained in such receptacle are of a nature or quality different from the real nature or quality thereof, shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮৭। মালধারক কোন পাত্রের উপর মিথ্যা চিহ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি, মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্য কোন ভাণ্ডের উপর এই প্রকারে কোন মিথ্যা চিহ্ন অঙ্কন করে যে, উহা অনুরূপ-ভাণ্ড যে মাল ধারণ করে যে, উহাতে সে মাল রয়েছে বা উহাতে যে মাল রয়েছে উহা সে মাল ধারণ করে না বা অনুরূপ ভাণ্ডে বিধৃত মালের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য উহার প্রকৃত প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য হতে ভিন্ন বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন সরকারী কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতীতি জন্মাতে পারে, সে ব্যক্তি প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে উক্ত কাজ করেছে বলে প্রমাণ করতে না পারলে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–488. Punishment for making use of any such false mark: Whoever makes use of any, such fales mark in any manner prohibited by the last foregoing section shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished as if he had committed an offence against that section.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮৮। অনুরূপ যেকোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহারের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি পূর্ববর্তী শেষ ধারায় নিষিদ্ধ যেকোন প্রণালীতে কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করে সে ব্যক্তি যদি না সে প্রমাণ করে যে সে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে উক্ত কার্য করেনি এরূপে দণ্ডিত হবে যেন সে ধারার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ অনুষ্ঠান করেছে।

Sec.–489. Tampering with property mark with intent to cause injury: Whoever removes, destroys, defaces or adds to any property mark, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮৯। ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি-প্রতীকে হস্তক্ষেপকরণঃ যে ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনে কোন সম্পত্তি প্রতীক অপসারণ করে, বিনষ্ট করে, মুছে ফেলে বা বর্ধিত করে যে, সে তদ্দ্বারা যেকোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করতে পারে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

OF CURRENCY-NOTES AND BANK-NOTES
মুদ্রা-নোট এবং ব্যাংক-নোট সম্পর্কিত

Sec.–489A. Counterfeiting currency-notes or bank-notes: Whoever counterfeits, or knowingly performs any part of the process of counterfeiting, any currency-note or bank-note, shall be punished

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation.–For the purposes of this section and of sections 489B, 489C and 489D, the expression 'bank-note' means a promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issued by any person carrying on the business of banking in any part of the world, or issued by or under the authority of any State or Sovereign Power, and intended to be used as equivalent to, or as a substitute for, money.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৮৯ক। মুদ্রা-নোটসমূহ বা ব্যাংক-নোটসমূহ নকলকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মুদ্রা-নোট বা বাংক-নোট জাল করে বা জ্ঞাতসারে উহা নকলকরণ প্রক্রিয়ার যেকোন অংশ সম্পন্ন করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারা এবং ৪৮৯খ, ৪৮৯গ ও ৪৮৯ঘ ধারাসমূহের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে "ব্যাংক নোট" বলতে চাহিবা মাত্র বাহককে অর্থ প্রদানের জন্য পৃথিবীর যেকোন অংশে ব্যাংক-ব্যবসা পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃত কিংবা যেকোন রাষ্ট্র বা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বাধীনে জারীকৃত এবং অর্থের সমকক্ষ বা প্রতিকল্পনারূপে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত কোন প্রমিসরি নোট বা অঙ্গীকার বুঝাবে।

Sec.–489B. Using as genuine, forged or counterfeit currency-notes or bank notes: Whoever sells to, or buys or receives from, any other person, or otherwise traffics in or uses as genuine, any forged or counterfeit currency-note or bank-note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৮৯খ। জাল বা মেকি মুদ্রা-নোট বা ব্যাংক-নোট খাঁটি হিসেবে ব্যবহারকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি জোন জাল বা নকল মুদ্রা-নোট বা ব্যাংক-নোট, অনুরূপ মুদ্রা নোট, বা ব্যাংক-নোট জাল বা নকল বলে জেনে অথবা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয় বা গ্রহণ করে অথবা প্রকারান্তরে খাঁটি বলে বেচাকেনা বা ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–489C. Possession of forged or counterfeit currency-notes or bank-notes: Whoever has in his possession any forget or counterfeit currency-note or bank-note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit and intending to use the same as genuine or that it may be used as genuine, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮৯গ। মুদ্রা-নোট বা জাল বা নকল ব্যাংক-নোট দখলে রাখাঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন জাল বা নকল মুদ্রা-নোট বা ব্যাংক-নোট উহা জাল বা নকল বলে জেনে কিংবা উহা জাল বা মেকি বলে বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং উহা খাঁটি বলে চালাবার উদ্দেশ্যে বা উহা খাঁটি বলে চালান যাবে, এই অভিপ্রায়ে তার দখলে রাখে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–489D. Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency-notes or bank-notes: Whoever makes, or performs any part of the process of making, or buys or sells or disposes of, or has in his possession, any machinery, instrument or material for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for forging or counterfeiting any currency-note or bank-note, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৮৯ঘ। মুদ্রা-নোটসমূহ বা ব্যাংক-নোটসমূহ জাল বা নকল করার যন্ত্রপাতি বা উপাদানসমূহ প্রস্তুত বা দখলঃ যদি কোন ব্যক্তি, কোন কলকব্জা, যন্ত্রপাতি বা উপাদান কোন মুদ্রা-নোট বা ব্যাংক-নোট জাল বা নকল করার কার্যে ব্যবহারের অভিপ্রায়ে বা উহা অনুরূপ কার্যের জন্য অভিপ্রেত বলে জেনে বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বের প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার যেকোন অংশ সম্পাদন করে বা ক্রয় বা বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে বা তার দখলে রাখে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–489E. Making or using documents resembling currency-notes or bank-notes: (1) Whoever makes, or causes to be made, or uses for any purpose whatsoever, or delivers to any person, any,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

document purporting to be, or in anyway resembling, or so nearly resembling as to be calculated to deceive, any currency-note or bank-note shall be punished with fine which may extend to one hundred taka.

(2) If any person, whose name appears on a document the making of which is an offence under sub-section (1), refuses, without lawful excuse, to disclose to a police-officer on being so required the name and address of the person by whom it was printed or otherwise made he shall be punished with fine which may extend to two hundred taka.

(3) Where the name of any person appears on any document in respect of which any person is charged with an offence under sub-section (1) or on any other document used or distributed in connection with that document it may, until the contrary is proved, be presumed that person caused the document to be made.

অনুবাদ॥ ধারা—৪৮৯ঙ। মুদ্রা-নোটসমূহ বা ব্যাংক-নোটসমূহের সদৃশ দলিলসমূহ প্রস্তুত বা ব্যবহারকরণঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন দলিল প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত করায় বা যেকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে বা যেকোন লোকের নিকট হস্তান্তর করে, যা কোন মুদ্রা-নোট বা ব্যাংক-নোট বলে বুঝাবার বা উহার সদৃশ হবার বা এ পরিমাণে সদৃশ হবার জন্য অভীষ্ট হয়, যাতে প্রতারণা করা যায়, সে ব্যক্তি একশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(২) যে ব্যক্তির নাম এমন কোন দলিলে দেখা যায়, যা প্রণয়ন করা (১) উপধারার অধীনে অপরাধ বলে গণ্য হয়, সে ব্যক্তি কোন পুলিস অফিসার কর্তৃক অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, কোন বৈধ অজুহাত ব্যতিরেকে উক্ত দলিলের মুদ্রাকার বা প্রকারান্তরে প্রস্তুতকারক ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করতে অস্বীকার করলে দু'শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নাম এমন কোন দলিলে, যে দলিল সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে (১) উপধারার অধীন কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় অথবা উক্ত দলিল সম্পর্কে ব্যবহৃত বা বণ্টিত অন্য কোন দলিলে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

CHAPTER XIX
OF CRIMINAL BREACH OF CONTRACTS OF SERVICE
চাকরি-চুক্তিসমূহের অপরাধমূলক ভঙ্গকরণ সম্পর্কিত

Sec.–490. [Breach of contract of service during voyage or journey.] Rep. By the Workmen's Breach of Contract (Repealing) Act, 1925 (III of 1925), s. 2 and Schedule.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৯০। বাতিল

Sec.–491. Breach of contract to attend on and supply wants of helpless person: Whoever, being bound by a lawful contract to attend on or to supply the wants of any person who, by reason of youth, or of unsoundness of mind, or of a disease or bodily weakness, is helpless or incapable or providing for his own safety or of supplying his own wants, voluntarily omits so to do, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two hundred taka, or with both.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৯১। **অসহায় ব্যক্তির পরিচর্যা করা এবং তার অভাবসমূহ মিটাবার চুক্তিভঙ্গকরণঃ** যদি কোন ব্যক্তি অপরিণত বয়স বা মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা, রোগ বা দৈহিক দুর্বলতার কারণে অসহায় বা নিজের নিরাপত্তা বিধান করতে বা নিজের অনটনসমূহ মিটাতে অপারগ এমন কোন ব্যক্তির পরিচর্যা করার জন্য বা তার অনটনসমূহ মিটাবার জন্য কোন আইনানুগ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ কর্তব্য পালনে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে; বা জরিমানা দণ্ডে, যার পরিমাণ দু'শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–492. [Breach of contract to serve at distant place to which servant is conveyed at master's expense.] Rep. By the workmen's Breach of Contract (Repealing) Act, 1925 (III of 1925), s. 2 and Schedule অনুবাদ ঃ ধারা - ৪৯২। বাতিল

CHAPTER XX
OF OFFENCES RELATING TO MARRIAGE
বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

Sec.–493. Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage: Every man who, by deceit, causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

with him in that belief, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten tears, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৯৩। প্রতারণামূলকভাবে আইনানুগ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীরূপে সহবাসঃ এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যে প্রতারণামূলকভাবে তার সাথে আইনানুগভাবে বিবাহিত নহে, এমন নারীর বিশ্বাস জন্মায় যে, সে তার সাথে আইনানুগভাবে বিবাহিত এবং উক্ত বিশ্বাসে তার সাথে সহবাস বা যৌনসঙ্গম করার জন্য তাকে প্রবৃত্ত করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দন্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–494. Marrying again during lifetime of husband or wife: Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Exception. This section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction, nor

nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife, at the time of the subsequent marriage, shall have been continually absent from such person for the space of seven years, and shall not have been heard of by such person as being alive withst that time provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage takes pace, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৯৪। স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি বা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ করে, যেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় অনুষ্ঠিত হবার কারণে অনুরূপ বিবাহ বাতিল গণ্য হয়, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

ব্যতিক্রমঃ অনুরূপ স্বামী বা স্ত্রীর সাথে যে ব্যক্তির বিবাহ যথাযথ এখ্তিয়ার সম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হয়েছে সে ব্যক্তি প্রতি এই ধারা প্রযোজ্য হবে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

না। কিংবা যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় বিবাহের চুক্তি করে, সে ব্যক্তির প্রতি এই ধারা প্রযোজ্য হবে না, যদি পরবর্তী বিবাহকালে অনুরূপ স্বামী বা স্ত্রী ক্রমাগত সাত বৎসরের জন্য অনুরূপ ব্যক্তির নিকট হতে অনুপস্থিত থাকে এবং যদি অনুরূপ ব্যক্তি উক্ত কালের মধ্যে তার কোন খবর না পায়; অবশ্য শর্তে থাকে যে, পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে অনুরূপ বিবাহ অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে যে ব্যক্তির সাথে অনুরূপ বিবাহের চুক্তি হয় সে ব্যক্তিকে তার (পুরুষ বা নারীর) জানামতে প্রকৃত অবস্থা অবগত করাতে হবে।

Sec.–495. Same offence with concealment of former marriage from person with whom subsequent marriage is contracted: Whoever commits the offence defined in the last preceding section having concealed from the person with whom the subsequent marriage in contracted, the fact of the former marriage, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৯৫। কোন ব্যক্তির সাথে পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয় তার নিকট পূর্ববর্তী বিবাহ গোপন করে একই রকম অপরাধ সংঘটনঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির সাথে পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়, তার নিকট পূর্ববর্তী বিবাহের তথ্য গোপন করে পূর্ববর্তী শেষ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

Sec.–496. Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage: Whoever, dishonestly or with a fraudulent intention, goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall by punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৯৬। বৈধ বিবাহ সম্পাদন ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করাঃ কোন ব্যক্তি সে আইনত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে না জেনে, অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে বিবাহের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে, সে ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

Sec.–497. Adultery: Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

an other man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both. In such case the wife shall not be punishable as an abettor.

অনুবাদ ॥ ধারা–৪৯৭। ব্যভিচারঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির স্ত্রী অথবা যাকে সে অপর কোন লোকের স্ত্রী বলে জানে বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে এমন কোন ব্যক্তির সাথে উক্ত অপর লোকের সম্মতি বা সমর্থন ব্যতিরেকে এরূপ যৌনসঙ্গম করে যা নারী ধর্ষণের শামিল নহে, সে ব্যক্তি ব্যভিচারের অপরাধে দোষী এবং যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে। অনুরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটি দুস্কর্মের সহায়তাকারিণী হিসেবে দণ্ডনীয় হবে না।

আলোচনা

1. Scope: Adultery is an act which requires the consent of both the parties. The male offender alone is liable to punishment and the married woman is not liable even as an abettor.

The offence under section 497 is limited to adultery committed with a married woman. It does not constitute an offence of adultery, if one has sexual intercourse with a widow or an unmarried woman. Even in the case of a married woman the adulterer is not liable if the husband consents to it.

2. Ingredients: The following are the ingredients of the offence of adultery:-

(1) Sexual intercourse by a man with a woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man.

(2) Such sexual intercourse must be without the consent or connivance of the husband.

(3) Such sexual intercourse must not amount to rape.

English law–Adultery is not an offence under the English law, and some of the most celebrated English lawyers have considered its omission from the English law a defect.

3. Points to be proved by the prosecution on a charge of adultery: (1) That the accused had sexual intercourse with the woman in question.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(2) That she was the lawfully married wife of another man.

(3) That the accused knew or had reason to believe that she was the lawfully married wife of another man.

(4) That the husband of the woman did not consent to or connive at such intercourse.

(5) That the sexual intercourse so held did not amount to rape.

4. Defences: The defences to a charge of adultery are–(1) There was no sexual intercourse;

(2) Accused did not know the woman to be the wife of another;

(3) Husband of the woman consented to or connived at the act of intercourse; or

(4) The complainant was neither the husband of the woman nor any other person permitted to prefer such complaint under section 199 of the Criminal Procedure Code.

5. Difference between adultery and rape: Adultery differs from rape in several ways:

First, adultery is an act which requires the consent of both the parties, but in the case of rape the consent of the woman is wanting.

Secondly, in adultery, the woman must be a married woman, i.e., the wife of another man. There is no adultery if one has sexual intercourse with a widow or even with a married woman whose husband consents to or connive at it. In the case of rape, it can be committed on any woman married, unmarried or a widow.

Thirdly, adultery cannot be committed by a husband with his own wife, but rape may even be committed by a husband upon his own wife if she is below 14 years of age.

Fourthly, adultery is an offence relating to marriage, but rape is an offence against the person of the woman.

Fifthly, in adultery the aggrieved party is the husband, the wife having consented to the act but in rape the woman is the aggrieved party.

And, lastly, adultery is not so serious an offence as rape. The punishment provided for the former is imprisonment of either description for 5 years or fine or both, but it is transportation for life or imprisonment of either description for 10 years and fine in the latter case.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Sec.–498. Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman: Whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man, from that man, or from any person having the care of her on behalf of that man, with intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals or detains with that intent any such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৯৮। কোন বিবাহিত নারীকে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধকরণ বা অপহরণ বা আটককরণঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন লোকের স্ত্রী এবং যাকে অপর কোন লোকের স্ত্রী বলে সে জানে বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে এরূপ নারীকে যেকোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করবে এই উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পক্ষে অনুরূপ নারীর তত্ত্বাবধানকারী যেকোন ব্যক্তির নিকট হতে অপহরণ বা প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায় অথবা উক্ত উদ্দেশ্যে অনুরূপ যেকোন নারীকে গোপন বা আটক করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দু' বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

আলোচনা

1. Ingredients: There are three ingredients of criminal elopements.-

(1) Taking or enticing away or concealing or detaining the wife of another man from that man or from any person having the care of her on behalf of that man.

(2) Such taking, enticing, concesling or detainig must be with intent that she may have illicit intercourse with any person.

(3) Knowledge or reason to believe that the woman is the wife of another man.

2. Leading cases : In the case of Emperor v. Mahiji Fula, a married woman was taken by her brother from the house of her husband during his absence and was given away in marriage to the accused who lived in another village. The woman lived in the accused's house openly and freely as his wife. It was held that the accused was not guilty under section 498. The word "detains" in section 498 means keeps back. The keeping back need not necessarily be by physical force ; it may be by persuasion or by allurements and blendishment.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

There should be something in the nature of control or influence which can properly be described as a keeping back of the woman. Proof of some kind of persuasion is necessary.

CHAPTER XXI
OF DEFAMATION
মানহানি সম্পর্কিত

Sec. 499. Defamation: Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by sings or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame that person.

Explanation 1. It may amount to defamation to impute anything to deceased person, if the imputation would harm the reputation of that person if living, and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives.

Explanation 2. It may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such.

Explanation 3. An imputation in the from of an alternative or expressed ironically, may amount to defamation.

Explanation 4. No imputation is said to harm a person's reputation, unless that imputation directly or indirectly, in the estimation of others, lowers the moral or intellectual character of that person, or lowers the moral or intellectual character of that person, or lowers the character of that person in respect of his caste or of his calling, or lowers the credit of that person, or causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state, or in a state generally considered as disgraceful.

(a) A says, "Z is an honest man he never stole B's watch intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch. This is defamation, unless it falls within one of the exceptions.

(b) A is asked who stole B's watch. A points to Z, intending to cause it to be believed that Z stole B's watch. This is defamation, unless it falls within one of the exceptions.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

(c) A draws picture of Z running away with B's watch, intending it to be believed that Z stole B's Watch. This is defamation, unless it falls within one of the exceptions.

Imputation of truth which public good requies to be made or published:-

First Exception. It is not defamation to impute anything which is true concerning any person, if it be for the public good that the imputation should be made or published. Whether or not it is for the public good is a question of fact.

Public conduct of public servants:

Second Exception. It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions, or respecting his character, so far as his character appears in that conduct, and no further.

Conduct of any person touching any public question:

Third Exception. It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public question, and respecting his character, so far as his character appears in that conduct, and no further.

Illustration

It is not defamation in A to express in good faith any opinion whatever respecting Z's conduct in petitioning Government on a public question, in signing a requisition for a meeting on a public question, in presiding or attending at such meeting, in former or joining any society which invites the public support, in voting or canvassing for a particular candidate for any situation in the efficient discharge of the duties of which the public is interested.

publication of reports of proceedings of Courts:

Fourth Exception. It is not defamation to publish a substantially true report of the proceedings of a Court of Justice, or of the result of any such proceedings.

Explanation. A justice of the Peace or other officer, holding an enquiry in open court preliminary to a trial in a Court of Justice, is a court within the meaning of the above section.

Merits of case decided in Court or conduct of witnesses and others concerned:

Fifth Exception. It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the merits of any case, civil or criminal, which has been decided by a Court of Justice, or respecting the conduct of any person as a party, witness or agent, in any such case, or respecting the character of such person, as far as his character appears in that conduct, and no further.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Illustrations

(a) A says, "I think Z's evidence on that trial is so contradictory that he must be stupid or dishonest" A is within this exception if he says this in good faith, inasmuch as the opinion which he expresses respects Z's character as it appears in Z's conduct as a witness, and no further.

(b) But if A says, "I do not believe what Z asserted at that trial, because I know him to be a man without veracity." A is within this exception if he says this in good faith, inasmuch as the opinion which he expresses of Z's character, is an opinion not founded on Z's conduct as a witness.

Merits of public performance:

Sixth Exception. It is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which its author has submitted to the judgment of the public, or respecting the character of the author so far as his character appears in such performance, and no further.

Explanation. A performance nay be submitted to the judgment of the public expressly or by acts on the part of the author which imply such submission to the judgment of the public.

(a) A person who publishes a book, submits that book to the judgment of the public.

(b) A person who makes a speech in public, submits that speech to the judgment of the public.

(c) An actor or singer who appears on a public stage, submits his acting or singing to the judgment of the public.

(d) A says of a book published by Z, "Z's book is foolish, Z must be a weak man. Z's book is indecent; Z must be a man of impure mind." A is within this exception, if he says this in good faith, inasmuch as the opinion which he expresses of Z's character is an opinion not founded on Z's book.

Seventh Exception. It is not defamation in a person having over another any authority, either conferred by law or arising out of a lawful contract made with that other, to pass in good faith any censure on the conduct of that other in matters to which such lawful authority relates.

Illustration

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

A judge censuring in good faith the conduct of a witness, or of an officer of the court; a head of a department censuring in good faith those who are under his orders; a parent ensuing in good faith a child in the presence of other children; a school master, whose authority is derived from a parent, censuring in good faith a pupil in the presence of other pupils; a master censuring a servant in good faith for remissness in service; a banker censuring in good faith the cashier of his bank for the conduct of such cashier as such cashier are within this exception.

Eighth Exception. It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject-matter of accusation.

Illustration

If a in good faith accuses Z before a magistrate; if A in good faith complains of the conduct of Z, a servant to Z's master; if A in good faith complains of the conduct of Z, a child, to Z's father-A is within this exception.

Ninth Exception. It is not defamation to make an imputation on the character of another, provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of the person making it, or of any other person, or for the public good.

Illustrations

(a) A, a shopkeeper, says to B, who manages his business, "Sell nothing to Z unless he pays you ready money, for I have no opinion of his honesty." A is within the exception, if he has made this imputation on Z in good faith for the protection of his own interests.

(b) A, a magistrate, in making a report to his own superior officer, casts an imputation on the character of Z. Here, if the imputation is made in good faith, and for the public good, A is within the exception.

Tenth Exception. It is not defamation to convey a caution, in good faith, to one person against another, provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed, or of

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

some person in whom that person is interested, or for the public good.

অনুবাদ॥ ধারা–৪৯৯। মানহানিঃ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ জেনে বা এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলী বা চিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে, অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তি সুনাম নষ্ট করবে, সে ব্যক্তি অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির মানহানি করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ১। কোন কিছুর জন্য কোন মৃত ব্যক্তি নিন্দা করা তার মানহানির শামিল হতে পারে, যদি উক্ত নিন্দাবাদ এরূপ হয় যে, উহা তার জীবদ্দশায় তার মানহানিকর হতে এবং উহা তার পরিবার ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য অভিপ্রেত হয়।

ব্যাখ্যা ২। কোন কোম্পানী অনুরূপ ব্যক্তি সমাবেশ সম্বন্ধে কোন নিন্দাবাদ করা মানহানির শামিল হতে পারে।

ব্যাখ্যা ৩। বিকল্পরূপে বা বিদ্রূপত্মকরূপে প্রকাশিত নিন্দাবাদ মানহানির শামিল হতে পারে।

ব্যাখ্যা ৪। কোন নিন্দাবাদই কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করে বলে গণ্য হবে না, যদি না উক্ত নিন্দাবাদ অন্যান্য লোকের ধারণায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত গুণাবলী অবনমিত করে, অথবা উক্ত ব্যক্তির বর্ণ, পেশা সম্পর্কিত গুণাবলী অবনমিত করে বা উক্ত ব্যক্তির খ্যাতি নষ্ট করে অথবা এরূপ বিশ্বাস করার কারণ জন্মায় যে উক্ত ব্যক্তির দেহ ঘৃণাজনক বা এরূপ কোন অবস্থায় রয়েছে যা সাধারণতঃ সম্মানজনক বলে বিবেচনা করা যায় না।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ঙ' 'খ'-এর ঘড়ি চুরি করেছে এরূপ বিশ্বাস জন্মাবার উদ্দেশ্যে 'ক' বলে "ঙ' একজন সৎলোক; সে কখনো 'খ'-র ঘড়ি চুরি করেনি" ব্যতিক্রমসমূহের যেকোনটির আওতায় না পড়লে ইহা মানহানি বলে গণ্য হবে।

(খ) 'খ'-র ঘড়ি কে চুরি করেছে তা 'ক'-কে জিজ্ঞাসা করা হয়। 'ঙ' 'খ'-র ঘড়ি চুরি করেছে বলে বিশ্বাস জন্মাবার উদ্দেশ্যে 'ক' 'ঙ'-র প্রতি ইঙ্গিত করে। ব্যতিক্রমসমূহের যেকোন একটির আওতায় না পড়লে উহা মানহানি বলে গণ্য হবে।

(গ) 'ঙ' 'খ'-র ঘড়ি চুরি করেছে এই বিশ্বাস জন্মাবার উদ্দেশ্যে 'ক' 'খ'-র ঘড়ি নিয়ে পলায়নের পর 'ঙ'-র একটি ছবি অঙ্কন করে। ব্যতিক্রমসমূহের যেকোন একটির আওতায় না পড়লে ইহা মানহানি বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যতিক্রমঃ

(১) জনস্বার্থে সত্য দোষারোপকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সত্য-দোষারোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে না, যদি উক্ত দোষারোপ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা প্রকাশ করা হয়। ইহা জনগণের কল্যাণের জন্য কিনা তা একটি বিবেচ্য বিষয়।

(২) জনসাধারণের প্রতি সরকারী কর্মকর্তার আচরণঃ সরকারী কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে কোন সরকারী কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে বা উক্ত আচরণে তার চরিত্রের যতদূর প্রকাশ পায়, ততদূর সম্পর্কে তার অধিক নহে সদ্‌বিশ্বাসে যেকোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলে গণ্য হবে না।

(৩) জনগণের সমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির আচরণঃ যেকোন জন সমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে এবং অনুরূপ আচরণে তার চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায়, ততটুকু সম্বন্ধে তার অধিক নয়। সদ্‌বিশ্বাসে যেকোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলে গণ্য হবে না।

যেমন—কোন জনসমস্যা সম্পর্কে সরকারের নিকট আবেদন করা, কোন জনসমস্যা সম্পর্কে কোন সভার আহ্বানপত্রে স্বাক্ষর করা, অনুরূপ কোন সভায় সভাপতিত্ব বা যোগদান করা অথবা গণসমর্থনকারী কোন সমিতি গঠন করা বা উহাতে যোগদান করা অথবা কোন পদের কর্তব্যাদি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করাতে জনগণের স্বার্থ রয়েছে, কোন বিশেষ প্রার্থীকে ভোটদান করা বা তার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করার ব্যাপারে 'ঙ'-র আচরণ সম্পর্কে 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে যেকোন অভিমত প্রকাশ করলে তা মানহানি বলে গণ্য হবে না।

(৪) আদালতসমূহের কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশ করাঃ কোন বিচারালয়ের প্রায় সম্পূর্ণ সত্য কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশ করা বা অনুরূপ কোন কার্যবিবরণীর ফলাফল প্রকাশ করা মানহানি বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ কোন বিচারালয়ে বিচারের পূর্বে প্রকাশ্য আদালতে তদন্ত অনুষ্ঠানকারী ন্যায়পাল বা অপর কোন পদস্থ কর্মচারী উপরোক্ত ধারার তাৎপর্যাধীনে আদালত বলে গণ্য হবে।

(৫) আদালতে সিদ্ধান্তকৃত মোকদ্দমার দোষ, গুণ বা সাক্ষীসমূহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণঃ কোন বিচারালয়ে সিদ্ধান্তকৃত কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মোকদ্দমায় দোষ, গুণ সম্পর্কে বা অনুরূপ মোকদ্দমায় পক্ষ গ্রহণকারী হিসেবে যেকোন ব্যক্তির সাক্ষীর বা প্রতিভূর আচরণ সম্পর্কে অথবা উক্ত আচরণে অনুরূপ ব্যক্তির চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায় ততটুকু, তার অধিক নহে, সম্পর্কে সদ্‌বিশ্বাসে যেকোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলে গণ্য হবে না।

উদাহরণসমূহঃ

(ক) 'ক' বলে, "আমি মনে করি উক্ত মোকদ্দমায় 'ঙ'-র সাক্ষ্য এরূপ স্ববিরোধী যে নিশ্চয়ই সে বোকা, নয়ত অসৎ।" সদ্‌বিশ্বাসে সে ইহা বলে থাকলে সে এই ব্যতিক্রমের

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আওতাধীন হবে, যেহেতু উক্ত আচরণে সাক্ষী হিসেবে 'ঙ'-র চরিত্রের যেরূপ প্রকাশ পায়, তার অধিক নহে 'ক'-র অভিমত সে চরিত্র সম্পর্কিত।

(খ) কিন্তু যদি 'ক' বলে "খ উক্ত মোকদ্দমায় যা বলেছিল তা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ আমি জানি যে সে সত্যবাদী নহে" তাহলে 'ক' এই ব্যতিক্রম আওতাধীন হবে না, যেহেতু 'ঙ'-র চরিত্র সম্পর্কে সে যে অভিমত প্রকাশ করে তা সাক্ষী হিসেবে 'ঙ'-র আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

(৬) গণ অনুষ্ঠানের গুণাবলীঃ যে কার্য উহার সম্পাদক কর্তৃক জনগণের বিচারের জন্য পেশ করা হয়েছে, সে কার্য সম্পর্কে বা অনুরূপ কার্যে সম্পাদকের চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায় ততটুকু, তার অধিক নহে, সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলে গণ্য হবে না।

ব্যাখ্যাঃ কোন কার্য প্রকাশ্যভাবে অথবা সম্পাদকের কোন কার্যের মাধ্যমে, যা জনগণের বিচারের জন্য পেশকরণ বুঝায়, জনগণের বিচারের জন্য পেশ করা যেতে পারে।

উদাহরণসমূহ

(ক) যদি কোন ব্যক্তি কোন পুস্তক প্রকাশ করেন, সে ব্যক্তি উক্ত পুস্তক গণ অভিমতের জন্য পেশ করেন বলে গণ্য হবে।

(খ) যে ব্যক্তি জনসমক্ষে কোন বক্তৃতা করেন, সেই ব্যক্তি উক্ত বক্তৃতা গণ অভিমতের জন্য পেশ করেন বলে গণ্য হবে।

(গ) যে অভিনেতা বা গায়ক কোন সাধারণ মঞ্চে অভিনয় করে, সে তার অভিনয় বা গান গণঅভিমতের জন্য পেশ করে বলে গণ্য হবে।

(ঘ) 'ঙ' কর্তৃক প্রকাশিত কোন পুস্তক সম্বন্ধে 'ক' বলে, 'ঙ'-র পুস্তক নির্বুদ্ধিতামূলক, 'ঙ' অবশ্যই একজন দুর্বল প্রকৃতির লোক, 'ঙ'-র পুস্তক অশ্লীল; 'ঙ' নিশ্চয়ই একজন অপবিত্র প্রকৃতির লোক।" যদি সে ইহা সদ্‌বিশ্বাসে বলে থাকে, তাহলে 'ক' এই ব্যতিক্রমের আওতাধীন হবে যেহেতু সে যে অভিমত প্রকাশ করে তা 'ঙ'-র চরিত্রের ততটুকু সম্পর্কিত, যতটুকু 'ঙ'-র পুস্তকে প্রকাশ পায়, তার অধিক নহে।

(ঙ) কিন্তু যদি 'ক' বলে, "আমি এতে মোটেই অবাক হই নাই যে, 'ঙ'-র পুস্তক নির্বুদ্ধিতামূল এবং অশ্লীল, কারণ সে একজন দুর্বল ও লম্পট প্রকৃতি লোক।" 'ক' এই ব্যতিক্রমের আওতাধীন হবে না। যেহেতু সে 'ঙ'-র চরিত্র সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করে তা 'ঙ'-র পুস্তকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

(৭) অন্য কোন ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সদ্‌বিশ্বাসে ভৎর্সনাকরণঃ যদি ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উপর আইনবলে অর্পিত বা উক্ত অপর ব্যক্তির সাথে সম্পাদিত কোন চুক্তি হতে উদ্ভূত কোন কর্তৃত্ব রয়েছে, সে ব্যক্তি অনুরূপ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আইনানুগ কর্তৃত্ব যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত, সে সমস্ত বিষয়ে উক্ত অপর ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে সদ্‌বিশ্বাসে কোন ভর্ৎসনা করলে তা মানহানি বলে গণ্য হবে না।

উদাহরণঃ কোন বিচারকের সদ্‌বিশ্বাসে কোন সাক্ষী বা আদালতের পদস্থ কর্মচারীকে তার আচরণ সম্বন্ধে তিরস্কার করা, কোন বিভাগীয় প্রধানের তার অধস্তন কোন কর্মচারীকে সদ্‌বিশ্বাসে কোন প্রকার তিরস্কর করা, পিতা বা মাতার সদ্‌বিশ্বাসে কোন শিশুকে অন্যান্য শিশুর সম্মুখে তিরস্কার করা, কোন স্কুলের শিক্ষক যদি পিতা বা মাতা হতে কর্তৃত্ব লাভ করেন তার সদ্‌বিশ্বাসে কোন ছাত্রকে অন্যান্য ছাত্রের সম্মুখে ভর্ৎসনা করা, কোন মনিব কোন ভৃত্যকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য সদ্‌বিশ্বাসে ভর্ৎসনা করা, কোন ব্যাংক মালিকের সদ্‌বিশ্বাসে তার ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে অনুরূপ ক্যাশিয়ার হিসেবে তার আচরণের জন্য তিরস্কার করা এই ব্যতিক্রমের আওতাধীন হবে।

(৮) কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সদ্‌বিশ্বাসেঅভিযুক্তকরনঃ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তির উপর যে সমস্ত ব্যক্তির আইনানুগ কর্তৃত্ব রয়েছে, তাদের কারো নিকট সদ্‌বিশ্বাসে কোন অভিযোগ করা মানহানি বলে গণ্য হবে।

যেমন—যদি 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে 'ঙ'-কে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত করে, যদি 'ক' সদ্‌বিশ্বাসে ভৃত্য 'ঙ'-র আচরণ সম্বন্ধে 'ঙ'-র মনিবের নিকট অভিযোগ করে, 'ক' যদি সদ্‌বিশ্বাসে ছেলে 'ঙ' সম্পর্কে 'ঙ'-র পিতার নিকট অভিযোগ করে তাহলে 'ক' এ ব্যতিক্রমের আওতাধীন হবে।

(৯) কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার সদ্‌বিশ্বাসে স্বার্থ রক্ষার্থে বা অন্য কারো উপর কোন দোষারোপকরণঃ অপর কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর দোষারোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে না, যদি দোষারোপকারীর নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে বা জনকল্যাণেল খাতিরে সদ্‌বিশ্বাসে উক্ত দোষারোপ করা হয়।

উদাহরণসমূহঃ

(ক) দোকানদার 'ক' তার ব্যবসায় পরিচালক 'খ'-কে বলল, 'ঙ' নগদ টাকা না দিলে তার নিকট কিছুই বিক্রয় করিও না, কারণ তার সততা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। 'ক' যদি তার নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে 'ঙ'-র ব্যাপারে সদ্‌বিশ্বাসে এ অভিযোগ করে থাকে, তাহলে সে এ ব্যতিক্রমের আওতাধীন হবে।

(খ) ম্যাজিস্ট্রেট 'ক' তর নিজ উর্ধ্বতন কোন কর্মচারীর নিকট রিপোর্ট প্রদান করে 'ঙ'-র চরিত্রের উপর দোষারোপ করে। এক্ষেত্রে যদি সদ্‌বিশ্বাসে এবং জনকল্যাণার্থে এ দোষারোপ করা হয়, তাহলে 'ক' এই ব্যতিক্রমের আওতাধীন হবে।

(১০) সতর্ককৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থ জনকল্যাণার্থে সতর্কতাঃ কোন ব্যক্তিকে সদ্‌বিশ্বাসে অন্য কোন ব্যক্তির সম্মুখে সতর্ক করে দেয়া মানহানি বলে গণ্য হবে না, যদি অনুরূপ সতর্কতা, সতর্ককৃত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তিতে উক্ত ব্যক্তির স্বার্থ নিহিত রয়েছে তার বা জনকল্যাণার্থে অভিপ্রেত হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আলোচনা

মানহানি সংক্রান্ত অপরাধটি দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় বর্ণিত আছে। এই ধারা অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে বা তার খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট হবে বলে জানা সত্ত্বেও বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও উচ্চারিত বা পঠিত হবার জন্য উদ্দিষ্ট কথা দ্বারা বা চিহ্ন দ্বারা বা দৃশ্যমান বস্তু বা প্রতীক দ্বারা সে ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন ঘটনা আরোপ করে বা প্রকাশ করে, তাহলে এই ধারা অনুসারে নির্দেশিত ব্যতিক্রমসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মানহানি করেছে বলে কথিত হবে।

মানহানি সম্পর্কে দণ্ডবিধি আইনের বিধানসমূহঃ দণ্ডবিধি আইন অনুসারে মানহানি সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটন করতে হলে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ থাকতে হবে; যথা–

(১) কোন ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন ঘটনা আরেপ করতে হবে বা প্রকাশ করতে হবে।

(২) কোন ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করতে হলে অপরাধীকে হয় কোন কিছু (ক) উচ্চারিত অথবা (খ) পঠিত হবার জন্য উদ্দিষ্ট কথা দ্বারা অথবা (গ) চিহ্ন দ্বারা অথবা (ঘ) দৃশ্যমান বস্তু দ্বারা অথবা (ঙ) প্রতীক দ্বারা সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন ঘটনা আরোপ করতে হবে বা প্রকাশ করতে হবে।

(৩) এইরূপ খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করার পশ্চাতে অপরাধীকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে থাকতে হবে।

(৪) অপরাধীকে এইরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, যদি সে এরূপ মানহানিকার ঘটনা আরোপ করে বা প্রকাশ করে তা হলে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।

Sec.–500. Punishment for defamation: Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৫০০। মানহানির শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির মানহানি করে সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–501. Printing or engraving matter known to be defamatory: Whoever prints or engraves any matter, knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৫০১। মানহানিকর বলে পরিচিত বিষয় মুদ্রণ বা খোদাইকরণঃ যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করে, যা কোন ব্যক্তির মানহানিকর বলে সে জানে বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–502. Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter: Whoever sells or offenss for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter, knowing that it contains such matter, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৫০২। মানহানির বিষয় সম্বলিত মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু বিক্রয়ঃ যদি কোন ব্যক্তি মানহানির বিষয় সম্বলিত কোন মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু, উহা অনুরূপ বিষয় সম্বলিত বলে জেনেও বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER XXII
OF CRIMINAL INTIMIDATION, INSULT AND ANNOYANCE
অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন অপমানজনক, ক্ষতিকর ও বিরক্তিকর কাজ সম্পর্কে

Sec.–503. Criminal Intimidation: Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of any in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation.

Explanation. A threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested. is within this section.

Illustration

A, for the purpose of inducing B to desist from prosecuting a civil suit, threatens to burn B's house. A is guilty of criminal intimidation.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অনুবাদ॥ ধারা–৫০৩। **অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনঃ** যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আতঙ্কিত করার অভিপ্রায়ে তার দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার অথবা যে ব্যক্তিতে তার স্বার্থ নিহিত রয়েছে তার দেহ বা সুখ্যাতির ক্ষতিসাধন করার ভীতি প্রদর্শন করে অথবা সে ব্যক্তিকে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শনের বাস্তবায়ন এড়াবার উপায় হিসেবে সে আইনত যে কার্য করতে বাধ্য নহে তা করতে বাধ্য করার বা সে ব্যক্তির যে কার্য করার আইনানুগ অধিকার রয়েছে তা হতে তাকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শন করে সে ব্যক্তি অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন করে।

ব্যাখ্যাঃ ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তির স্বার্থ নিহিত রয়েছে এমন কোন মৃত ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করার ভীতি প্রদর্শন এই ধারার আওতাধীন হবে।

উদাহরণঃ 'ক' 'খ'-কে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা পরিচালনা হতে বিরত করার উদ্দেশ্যে 'খ'-র ঘর পোড়ায়ে দেয়ার ভয় দেখায়। 'ক' অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অপরাধে দোষী।

Sec.–504. Intentional insult with intent to provoke breach of the peace: Whoever intentionally insults, and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace, or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৫০৪। **শান্তিভঙ্গের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমানঃ** যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে অপমান করে এবং তদ্দ্বারা তাকে ক্রোধোদ্দীপ্ত করে যে অনুরূপ ক্রোধাদ্দীপনার ফলে সে জনশান্তি নষ্ট করবে বা অন্য যেকোন অপরাধ অনুষ্ঠান করবে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–505. Statements conducing to public mischief: Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report,–

(a) with intent to cause, or which is likely to cause, any officer, soldier, sailor or airman in the Army, Navy or Air Force of Bangladesh to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such; or

(b) with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public or to any section of the public whereby any person may

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

be induced to commit an offence against the State or against the public tranquillity; or

(c) with intent to incite, or which is likely to incite, any class or community of persons to commit any offence against any other class or community,

shall be punished with imprisonment which may extend to two years or with fine, or with both.

Exception. It does not amount to an offence, within the meaning of this section, when the person making, publishing or circulating any such statement, rumour or report, has reasonable grounds for believing that such statement, rumour or report is true and makes, publishes or circulates it without any such intent as aforesaid.

অনুবাদ ॥ ধারা—৫০৫। জনগণের অনিষ্ট সাধনে সহায়ক বিবৃতিসমূহঃ যে ব্যক্তি–

(ক) বাংলাদেশে স্থলবাহিনী, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মকর্তা সৈনিক, নাবিক, বা বৈমানিক বিদ্রোহ করতে বা প্রকারান্তরে অনুরূপ কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক হিসেবে তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করতে বা অপারগ হতে প্রবৃত্ত করার অভিপ্রায়ে বা অনুরূপ প্রবৃত্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে এমন, অথবা

(খ) জনগণের বা জনগণের শ্রেণীবিশেষের মধ্যে যেকোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র বা গণশান্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করা যেতে পারে, এমন ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে এমন; অথবা

(গ) জনসম্প্রদায় বিশেষকে অপর কোন জনশ্রেণী বা জনসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার অভিপ্রায়ে বা যদ্দ্বারা অনুরূপ উত্তেজিত করার সম্ভাবনা আছে এমন কোন বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশ বা প্রচার করে; অথবা

(ঘ) জনসাধারণের বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী অথবা শাখার মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা অশুভ ইচ্ছা সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করা অথবা যদ্দ্বারা উক্তরূপ শত্রুতা, ঘৃণা বা অশুভ ইচ্ছা বৃদ্ধি হতে পারে সেরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে,

সেসকল ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা জরিমানা দণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–505A. Prejudicial act by words, etc.: Whoever–

(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise does anything, or

(b) makes, publishes or circulates any statement, rumour or report.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Which is, or which is likely to be prejudicial to the interests of the security of Bangladesh or public order, or to the maintenance of friendly relation of Bangladesh with foreign States or to the maintenance of supplies and services essential to the community, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৫০৫ক। কথার দ্বারা ক্ষতিকর কাজ, ইত্যাদিঃ যদি কোন ব্যক্তি–

(ক) যদি কোন কথা যা মৌখিক বা লিখিত হতে পারে তদ্দ্বারা অথবা দৃষ্টিগোচর কোন ইশারা বা অঙ্গভঙ্গি দ্বারা বা অন্য কোনভাবে, কিছু করে, অথবা

(খ) যদি কোন বিবৃতি, গুজব অথবা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রকাশ করে বিতরণ করে–

যা বাংলাদেশের নিরাপত্তা অথবা জনস্বার্থ অথবা জনশৃঙ্খলার পক্ষে অথবা বিদেশের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পক্ষে অথবা জনসাধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ বা সেবাকার্য অব্যাহত রাখার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহলে সে ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে অথবা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–506. Punishment for criminal intimidation: Whoever commits the offence of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both;

If threat be to cause death or grievous hurt, etc.

and if the threat be to cause death or grievous hurt, or to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offence punishable with death or transportation, or with imprisonment for a term which may extend to seven years, or to impute unchastely to a woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৫০৬। অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি অপরাধমূলক ভয় দেখায় সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখানো

যদি মৃত্যু ঘটানোর বা গুরুতর আঘাত দানের কিংবা অগ্নিসংযোগে সম্পত্তি বিনষ্ট করার অথবা মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বৎসর

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় অপরাধ করার অথবা কোন নারীর প্রতি অসতীত্বারোপ করার ভয় দেখানো হয় তাহলে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–507. Criminal intimidation by an anonymous communication: Whoever commits the offence of criminal intimidation by an anonymous communication, or having taken precaution to conceal the name or abode of the person from whom the threat comes, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, in addition to the punishment provided for the offence by the last preceding section.

অনুবাদ॥ ধারা–৫০৭। বেনামী চিঠিপত্রের সাহায্যে অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনঃ যদি কোন ব্যক্তি বেনামী চিঠিপত্রের সাহায্যে অথবা যার তরফ হতে ভয় দেখান হয় তার নাম বা ঠিকানা গোপন করার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করে অপরাধমূলক ভয় দেখানোর অপরাধ করে, সে ব্যক্তি পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উক্ত অপরাধের জন্য যে শাস্তি ব্যবস্থা রয়েছে তা ব্যতীতও যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে।

Sec.–508. Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of Divine displeasure: Whoever voluntarily causes or attempts to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do or to omit to do anything which he is legally entitled to do by inducing or attempting to induce that person to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered by some act of the offender an object of Divine displeasure if he does not do the thing which it is the object of the offender to cause him to do, or if he does the thing which it is the object of the offender to cause him to omit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

Illustrations

(a) A sits dhurna at Z's door with the intention of causing it to be believed that, by so sitting, he renders Z an object of Divine displeasure. A has committed the offence defined in this section.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(b) A threatens Z that, unless Z performs a certain act, A will kill one of A's own children, under such circumstances that the killing would be believed to render Z an object of Divine displeasure, A has committed the offence defined in this section.

অনুবাদ॥ ধারা–৫০৮। কোন ব্যক্তিকে সে দৈব আক্রোশকবলিত হবে বলে বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করে কোন কার্য সম্পাদন করাঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে, সে বা যে, ব্যক্তিতে তার স্বার্থ নিহিত রয়েছে সে ব্যক্তি তাকে দিয়ে যে কার্য করাতে চায়, সে কার্য না করলে অথবা অপরাধকারী তাকে যে কার্য হতে বিরত করতে চায় সে কার্য করলে, দৈব আক্রোশের লক্ষ্য হবে বা অপরাধকারীর কোন কার্যের ফলে দৈব আক্রোশের লক্ষ্যে পরিণত হবে বলে বিশ্বাস করার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করে বা প্রবৃত্ত করার উদ্যোগ করে যে কার্য করার জন্য উক্ত ব্যক্তি আইনতঃ বাধ্য নহে সে তাকে সে কার্য করতে অথবা তার যে কার্য করার অধিকার রয়েছে, সে কার্য হতে তাকে বিরত করতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য করে বা বাধ্য করার উদ্যোগ করে, সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ (ক) 'ক' এই বিশ্বাস জন্মাবার উদ্দেশ্যে 'ঙ'-র দরজায় ধর্ণা দিয়ে বসে যে, অনুরূপভাবে বসে সে 'ঙ'-কে দৈব আক্রোশের লক্ষ্যে পরিণত করছে। 'ক' এ ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

(খ) 'ক' 'ঙ'-কে হুমকি দেয় যে, 'ঙ' কোন একটি বিশেষ কার্য সম্পাদন না করলে 'ক' 'ক'-এর আপন সন্তানদের একজনকে এমন অবস্থায় হত্যা করবে যাতে উক্ত হত্যাকার্য 'ঙ'-কে দৈব আক্রোশের লক্ষ্যে পরিণত করবে বলে বিশ্বাস জন্মাতে পারে। 'ক' এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেছে বলে গণ্য হবে।

Sec.–509. Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman: Whoever, intending to insult the modesty of any woman, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen, by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৫০৯। কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদার অভিপ্রায়ে কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কার্যঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে এই উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য করে, কোন শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করে বা কোন বস্তু

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রদর্শন করে যে, উক্ত নারী অনুরূপ মন্তব্য বা শব্দ শুনতে পায় অথবা অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখতে পায়, কিংবা উক্ত নারীর নির্জনাবাসে অনধিকার প্রবেশ করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

Sec.–510. Misconduct in public by a drunken person: Whoever, in a state of intoxication appears in any public place, or in any place which it is a trespass in him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to twenty four hours, or with fine which may extend to ten Taka or with both.

অনুবাদ॥ ধারা–৫১০। প্রকাশ্যে মাতাল ব্যক্তি অশোভন আচরণঃ যদি কোন ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় কোন প্রকাশ্য স্থানে, অথবা যে স্থানে প্রবেশ করা তার পক্ষে অনধিকার প্রবেশের শামিল, এরূপ কোন স্থানে উপস্থিত হয় এবং উক্ত স্থানে এরূপ আচরণ করে, যা কোন ব্যক্তির বিরুক্তির উদ্রেক করে, সে ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে যার পরিমাণ দশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

CHAPTER XXIII
OF ATTEMPTS TO COMMIT OFFENCE
অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগ সম্পর্কিত

Sec.–511. Punishment for attempting to commit offences punishable with transportation or imprisonment: Whoever attempts to commit an offence punishable by this Code with transportation or imprisonment, or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence, shall where no express provision is made by this Code for the punishment of such attempt, be punished with transportation or imprisonment of any description provided for the offence, for a term of transportation or imprisonment which may extend to one half of the longest term provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both.

Illustrations

(a) A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box, and finds after so opening the box, that there is no jewel in it.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

He has done an act towards the commission of therefore, is guilty under this section.

(b) A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in the attempt in consequence of Z's having nothing in his pocket. A is guilty under this section.

অনুবাদ॥ ধারা—৫১১। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগের শাস্তিঃ যদি কোন ব্যক্তি এই বিধিবলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটন করার বা করার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপ উদ্যোগে উক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিমুখে কোন কার্য করে, সে ব্যক্তি অনুরূপ উদ্যোগের শাস্তির ব্যাপারে এই বিধিতে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ড, যার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের বা কারাদণ্ডের অর্ধেক মেয়াদ পর্যন্ত হতে পারে বা অনুরূপ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত জরিমানা দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণঃ (ক) 'ক' একটি বাক্স ভেঙ্গে কিছু গহনাপত্র চুরি করার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপভাবে বাক্স খুলার পর দেখে যে উহাতে কোন গহনা নেই। সে চুরি সংঘটনের অভিমুখে একটি কার্য করেছে; অতএব এই ধারার অধীনে দোষী।

(খ) 'ক' 'ঙ'-র পকেটে তার হাত ঢুকায়ে 'ঙ'-র পকেট মারার উদ্যোগ করে। 'ঙ'-র পকেটে কিছু না থাকার দরুন 'ক' অনুরূপ উদ্যোগে ব্যর্থকাম হয়। 'ক' এ ধারার অধীনে দোষী।

আলোচনা

দণ্ডবিধি ৫১১ ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তি অত্র বিধিবলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্য প্রকার কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটন করবার বা করাবার চেষ্টা করে কিংবা অনুরূপ চেষ্টার মাধ্যমে অপরাধটি সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, তবে–

যেক্ষেত্রে অনুরূপ চেষ্টার শাস্তির জন্য অত্র বিধিতে কোন বিধান নাই, সেই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অপরাধটির জন্য নির্ধারিত দণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের দ্বীপান্তর (বর্তমান সংশোধনী অনুযায়ী ৩০ বৎসর কারাদণ্ড) বা যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা উক্ত অপরাধের জন্য যে জরিমানার বিধান আছে সেই জরিমানা কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বলতে অপরাধটি সংঘটনের নিমিত্ত উপকরণাদি সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা বুঝায়। অপরদিকে প্রস্তুতি গ্রহণের পর কোন অপরাধমূলক কার্য সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বলা হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

দন্ডবিধিতে উল্লেখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের জন্য অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের বিধান বর্ণিত আছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কোন অপরাধ সংঘটিত না হলেও শুধু উক্ত অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার জন্য এমনকি শুধু প্রস্তুতি নেয়ার জন্যও উহা শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হয়। যেমন–

(১) অপরাধের প্রস্তুতি বলতে অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করাকে বুঝায়। পক্ষান্তরে, অপরাধ করার প্রচেষ্টা বলতে প্রস্তুতি গ্রহণের পর অপরাধটি সংঘটনের জন্য কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে বুঝায়।

(২) প্রস্তুতিকে প্রচেষ্টার পূর্বশর্ত বলা হয়। অর্থাৎ প্রস্তুতি যেখানে শেষ হয় তারপর হতে প্রচেষ্টার সূত্রপাত। যেমন–সিঁদ কেটে কারো ঘরে ঢুকতে হলে সিঁদ কাটার জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার সংগ্রহ করা হচ্ছে অপরাধের প্রস্তুতি এবং সিঁদ কাটার জন্য সে হাতিয়ার প্রয়োগ করাই হলো অপরাধের প্রচেষ্টা।

(৩) প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যেহেতু অপরাধীর উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের সুযোগ বিদ্যমান থাকে তাই কেবলমাত্র অপরাধের প্রস্তুতির জন্য সাধারণভাবে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের বিধান নাই। তবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রস্তুতিই অপরাধ সংঘটনের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন–টাকা জাল করার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ, কেনা-বেচা বা দখলে রাখা ইত্যাদি। এসবক্ষেত্রে এসব কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য স্পষ্ট অর্থাৎ অপরাধীর মূল উদ্দেশ্য অপরাধ করা বা উহাতে সহায়তা প্রদান করা। তাই এ ধরনের প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড অপরাধের প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য হলেও তা শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত। পক্ষান্তরে, অপরাধের যে কোন প্রচেষ্টা দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। কারণ, প্রকৃত অপরাধ করা এবং অপরাধের চেষ্টা চালানোর মধ্যে অপরাধীর মানসিক অবস্থার কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

(৪) প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় অপরাধীর উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় পরিবর্তন করার অবকাশ থাকে। কারণ, প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পরও প্রকৃত অপরাধ সংঘটিত নাও হবার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে, প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন ঘটে। সুতরাং সেক্ষেত্রে অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের অবকাশ থাকে না।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপরাধের প্রস্তুতিই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, যেমন–

(১) জাল মুদ্রাঃ দন্ডবিধির ২৪২ ধারা মোতাবেক জাল মুদ্রা কারো দখলে থাকলে তা প্রতারণার প্রস্তুতি হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। একইভাবে ২৪৫ ধারার বিধান মোতাবেক জাল মুদ্রা তৈরীর যন্ত্রাদি কারো দখলে থাকলেও উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এছাড়া জাল ষ্ট্যাম্প তৈরী করার যন্ত্র, ওজনে কম রাখা বাটখারা ইত্যাদি অপরাধের প্রস্তুতি হিসেবে দন্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(২) **অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রঃ** দন্ডবিধির ১২০-বি ধারার বিধান মোতাবেক অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যে কতিপয় ব্যক্তির মতৈক্যে উপনীত হওয়াই একটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৩) **সংক্রামক ব্যাধির উৎসঃ** কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের ভূমিতে এমন কোন কার্যক্রম চালায় যার ফলে উক্ত স্থান হতে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করার সম্ভাবনা থাকে, যদিও বাস্তবে এমন সংক্রমণ না ছড়ায়, তবুও সেক্ষেত্রে দন্ডবিধির ২৭০ ধারা অনুযায়ী উক্ত কর্মকান্ড শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(৪) **ভেজাল খাদ্য ওষুধ ইত্যাদিঃ** ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্যে কোন ভেজাল মেশানো হলে উহা দন্ডবিধির ২৭২ ধারা মোতাবেক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই নিয়ম অনুযায়ী ওষুধ পানীয় ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানোর প্রস্তুতিও অপরাধের প্রস্তুতি হিসেবে শাস্তিযোগ্য।

(৫) **ডাকাতির প্রস্তুতিঃ** ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলে দন্ডবিধির ৩৯৯ ধারা মতে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। বস্তুতপক্ষে, এই সকল অপরাধের প্রস্তুতি নেয়াই অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা বা সংঘটন হিসেবে গণ্য হয় এবং এর জন্য দন্ডবিধিতে শাস্তির বিধান রয়েছে।

(৬) **খুন করার চেষ্টাঃ** খুন করা যেমন অপরাধ তেমনি অপরাধী প্রকৃত খুন না করে খুন করার চেষ্টা করলেও তা অপরাধ।

(৭) **আত্মহত্যার চেষ্টাঃ** যদি কেউ আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালায় ও এরূপ অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে দন্ডবিধির ৩০৯ ধারা অনুযায়ী তাকে ১ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা জরিমানা বা উভয় প্রকার শাস্তি প্রদানের বিধান আছে। তবে আত্মহত্যা সংঘটিত হলে এই অপরাধ শাস্তিযোগ্য নয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, আত্মহত্যা করা অপরাধ নয় বরং আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালানোও অপরাধ।

Distinction between "preparation to commit an offence" and "attempt to commit an offence": Preparation widely differs from attempt. While preparation consists in devising or arranging the means or measures for the commission of the offence, attempt is the direct movement towards the commission after preparations are made. Attempt is, therefore, preparation plus something more. Attempt begins where preparation ends. Attempt excludes the possibility of a change in the intention of the accused and the possibility that it is for an innocent purpose. The relative proximity between the act done and the evil consequence contemplated largely determines the distinction between an attempt and a preparation. A

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

preparation is generally not punished while every attempt is, the reason being that a preparation apart from its motives would generally be a harmless act. Thus A intends to kill B and with this motive he purchases poison in order to mix it in B's food. Up to this stage A's act is mere preparation, which is not punishable. But if A actually mixes poison in B's food and puts it before B among his dishes, he has committed and attempt. It is impossible to show in most cases that the preparation was directed to a wrongful end or was done with an evil motive or intention. An attempt is, however, made punishable because every attempt, although it fails to achieve the result, must create alarm which of itself is an injury and the moral guilt of the offender is the same as if he had succeeded.

There are, however, exceptional cases where the contemplated offence may be so grave that it must be nipped in the bud at its earliest stage. Instances of this type have been cited above viz., preparation to wage war against the Government of Pakistan, preparation to commit depredation on territories of any power at peace with the Government of Pakistan and preparation to commit dacoity. There are also a few cases where even mere preparation is made punishable because they cannot by the very nature of things be meant for innocent purposes, e.g., provision against making, mending, buying or selling or being in possession of instruments used in the manufacture of coin. There are also a few acts which, although in reality are mere preparation, have been regarded as a substantive offence, viz., possession of counterfeit coins, false weights and forged documents.

2. Distinction between abetment and attempt : Although both are indictable offences they differ in certain respects. In the first place, in abetment the offence is complete in itself within the meaning of section 40, P.P.C., while an attempt to commit the offence is not completed. If the act is completed there would no more be an attempt but offence itself. It is only when the object to commit an offence fails that the accused is guitly of attempt to commit that offence. In the second place, abetment may be committed in several ways mentioned in section 107, viz. instigating any person, engaging with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of a thing, or intentionally aiding, by any act or illegal

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

omission, the doing any act towards the commission of the offence. In the third place, in abetment the abettor need not be present at the time of the offender is necessary at the time of the commission of the offence. In the fourth place, abetment of an offence is more severely punished than an attempt to commit the same offence. Thus abetment of the offence of murder would be punished in the same way as murder itself, viz. With death or transportation for life ; whereas an attempt to commit murder is less severely punishable.

LEADING CASES

1. Barendra Kumar Ghosh v. King Emperor :

Facts of the case On August 3, 1923, when the postmaster of the Sankaritola post office, calcutta, was counting money in his office, three men, of whom the appellant Barendra was one, called upon him to hand over the money. Almost immediately afterwards, they fired pistols at him, hitting him in two places and he died at once. The appellant was chased and arrested with a pistol which he was firing at his pursuers.

He was tried upon a charge of murder at a criminal sessions of the Calcutta High Court. The Judge directed the jury that if they were satisfied that the postmaster was killed in furtherance of a common intention of all three men, the prisoner was guilty of murder under section 302 I.P.C., whether he fired the fatal short or not. Upon a unamimous verdict of guilty by a special Jury, he was convicted and sentenced to death.

The Advocate General having granted a certificate under clause 26 of the Letters patent that the High Court should further consider the case whether there was any misdirection to the jury, it was heard by a Bench of five Judges who dismissed the appeal. Leave to appeal to the privy Council was granted by the High Court under clause 41 of the Letters patent. The privy Council dismissed the appeal.

Point for decision: Was the appellant guilty of murder under section 302 I.P.C., although it was not proved that it was he who fired the fatal shot?

Decision: Yes, as he had fired, in furtherance of the common intention of all, within the meaning of section 34 I.P.C.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Judgment and Reasons for Decision

The doing to death of one person at the hands of several, by blows or stabs, under circumstances in which it can never be known which blow or blade actually extinguished life, is common in all criminal experience. Is the crime in such cases attempted murder only ? Section 34 I.P.C. provides that when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each is liable for that act as if it were done by him alone.

It was contended for the appellant that in a case of murder the words 'a criminal act' in this section mean an act which takes the life. This, it was said, appears from the concluding words of the section, 'liable for that act as if it were done by him alone. It was argued that no act done by a man alone can make him liable as a murder, except an act done by himself and fatal to his victim. In other words, the argument was that even in joint commission of crimes, a man is responsible only for his own acts.

Such a proposition was not worth enacting. For without it, a man is undoubtedly responsible for what he himself has done, irrespective of what others did. The argument, in effect, meant that if three assailants simultaneously fire at their victim and lodge three bullets in his brain, all may be guilty of murder ; but if one bullet only grazes his ear, one of them is not a murder, and each being entitled to the benefit of doubt, all must be acquitted of murder, and can be convicted only of attempt to murder.

This absurdity does not really follow from the provisions of the code. By section 33, 'a criminal act' includes a series of acts. By section 37, when any offence is committed by means of several acts, the doing of any one of them, with an intention to cooperate in the offence, makes the actor liable for the offence. Section 38 provides that several persons concerned in a criminal act may be guilty of different offences. Read together, these sections are plain. Section 34 deals with the doing of separate acts, similar or diverse, by several persons. If all are done in furtherance of a common intention, each person is liable for the result of them all. The contrary view taken in Nirmal Kanta Ray's case was wrong.

Next argument of the appellant rested on sections 114 and 149 I.P.C It was said that if section 34 bears the meaning stated above,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

these sections are otiose. Section 149, however, is certainly not unnecessary ; for, it create a specific offence and deals with the punishment of that offence alone. As to section 114, it is evidential. Participation in a crime is often difficult to establish. Section 114 provides that where there has been abetment and actual commission of a crime and the abettor is present there, participation is established, bringing the case within the ambit of section 34. Neither section 114 nor section 149 is thus superfluous.

The appeal therefore fails and is dismissed.

Points decided: (1) When a number of persons, in furtherance of a common intention, shot a person dead, all are guilty of murder under section 302 I.P.C. read with section 34, irrespective of who fired the fatal shot.

(2) The interpretation put upon section 34I.P.C. in Nirmal Kanta Roy's case is not correct.

(3) No appeal lies to the privy Council under clause 41 of the Letters patent, against the decision of the High Court passed or review, on a certificate by the Advocate General under clause 26.

Note: In Nirmal Kanta Roy's case, two men acting in concert both fired at a police man, one hitting and killing him and the other failing to hit at all. The latter was acquitted of the charge under section 302 read with section 34. This view of the law is overruled by the privy Council in this case. Their Lordships held that the orders 'that act' and 'the act' in the latter part of section 34 include the whole of the action covered by 'a criminal act' in the first part.

2. Mahbub Shah V. Emperor

Facts of the case: On August 25, 1943, at sun rise, Allah Dad, deceased, with a few others left his village by boat for cutting reeds growing on the banks of the Indus river. When they had traveled for about a mile downstream, they saw Mohammad Hossain Shah, father of Wali Shah (absconder), bathing on the bank of the river. On being told that they were going to collect reeds, he warned them against collecting reeds from land belonging to him. Ignoring his warning, they collected about 16 bundles of reeds, and then started for the return journey. While the boat was being pulled upstream by means of a rope, Quasim Shah , nephew of Mohammad Hossain Shah, father

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

of will Shah (absconder), bathing on the bank of the river. On being told that they were going to collect reeds, he warned them against collecting reeds from land 16 bundles of reeds, and then started for the return journey. While the boat was being pulled upstream by means of a rope, quasim shah , nephew of Mohammad Hossain shah (acquitted by the High Court), who was standing on the bank of the river, asked Allah Dad to give him the reeds that had been collected from his uncle's land. He refused, what happened subsequently was spoken by two boys, Nur Hussain, P.W 10, and Nur Mohammad, P W 11. Quasim Shah then caught the rope and tried to snatch it away. He then pushed Allah Dad and gave him a blow with a small stick, but it was warded off. Allah Dad then picked up a lari (bamboo pole) from the boat and struck Quasim Shah with it. Quasim shah then shouted out for help. On hearing the cry, the appellant Mahbub shah and his uncle Wali shah who were out shooting game came up with guns in their hands. When Allah Dad, who fell down dead, and Mahbub Shah fired at Hamidullah causing injuries to him.

On the above facts the learned sessions Judge convicted the appellant Mahbub shah of murder of Allah Dad under section 302 read with section 34 Indian penal code. He was also convicted of the attempted murder of Hamidullah.

On appeal, the High Court confirmed the conviction and sentence. An appeal was then preferred to the privy Council by special leave and the appeal was allowed.

Point for decision : was there any common intention making the appellant guilty under section 302 read with section 34 I.P.C.?

Decision : No.

Judgment and Reasons for Decision

Section 34 of the Indian Penal Code lays down a principle of joint liability in the doing of a criminal act. The essence of that liability is the existence of a common intention animating the doing of a criminal act in furtherance of such intention. Common intention within the meaning of the section implies a pre-arranged plan.

The High court said: "It is difficult to believe that when they fired this shots they did not have the common intention of killing one or more members of the complaint party." But this only shows that they had similar intention or even the same intention when they fired

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

their guns. Care must be taken not to confuse same or similar intention with common intention required by section 34 ; the partition which divides "their bounds" is often very thin ; nevertheless, the distinction is real and substantial, and if overlooked will result in miscarriage of justice.

The inference of common intention within the meaning of section 34 Bangladesh Penal Code should never be reached unless it is a necessary inference reducible from the circumstances of the case. In this case, that cannot be said about the appellant. He must therefore be acquitted of constructive murder.

Points decided: (1) To invoke the aid of section 34 successfully, it must be shown that the criminal act complained against was done by one of the accused persons in furtherance of the common intention of all. The common intention implies a pre-arranged plan, and to convict the accused of an offence under section 34 it should be proved that the criminal act was done in concert pursuant to the pre-arranged plan.

The essence of joint liability under section 34 of the I.P.C., is to be found in the existence of a common intention, leading to the doing of a criminal act, in furtherance of such intention.

The inference of common intention within the meaning of the term in section 34 should never be reached unless it is a necessary inference deducible from the circumstances of the case. Same and similar intention must not be confused with common intention.

It is no doubt difficult if not impossible to procure direct evidence to prove the intention of an individual, it has to be inferred from his act or conduct or other relevant circumstances of the case.

Note: The privy Council summed up the facts as follows: "The evidence falls far short of showing that the appellant and wali Shah (the uncle) ever entered into a pre-meditated concert to bring about the murder of Allah Dad in carrying out their intention of rescuing Quasim Shah."

This being so, there could be no constructive liability of the appellant in law as expounded by the privy Council. Their Lordships said that the distinction between same or similar intention and common intention, though very thin, is real and substantial, and if overlooked, will result in miscarriage of justice.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

In Barendra v. King Emperor, ante, the Sankaritola Postmaster murder case, the conviction under section 34 I.P.C. was upheld by the privy council, as it was clear upon the facts that all the accused had formed a pre-arranged plan to murder and rob the postmaster. Who fired the fatal shot was, therefore, immaterial.

3. Amritalal Hazara v. Emperor

Facts of the case: This case in commonly known as the "Raja Bazar Bomb case" Amritalal Hazara and 3 others were charged with having had in their possession, under their control in a room, materials for making bombs with intent to endanger life and with having thereby committed an offence under section 4(b) of the Explosive substances Act, 1908 and also with conspiring between March 1911 and November 21, 1913, with 5 persons named and some others unnamed to make and keep explosive substance with intent by means thereof to endanger life, and thereby committed an offence punishable under section 120-B of the Indian Penal Code. The accused pleaded not guilty. One of them was acquitted b the sessions Judge of 24-Pargnas by the rest were convicted. The Government preferred an appeal against the acquittal of one accused and the remaining accused appealed to the High Court against their convictions.

Point for decision: Whether all the elements essential to sustain a conviction have been established?

Decision: It was held that all the elements necessary to sustain a conviction under sections 4 (b) of the Explosive substances Act, 1908 and 120-B, I.P.C. have been made out in the case of Sasanka alias Amritalal Hazara only.

Judgment and Reasons for Decision: On behalf of the accused many objections were raised before the High Court. In the first place it was argued that the charge under section 4(b) of the Explosive Substances Act, 1908 is materially defective, inasmuch as it omits to state, first, that the accused were in possession of explosive substances or had them under their control "unlawfully and maliciously," and, secondly, that it was the intent of the accused to endanger life in British India. In the opinion of the learned Judges the defects in this charge have not vitiated the trial and conviction, and that the case is conferred by section 225 and by clause(a) of section 537, Criminal Procedure Code, and that the objection was not taken

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

before the sessions Judge. Consequently the first objection is overruled.

In the second place, it was contended that the charge under section 120-B, Indian Penal Code is bad, because it does not specify the explosive substance which, it is alleged, the accused had conspired with one another and with other persons to make and keep explosive substances generally is not an offence which, it is contended, means according to section 4 clause (0) of the Criminal procedure Code, "any act or omission made punishable by any law for the time being in force," and according to the second paragraph of section 40, Bangladesh Penal Code, denotes, "a thing punishable under that code or under any special or local law," as defined in sections 41 and 42. Reference has also been made to section 10 of the Bangladesh Evidence Act, where expression is used, "two or more persons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong." The learned Judges were unable to accept the contention that where the illegal act, charged under section 120-B, is the unlawful and malicious possession of explosive substances Act, 1908 it is essential to specify in the charge the explosive substances which the accused have conspired to have in their possessions or under their control. It is indisputable that a person may be guilty of criminal conspiracy, even though the illegal act which he has agreed to do or cause to be done has not been done. The leaned judges were of opinion that the conspiracy charge is not open to objection on the ground that it does not specify the explosive substances for the preparation or possession whereof the alleged conspiracy was formed. The second contention is overruled as there is no force in it.

It was argued in the third place that conspiracy charge under section 120-B Bangladesh penal code is bad, inasmuch as it assigns a wrong date for the commencement of the period during which the conspiracy charged against the accused lasted. The charge specified the period as contained between March, 1911 and the 21st November, 1913. It is pointed out that section 120-A and section 120-B did not find a place in the Bangladesh Penal Code before the 27th March, 1913, when Act VIII of 1913 became law. It is obvious that the period should have been restricted between the dates 27th March and 21st November 1913. Under section 222(1), Criminal procedure code, particulars as to the time of the alleged offence were necessary and

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

the prosecution should have been careful in this respect. No objection to the charge on this ground was, however, taken at the trial till a very late stage of the proceedings, in fact not in the course of the final arguments, and the error cannot be deemed to have affected the legality of the trial. No doubt the accused cannot be convicted unless the prosecution establishes that the accused were members of the conspiracy after the 27th March, 1913, but this involves an investigation of the merits of the case. The third ground thus turns out to be insubstantial and must be overruled.

In the fourth place, the legality of the trial has been questioned on the ground of misjoinder of the charges. The substance of the argument is that while four of the accused persons are charged with an offence under section 4(b) of the Explosive Substances Act, 1908, all the six accused are charged with conspiracy under section 120-B of the Bangladesh penal code, and it is contended that a joint trial of all these persons for the two offences charged is illegal, on the authority of the decision of the Judicial committee in subrahmania v. King Emperor. It cannot be disputed that if misjoinder of charges is established the trial must be deemed illegal because held contrary to an express provision of the law relating to the mode or trial. The real question in controversy in this case is whether there has been a misjoinder of charges. On behalf of the accused, it was contended that the same individual cannot be simultaneously charged with an offence as also with conwiracy to commit that offence, and much less con he be tried jointly with other persons alleged to be his co-consirators. In support of this view reliance was placed upon king Emperor v. Tirumal. According to the learned Judges this decision is of no real substance to the accused it is an authority only for the proposition that a man cannot be cumulatively charged with the commission of an offence, as also of abetment by conspiracy or otherwise of the learned judges the legality of the trial in the present case must be determined with reference to the language of section 239 of the Criminal Procedure code, which so far as it is relevant to the question is in these terms:

"When more persons than one are accused of different offences committed in the same transaction, they may be charged or tried together or separately as the court thinks fit."

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

It is not possible to frame a comprehensive formula of universal application to determine whether two or more acts constitute the same transaction ; but circumstances which must bear on the determination of the question in an individual case may be easily indicated they are proximity of time, unity or proximity of place, continuity of action and community of purpose or design. The fourth ground is overruled as unsustainable.

The 5th ground on which the legality of the trial is questioned is that the persons who are alleged to be conspirators in the charge have not been prosecuted, although their names and addresses were known to the prosecution. But the learned Judges were unable to hold that the omission of the prosecution to proceed against the alleged conspirators in this case has vitiated the trial of the other persons. The fifth ground, consequently, fails.

The sixth ground on which the legality of the trial was assailed is that the facts disclosed, if believed under section 121-A of the Bangladesh penal code, and should have been tried accordingly. The contention in substance is that the prosecution has been commenced under section 120-B of the Bangladesh penal code, and section 4 (b) of the Explosive substances Act, 1908 with a view to evade the requirements of section 196 of the Criminal Procedure Code, compliance wherewith, as was ruled in Barindra Kumar Ghose V Emperor, is imperative in prosecution for offences against the State. In the opinion of the learned Judges there is no basis for this contention.

Points decided: (1) It was indisputable that the person might be guilty of criminal conspiracy even though the illegal act which he had agreed to do or cause to be done had not been done. Conspiracy differs from other offences in this respect, that in other offences the intention to do a criminal act is not a crime in itself until something is done amounting to the doing. Or the attempting to do some act to carry out the intention, conspiracy on the other hand, consists simply in the agreement or confederacy to do some act, no matter whether it is done or not the gist of the offence is the agreement and association to break, the law whether any act be done in pursuance thereof by the conspirators or not.

(2) A person may be guilty of criminal conspiracy even though the illegal act, which he has agreed to do, has not been done, for "the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

crime of conspiracy consists only in the agreement or confederacy to do an illegal act by legal means or a legal act by illegal means.

(3) On a charge of conspiracy the defence is entitled to insist upon proof of reasonable ground for belief that the persons named in the charge have conspired together before particular facts are proved to show that one or more of the accused took part in it.

(4) The charge of conspiracy must not be indefinite. The courts must state the illegal purpose and design of the agreement entered into between the accused with such proper and sufficient certainty as to lead to the necessary conclusion that it was an agreement to do an act in violation of the law.

4. Barindra Kumar Ghose & Others v. King Emperor

Facts of the case : The case of the prosecution in brief is that about 1904, the appellant, Barindra Kumar Ghose, who was one of the mainsprings of the alleged conspiracy, commenced preaching the doctrines of political independence throughout Bengal. In 1905 came the partition of Bengal, which, according to the case for the Crown, was unquestionably a landmark in this attempted revolution, and was used in its promotion. He with two others started the "Jugantar" paper as a channel for the dissemination of seditious doctrines.

A secret society was formed for the overthrow of British Government, which had its office at a garden house in 32, Muraripukar Road, Maniktolla, in the suburbs of Calcutta. The appellants were all members of this society and joined with the object of waging war against the king and finally they waged war against the king They were tried under section 121, 121-A, and 122 I.P.C. and convicted by the session Judge of Alipore. Against the convictions and sentences 18 accused filed appeals to the High Court.

Point for decision: Whether the accused have committed offence under section 121. 121-A and 122 I.P.C.

Decision: It was held that they have committed offence punishable under section 121-A only.

Judgment and Reasons for Dicision

It was urged on behalf of the appellants that the convictions are bad in law and further that they are not justified by the evidence on the record. It was next argued that there was no jurisdiction to take

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

cognisance of the several offences of which the accused had been guilty, that is to say, of offences under sections 121, 121-A and 122 of the Bangladesh Penal Code.

It was found that the evidence on the record was not enough to sustain the charge under sections 121 and 122. The offence of conspiracy under section 121-A of the Bangladesh Penal Code was established. Barindra Kumar Ghose and 11 others were convicted under section 121-A of the Bangladesh Penal Code.

Points decided: (1) The Criminal Procedure Code, in so far as it interferes with the mode of trial by jury is not ultra vireos under the proviso to section 22 of the Bangladesh Council's Act, 1861.

(2) The joint trial of the accused on charges under sections 121, 121-A, 122 and 123 of the Penal Code was not bad for misjoinder of persons or charges.

(3) A confession under section 164 of the Criminal Procedure code must be made either in the course of an investigation under section XIV or after it has ceased and before the commencement of the inquiry or trial. The condition requiring the confession to be prior to the commencement of the inquiry or trial is only imposed when the investigation has ceased and not when it is made the course of the police investigation.

(4) Sections 164, 342 and 364 of the Code are not exhaustive and do not limit the generality of section 21 of the Evidence Act as to the relevancy of admissions.

(5) The mere fact that a statement was elicited by a question does not make it irrelevant as a confession under section 164 of the Criminal Procedure code or section 29 of the Evidence Act, though such fact may be material on the question of its voluntariness.

(6) The expression "wages war" in section 121 of the penal code must be construed in its ordinary sense and a conspiracy to wage war, or the collection of men, arms and ammunition for that purpose is not waging war.

5. Pulin Behari Das & Others v. King Emperor

Facts of the Case: The case for the Crown is that the first appellant, Pullin Behari Das, founded an association known as the Dhaka Anushilan Samity, that association had branches or similar associations affiliated to it throughout Eastern Bengal, that the object

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

for which the association was formed was for the purpose of bringing about a revolution by force of arms and depriving the King of the sovereignty of British India, that the appellants were the members of the association and that they had agreed amongst themselves to promote the revolutionary object with which the association was formed, that having associated themselves for this purpose they committed an offence under section 121-A of the Bangladesh Penal Code.

In this case 35 persons appealed against the decision of the learned Additional sessions Judge of Dhaka, convicting them under section 121-A of the Bangladesh Penal Code and against the sentences varying from transpiration for life to rigorous imprisonment for 3 years passed on them on that conviction In the lower Court 44 persons were placed upon the trial, of these 8 were acquitted; one of those convicted did not appeal and was said to have become insane. The remainder appealed to the calcutta High Court.

Point for decision: Are the appellants guilty under section 121-A of the Bangladesh Penal Code ?

Decision: Yes.

Judgment and Reasons for Decision

There objections were raised on behalf of the appellants. First, it was contended that there was no complaint within the meaning of sections 4 and 190 of the Code of Criminal Procedure and that there the proceedings are void ab intio because the Magistrate had no jurisdiction to initiate them. After discussing the various sections of the Criminal procedure Code the learned Judges were of opinion that the Magistrate had jurisdiction and that on the materials he had before him it could not be said that there was no allegation that the person against whom process was asked had committed an offence. The appellants did not take any steps to set aside the Magistrate's order on the ground that on the face of it the materials on which it was made were insufficient. They proceeded to trial, the point was not one which affected the fairness of the trial in any way. It was not open to them at that stage to object to the issue of the process unless they could show that there was no power to issue it; and that they failed to show.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

The second contention on the part of the appellants was that the complaint was not lawfully authorized under section 196 of the Criminal Procedure Code. It says the sanction was too vague, and that even if not too vague it was granted by an officer who had no power to grant it. The learned Judges held that this question was not open in an appeal preferred by the prisoner against his conviction and, that a person convicted was not entitled to question in appeal the right of the de facto Government of the province to exercise any of those powers which a Government may lawfully exercise.

Thirdly, it was contended that there had been misjoinder of charges. The prisoners were charged under sections 121-A, 122 and 123 of the Bangladesh Penal Code. It was argued that a charge under section 123 could not be legally joined with one under section 121-A. The learned Judges did not agree with that contention. The charge under section 121-A was that of conspiring to wage war against the king and to deprive him of the sovereignty of British India and overawe by means of criminal force or show of criminal force the Government of Bangladesh. In furtherance of that conspiracy the persons engaged therein activity conspired or collected arms or concealed the existence of their conspiracy from the authorities.

All these acts, if done, are in furtherance of the one transaction and therefore may clearly be charged against these persons under section 235 of the Criminal Procedure Code and the prisoners may be tried at one trial for all these offences. But had there been any doubt at all in reference to this matter it is now set at rest by the decision in the case of Barindra Kumar Ghose v. King Emperor, in which this point was raised and decided adversely to the contention of the appellants.

After considering the evidences on the records the learned Judges affirmed the convictions in respect or 14 accused persons and the remaining appellants were acquitted and discharged.

Points decided: (1) The acts of an officer de facto who is holding his office under some colour of title cannot be collator ally impeached in a proceeding to which he is not a party although he may not be the de jure holder of it.

(2) A complaint which does not set forth a fairly full statement of concrete facts, but merely copies out the words of the section

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

describing the offence is not a complaint of facts within the meaning of section 190 Cr. P. C.

(3) A defect in the complaint may be a good ground for quashing the proceedings.

(4) A charge under section 121-A coupled with one under section 123 does not constitute a misjoinder of charges.

(5) A criminal Court no less than a civil Court has inherent power to mould its own its own procedure.

6. Queen Empress v Bal Gangadhar Tiak

(1897)I.L.R.22 Bom. 112.

Facts of the case.-The first accused Bal Gangadhar Tilak was the editor, publisher and proprietor of a Marathi Weekly Newspaper "KESART" and the second accused was the printer. They were tried at the Bombay High Court Session for having committed an offence under section 124-A, Indian Penal Code by publishing certain articles in their paper, on the occasion of shivaji festival. The following extract from the translation of the articles shows their nature:

Shivaji's Utterances.–

I delivered the country by establishing "swarajya" (literally, "on's own Government ;" native rule) and by saving religion...Alas! Alas! I know seee with (my own) eyes the ruin of (my) country. What a dislocation is this ! Foreigners are dragging out Lakshmi (Paradise of Indra) violently by the hand by (means of) persecution. Along with her plenty has fled (and) after (that) health also. Third wicked Akbaya (the eldest sister of fortune Miss Fortune misfortune personified) stalks with famine through the whole country. Relentless death moves about spreading epidemics of disease The cow-the foster mother of babes when(their) mother leaves(them) behind-the mainstay of the agriculturists the importer of strength to many people, which I worshipped as my mother, and protected more than(my) life, is taken daily to the slaughter-house and ruthlessly slaughtered (there). "He himself came running exactly with in the line of fire of (my) gun !" "I thought (him to be) a bear !" "Their spleens are daily enlarged !" How do the white men escape by urging these meaningless pleas ? This great injustice seems to prevail in these days in the tribunals of Justice. Could any man have dared to cast an improper glance at the wife of another, a thousand sharp

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

swords (would have) leapt out of (their) scabbards instantly. Now, (however), opportunities are availed of in railway carriages, and women are dragged by the hand. You cunuchs ! How do you brook this ? Get that redressed !.... Give my compliments to my good friends, your rulers, of whose vast dominions the sun never sets. Tell them "how have you forgotten that old way of yours, when with scales in hand you used to sell (your goods) in (your) warehouses?" (As) my expeditions in that direction were frequent, it was at that time possible (for me) to drive you back to (your own) country.

Point for decision : Is Tilak guilty of an offence under section 124-A of the Indian Penal Code?

Decision: Yes.

It being a sessions trial, there was no judgment by the Court. The following charge to the jury contains a discussion of the facts and law on the point:–

Charge to the Jury

It was contended for the accused that only the writer of the article is guilty under section 124-A and not the editor, publisher or printe. But this is not the law. As held in the Bangabasi case by Petheram C. J., in the Calcutta High Court, whoever uses words or printed matter, exciting or attempting to excite disaffection towards the Government is guilty under this section.

It was next argued on behalf of the accused that unless there is an excitement to violence, disorder, rebellion or mutiny, there is no action under this section. This also is not correct. This section does not speak of any such thing but clearly states that exciting or attempting to excite deification is enough. The important question, therefore, is to determine what the section means by disaffection.

Disaffection means absence of affection. It means hatred, contempt, enmity, hostility, dislike and every form of ill-will. Disloyalty is perhaps the best general term, comprehending every possible form of bad feeling. To excite such feeling or an attempt to do so is what the section aims at.

But this does not make all criticisms punishable. For, all criticisms do not excite disaffection. This is expressly provided for by the Explanation to the section which states that mere disapprobation of the measures of the Government is not disaffection.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

But if the criticism goes beyond the measure and is directed against the Government itself, its foreign origin, its motives, contempt or ill-will against the Government, it comes within the section.

The question, therefore, is about the intention of the accused. Did they intend to exit mere disaffection towards the Government itself? To ascertain their intention, the most important evidence is the articles themselves. Other articles published in the paper and produced in evidence may also be taken into consideration to ascertain the intention.

Tilak admits that he is the publisher and editor of the paper. He must be presumed to have known what he published in done. He is, therefore, responsible. The other accused, the printer, says that he knew nothing of the articles. If the jury believe it, he should be acquitted.

Points decided: (1) Not only the writer, but whoever in any way uses the writing for the purpose of exciting feelings of disaffection to the Government, is liable under section 124-A, I.P.C.

(2) 'Disaffection' means hatred, enmity, dislike, hostility, contempt and every other form of ill-will to Government, and is not limited to exciting mutiny or rebellion.

(3) 'Government established by law' means British rule as such-the existing political system as distinguished from any particular set of administrators.

(4) The object of the Explanation to section 124-A, is to protect honest journalism in criticising to measures of the Government, not amounting to an attack on the Government itself exerting disaffection against it.

(5) The most important index of the intention of the writer or publisher of a newspaper article is the article itself, with special reference to the class of readers, the time, the place, the circumstances and the occasion of the publication.

Note: The jury by a majority found Tilak guilty and unanimously found the second accused, the printer, not guilty. Tilak was convicted and sentenced to imprisonment. He applied to the High Court for leave to appeal to the privy Council. He then appealed to the Privy Council itself for a special leave which too was refused.

The dismissal by the Privy Council of the application for special leave amounted to approval of the view of law taken in this case.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

This was expressly done by the privy Council in King Emperor V Sadashiv Bhalerao.

7. GANOURI LAL DAS AND OTHERS V. QUEEN EMPRESS

Facts of the case This is a Criminal Revision against the order passed by the Sessions Judge of Bhagulpore, affirming the order passed by the Deputy Magistrate of Bhagulpore.

Ganouri Lal Das and others were convicted under section 147 of the Indian Penal Code of the offence of rioting by the Dputy Magistrate of Bhagulpore and sentenced to undergo one year's rigorous imprisonment each, and were further directed to execute recognizance bonds in the sum of Rs. 200 each for keeping the peace for a period of two years, or in default to undergo two years' simple imprisonment each.

The disturbance took place at a spot on the river Karalya, close to where a water course issues from that river. Around that spot, and on both sides of the river, were lands belonging to Mahashoy Taruk Nath Ghose, of whose cutchery Gonori Lal was the tahsildar. He was in charge of these lands. Some distance from the point were the lands belonging to Thakur's family of Barari. These lands were irrigated by the water course. The disturbance took place in consequence of a number of persons, under the direction of Thakur, having gone for the purpose of diverting the waters of the stream into the water course. The party arrived at the spot at about 10 a.m. and worked at the bound. While they were engaged on the work, different bodies of men in large numbers were seen gathering in the neighborhood and marching towards the spot Many of them were armed with lathis. Most of the Thakur's party had fled. Twenty five or thirty men fell upon the Thakur's men, five of whom were seriously wounded. The assembly then dispersed.

Against the conviction and sentence they appealed to the District Judge, who confirmed the conviction and sentence. On the 28th November 1888 they moved a petition before the High Court under its Revisional powers to send for the records, and to set aside the conviction and sentence. It was contended that the acts of the petitioners did not amount to rioting on the following grounds

(1) That the petitioners simply exercised their right of private defence of property.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(2) That the assembly under the circumstances was not an unlawful assembly (section 141) as the petitioners did not assemble to enforce a right or supposed right but to defend it.

Point for determination : Whether the acts of the person convicted did, under the circumstances of the case, come within the provision of the Penal code relating to the offence of rioting ?

Decision : Yes.

Judgment and Reasons for Decision

The High Court rejected the above contentions and held that the petitioners were rightly convicted.

Points decided : (1) The right of private defence of property under the Indian Penal Code exists as against theft, robbery, mischief or criminal trespass or an attempt to commit one of those offences. No such right is conferred, by any words in sections 97, 103, 104 and 105, save against the perpetrators of offences under the Penal Code.

(2) The Code confers a right of private defence not as against a mere trespass but as against a crime. In the present case no offecne was committed by Thakur's men.

(3) As to the argument that the assembly did not assemble to enforce a right or supposed right within the terms of section 141 but to defend a right, the Court observed that what the section prohibits is the enforcement of a right or supposed right by criminal force or show of criminal force by an assembly of 5 or more persons. And rights, the defence of which can only be effected by enforcing them, may come within its provisions. The section refers to "right or supposed right." This would seem to make a division First, rights in actual enjoyment when interfered with ; secondly, rights claimed though not in actual enjoyment when interfered with. And this would again indicate that the section, in some cases at any rate, makes unlawful an assembly which by force defends the right. Otherwise, then not merely the right to the actual occupation of property, but a right of way, a right to draw water from the well and many others may, if interrupted, be vindicated by force or show of force. To defend them by force against interruption is to enforce them and this, if done by five or more is, in many, if not in most cases, forbidden by the law. For the above reasons the right of private defence did not arise in the present case.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

8. MATILAL GHOSH & OTHERS

Facts of the case : On the 18th May, 1917, the following paragraph appeared in the editorial columns of the Amrita Bazar Patrika

"There is a mischievous rumour afloat which should be contradicted. It is stated that a vigorous attempt is being made to get up a Bench to consider the appeal on the judgment of Mr. Justice Greaves in connection with the acquisition of surplus land by the Calcutta Improvement Trust according to somebody's choice. We do not believe that it is possible for any one, far less the Chairman of the Trust, to secure a Bench after his own heart as a counterpoise to the Mookerjee and Cuming Bench. We are sure the interest of every rate-payer is safe in the hands of the Hon'ble Judges, and we do not think that any official of the Trust can go so far.

Four days later, on the 22nd May, the following paragraph appeared in the editorial columns of the same paper

"something like consternation prevails on account of the proposed new consternation of the Appellate Bench of the Calcutta High Court, before which appeals against the awards of the Improvement Trust are to be heard. It is known to the reader how this Bench was originally composed of Sir Asutosh Mookerjee and the Hon'ble Mr. Justice Cuming, and how latterly it has come to be presided over by the Hon'ble the Chief Justice and Mr. Justice Woodroffe. Rumour has it that, for purposes of hearing Improvement Trust Appeals, the Bench is going to be strengthened by the appointment of Mr. Justice chitty. Now, what neither the public nor ourselves can understand is this special arrangement for such a Special Bench. If it is contended that two Hon'ble Judges of the highest Court in the land are not competent to decide in appeal cases in which the Improvement Trust is concerned- a contention, however, which we do not believe the Chief Justice will care to advance why should there be a Special Bench of three and not a Full Bench of five, on which at least two Indian Judges could find seats ? As a matter of fact, as land-owners in Calcutta are mostly Indians, and as Indian Judges are likely to know more conditions, paractices, etc., prevailling here, it is but meet that the Appellate Bench in the present circumstances should be so composed as to associate Indian Judges with their European

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

colleagues. The withdrawal of Sir Asutosh has given rise to tathe unsavory impressions in the public mind, since this proposed arrangement is to follow close upon the heels of his judgment in the case of Chandra Kanta Ghosh v. The Improvement Trust. Be that as it may, we have perfect faith in the present Chief Justice and believe that as soon as sir Lancelot Sanderson understands the public feeling in the matter, his Lordship will either form a Full Bench or at least associate an experienced Indian Judge with himself for the hearing of Improvement Trust Appeals."

On the 30th May, 1917, the Chief Justice, after previous consultation with the other members of the court, directed the issue of a Rule on Tarit Kanti Biswas (the printer and publisher of the Amrita Bazar Patrika), Moti Lal Ghose, Golap Lal Ghose and pijush Kanti Ghose, directors and Gopal Lal Ghosh and Mrinal Kanti Ghose, managers of the company called the "Amrita Bazar Patrika, Limited," to show cares why they should not be committed or otherwise dealt with according to law for contempt of Court committed by the publication of the two articles referred to concerning the High Court and the Chief Justice in his administration thereof. The materials whereon the Rule was issued were contained in two affidavits sworn by the Registrar on the Original side and the Registrar on the Appellate Side as to the actual publication of the articles in the paper and the position the opposite parties occupied in relation to the paper and the company which were its proprietors.

Points of decision : (1) Whether the Court, being the complaint, has jurisdiction to hear the Rule?

(2) whether the articles constitute a contempt of Court ?

Decision : (1) & (2) Yes.]

Judgment and Reasons for Decision

First, it was objected that the Court being the complainant has no jurisdiction to hear the Rule. But this contention was overruled. It was held in 1883 in surendra Nath Banerjee V The Chief Justice by judicial committee that the High Courts in the Indian Presidencies are superior courts of Record. The offence of contempt of court and the powers of the High Courts in England, and the jurisdiction was affirmed in 1913 in the case of Legal Remembrancer v. Motilal Ghose & others. Sir Lawrence Jenkins C J. said at page 215 "Now this Court is a Court of Record in all its jurisdiction and it thus has

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

power to commit for any contempt in relation to any of those jurisdictions.

Next the Court considered whether the articles constituted a contempt of the Court. It was admitted on behalf of the respondents at the hearing of the Rule that the statements of facts contained in the first article were in many material respects untrue. There was not an Appellate Bench constituted to hear "Appeals against the awards of the Improvement Trust" as the article assumes-such Bench was not originally composed of Mookerjee and Cuming JJ. as stated in the article such Bench had not latterly come to be presided over by the Chief Justice and Woodroffe J., and it was untrue that Mookerjee J., had been withdrawn from the Court.

It was also admitted by the learned Counsel appearing for the Printer and Publisher that it was a gross liable upon the Improvement Trust, one of the litigants. It was stated that a vigorous attempt was made to get a Bench to consider the appeal on the Judgment of Graves J., in connection with the acquisition of surplus land by the Calcutta Improvement Trust according to somebody's choice which Bench was referred to "as a counterpoise to the Mookerjee and Cuming Bench," which had decided against the Improvement tempt, because the matter which would be argued on the appeals was the construction of an Act, and would be decided by Judges who would not be affected by such remarks. The question is not whether the article in fact obstructed or interfered with the due course of justice, but whether it is 'calculated' to obstruct and interfere with the due course of justice. No matter what the tribunal may be, such a grave allegation against one of the litigants, that he was attempting to get a Bench constituted in such a way as would in his opinion give him a favourable decision, is calculated to obstruct or interfere with the course of justice. It was established that the first article constitutes a contempt of the Court.

The facts stated in the second article were admittedly untrue, and consequently the insinuations based thereon were equally groundless. The only part of the article which was based on an alleged rumour was that chitty J. was to be appointed to the Bench which was to hear the Improvement Trust Appeals. For the rest of the statements in the article the author made himself responsible.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

The statement that "something like consternation prevails on account of the proposed new constitution of the Appellate Bench," taken by itself is a grave allegation. Why should a Bench which was to be composed of the Chief Justice and two of the most experienced Judges of the Court, cause consternation ? But when it is taken with what follows it assumes a much more serious complexion. After misstating the facts as to the previous constitution of the Bench and referring to the proposed inclusion of Chitty J., it proceeded "now what neither the public nor ourselves can understand is this special reason for such a special Bench." It then proceeded to argue that the proper thing would have been to have a Full Bench on which at least two Indian Judges could have seats.

When the two articles are read together they mean to suggest that a vigorous attempt had been made by the Improvement Trust to secure a Bench composed according to their choice, and that the attempt had succeeded that otherwise the proposed constitution prevails. If this be the correct meaning, there is no doubt that it is calculated to bring the Court and the Chief Justice, who was responsible for its administration, into contempt, it was calculated not only to destroy confidence in the tribunal but also undermined and impaired the authority of the Court. If so, there is no doubt that it is a contempt of the Court.

Next it was considered whether the Rule should be made absolute against the respondents or any of them. As regards the case of Tarit Kanti Biswas, the first respondent on the record, there was evidence that he was the printer and publisher of the Newspaper. His Counsel admitted the jurisdiction of the Court and further admitted his legal responsibility if the articles constituted a contempt. This responsibility could not be denied, for it was held in many cases that the printer and publisher is liable for contempt even though he was not aware of the subject constituting such contempt, and the reason for that is given by Lord Morris in McLeod v. St. Aubyn, as follows "A printer and publisher intends to publish and so intending cannot plead as a justification that he did not know the contents." Again it was pointed out by stirling J. in The American Exchange in Europe, that the foreman printer (who was the person concerned in that case) was the person who was held out to the public as the publisher, and under those circumstances he was answerable for publishing the

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

article complained of, although he was ignorant of its contents. This has been the law since the well-known decision of Lord Hardwicke in the case of St. James Evening Post. If the articles constitute a contempt of Court, the printer and publisher is legally liable in respect thereof.

In this case the Editor was undisclosed.

The result is that the Rule was made absolute against Tarit Kanti Biswas, the printer and publisher of the Amrita Bazar Patrika and he was fined Rs.300 and it was discharged against the other respondents.

Points decided: (1) where a newspaper unlawfully publishes articles scandalizing the High Court and the Chief Justice in his administration thereof, it constitutes a contempt of Court.

(2) The Editor, printer and publisher of a Newspaper are liable for the publication of the articles published in the Newspaper.

(3) The judges have jurisdiction to hear the Rule though issued of their own motion.

(4) The Legislature should provide for the registration of the editor or the person really responsible for the contents of a newspaper.

9. REG V. GOVINDA

Facts of the case: The accused, a young man of 18 years was married to a girl of 15. It appeared that he was habitually ill-treating the girl. On the fateful day the accused knocked his wife down, put one knee on her chest, and struck her two or three violent blows on the brain, and she died in consequence, either on the spot, or very shortly afterwards. The accused was held guilty of the offence of murder by the session Judge of satara. The case came up before a Bench of two Judges of the Bobay High Court for confirmation of the death sentence. As there was a division of opinion between the learned Judges constituting the Bench as to whether the facts constituted an offence of murder, or an offence of culpable homicide not amounting to murder, the case was referred for opinion to a third Judge, Melvill, J.

Point of Decision: Was it murder or culpable homicide?

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Decision: It was held by two judges against one that there being no intention to cause death, and the bodily injury intended to be inflicted not being sufficient in the ordinary course of nature to cause death, the offence committed was not murder but culpable homicide.

Judgement and Reasons for Decision

A comparison of section 299 and section 300 of the Indian Penal Code (similar to Pakistan Penal code) shows

(1) If the intention was to cause death, the culpable homicide is murder.

(2) If the intention was to cause such injury as is likely to cause death, it is culpable homicide but if death is the most probable result, it is murder.

(3) If the act was done with the knowledge that it is likely to cause death, it is culpable homicide ; but if done with the knowledge that in all probability it will cause death, it is murder.

The present case comes under clause (2) above. It is a question of degree of probability. People often survive such blows and death is certainly not the most probable result of such blows. It is, therefore, not murder. But death is a likely result and hence it is culpable homicide.

Point decided : where there is no intention to cause death, and the bodily injury inflicted on the deceased person is not sufficient in the ordinary course of nature to cause death, the offence is not murder but culpable homicide.

10. AITHINATHA PILLAI V. THE KING EMPEROR

Facts of the case: The appellant was convicted by the Additional sessions Judge of Tanjore, Madras, of the abetment of murder of his daughter-in-law named Dhanam, wife of his son Aiyasami, under section 302 read with either section 109 or section 114 of the Indian Penal Code and was sentenced to death.

The murder took place in the night of October 22, 1911, in the house of the appellant, in which the murdered woman and her husband Aiyasami, the appellant's son, were temporarily resident death was due to a wound or wounds inflicted with a sharp instrument, apparently an aruval which was found near the body On

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

the following day an inquest was held at which, chiefly upon the evidence of Mutachi, the maternal grandmother of Aiyasami, the jury found that Aiyasami had committed the murder.

On October 27, 1911 Aiyasami made a statement before the Magistrate under section 342 of the Criminal Procedure Code, 1882 charging the appellant with the murder in conjunction with other persons.

On November 7, 1911, he was brought before the Sub-divisional Magistrate of Mannagardi, who, on November 27, 1911, released him and ordered the arrest of appellant and other persons residing in his house.

On December 27, 1911, the Sessions Judge at Tanjore ordered the release of these persons on the ground that there was no evidence against them, but, on the statement of the public Prossecutor that a person suspected of being concerned had made a confession, suspended this order. The suspect in question was one Thiagan, who on December 2,1911,has made a statement implicating the appellant, his son Kalyanam, his daughter Thanga Babu, his wife Kanthimathi, his servants Kathiresan and Avani, Thiagan him self, and Thiagans brother Somu. Of these persons kalyanam and Somu could not be found, but the other six were brought before the Magistrate. Thiagan was offered and accepted a pardon and kanthimathi was discharged, but the other four were committed for trial for murder and abetment of murder.

Many witnesses were examined to prove that the appellant had some motive to procure the murder of his daughter-in-law which, however inadequate to tempt ordinary human beings to commit such a crime, was quite sufficient to tempt the appellant to commit it. The motive suggested was that the son was greatly under the influence of his wife, and was instigated by her to insist on her husband's rights to the partition of certain lands between the members of the family, on the ground that they were the property of a joint Hindu family, while the appellant insisted that he had himself acquired them.

Against the conviction and sectence of the Additional sessions Judge, Tanjore the appellant appealed to the High Court of Madras and the judgment of the session Judge also came before that Court on a reference under the Criminal procedure Code. The appeal was argued on June 5, 1912, before Badewell and Sadasiva Aiyar JJ., who

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

on June 19, 1912, delivered separate judgements, the former learned Judge dismissed the appeal and the latter allowed it. Both the learned Judges however were of opinion that reliance could not be placed on the evidence of the approver or of Aiyasami. Owing to the difference of opinion the case was re-argued before sankran Nair J., who delivered judgment on August 8, 1912, against the appellant. With regard to the evidence of Thiagan he stated that it could not be relied upon. He thought that Aiyasami's evidence should be received with the greatest caution, but upon a review of the whole case he considered the latter's evidence that the appellant instigated and was present at the death of the death of he deceased woman was fully coroborated. He concurred in the view that the conduct of the appellant after a murder was more consistent with his guilt than his innocence. The appeal was accordingly dismissed and the sentence of death confirmed.

On December 16, 1912, special leave to appeal was granted to the appellany and he filed the appeal to the privy Council.

Points for decision: (1) whether in the prosecution of the appellant by a disregard of the forms of legal process, or by some violation of the principles of natural justice or otherwise, substantial and grave injustice have been done.

(2) If so whether the conviction can stand ?

Decision: (1) Yes ; (2) No.

Judgment and Reasons for Decision

The learned Sessions Judge based his conviction of the appellant on 5 specific findings:

(1) That the murder must have been committed by some of the inmates of the appellant's house that night.

(2) That the cloths, i.e., the two loincloths which were spotted with blood, afforded conclusive proof that more than one man assisted in the murder.

(3) That the accounts given by the appellant and his mother-in-law (Mutachi) were demonstrably inconsistent with facts.

(4) That the appellant's conduct after the murder indicated a guilty conscience.

(5) That he was the only one of the inmates of the house who is proved to have had any motive to murder Dhanam.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Their Lordship did not think that this last conclusion necessarily follows from the evidence. The learned Sessions Judge concluded by saying:

"On these findings (the five preceding) I convict the first accused (the appellant) vaithinatha pillai, of abetment of murder punishable under section 302 read with either section 109 or section 114 of the Indian Penal Code since he is said to be Physically incapable of having inflicted the injuries with his own hand."

What the learned Sessions Judge meant by this paragraph is this, that the appellant did not himself inflict the blows, but of course, if the case against him has any truth in it, he was a principal.

Their Lordships came to the conclusion that a grave and substantial injustice was done, mainly owing to this, that a vast body of wholly inadmissible evidence, hearsay and other, were admitted; that when admitted it was used to the grave prejudice of the accused; that at the end of the hearing before the Judge of first instance there did not exist any reliable evidence upon which a capital conviction could safely or justly be based.

The result is that appeal was allowed.

Point decided: conviction of abetment of murder and sentence of death cannot stand on the ground that substantial and grave injustice has been done, mainly by the admission of evidence which was inadmissible, and from the fact that at the end of the hearing before the Judge of the first instance there did not exist any reliable evidence upon which a capital conviction could safety and justly be based.

11. KWADU MENSAH V. THE KING

Facts of the case: This is an appeal to the privy Council from the west African Court. The fact of the case is that in the early morning of the 27th November 1942, the deceased with some others of his tribe, the zavrama, arrived at the village of Kahakron, where the appellant lived, carrying bundles of cloth which they were intending to smuggle into French territory. According to the witnesses for the prosecution they reached the village when it was light, either just before or just after daybreak, while according to the defence they arrived in the dark when the villagers were asleep. An alarm was given by someone, and there were cries of "thief" and a fight ensued.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

The theory of the prosecution was that the villagers attacked the Zavrama with the object of stealing the goods they were carrying. On the other hand, the case for the defence was that the incident started because the tribesmen, or some of them including the deceased, entered the compound of the appellant and tried to break into his home. In the course of the fight the appellant was stabbed, receiving a wound some four inches long on his hip, and according to his evidence it was inflicted by the deceased. The zabrama, being outnumbered, made off to the Mohammedan part of the village, the zongo. The deceased, who was being chased by the appellant among others, entered a house and was followed by some of the villagers, still calling out "thief" The deceased ran out of the house and as he was running away the appellant fired a gun and killed him.

The appellant and 9 others of the villagers were charged with murder, the appellant as a principal in the first degree and the others as abettors. The sole defence set up at the trial on the part of the appellant was that he presented the gun with the object of frightening the deceased and inducing him to surrender. The learned Judge in the course of his summing up directed the jury that there were three possible verdicts that they could return viz, murder, manslaughter and acquitta. , and that in his opinion no verdict of manslaughter could be entered unless the jury accepted the appellant's own account as to how he shot the decease. He further directed them that if they did accept that account the appellant would be guilty at least of manslaughter as pointing a gun at the deceased as he was running away was an unlawful act. The jury found the appellant guilty of murder, but the other 9 accused were found by them guilty only of manslaughter. On appeal, the West African Court of Appeal dismissed the appeal of the present appellant, holing that though in their opinion there was a misdirection in saying that on the appellant's own evidence he was at least guilty of manslaughter, the jury must have rejected his evidence as was shown by their returning a verdict of murder. With regard to the remaining accused they quashed the conviction on the ground that the jury should have been directed that in their case the only possible verdicts were murder or acquittal. The appealed to the privy council.

Points for decision: (1) Whether the direction to the jury was wrong.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(2) Whether, under the circumstances. the appellant was guilty of murder or manslaughter.

Decision: (1) Yes. (2) Manslaughter.

Judgment and Reasons for Decision

The first submission on behalf of the appellate was that the Court which heard the appeal was not properly constituted. Discussing certain provisions of the West African Court of Appeal Orders, 1928-1935, it was found that this contention is not tenable.

The second point that was submitted for the appellant depends partly on the direction of the learned trial Judge and party on the verdict with regard to the prisoners other than the appellant who were found guilty by the jury of manslaughter only. The learned trial judge directed the jury that only in the event of the appellant's evidence being accepted could a verdict of manslaughter and not murder be returned against him. It is clear that his direction was that if the jury thought that his account was true the appellant was on his own showing guilty of manslaughter because the pointing of the gun was in itself an unlawful act from which death resulted. The Court of Appeal, however, held that to be a misdirection, because, they said, pointing a gun which he did not know was loaded was not an unlawful act. But this view is wrong Pointing a gun at a person is an assault unless done in protection of person or property. If it is pointed at a person without legal excuse, and there was none here as the dead man was running away, it is an unlawful act. Accordingly this ground fails.

It was finally submitted on behalf of the appellant that as there was evidence of matters which could amount in law to provocation sufficient to reduce the crime to manslaughter this ought to have been submitted by the Court to the jury, and the failure to do so on the part of the trial Judge and the failure to consider it by the court of Appeal was enough to justify the Board entertaining the appeal on the ground that there had been a failure of justice in this respect. It does not appear that any attempt was made in either of the Courts below to argue that there was sufficient provocation of reduce the crime to manslaughter and indeed as the defence relied on was one of accidental killing it is not surprising that Counsel for the prisoner did not attempt to set up what would appear to be inconsistent with that

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

defence. But if no the whole of the evidence there arises a question whether or not the offence might be manslaughter only, on the ground of provocation as well as on any other ground, the Judge must put that question to the jury.

The result is that the appeal was allowed and the verdict of guilty of murder and the sentence of death passed on the appellant was set aside. The case was remitted to the west African Court of Appeal with directions to them to substitute for the verdiet found by the jury a verdict of guilty of manslaughter and to pass such sentence in substitution for the sentence passed at the trial as may be warranted in law for that offence.

Points decided: (1) Pointing a gun at a person is an assault unless done in protection of person or property. If it is pointed at a person without legal excuse it is an unlawful act.

(2) In a trial for murder the fact that the jury found the other accused persons who were abettors guilty only of manslaughter cannot affect the verdict of murder against the principal offender.

(3) where in a trial for murder the defence of the accused is that of accidental killing and no attempt is made by the accused to relay on provocation or other ground reducing the offence to manslaughter but on the whole of the evidence their arises a question whether or not the offence might only be manslaughter, on the ground of provocation or not the offence might only be manslaughter, on the ground of provocation or otherwise, the Judge must put that question to the jury. The reason for the rule is that on an indictment for murder it is open to the jury to find a verdict of either murder or manslaughter, but the onus is always on the prosecution to prove that the offence amounts to murder if that verdict is sought.

(4) If on the whole of the evidence there is nothing which could entitle a jury to return the lesser verdict the Judge is not bound to leave it to them to find murder or manslaughter. But if there is any such evidence then whether the defence have relied on it or not th Judge must bring it to the attention of the jury.

(5) The question whether in the particular circumstaces of a case the provocation is such as to deprive an ordinary man of self control and whether sufficient time had elapsed to enabl control to be regained are question for the jury. It is on such questions that the knowledge and common sense of a local

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

jury are invaluable in considering whether the offence is murder or manslaughter.

(6) The failure of the Judge to take the opinion of the jury on such matters of grave importance would justify an interference by the privy council in appeal even if the point is raised for the first time in argument before the Privy Council.

12. QUEEN EMPRESS V. SRI CHURN CHUNGO

Facts of the case : The fact of the case is that the sister of the complainant, Kunjo Pramanick, was married to a man named Krishna Pramanick. Her husband borrowed a sum of Rs. 5 from Babu Harinath Bagchi, and this debt with the interest on it increased to Rs. 11-8 annas. Krishna Pramanick executed a bond for this amount. About a year ago he died leaving a window and a child. He left also a buffalo and a bullock. His widow after his death went to live her brother, kunja Pramanick, and took the buffalo and bullock with her. Kunja Pramanick used to work for other people as a ploughman using his sister's buffalo and bullock in the plough. On the day in question he had gone to Jamsherpur to plough the land of one Mokunda. He was to be paid for the work. While he was preparing the land the servant of Babu Harinath Bagchi came and forcibly took the buffalo and bullock to Hari Babu's cutchery. The accused Sri Chrun Chungo was the servant of Hari Babu. Hari Babu detained the bullock and said he would not release it until the debt due from Kunjo's deceased brother-in-law was paid.

The joint Magistrate of Meherpur convicted the accused and sentenced him to pay fine of Rs. 50 under section 379 of the Indian Penal code (similar to Pakistan penal code) and also allowed Rs. 20 as compensation to the complainant. Against the order of conviction an appeal was filed to the sessions Judge of Nuddea. It was contended on behalf of the accused that if the statement of the complaiant is believed the taking away of the cattle and their detention to cause the owner to pay up a legitimate due would not amount to theft and the conviction is therefore bad in law and the sentence should be set aside. The learned pleader relied on the principles enumciated in the rulling of the calcutta High court in prosonno kumar patra v. udoy sant in which it was held that removal

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

of cattle with a view to coercing to pay the debt did not amount to theft. The Sessions Judge referred the case to the High Court under section 438 of the Criminal Procedure Code for proper orders.

When the case came up for hearing before the Divisional Bench, they referred it to the Full Bench.

No one appeared for the accused.

Point for decision whether a creditor, by taking any moveable property of his debtor from the debtor's possession without his consent with the intention of coercing him to pay his debt, commits the offence of theft as defined in section 378 of the Indian Penal Code.

Decision : Yes.

Judgment and Reasons for Decision

The judgment was delivered by petheram, C.J. and the other Judge concurred. They held that the accused was rightly convicted and there was no reason for the interference of the Court.

A comparison of the judgment in the case of prosonno Kumar Patra v. Uddoy sant with the whole of the definitions contained in section 23 of the penal code will show that no effect has been given in that judgment to the last two paragraphs of the section. the judgment proceeded on the assumption taht when the words in the defintio are read with section 378 of the penal code in place of the word "dishonestly," the section will read "whoever", with the intention of gaining by unlawful means property to which he is not legally entitled, moves that property, is said to commit theft." It is evident that in making such an assumption the last two paragraphs of section 23 have been left out of consideration, and if they as well as the first paragraph are read with section 378, it will read as follows

"whoever, in order to take with the intention of gaining property by unlawful means moves that property, or whoever in order to take with the intention of retaining by unlawful means property which he does not intend to acquire, moves that property, or whoever moves property in order to take it with the intention of keeping the person entitled to the possession of it out of the possession of it by unlawful means, though he does not intend to deprive him permanently of it, is said to commit theft.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

When the section is read in this way it is evident that it was the intention of the legislature that it should be theft under the Code to take goods in order to keep the person entitled to the possession of them out of the possession of them for a time although the taker did not intend to himself appropriate them, or to entirely deprive the owner of them. This is precisely what a creditor does, who by force or otherwise takes the goods of his debtor out of his possession against his will in order to put pressure on him to compel him to discharge his debt ; and it must follow that a person who does so is guilty of theft within the provisions of the Indian penal Code. For these reasons their Lordships held that the case of prosonno Kumar Patra v. Udoy Sant was wrongly decided.

The Court came to the conculsion that the accused was rightly convicted of theft.

Points decided : (1) A creditor by taking any moveable property of his debtor from the debtor's possession without his consent with the intention of coercing him to pay his debt commits the offence of theft as defined in section 378 of the penal Code.

(2) The decision in the case of prosonno Kumar Patra v. Udoy Sant is overruled.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রশ্নমূলক আলোচনা

Chapter–1
অপরাধ এবং দেওয়ানী অপরাধ
[Crime and Civil wrong]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। অপরাধের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা
২। অপরাধের উপাদান বলতে কি বুঝায়?
৩। অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে 'অভিসন্ধি' ও 'ইচ্ছা'-এর ভূমিকা
৪। কিভাবে অপরাধ দেওয়ানী অন্যায় হতে ভিন্নতর?
৫। কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের জন্য প্রভিযুক্ত করার কোন নির্ধারিত সময় আছে কি?
৬। অপরাধ ও দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের মধ্যে পার্থক্য
৭। "অপরাধ স্থায়ী কোন গুণ বা অবস্থা নহে এবং ইহা চূড়ান্ত কোন মানদণ্ডে বিবেচনা করাও সম্ভব নহে"–উক্তিটির তাৎপর্য
৮। "বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে মানসিক উপাদানগুলির মধ্যে পার্থক্য বিরাট"–আলোচনা
৯। দেওয়ানী ক্ষতি ও ফৌজদারী অপরাধের পার্থক্য

১। অপরাধের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা **(Definition and explanation of the term 'Crime')**ঃ 'অপরাধ' (Crime) এবং দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধ (Civil wrong) শব্দ দুইটি ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত মামলায় সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। Crime বা অপরাধ বলতে আইন লংঘনকে বুঝায়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত অধিকার লংঘন সম্পর্কীয় অপরাধ Civil wrong হিসাবে গণ্য হয়। ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্ত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত সময় নাই–যদিও দেওয়ানী অপরাধ সংক্রান্ত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় তামাদি আইনে (Limitation Act) লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে 'অপরাধ' (Crime) শব্দটির কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। তবে যে সকল কার্য করলে বিভিন্ন রকম অপরাধ (যেমন–চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি) সংঘটিত হয়, উহাদের ব্যাখ্যা ও শাস্তি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, 'অপরাধ' (Crime) শব্দটির সঠিক ও যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাংলাদেশ দণ্ডবিধিই যথেষ্ট নয়; বরং ফৌজদারী কার্যবিধি (Cr, P.C,)

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

গবাদি পশুর অধিকার প্রবেশ আইন (Cattle trespass Act) ও অন্যান্য প্রচলিত আইনের আলোকে ইহার স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়।

সাধারণভাবে, 'অপরাধ'(Crime) বলতে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ করা বা কোন কাজ করা হতে বিরত থাকাকে বুঝায়। এই সকল অপরাধ শুধু ব্যক্তি বিশেষের জন্যই নয়, রাষ্ট্রের পক্ষেও ক্ষতিকারক এবং যার জন্য শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনিষী অসবর্ণ (Osborn) এর সংজ্ঞা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অপরাধ'(Crime) শব্দের সঠিক ও আইনগত সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়া (Osborn) বলেন যে, Crime is an act which sends to prejudice of the community and forbidden by law on pain of punishment inflicfed at the suit of the tatate." অর্থাৎ 'অপরাধ' বলতে এমন একটি অন্যায়কার্য সংঘটন করাকে বুঝায়, যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকার এবং আইনের নিষিদ্ধ এবং যে অন্যায়ের জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করতে পারে।

২। অপরাধের উপাদান বলতে কি বুঝায়?

অপরাধ সম্পর্কে বিভিন্ন অপরাধতত্ত্ববিদ বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। খ্যাতনামা অপরাধতত্ত্ববিদ পারমিলি বলেন, "অপরাধ হচ্ছে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও শাস্তিমূলক যে কোন কাজ, যা প্রায়ই সর্বদা প্রচলিত নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বলে বিবেচিত হবার দরুন সাধারণ সমাজের জন্যে বিশেষভাবে ক্ষতিকর এবং প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেই একমাত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হয়"।

আবার অপরাধের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে অসবর্ণ বলেন, "অপরাধ হলো এমন একটি অন্যায় কাজ, যা সমগ্র সমাজের জন্যে ক্ষতিকর এবং যে কারণে তা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ও যে অন্যায়ের উপর ভিত্তি করে সরকার ইচ্ছা করলে যথাযথ দণ্ডদানের ব্যবস্থা নিতে পারে"।

কিন্তু সব অন্যায় কাজকেই আইনে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। শাস্তিযোগ্য অন্যায় কাজকেই আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। অতএব, অপরাধ এবং অন্যায় কাজ একই অর্থ বহন করে না। এ প্রসঙ্গে একটি মামলায় বলা হয় যে, সব অপরাধই অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে সব অন্যায় কাজই অপরাধ নয়। (15 DLR 424)

যে সব কাজকে ফৌজদারী আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তা করলে বা যে সব কাজ করার জন্যে বলা হয়, তা না করলে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা থাকে, অনুরূপ কাজ করলে বা করা থেকে নিবৃত্ত থাকলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

অভিপ্রায় হলো অপরাধ সংঘটনের মূখ্য উপাদান। তাই কোন ব্যক্তির অপরাধ সংঘটনের সময় যদি কোন অভিপ্রায় নাও থাকে তাহলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হলেও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয় না। তবে এক্ষেত্রে অপরাধের সম্ভাব্য ফলাফল

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সম্পর্কে জেনে কার্যটি করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধের আওতায় পড়বে। কোন অপরাধ সংঘটনে "অভিপ্রায়" এবং "জ্ঞান" বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টের ৩(৩৭) ধারা অনুযায়ী "অপরাধ" বলতে এমন এক কার্য বিচ্যুতিকে বোঝাবে, যা বর্তমানে বলবত কোন আইন দ্বারা শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে।

আমলযোগ্য অপরাধ বলতে ফৌজদারী আইনে এমন এক বিশেষ অপরাধকে বুঝায়, যে অপরাধের ভিত্তিতে পরোয়ানা ছাড়াই একজন পুলিশ অফিসার কোন অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪(১-চ) দফা মোতাবেক "আমলযোগ্য অপরাধ এবং আমলযোগ্য মামলা বলতে সে সব অপরাধ ও মামলাকে বুঝাবে যেক্ষেত্রে কোন পুলিশ অফিসার দ্বিতীয় তফসিল অথবা বর্তমানে বলবৎ যে কোন আইনানুযায়ী বিনা পরোয়ানায় কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির বর্ণিত উপরোক্ত বিধানে কোন পুলিশ অফিসারকে পরোয়ানা ছাড়াই কোন অপরাধীকে গ্রেফতার করবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

অবশ্য আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারকে এজাহার তৈরী করে তদন্ত কার্য পরিচালনা করতে হবে। তদন্ত কার্য সম্পন্ন করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিনা তার বিবরণসহ একটি রিপোর্ট পুলিশ অফিসার কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদান করতে হবে।

গুরুতর অপরাধগুলো সাধারণত আমলযোগ্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। চুরি, জালিয়াতি রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ডাকাতি ইত্যাদি আমলযোগ্য অপরাধ। সঙ্গতকারণেই লঘু অপরাধগুলো আমলযোগ্য অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। আমলযোগ্য অপরাধ না হলে কোন পুলিশ অফিসার সাধারণতঃ ম্যাজিস্ট্রেটের পরোয়ানা ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেন না।

অপরাধের আবশ্যকীয় উপাদানঃ অপরাধ সংঘটনের জন্য কয়েকটি উপাদানের প্রয়োজন। যেমন–(১) দুষ্টমন, (২) ইচ্ছা, (৩) অভিপ্রায়, (৪) আইনগত ত্রুটি, (৫) ঘটনাজনিত ভুল ইত্যাদি। নিম্নে এগুলি আলোচনা করা হল–

(১) দুষ্টমনঃ Guilty Mind অর্থাৎ দুষ্টমন বলতে দোষযুক্ত মনকে বুঝায়। যদি কোন অপরাধী কোন অপরাধ করার সময় তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা লুকায়িত না থাকে অর্থাৎ দোষযুক্ত মনের অভাব থাকে তা হলে তাকে দোষী ব্যক্তি বা অপরাধী বলে গণ্য করা যাবে না।

(২) ইচ্ছা ও অভিপ্রায় (Intention & Malice)ঃ ইচ্ছা কার্যের ফলাফল লক্ষ্য করে থাকে। কিন্তু অভিপ্রায় কার্যকে চালিত করে। ইচ্ছা প্রকাশে কোন কাজ সম্পাদন করবার বাসনাস্বরূপ। অভিপ্রায় হল উহার অনুভূতি যা বাসনাকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যেমন–ক খ-কে হত্যা করল। এখানে ক মনের মধ্যে হত্যা করার যে ইচ্ছা পোষণ করেছিল তা-ই সম্পন্ন করল। কিন্তু অভিপ্রায় হল এই যে, ক-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ-কে হত্যা করা। অর্থাৎ এ হত্যার ফলে ক-এর প্রতিশোধ নেয়ার অভিপ্রায় সিদ্ধ হল।

(৩) অবহেলা (Negligence)ঃ অবহেলা Mens rea-এর পরিবর্তিত রূপ। অবহেলা একটি মানসিক অবস্থাকে বুঝায়। অবহেলার জন্য কোন ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের প্রয়োজন নাই। অবহেলা দুই প্রকারের, যথা–(১) ইচ্ছাকৃত অবহেলা, (২) অমনযোগিতা।

(১) ইচ্ছাকৃত অবহেলার অর্থ অন্য বিষয়ে মনকে আকৃষ্ট করা। এ সকল ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা পূর্ব হতেই বুঝা যায়, যদিও কারও অনিষ্ট করার ইচ্ছা না থাকে।

যেমন–যদি কোন লোক একটি অপরাধজনক কাজ করে যদিও সে জানে যে এর ফলে অপর ব্যক্তিটির ভীষণ ক্ষতি হতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে সে ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে।

(২) অবহেলা মূলত অমনযোগিতার সমন্বয়ে গঠিত। অমনযোগিতার দ্বারা অবশ্য করণীয় কর্তব্য অবহেলিত হয়। তবে সকল অমনযোগিতা অবহেলার পর্যায়ে পড়ে না। যেমন–ভুলবশত দুর্ঘটনাপ্রসূত, ইচ্ছাকৃত বা অসতর্কতামূলক অবহেলার মূলে অমনযোগিতাই সব সময় দায়ী নহে এবং অসতর্কতাকেই দায়ী বলা চলে।

(৪) আইনগত ত্রুটি (Mistake of law)ঃ Ignorance of law is no excuse অর্থাৎ আইন জানিনা বললেই ক্ষমা পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য নজির দেয়া যেতে পারে, যেমন–Ignorantia juris neminem exusat যার অর্থ হল আইন বিষয়ে অজ্ঞতা ক্ষমার জন্য যথেষ্ট নহে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি অনুসারে আইনগত ত্রুটির দুটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

(১) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৭৮ ধারা অনুসারে আইনগত ত্রুটি এর আইনগত প্রতিবাদ করা যেতে পারে। ৭৮ ধারা অনুসারে দণ্ডবিধিতে বর্ণিত আছে যে, কোন আদালতের নির্দেশক্রমে কিংবা কোন আদালতের রায় বা আদেশ অনুসারে উক্ত রায় বা আদেশ বলবৎ থাকাকালে কৃত কোন কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আদালতের অনুরূপ রায় বা আদেশ প্রদানের এখ্‌তিয়ার না থাকলেও অনুরূপ কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না, যদি উক্ত কার্যটি সম্পন্নকারী ব্যক্তি সরল মনে বিশ্বাস করে থাকে যে, আদালতের অনুরূপ এখ্‌তিয়ার আছে।

(২) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারা অনুসারে আইনগত ত্রুটিকে ক্ষমা করা যেতে পারে, যদি আসামী চুরি করাকে ঘটনাজনিত ভুল বলে মনে করে যে, সে যা নিয়েছে তাতে তার ন্যায্য অধিকার আছে। এরূপ অবস্থায় উক্ত আসামী চুরি করার অপরাধে শাস্তিযোগ্য বল বিবেচিত হবে না। যদিও একে অন্যায়ভাবে ক্ষতি বলে গণ্য করা যায়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

যেহেতু আসামীর মধ্যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নাই, সেহেতু সে আইনগত ত্রুটি হতে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।

(৫) ঘটনাজনিত ত্রুটি (Mistake of Fact)ঃ আইনের অজ্ঞতা ক্ষমার যোগ্য অপরাধ না হলেও ঘটনার অজ্ঞতা অর্থাৎ ঘটনাজনিত ভুল ক্ষমার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ঘটনাজনিত ভুল ঐ পর্যন্ত ক্ষমার কারণরূপে গৃহীত হয় যে পর্যন্ত উহা অসাবধানতা বা অবহেলা প্রসূত না হয়। ঘটনাজনিত ভুল ক্ষমার কারণরূপে বিচার্য নহে যখন কাজটি সম্পূর্ণভাবে ভুল অথবা নিষিদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি অনুসারে ভুল একটি তথ্যগত উপাদান যা আইনের অন্তর্ভুক্ত নহে। ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে ইহা দায়ের মুক্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে ধরা হয়েছে। অতএব দেওয়ানী আইনের চোখে কদাচিৎ ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে।

৩। অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে 'অভিসন্ধি' ও 'ইচ্ছা'-এর ভূমিকাঃ ইচ্ছা কার্যের ফলাফল লক্ষ্য করে থাকে। কিন্তু অভিপ্রায় কার্যকে চালিত করে। ইচ্ছা প্রকাশে কোন কাজ সম্পাদন করবার বাসনাস্বরূপ। অভিপ্রায় হল উহার অনুভূতি যা বাসনাকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ক হত্যা করল খ নামক কোন এক ব্যক্তিকে। এখানে ক মনের মধ্যে হত্যা করার যে ইচ্ছা পোষণ করেছিল তাই সম্পন্ন করল।

কিন্তু অভিপ্রায় হল এই যে, ক এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ নামক ব্যক্তিটিকে হত্যা করা। অর্থাৎ এই হত্যার ফলে ক-এর প্রতিশোধ নেয়ার অভিপ্রায় সিদ্ধ হল।

অভিসন্ধিমূলক কাজ যতই মহৎ হোক না কেন, আইনে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং অন্যায় অভিপ্রায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে অবশ্যই দায়ী হতে হবে– এটাই আইনের বিধান। একই অভিপ্রায় (Common intention) সাধনকল্পে যদি কতিপয় ব্যক্তি কোন অপরাধ করে তবে সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা অনুযায়ী সাধারণ অভিপ্রায়ের জন্য তাদের সকলকেই সমভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। অনুরূপভাবে সকলে একই উদ্দেশ্যে (Common object) যদি কোন অপরাধ সংঘটন করে তবে দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারা অনুযায়ী তাদের সকলকে দায়ী করা যাবে।

এভাবে দেখা যায় যে, অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে 'অভিসন্ধি' ও 'ইচ্ছা'-র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

৪। কিভাবে অপরাধ দেওয়ানী অন্যায় হতে ভিন্নতর (Distinction between crime and civil wrong)?

দেওয়ানী অন্যায় ও ফৌজদারী অপরাধ আইনের দৃষ্টিতে অন্যায় ও প্রতিকারযোগ্য বিবেচিত হলেও উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) শ্রেণীগত পার্থক্যঃ দেওয়ানী অন্যায় সম্পর্কীয় অপরাধকে দেওয়ানী অপরাধ (Civil wrong) হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরপক্ষে, Crime বা অপরাধ হল একটি ফৌজদারী অপরাধ (Criminal offence)।

(২) অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার প্রশ্নেঃ দেওয়ানী অন্যায় সংক্রান্ত অপরাধের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ এরূপ অপরাধের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে, ফৌজদারী অপরাধের দ্বারা জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ এরূপ অপরাধ জনসাধারণকে সার্বিকভাবে প্রভাবিত করে।

(৩) মামলা দায়েরের প্রশ্নেঃ দেওয়ানী অন্যায়ের মামলায় শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। কিন্তু ফৌজদারী মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষও এই ক্ষেত্রে অভিযোগ আনতে পারেন।

(৪) পক্ষদের নামের প্রশ্নেঃ দেওয়ানী অন্যায়ের ক্ষেত্রে যিনি মামলা দায়ের করেন, তাকে বাদী এবং যার বিরুদ্ধে এরূপ মামলা দায়ের করা হয়, তাকে বিবাদী বলা হয়। অপরপক্ষে, ফৌজদারী মামলা দায়েরকারী পক্ষকে ফরিয়াদী বা অভিযোগকারী এবং যার বিরুদ্ধে এরূপ মামলা আনয়ন করা হয়, তাকে আসামী বলা হয়।

(৫) উদ্দেশ্যগত পার্থক্যঃ দেওয়ানী অন্যায়ের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকে গৌণ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকেই মূখ্য হিসেবে ধরা হয়।

(৬) দায়ী ও দোষী হওয়ার প্রশ্নেঃ দেওয়ানী অন্যায়ের মামলায় অপরাধীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে দায়ী হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে প্রমাণিত অপকর্মকারীকে দোষী বা অপরাধী চিহ্নিত করা হয়।

(৭) মামলা প্রত্যাহারের প্রশ্নেঃ বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমঝোতা হলে দেওয়ানী অন্যায়ের মামলা প্রত্যাহার করা যায়। অপরপক্ষে, গুরুতর ফৌজদারী অপরাধের মামলা প্রত্যাহারযোগ্য নয়।

(৮) ক্ষতিপূরণ বা শাস্তির প্রশ্নেঃ দেওয়ানী অন্যায়ের মামলায় কোন ব্যক্তি দায়ী হলে সাধারণতঃ তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। পক্ষান্তরে, ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা হয়।

(৯) পরিচিতির প্রশ্নেঃ দেওয়ানী অন্যায়ের মামলাকে দেওয়ানী মামলা হিসেবে অভিহিত করা হয়। অপরপক্ষে, ফৌজদারী অপরাধ সম্পর্কীয় মামলাকে ফৌজদারী মামলা বলা হয়।

(১০) প্রতিকার লাভের ক্ষেত্রেঃ দেওয়ানী অন্যায় সম্পর্কীয় অপরাধের প্রতিকার দেওয়ানী আদালতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, ফৌজদারী অপরাধ সম্পর্কীয় অপরাধের প্রতিকার ফৌজদারী আদালতে পাওয়া যায়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১১) প্রমাণের প্রশ্নেঃ দেওয়ানী অন্যায়ের মামলায় বাদীকে প্রমাণ করতে হবে যে, বিবাদী তার আইনগত অধিকার লংঘন করেছে বা হস্তক্ষেপ করেছে। পক্ষান্তরে, ফৌজদারী মামলায় অভিযোগকারীকে প্রমাণিত করতে হবে যে, আসামী তার (অভিযোগকারী) উপর দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে।

(১২) সম্মতির প্রশ্নেঃ সম্মতি থাকলে কৃত দেওয়ানী অন্যায়ের কোন দায় সৃষ্টি হয়না। পক্ষান্তরে, ফৌজদারী অপরাধে সম্মতি থাকলেও সেখানে দায় সৃষ্টি হয়।

(১৩) নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের প্রশ্নেঃ দেওয়ানী অন্যায়ের মামলায় ক্ষতিপূরণ ছাড়াও নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয়। অপরপক্ষে, ফৌজদারী অপরাধে বিভিন্ন রকম শাস্তি প্রদান করা হয়।

(১৪) তামাদি আইনের প্রয়োগের প্রশ্নেঃ তামাদি আইনে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ দেওয়ানী অন্যায়ের মামলা দায়ের করতে পারে না। পক্ষান্তরে, ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে তামাদি আইনের প্রয়োগ নাই।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের legal বা আইনগত অধিকার সংরক্ষণে Tort আইনের সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে অনির্ধারিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানই এই আইনের প্রধান লক্ষ্য, যদিও অন্যান্য প্রতিকারও এই আইনে রয়েছে।

৫। প্রতিনিধিত্বমূলক ফৌজদারী দায়-দায়িত্ব বলতে কি বুঝ (Vicarious Criminal Liability)?

সাধারণ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য দায়ী হয়। অন্যের অপরাধের জন্য তাকে জবাবদিহী করতে হয় না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হচ্ছে– প্রতিনিধিত্বমূলক ফৌজদারী দায়-দায়িত্ব। এক্ষেত্রে একজনের অপরাধের জন্য অন্য ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত বা দায় করা হয়। একে বলা হয় প্রতিনিধিত্বমূলক ফৌজদারী দায়-দায়িত্ব। পরার্থ বা প্রতিনিধিত্বমূলক দায়-দায়িত্ব তিনভাবে হতে পারেঃ

(১) অপরাধকারীর সাথে কোন সম্পর্কের ফলে,

(২) অপরাধটি অনুমোদনের ফলে, এবং

(৩) অপরাধে প্ররোচনা বা সহায়তা করলে।

(ক) বিধিবদ্ধ দায়িত্বঃ

(১) মনিব তার চাকরের অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন। লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়াদি, যেখানে সাধারণতঃ মনিব দায়ী থাকেন এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া জমির মালিক ও দখলদারগণও নিজেরা করেননি। এমন অপরাধের জন্য দণ্ডবিধির ১৫৪ ও ১৫৫ ধারা অনুযায়ী দোষী। তেমনভাবে দণ্ডবিধির ৩৪ ও ১৪৯ ধারা ব্যক্তিকে এমন সব অপরাধের জন্য দায়ী করে, যা তারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা করে নাই।

(খ) গণ উৎপাতঃ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

মালিকের উপকারার্থে তার চাকর বা প্রতিনিধি কোন কাজ করলে, সেই কাজ করতে গিয়ে তাদের দ্বারা কোনরূপ গণ-উৎপাতের সৃষ্টি হলে তজ্জন্য মালিক অভিযুক্ত হবে।

(২) কর্তব্যে অবহেলাঃ যদি কোন ব্যক্তি কাজ করতে অবহেলা করে, সে কাজ এমনভাবে করা তার কর্তব্য, যাতে অন্য কেউ বিপন্ন হয় এবং যদি সে সেইকাজ একজন অদক্ষ লোককে করতে দেয়, আর সেইব্যক্তিমেনভাবে তা করে, যাতে অন্যের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হয়, এক্ষেত্রে ফলাফলের জন্য প্রথমোক্ত ব্যক্তি দায়ী থাকবে।

(৩) যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করেনা, কিন্তু অপরকে উহা করার প্ররোচনা দেয়, সেক্ষেত্রে প্ররোচনাকারী হিসেবে শাস্তি পায়। মূল অপরাধী হিসেবে নয়। কারণ আইনে প্ররোচনা একটি ভিন্ন অপরাধ হিসেবে গণ্য। এটি অবশ্য ব্যক্তিগত দায়িত্বের সাধারণ নিয়ম, উপরোক্তগুলো এবং ব্যতিক্রম, যা প্রতিনিধিত্বমূলক ফৌজদারী দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

৬। কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের জন্য প্রভিযুক্ত করার কোন নির্ধারিত সময় আছে কি? (Is there any limitation to prosecute a person for an offence?)

ফৌজদারী আইনে, কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত সময় নাই। দেওয়ানী সংক্রান্ত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কারণ তামাদি আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে হয়। ফলে, ঐ নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে দেওয়ানী মামলা দায়ের না করলে উহা আদালত কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ঐ আইন প্রযোজ্য নহে।

সুতরাং ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ফরিয়াদী তার সুবিধামত যে কোন সময়ে মামলা দায়ের করতে পারে। তবে অযথা বিলম্ব না করে শীঘ্রই মামলা দায়ের করা ফরিয়াদীর জন্য কল্যাণকর। কারণ অহেতুক বিলম্বের কারণে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত সাক্ষীগণের মধ্যে ফাটল ধরতে পারে। এছাড়া, অপরাধ ঘটার পরেই বিনা কারণে মামলা দায়ের করতে বিলম্ব ঘটিলে অপরাধ করার অপরাধ করার বিষয়ে আদালতের সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে।

৬। অপরাধ ও দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between crime and civil wrong)ঃ অপরাধ ও দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়–

(১) প্রকৃতিগত পার্থক্যঃ অপরাধ বলতে এমন একটি অন্যায় কার্যকে বুঝায়, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। যেমন–চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধ বলতে যেমন–কাহাকে জমি হতে বেদখল করা, অন্যের জমির ফসল গরু দিয়া খাওয়ান ইত্যাদিকে বুঝায়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(২) আদালতে মামলা দায়ের প্রশ্নেঃ Crime সংক্রান্ত অপরাধের ফৌজদারী আদালতে (Criminal Court) মামলা দায়ের করা হয়। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দেওয়ানী আদালতে Civil (Court) মামলা দায়ের করা হয়।

(৩) শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের প্রশ্নেঃ ফৌজদারী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তি (Punishment) প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বা নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি দেওয়া হয়।

(৪) মামলা আনয়নের প্রশ্নেঃ ফৌজদারী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ছাড়াও সরকার বাদী হয়ে মামলা আনয়ন করতে পারে পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষই বাদী হয়ে মামলা আনয়ন করতে পারে।

(৫) প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্নেঃ ফৌজদারী অপরাধ শুধু ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অন্যায় নহে, বরং ইহা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায়। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধ শুধু ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য।

(৬) সময়ের প্রশ্নেঃ ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের প্রশ্নে কোন নির্ধারিত সময় নাই। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে তামাদি আইনের নির্ধারিত (Limitation Act) সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করতে পারে।

(৭) অসৎ (Mensrea) অভিপ্রায় বিদ্যমান থাকার প্রশ্নেঃ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য হওয়ার জন্য Menrea বা অসদ অভিপ্রায় বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাক্ষী প্রমাণ থাকিলেই চলে।

পরিশেষে, অপরাধ এবং দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এমন কতকগুলি অন্যায় কার্য রয়েছে, যা অপরাধ (Crime) এবং দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধ (Civil worng) উভয়ের মধ্যেই পরিগণিত হতে পারে। যেমন–মানহানি (Defamation), অবৈধ কারাবাস (False imprisorment) ইত্যাদি। এই সকল অপরাধসমূহ দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী আদালতে একই সাথে অথবা পৃথকভাবে দায়ের করা যায়।

৬। "অপরাধ স্থায়ী কোন গুণ বা অবস্থা নহে এবং ইহা চূড়ান্ত কোন মানদণ্ডে বিবেচনা করাও সম্ভব নহে"–উক্তিটির তাৎপর্যঃ

দণ্ডবিধিতে অপরাধের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। তবে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধ বলতে দণ্ডনীয় অপরাধ বুঝায়। সকল অপরাধ দণ্ডবিধির অধীনে দণ্ডযোগ্য নহে। সাধারণ অর্থে প্রচলিত পাপ ও অন্যায় এবং দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপরাধ সম-অর্থবাচক নহে। কোন নৈতিক আদর্শ বিরোধী কার্যকে সাধারণ ভাষায় অন্যায় বা পাপ বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু কেবলমাত্র যে সকল অন্যায় কার্যের জন্য দণ্ডবিধিতে সাজার উল্লেখ আছে, সেগুলিকে দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

দণ্ডনীয় অপরাধের ধারণা কোন সমাজে স্থায়ী বা চূড়ান্ত নহে। একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আইন উদ্দেশ্যমূলক। কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক শান্তি ও ভারসাম্যের প্রয়োজনে বিশেষ আইন প্রণীত হয়। স্থান ও কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের প্রয়োজন ও সামাজিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। ইহার সাথে অপরাধের মানদণ্ড ও দৃষ্টি ভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটে। ইংল্যান্ডে ব্যভিচার দণ্ডনীয় অপরাধ নহে। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যভিচার আইনের অধীনে দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

৬। "বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে মানসিক উপাদানগুলির মধ্যে পার্থক্য বিরাট—ব্যাখ্যা

ফৌজদারী অপরাধ ও দেওয়ানী অপরাধের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, প্রথম ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্যায়কারীর হৃদয়ে অপরাধের অভিপ্রায় থাকতে হবে। অন্যায় কার্যটি করার সময় অপরাধীর মনে প্রকৃত অপরাধটি করার কোন অভিপ্রায় না থাকলে কার্যটি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে ঠিকই, কিন্তু উহা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ফৌজদারী আইনের আওতায় আসবে না। দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহের অন্যতম উপাদান অসৎ অভিপ্রায় বা অপরাধটি সম্পর্কে পূর্ব-সচেতনতা। অর্থাৎ সজ্ঞানে এবং অপরাধটির সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে অবহিত থেকেই কোন অপরাধমূলক কার্য সম্পাদন করা হলে সেক্ষেত্রে অপরাধের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে বলে ধরা হবে এবং উক্ত অপরাধ দণ্ডনীয় অপরাধ' বলে বিবেচিত হবে।

ফৌজদারী আইনে কোন অন্যায় বিচারযোগ্য বা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে হলে অবশ্যই অন্যায়কারীর অপরাধের মনোভাব থাকতে হবে। সেজন্য দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় অপরাধসমূহের ব্যাখ্যাকালে 'ইচ্ছাকৃতভাবে', 'সজ্ঞানে' স্বেচ্ছায়' 'অসদুপায়ে' 'প্রতারণামূলকভাবে' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে মানসিক উপাদান একই ধরণের হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। দেশের প্রচলিত আইনে কোন অন্যায় কার্যকে জনকল্যাণের স্বার্থে সরাসরি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হবে, উক্ত অন্যায় কার্যটি সম্পাদনকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিকতা কিরূপ ছিল, তা আদৌ বিবেচনার বিষয় হবে না। অপরদিকে, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী অন্যায়কারীর মনে অসৎ অভিপ্রায়ে অবশ্যই ছিল বলে ধরে নেয়া হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৭। দেওয়ানী ক্ষতি ও ফৌজদারী অপরাধের পার্থক্য

নীতি ও পদ্ধতি উভয় দিক হতে দেওয়ানী ক্ষতি ও ফৌজদারী অপরাধের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) দেওয়ানী ক্ষতি বলতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রতি অপর কোন ব্যক্তির কর্তব্যচ্যুতি বুঝায়। দেওয়ানী ক্ষতি বা অপরাধের ফলে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কতিপয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা দেওয়ানী অধিকার ক্ষুন্ন হয়ে থাকে। অপরদিকে ফৌজদারী অপরাধের দ্বারা সমাজের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে গণ্য করা হয় এবং এর দ্বারা জন অধিকার ও দয়া ক্ষুন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

(২) দেওয়ানী অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ফৌজদারী অপরাধের বেলায় রাষ্ট্রই অপরাধীর শাস্তিবিধানের তৎপর হয়। কারণ এর দ্বারা সমগ্র সমাজের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে।

(৩) দেওয়ানী অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বা ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহ অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে না। কিন্তু ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ দায়ের করার প্রয়োজ হয় না। স্বয়ং রাষ্ট্র অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। সর্বোপরি, দেওয়ানী অপরাধের বেলায় অন্যায়কারীর মানসিকতা বা অভিপ্রায়ের প্রশ্নটি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নহে। কিন্তু ফৌজদারী অপরাধের অন্যতম উপাদান হলো অপরাধীর মানসিকতা। সাধারণত অপরাধের মনোভাব বা অসৎ অভিপ্রায় ব্যতিরেকে সংঘটিত কোন অন্যায় কার্য বা অপরাধকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

প্রত্যেক দেওয়ানী অপরাধ দণ্ডনীয় অপরাধ হবে না এবং প্রত্যেক দণ্ডনীয় অপরাধের মধ্যে দেওয়ানী ক্ষতি থাকে না। ভুলক্রমে কেহ অন্য কারো সম্পত্তিতে প্রবেশ করলে কার্যটি দেওয়ানী অপরাধের পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু ইহা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কারণ কার্যটি জনস্বার্থ বা জনকল্যাণের প্রতি কোন বিপদের সৃষ্টি করেনি।

অবশ্য কোন অন্যায় কার্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকারের অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে। কোন ব্যক্তির প্রতি শারীরিক নির্যাতন করা হলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটি তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার জন্য একদিকে ক্ষতিপূরণ লাভ করবে, অপরদিকে রাষ্ট্র অপরাধীকে সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষুন্নকারী হিসেবেও শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–2
শাস্তির প্রকার ও শাস্তিদানের উদ্দেশ্য
[Different Kinds of Punishment & its Object]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। দণ্ডবিধির অধীনে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কারাদণ্ডের বিবরণ
২। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির অধিনে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে? খুনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডদান কি বাধ্যতামূলক?
৩। কারাদণ্ড কত প্রকার ও কি কি?
৪। দণ্ড প্রয়োগের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা
৫। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনে দোষী ব্যক্তিগণ কি কি ধরনের শাস্তি পেতে পারে?
৬। তুমি কি এমন কোন অপরাধের উল্লেখ করতে পার যার মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত কোন শাস্তি নেই?
৭। দণ্ডবিধি আইন কি এমন কোন অপরাধ আছে যে অপরাধ সংঘটন করা অপরাধ নয় তবে তা করতে চেষ্টা করা অপরাধ?

১। দণ্ডবিধির অধীনে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কারাদণ্ডের বিবরণঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির অধীনে কোন অপরাধের জন্য সর্বাধিক কারাদণ্ডের পরিমাণ হলো ৩০ বৎসর। অপরপক্ষ সর্বনিম্ন ২৪ ঘন্টার মেয়াদের কারাদণ্ডের বিধান আছে।

দু'টি ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সাত বৎসরের কারাদণ্ডের বিধান আছে।

(১) চুরি বা ডাকাতির সময় অপরাধী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করলে বা গুরুতররূপে কারো আহত করলে।

(২) কোন অপরাধ সংঘটনের সময় অপরাধী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকলে।

২। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির অধিনে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে? খুনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডদান কি বাধ্যতামূলক?

দণ্ডবিধির অধীনে একাধিক অপরাধের নিমিত্ত মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে। নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে আদালত মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করতে পারে।

(১) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে;

(২) প্রকৃত সংঘটিত কোন বিদ্রোহে সহায়তা দান করলে;

(৩) মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা বা মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করার ফলে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিতর মৃত্যু ঘটলে;

(৪) খুনের অপরাধ;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৫) নাবালক, বিকৃত মস্তিষ্ক বা নেশাগ্রস্ত-ব্যক্তিকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা বা সহায়তা দানের ক্ষেত্রে;

(৬) ডাকাতি সহ খুনের অপরাধের ক্ষেত্রে;

(৭) দ্বীপান্তরের দণ্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে খুনের চেষ্টা করলে যদি সে ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হয়ে থাকে;

(৮) যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি কাহাকেও খুন করলে;

এছাড়াও, কোন গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ বা স্থানীয় কোন আইনের বলে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করা যেতে পারে।

খুনের অপরাধে কেহ দোষী সাব্যস্ত হলে সে মৃত্যুদণ্ডে অবশ্যই দণ্ডিত হবে এমন কোন বিধান নেই। কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে, তাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান আইনত বাধ্যবাধতামূলক।

৩। কারাদণ্ড কত প্রকার ও কি কি?

কারাদণ্ড দু'ধরণের হতে পারে—সশ্রম কারাদণ্ড ও বিনাশ্রম কারাদণ্ড। সশ্রম কারাদণ্ডের সাথে আবার নির্জন অন্তরীণের দণ্ড যুক্ত হতে পারে।

সশ্রম কারাদণ্ডঃ সশ্রম কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে অপরাধীকে শারীরিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হয়। গম ভাঙ্গাই, পানি তোলা মাটি কাটা ও অন্যান্য কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে দেয়া হয়। নিম্নলিখিত অপরাধগুলির ক্ষেত্রে সশ্রম কারাদণ্ড দান করা হয়।

(১) মিথ্যা সাক্ষ্যদান বা মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করা।

(২) দ্বীপান্তরের স্থান হতে বে-আইনীভাবে প্রত্যাবর্তন।

(৩) মৃত্যুদণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য নিয়ে কেহ অন্যের জায়গায় অবৈধভাবে প্রবেশ করলে।

বিনাশ্রম কারাদণ্ডঃ বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে অপরাধীকে জেলের অভ্যন্তরে কেবল আটক রাখা হয়। কিন্তু তাকে কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয় না। বিনাশ্রম কারাদণ্ডের সাথে নির্জন অন্তরীণ কারাবাসের সাজা যুক্ত করা যায় না।

নিম্নলিখিত অপরাধগুলির জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডের বিধান আছে—

(১) গণ-কর্মচারী বে-আইনীভাবে কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হলে।

(২) আদালতের সমন জারী এড়াবার জন্য কেহ আত্মগোপন করে থাকলে।

(৩) কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে কোন দলিল বা সরকারী কাগজপত্র পেশ না করা হলে।

(৪) বিহিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি শপথ গ্রহণে অসম্মত হলে;

(৫) কোন সরকারী কর্মচারীর আদেশ মানতে কেহ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৬) সংশ্লিষ্ট কোন সরকারী কর্মচারীর অবহেলার ফলে কোন ব্যক্তি সরকারী হেফাজত হতে পলায়ন করলে বা কোন ব্যক্তি দোষী ব্যক্তিকে আটক করতে অসমর্থ হলে;

(৭) কোন বিচারাধীন কার্যক্রমে কেহ সরকারী কর্মচারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করে থাকলে;

(৮) আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারীর পরেও কেহ নোংরামি বা উৎপাতমূলক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখলে;

(৯) কাহাকেও বে-আইনীভাবে আটক রাখা;

(১০) অবমাননাকর কোন পুস্তক মুদ্রণ ও বিক্রয় করা;

(১১) স্ত্রীলোকের প্রতি মর্যাদাহানিকর কোন উক্তি করলে;

(১২) প্রকাশ্য স্থানে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক অসদাচরণ;

অন্তরীণ কারাদণ্ডঃ নির্জন অন্তরীণ কারাদণ্ড কেবল সেসব অপরাধের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়, যেসব ক্ষেত্রে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়ার বিধান আছে। নির্জন অন্তরীণ কারাদণ্ড আবার সমগ্র কারাদণ্ডের মেয়াদের জন্য দেয়া যাবে না। নির্জন অন্তরীণ কারাদণ্ডের মেয়াদ সর্ব সাকুল্যে তিন মাসের বেশী হবে না এবং একটানাভাবে কার্যকরী করা হবে না। নির্জন অন্তরীণ কারাদণ্ডের প্রতি পর্বের যে মেয়াদ হবে, দু'টি পর্বের মধ্যবর্তীকালীন বিরতি তদ্‌পেক্ষা কম হবে না। নির্জন কারাদণ্ডের মেয়াদ তিন মাস হলে, কোন মাসে সাত দিনের বেশী নির্জন অন্তরীণ দণ্ড ভোগ করবে না এবং একটানা ১৪ দিনের বেশী কোন সময় নির্জন অন্তরীণ কারাদণ্ড দেয়া যাবে না।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডঃ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বতে ত্রিশ বৎসর মেয়াদের কারাদন্ড বুঝানো হয়ে থাকে। ইহা কারাদণ্ডের ভগ্নাংশ হিসাব করার জন্য ধরা হয়ে থাকে। বর্তমানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বলতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ধরা হয়ে থাকে বৃটিশ আমলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদান করা হলে, অপরাধীকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রেরণ করা হতো।

৪। শাস্তিদানের উদ্দেশ্য

যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, তা হলে উক্ত অপরাধকারীকে যথাযথ শাস্তি প্রদান করবার মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য লোককে ঐ অপরাধ প্রবণতা হতে নিবৃত করা এবং উক্ত অপরাধীর সৃষ্ট মনের ক্ষত চিরতরে মুছে ফেলে তার চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে সংস্কারমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। যার ফলে ভবিষ্যত জীবনে সুস্থ ও দক্ষ নাগরিকরূপে সৎভাবে জীবন যাপন করবার প্রয়াস পায়।

অপরাধবিজ্ঞানের মতে সাধারণত তিন প্রকারে শাস্তি প্রদান হয়ে থাকে, যথা–

(১) প্রতিরোধমূলক শাস্তিঃ প্রতিরোধমূলক শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, তা হলে তাকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে এরূপ শিক্ষা দিতে হবে যে,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সে যেন দ্বিতীয়বার এরূপ অপরাধ হতে বিরত থাকে। সমাজের অন্যান্য দুষ্টলোককে শিক্ষাদানও এরূপ শাস্তি প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(২) নিবারণমূলক শাস্তিঃ এরূপ শাস্তি ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি প্রদান করবার মাধ্যমে প্রত্যেক লোককে ঐ অপরাধ প্রবণতা হতে নিবৃত্ত করা। যেমন– হত্যাকারীকে ফাঁসী দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হল, যদি কোন ব্যক্তি সমাজে ঐ অপরাধ করতে চায়, তা হলে তাকে অনুরূপ শাস্তির ভয়ে নিবৃত হতে হয়।

(৩) সংস্কারমূলক শাস্তিঃ এই শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হল অপরাধীর দুষ্ট মনের ক্ষত চিরতরে মুছে ফেলে তার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন করা। যার ফলে মনের দিক দিয়ে সে কোন অপরাধ করতে সংকোচ অনুভব করে।

৫। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনে দোষী ব্যক্তিগণ কি কি ধরনের শাস্তি পেতে পারে?

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৫৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, অত্র বিধির বিধান সমূহ অনুযায়ী অপরাধীগণ যে যে দন্ডে দন্ডিত হবে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(১) মৃত্যুদণ্ডঃ দণ্ডবিধি আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড নিম্নলিখিত যে কোন ৭টি অপরাধ সংঘটনের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে, যেমন–

(ক) দণ্ডবিধির ১২১ ধারামতে, যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিংবা অনুরূপ যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে, অথবা অনুরূপ যুদ্ধের সহায়তা করে, সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।

(খ) দণ্ডবিধির ১৩২ ধারামতে, যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক বিদ্রোহ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তিও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হতে পারে।

(গ) দণ্ডবিধির ৩০২ ধারামতে, যদি কোন ব্যক্তি খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, সেক্ষেত্রে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঘ) দণ্ডবিধির ১৯৪ ধারামতে, কোন ব্যক্তি কারো মৃত্যুদণ্ড ঘটাবার জন্য কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাকেও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঙ) দণ্ডবিধির ৩০৫ ধারামতে, ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি কিংবা কোন উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যা অনুষ্ঠানে সহায়তা করলে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(চ) দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারামতে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তিকে খুন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে তবে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

(ছ) নরহত্যাসহ ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারামতে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা যাবে। তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করতে পারেন।

(২) দ্বীপান্তরঃ বৃটিশ আমলে অর্থাৎ ১৯০০ সালের কারাগার আইন প্রবর্তন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর শাস্তিকে লঘুতর করে দ্বীপান্তর দণ্ড দেয়া হত। দ্বীপান্তর বলতে কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হিসেবেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসন করাকে বুঝাত।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সাম্প্রতিক সংশোধনীতে দ্বীপান্তর দণ্ড উঠিয়ে দেয়ার ফলে এ ধারার শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যার মেয়াদ হবে ৩০ বছর। এটিই সর্বোচ্চ কারাদণ্ড।

(ক) বাংলাদেশ-দণ্ডবিধির ৭৫ ধারা মোতাবেক, পূর্ববর্তী দন্ডের পরে দ্বাদশ এবং সপ্তদশ পরিচ্ছেদের যে সমস্ত অপরাধের দন্ডের মেয়াদ তিন বৎসর বা তদূর্ধ্ব কাল সে সকল অপরাধে যদি কোন ব্যক্তি দন্ডিত হয় এবং ঐ দণ্ড হতে মুক্তি পাবার পর বা ঐ দণ্ড বজায় থাকাকালে পুনরায় অনুরূপ যে কোন অপরাধ করে সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হতে পারে।

(খ) দণ্ডবিধির ১২১ ধারামতে, কোন ব্যক্তির দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কিংবা যুদ্ধের সহায়তামূলক অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ড।

(গ) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ১২১-ক ধারামতে, যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হবে।

(ঘ) মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কোন মহিলা গর্ভবতী হলে আদালত দণ্ডবিধির ৩৮২ ধারামতে উক্ত দণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করতে পারেন।

(ঙ) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করলে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ১২২ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(চ) রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ছ) বাংলাদেশের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ কোন এশীয় শক্তি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করলে বা অনুরূপ যুদ্ধের সহায়তা করলে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ১২৫ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(জ) সরকারী কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে পলায়নের জন্য সহায়তা করলে, সেক্ষেত্রে উক্ত সরকারী কর্মচারীকে দণ্ডবিধির ১২৮ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঝ) কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করলে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ১২৫ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঞ) বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করা ও জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ জ্ঞাতসারে সম্পাদন করলে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৩২ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ট) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে আঘাত করে তবে তাকে দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ঠ) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ঠগ বলে গণ্য হয়, তবে তাকে দণ্ডবিধির ৩১১ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ড) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা গুরুতরভাবে আঘাত করে তবে তাকে দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ঢ) অভিযুক্ত ব্যক্তি দস্যুতা অনুষ্ঠানকালে যদি কোন ব্যক্তিকে আঘাত প্রদান করে, তবে সে ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(ণ) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৫১১ ধারানুসারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(৩) কারাদণ্ডঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির দু প্রকার কারাদন্ডের বিধান আছে, যথা–(ক) সশ্রম এবং (খ) বিনাশ্রম।

সশ্রম কারাদণ্ডঃ কঠোর শ্রমসহ কারারুদ্ধ করাকে সশ্রম করাদণ্ড বলা হয়। দণ্ডবিধি আইনের বিধান মোতাবেক কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপরাধীকে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে।

(ক) দণ্ডবিধির ১৯৪ ধারামতে মৃত্যুদণ্ড অপরাধে দন্ডিত করাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করলে, অথবা

(খ) দণ্ডবিধির ৪৪৯ ধারামতে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

বিনাশ্রম কারাদণ্ডঃ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি শ্রম ব্যতীত কারারুদ্ধ করাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড বলে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেবল নিম্নলিখিত অপরাধগুলির জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে–

(ক) কোন সরকারী কর্মচারী বেআইনীভাবে ব্যবসা করলে (ধারা ১৬৮);

(খ) কোন ব্যক্তি আদালত কর্তৃক জারিকৃত সমনকে এড়িয়ে চললে (ধারা ১৭২, ১৭৩);

(গ) সরকারী কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ রূপে জারিকৃত আদেশকে অমান্য করলে (ধারা ১৮৮);

(ঘ) সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অবহেলাভাবে গ্রেফতার না করা বা অবরোধ হতে পলায়ন করতে সহায়তা করলে, (ধারা ২২৫(ক));

এভাবে দণ্ডবিধির বিধান মোতাবেক সশ্রম ও বিনাশ্রম অথবা আংশিক সশ্রম ও আংশিক বিনাশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

(৪) সম্পত্তি বাজেয়াপ্তিঃ দণ্ডবিধির নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে, যেমন–

(ক) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের সহিত মৈত্রীবদ্ধ কিংবা শান্তিতে বসবাসকারী কোন রাজ্যের এলাকাসমূহের উপর লুণ্ঠনকার্য অনুষ্ঠান করে, বা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ১২৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ লুণ্ঠনকার্যে ব্যবহৃত বা ব্যবহারির নিমিত্ত অভীষ্ট বা ঐরূপ লুণ্ঠনের সাহায্যে অর্জিত তার যে কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

তবে এ ধারায় বর্ণিত অপরাধের জন্য কাউকেও অভিযুক্ত করতে হলে সরকারের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধ বা লুণ্ঠনের দ্বারা কোন গৃহীত সম্পত্তি গ্রহণ করে অথবা দণ্ডবিধির ১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লেখিত কোন অপরাধ অনুষ্ঠানকালে গৃহীত বলে জেনেও উহা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুরূপভাবে গৃহীত সম্পত্তি দণ্ডবিধির ১২৭ধারার বিধান মোতাবেক বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

(গ) যে সরকারী কর্মচারী সম্পত্তি কিনতে বা নিলাম ডাকতে আইনত নিষিদ্ধ হয়েছেন, তিনি যদি স্বনামে বা বেনামে কিংবা অন্যের সহিত এজমালীভাবে বিশেষ কোন সম্পত্তি ক্রয় করেন বা নিলাম ডাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ক্রয়কৃত সম্পত্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৬৯ ধারামতে বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।

(৫) অর্থদণ্ডঃ যেক্ষেত্রে কোন অপরাধীকে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয় যে ক্ষেত্রে অর্থদন্ডের পরিমাণ আইনে উল্লেখ নাই, সেক্ষেত্রে উক্ত অর্থের পরিমাণ আদালতের বিচারের উপর নির্ভরশীল। নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের জন্য অর্থদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে–

(ক) যদি কোন ভূমির উপর বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়, তবে সে ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী এবং অনুরূপ ভূমিতে স্বার্থ সমন্বিত বা স্বার্থের দাবিদার যে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৫৪ ধারামতে অনধিক এক হাজার টাকা পর্যন্ত দন্ডিত হবে।

(২) নির্বাচন খরচের হিসাব না রাখার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৭১(ক) ধারার বিধান মতে পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নিজের কাজের দ্বার কিংবা তার কোন ত্রুটির দ্বারা সাধারণে স্থলপথে বা জলপথে অন্য কোন ব্যক্তির বিপদ ঘটায়, বাধা সৃষ্টি করে, কিংবা কোন ক্ষতিসাধন করে, সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ২৮৩ ধারামতে অনধিক দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অর্থদণ্ড অনাদায়ের দরুন বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৬৪ ধারামতে কারাদণ্ড প্রদান করবার মাধ্যমে তা উসুল করে নিতে পারেন।

৬। তুমি কি এমন কোন অপরাধের উল্লেখ করতে পার যার মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত কোন শাস্তি নেই? দণ্ডবিধিতে ৭টি ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। এগুলি হল, (১) রাষ্ট্রদ্রোহিতা (১২১ ধারা), (২) বিদ্রোহে সহায়তা প্রদান (১৩২ ধারা), (৩) কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান (১৯৪ ধারা), (৪) নরহত্যা (৩০২, ৩০৩ ধারা), (৫) কোন উন্মাদ বা নাবালককে আত্মহত্যায় সহায়তা প্রদান (৩০৫ ধারা), (৬) যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক নরহত্যার প্রচেষ্টা (৩০৭ ধারা) এবং (৭) নরহত্যাসহ ডাকাতি (৩৯৬) ধারা।

উপরোক্ত অপরাধগুলির মধ্যে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক নরহত্যার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে বিকল্প শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু কারাদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক নরহত্যার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি, এর কোন বিকল্প শাস্তির বিধান দণ্ডবিধিতে নেই।

৭। দণ্ডবিধি আইন কি এমন কোন অপরাধ আছে যে অপরাধ সংঘটন করা অপরাধ নয় তবে তা করতে চেষ্টা করা অপরাধ?

আত্মহত্যা করার উদ্যোগ দণ্ডবিধি আইনে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে–যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

মানবজীবন অতি মূল্যবান। কবি বলেছেন 'মানব জীবন সার এমন পাবে আর'। মানব জীবনের মূল্য শুধু সেই জীবন ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ইহা সমগ্র মনুষ্যসমাজ পর্যন্ত প্রসারিত। আমার জীবন আমি শেষ করে দিতে পারি না। কারণ, আমার জীবন যেমন আমার নিকট মূলবান তেমনি অন্য সকলের কাছে মূল্যবান।

এই জীবনের উপর ভিত্তি করেই এই প্রসঙ্গে আইনের জগতে একটি সরল ধাঁধার প্রচলন দেখা যায় বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারায় উহার উত্তর নিহিত হয়েছে। ধাঁধাটি হল–বলেন তো এমন কোন অপরাধ আছে কি যা করলে শাস্তি হয় না কিন্তু করবার উদ্যোগ করলে শাস্তি হয়। এর উত্তরে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির উক্ত ধারায় যে কাজের কথা বলা হয়েছে উহা একবার করে ফেললে যিনি উহা করেন তিনি সব আইন ও শাস্তির উর্ধ্বে চলে যান। যিনি আত্মহত্যা করেন তাকে শাস্তি দেয়া যায় না। সুতরাং আত্মহত্যা এমন একটি অপরাধ যা করলে শাস্তি হয় না কিন্তু আত্মহত্যার উদ্যোগ করলে এই ধারায় শাস্তি পেতে হয়।

উদ্যোগ বলতে শুধু আস্ফালন বুঝায় না। আত্মহত্যা করব বলে প্রকাশ বা প্রচার করলেই তা উদ্যোগ বলে গণ্য হয় না। এমনকি পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করব বলে পানির দিকে ছুটে যাওয়াও উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা নহে; মত পরিবর্তনের সুযোগ তার তখনও ছিল। সুতরাং উহা প্রস্তুতি মাত্র। এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করতে হয়–

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি চেষ্টা করেছিল।

(২) আত্মহত্যা করবার দিকে কোন কাজ করে ঐ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

এই ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেন সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এরূপ আত্মহত্যা যদি কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় বা সাহায্যে সংঘটিত হয় তবে প্ররোচনা দানকারী বা সাহায্যকারী ব্যক্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারা মতে দশ বৎসর যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় বা সাহায্যে আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি, কোন উন্মাদ ব্যক্তি বা কোন প্রলাপগ্রস্ত ব্যক্তি, কোন নির্বোধ ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করে তবে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৫ ধারা মতে উক্ত প্ররোচনাদানকারী বা সাহায্যকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–3
মেন্‌স রিয়া (দুষ্টমন)
[Mens Rea]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। মেন্‌স রিয়া (Mens Rea) মতবাদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা
৩। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে এই নীতির প্রয়োগ
৪। যে সকল ক্ষেত্রে Mens Rea-এর প্রয়োজন হয় না, উহার বিধানাবলী
৫। অপরাধ প্রসঙ্গে 'মেন্‌স রীয়া' নীতি আলোচনা

১। ভূমিকা (Introduction)ঃ ইংরেজী প্রবাদ বাক্য হতে ইৎসারিত ও উজ্জীবিত Doctrine of Mens Rea নীতিটি দোষযুক্ত বা অসদ অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ তথা অপরাধ নিরূপণের অন্যতম মানদণ্ড হিসাবে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্য ভূমিকার অবতারণা করেছে। তাই, "The act creates itself no guilt in the absence of guilty mind" মেন্স রিয়ার (Mens Rea) এই মূল সুর ও আবেদন দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত Dishonestly, Fraudulently, Intentionally প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে মূর্তমান হয়ে উঠেছে। অবশ্য, তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই মতবাদের বিশেষ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

২। মেন্‌স রিয়া (Mens Rea) মতবাদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (Definition and explanation of the doctrine of Mens Rea) ঃ Mens Rea বলতে Guilty mind বা দুষ্টমন অসদ অভিপ্রায়কে বুঝানো হয়ে থাকে। এই মতবাদ অনুযায়ী কোন অপরাধ সংঘটনের সময় অপরাধকারীরা বা দোষী ব্যক্তির কোনরূপ দোষযুক্ত মন বা অসদ অভিপ্রায় না থাকে, তবে তাকে অপরাধী বা দোষী ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে না। তাই, দুষ্ট মন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ঘটনা বা কার্য দ্বারা কোনরূপ অপরাধ সংঘটিত হয় না– যদি না অপরাধকারীর মনে অপরাধ প্রবণতা লুক্কায়িত না থাকে। তাই অপরাধ সংঘটনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যটির পশ্চাতে Guilty Mind এর অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। কারণ অপরাধ প্রবণ মনে অনুপস্থিতি কোনরূপ অপরাধ সৃষ্টি করে না। তাই, একথা বলা হয় যে, "The act itself does not constitute guilt done with a guilty intent"

উদাহরণঃ যদি কোন ব্যক্তি আইনসঙ্গতভাবে মারিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পশুকে গুলি করে এবং উক্ত গুলিতে যদি ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত কোন ব্যক্তি নিহত হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

তবে, উক্ত কার্যের দ্বারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবেনা–যদি ঐ কাজ সে বা অসাবধানতার বশবর্তী হয়ে না করে। এক্ষেত্রে তার এই কৃত কার্যকে নিছক দুর্ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে যদি যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

৩। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে এই নীতির প্রয়োগ (Application of this doctrine to BPC)ঃ Bangladesh penal code বা বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের অন্তর্গত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে এই মতবাদটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। কারণ এই আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহের সংজ্ঞা দেওয়ার সময় সর্বত্রই "অসাধুভাবে" (Dishonestly) এবং "প্রতারণামূলকভাবে" (Fraudulently) শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুইটির একটি বিদ্যমান না থাকিলে কোন অন্যায় কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না। তাই, বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত এই সকল অপরাধগুলি সংঘটনের প্রধান উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

এছাড়া, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২য় পরিচ্ছেদে (Chapter II) সাধারণ ব্যাখ্যাসমূহের (Genieral explanations) অন্তর্গত যে সকল অপরাধ বর্ণিত হয়েছে, উহা হতে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, Doctrine of Mens Rea মতবাদটি বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে বিশেষভাবে স্বীকৃতি হয়েছে।

৪। যে সকল ক্ষেত্রে Mens Rea-এর প্রয়োজন হয় না, উহার বিধানাবলী (Cases where mens rea is not applicable)ঃ Sherras Vs. De Rutzen (1890) IQ. 1918 মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩টি ক্ষেত্রে বিদ্যমান না থাকিলেও অপরাধ হতে পারে। নিম্নে এই সকল ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করা হলো–

ক) প্রকাশ্য নোংরামি (Public nuisance) ঃ যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন কার্য করে যা Public nuisance বা প্রকাশ্য নোংরামি পর্যায়ভুক্ত হয়, তবে উক্ত কৃতকার্যের পিছনে তার কোন Mens Rea বা দুষ্টমন ছিল না, এই অজুহাতে সে রেহাই পাইবেনা– বরং তাকে অপরাধী বলে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। তাই, Public nuisance-এর ক্ষেত্রে মতবাদটি প্রযোজ্য নহে।

খ) দেওয়ানী অধিকার সম্পর্কে মামলা ঃ Mens Rea মতবাদটি দেওয়ানী অধিকার সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

(৩) জনস্বার্থ বিরোধী কাজ (Acts opposed to public interest and welfare) ঃ যে সকল মামলা প্রকৃত অর্থে ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় পড়ে না অথচ জনস্বার্থ বিরোধী, সেক্ষেত্রে Mens Rea মতবাদটি প্রযোজ্য নয়; যেমন– Revenue Acts। তাই, Shaukat Mahmood-এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

"Mens Rea is not an essential ingredient for acts and omissions which are not criminal in any real sense but are prohibited as penal out of concern for public interest and welfare"

সর্বোপরি, Mens Rea মতবাদটি (Vicarious libility) বা পরার্থ দায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। তাই, Shaukat Mahmood যথার্থই বলেছেন যে, "Offences which incorporate the principal of vicarious liability are notable for omission of Mens Rea form them."

Mens Rea মতবাদের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই মতবাদটি প্রযোজ্য নয়–উহা আলোচনা করে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, অপরাধীর অপরাধ নির্ণয় তথা অপরাধের যুক্তিযুক্ততা নির্ধারণে Mens Rea মতবাদটি বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে Mens Rea বা দুষ্ট মনের ছাপ ও স্বাক্ষর মুর্তমান হয়ে উঠেছে। অবশ্য, কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়–যা Sherras বনাম De Rutzan মামলায় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিধৃত হয়েছে।

৪। অপরাধ প্রসঙ্গে 'মেন্‌স রীয়া' নীতি আলোচনা

Mens Rea বলতে Guilty mind বা দুষ্টমন তথা অসদ অভিপ্রায়কে বুঝানো হয়ে থাকে। এই মতবাদ অনুযায়ী কোন অপরাধ সংঘটনের সময় অপরাধকারীরা বা দোষী ব্যক্তির কোনরূপ দোষযুক্ত মন বা অসদ অভিপ্রায় না থাকে, তবে তাকে অপরাধী বা দোষী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। তাই, দুষ্ট মন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ঘটনা বা কার্য দ্বারা কোনরূপ অপরাধ সংঘটিত হয় না–যদি না অপরাধকারীর মনে অপরাধ প্রবণতা লুক্কায়িত না থাকে। তাই অপরাধ সংঘটনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যটির পশ্চাতে Guilty Mind এর অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। কারণ অপরাধ প্রবণ মনে অনুপস্থিতি কোনরূপ অপরাধ সৃষ্টি করে না। তাই, একথা বলা হয় যে, "The act itself does not constitute guilt done with a guilty intent".

উদাহরণঃ যদি কোন ব্যক্তি আইনসঙ্গতভাবে মারতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পশুকে গুলি করে এবং উক্ত গুলিতে যদি ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত কোন ব্যক্তি নিহত হয়। তবে, উক্ত কার্যের দ্বারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবেনা–যদি ঐ কাজ সে অসাবধানতার বশবর্তী হয়ে না করে। এক্ষেত্রে তার এই কৃত কার্যকে নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে যদি যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–4
আইনের অজ্ঞতা ও ঘটনার অজ্ঞতা
[Mistake of law & mistake of fact]

১। "আইনের অজ্ঞতা ক্ষমাযোগ্য নহে, কিন্তু বিষয় বা ঘটনার অজ্ঞতা ফৌজদারী দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে।" উক্তিটির ব্যাখ্যাঃ

২। উক্ত নিয়মগুলোর কোন ব্যতিক্রম

১। "আইনের অজ্ঞতা ক্ষমাযোগ্য নহে, কিন্তু বিষয় বা ঘটনার অজ্ঞতা ফৌজদারী দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে" –উক্তিটির ব্যাখ্যা (Mistake of law excuses no one, while mistake of fact affords an exemption from criminal liability–discuss)ঃ

তথ্যগত ভুল বলতে বুঝায়, প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা। অপরদিকে আইনগত ভুল বলতে দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা বুঝায়।

দেশের প্রতিটি নাগরিক আইন সম্পর্কে জ্ঞাত আছে ধরে নেয়া হয়। দেশের আইন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমে তা প্রচার করা হয়। সকল নাগরিকেরই কর্তব্য আইনের বিধিবিধান সম্পর্কে জানা। কাজেই আইনের অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কেউ যদি যুক্তি উঠায় যে, সে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান না জেনে কাজটি করেছে, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আইনগত ভুলকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসেবে মোটেই গ্রাহ্য হয় না।

অপরদিকে তথ্যগত ভুল অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি জোরালো যুক্তি। তথ্যগত ভুল বলতে, সরলবিশ্বাসে কোন কুমতলব বা অভিসন্ধি ছাড়া কোন বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে ভুল ধারণা অথবা যথেষ্ট যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করার পরও সরলবিশ্বাসে তথ্য-সংক্রান্ত কোন ভুল।

যখন আদালতে কোন মামলা উত্থাপিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবে তাতে ২টি প্রশ্ন জড়িত থাকে। যেমন–আইনগত ও তথ্যগত প্রশ্ন।

অপরাধ আইনবিজ্ঞানের মতে, আইন জানা ছিল না বলে কোন অপরাধ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবাদ আছে 'আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা কখনও ক্ষমতার জন্য পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া বলা যেতে পারে কেউ কেউ জেনেশুনে বিষপান করলে মরবে। অনুরূপভাবে না জেনে পান করলেও মরবে। যে রকম আইন না জেনে কোন অপরাধ করলেও শাস্তি হবে। আর আইন জেনে অপরাধ করলেও অপরাধ হবে। তাই আইনগতভাবে কেউ ভুল করে তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তা ক্ষমাযোগ্য নয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আইনের অজ্ঞতাঃ আইনের অজ্ঞতা বলতে বিদ্যমান কোন আইন সম্পর্কে অজ্ঞতাকে নির্দেশ করে। যেসকল আইনের অস্তিত্ব বর্তমান নেই সে সকল আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা আইনের অজ্ঞতার আওতাভুক্ত নয়।

ঘটনার অজ্ঞতাঃ বিষয় বা ঘটনার অজ্ঞতা বলতে কোন ঘটনার বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতাকে বুঝায়।

আইগত অজ্ঞতাঃ এখন প্রশ্ন হলো আইনগত ভুল কাকে বলে? আইনগত ভুল বলতে আমরা বুঝি কোন বিষয়ে আইন আছে কিনা এবং থাকলে সে আইন কি? এসব বিষয় না জানা বা ভুল জানাকে আইনের ভুল বলে। এখানে আইন বলতে দেশের সমুদয় আইনকে বুঝায়ে থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫২-তে আইনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আইন অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি-প্রতিবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোন প্রথা বা রীতি।

বস্তুনিষ্ঠ দিক থেকে বিবেচনা করলে এটাই নির্ধারণ করা হয়েছে যে, আইনের অজ্ঞতাজনিত কারণে কাউকে মাফ করে দেয়া যাবে না। যদি মাফ দেয়ার বিধান চালু করা হত তবে সকলেই অপরাধকরত আইন না জানার অজুহাতে অপরাধ থেকে মাফ পেয়ে যেত। মূলত এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই নীতি গৃহীত হয়েছে। আইনের অজ্ঞতাজনিত কারণে রেহাই পাবার বিষয়টি দণ্ডবিধির ৭৬ ধারায় বর্ণিত আছে।

ঘটনার অজ্ঞতাঃ ঘটনার অজ্ঞতার ক্ষেত্রে ক্ষমা হতে পারে বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ফৌজদারী আইনে তথ্যজনিত অজ্ঞতার কারণে সম্পাদিত অপরাধ ক্ষমা হতে পারে। কিন্তু দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রে এরূপ ভুলের দরুন ক্ষমা খুব কমই হয়ে থাকে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ধারা ৭৬ ও ৭৯-তে তথ্য সংক্রান্ত ভুলের বিষয় যথাযথভাবে বর্ণিত আছে।

৭৬ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন কিছু সম্পাদন করার জন্য আইন বলে বাধ্য বা তথ্যের ভুল ধারণাবশত আইন ভুল ধারণাবশত নয়। সদ্‌বিশ্বাসে নিজেকে কোন কিছু সম্পাদন করার জন্য আইন বলে বাধ্য বলে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদন করলে উহা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

যেমন—কোন আদাতের জনৈক কর্মকর্তা ক গ-কে গ্রেফতারের জন্য আদিষ্ট হন। তিনি যথাবিহিত তদন্তের পর ১-কে গ মনে করে গ্রেফতার করে। 'ক' কোন অপরাধের অপরাধী নন।

৭৯ ধারায় বলা হয়েছে, আইন সমর্থিত ব্যক্তি কোন কিছু সম্পাদনের জন্য বা যে ব্যক্তি তথ্যের ভুল ধারণাবশত নয়। সদ্‌বিশ্বাসে নিজেকে আইন সমর্থিত বলে বিশ্বাস করে এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কোন কিছু অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

এই উভয়ক্ষেত্রেই ভুলটি তথ্যগত হতে হবে। আইনগত হলে চলবে না। উভয়ক্ষেত্রেই আইনসঙ্গতভাবে কাজটি ক'রা হয়েছে বলে সরল বিশ্বাসে থাকতে হবে। এই দুই ধারার পার্থক্য হচ্ছে যে, প্রথমত বাস্তব বা ধারণকৃত আইনগত বাধ্যবাধকতা ও দ্বিতীয়ত বাস্তব বা ধারণকৃত আইনগত যৌক্তিকতার বশবর্তী হয়ে কাজটি করা।

Barronet care 1852 মামলানুযায়ী তথ্যগত ভুল ক্ষমার যোগ্য হলেও আইনগত ভুল ক্ষমার যোগ্য নয়। কারণ দেশের আইন জানা প্রত্যেকের কর্তব্য। অষ্টিনের মতে, আইনগত ভুলের জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা থাকলে প্রত্যেক অপরাধী এর আশ্রয় গ্রহণ করবে। তাছাড়া কোন আইন কারো জানা ছিল কি তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। Ignorantlafacti ক্ষমার যোগ্য। বিদেশীদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম নেই।

২। উক্ত নিয়মগুলোর কোন ব্যতিক্রমঃ

যে সকল বিষয়ের উপর উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় তা'হলো–

(১) তথ্যগত ভুলের দরুন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে তা ক্ষমাযোগ্য হবে না। ৩০১ ধারা অনুযায়ী। Shankarial Care (1965) নামক মামলায় প্রকাশ থাকে যে, সুমন মনে মনে রাজনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে কিন্তু ভুলবশত মোহনকে হত্যা করে। এতে আদালতের সিদ্ধান্ত হলো এখানে সুমনের তথ্যগতভুল হলেও সে দোষী সাব্যস্ত হয়।

(২) কাউকে ভুল করে টাকা প্রদানের সময় বা পরবর্তীতে গ্রহীতা ভুলের বিষয়টি জেনেও যদি তা আত্মসাৎ করার মনস্থ করে তবে তিনি অপরাধজনক আত্মসাতের দায়ে দায়ী হবেন।

(৩) তথ্যগত ভুলের দরুন অযৌক্তিক কাজ ক্ষমাযোগ্য নয়। কোন পুলিশ অফিসার তার বাবার চুরি হওয়া ঘোড়ার মত একটি ঘোড়া 'ক'-এর বাড়িতে দেখতে পায়। ক বলে সে এটি খ-এর কাছ থেকে কিনেছে। ঘোড়ার মালিককে আনা বা এর সম্পর্কে বিশেষ কোন খোঁজখবর না নিয়েই খ-কে গ্রেফতার করে জামিনে ছেড়ে দেয়া হয়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, ঘোড়াটি পুলিশ অফিসারের বাবার নয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, পুলিশ অফিসার সরল বিশ্বাসে যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করেননি।

(৪) আইনগত ভুল নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ক্ষমাযোগ্যঃ

(ক) নব প্রবর্তিত আইন সম্পর্কে ভুল ক্ষমাযোগ্য হতে পারে এবং

(খ) দেওয়ানী মামলায় তথ্য ও আইনগত প্রশ্নের মিশ্র ভুল তথ্যগত ভুল হিসেবে গণ্য হয় বিধায় তা ক্ষমাযোগ্য হয়।

পরিশেষে আইনের অজ্ঞতা ক্ষমাযোগ্য নয় ঠিক কিন্তু বিষয় বা ঘটনার অজ্ঞতা ফৌজদারী দায় হতে রেহাই প্রদান করে এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে কতিপয় ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম লক্ষনীয়। যেখানে তথ্যগত ভুল হতে নিয়মানুযায়ী রেহাই পাওয়া যায় না। আইনের অজ্ঞতা ক্ষমাযোগ্য নয় কিন্তু বিষয় বা ঘটনার অজ্ঞতা ফৌজদারী দায় হতে রেহাই প্রদান করে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–5
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ ধরে নেয়ার মতবাদ

সারসংক্ষেপঃ

১। ফৌজদারী আইন বিজ্ঞানের আওতায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ ধরে নেয়ায় মতবাদ

২। এ আইনের কোন ব্যতিক্রম আছে কি?

৩। প্রিজামশান সারা দণ্ডবিধিতে বলবৎ বা বহাল রাখা হয়েছে কিনা?

৪। নিম্নলিখিত আইন বিজ্ঞানের নীতি সমূহ বিশ্লেষণ কর দণ্ডবিধি আইনের অন্তর্গত অপরাধসমূহে এগুলি কতদূর প্রযোজ্যঃ

(১) 'নুলাম টেমপাস অকুরিটি রিজি'

(২) একটাস নন ফেসিট রিয়াম নিসি মিনস সিট রিয়া'।

১। ফৌজদারী আইন বিজ্ঞানের আওতায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ ধরে নেয়ায় মতবাদঃ

'Presumption of innocence' বা নির্দোষ প্রিজামশানের নীতিটি বাংলাদেশ দণ্ডবিধি তথা সমগ্র আইনের জগতে এক বিশেষ অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই সূত্রটির মূলনীতি হল এই যে, কোন আসামীকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত তাকে নিরাপরাধ বলে ধরে নেয়া। সমগ্র দণ্ডবিধিতে এই নীতি বলবৎ ও বহাল রাখা হয়েছে। তবে এই নীতির কতিপয় ব্যতিক্রম রয়েছে, যা আমাদের আলোচ্যতব্য প্রশ্নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরাপরাধ বলে ধরে নেয়ার মূল সূত্রটি ইংলিশ ইকুইটি হতে উদ্ভূত হয়ে আইনের দিগন্তে এক নূতন উন্মেষ ঘটিয়ে বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতেও সমভাবে সমাদৃত হয়েছে। এই নীতিটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিরাপরাধ হিসেবে ধরে নিতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে নির্দোষ তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রমাণ করতে হবে। আদালত চায় কোন নিরাপরাধ ব্যক্তি যেন কোন ক্রমেই দণ্ডপ্রাপ্ত না হয়। তাই এই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে গিয়ে যদি একাধিক দোষী ব্যক্তিও ছাড়া পেয়ে যায় তাতেও আদালতের অনুশোচনার কিছুই নাই।

সাক্ষ্য হল মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির মূল মন্ত্র তথা চাবিকাঠি। এই সাক্ষ্য হল দুই প্রকার, যথাঃ লিখিত ও মৌখিক। যাবতীয় দেওয়ানী মামলা এই লিখিত সাক্ষ্যের উপর

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

নির্ভর করে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে এবং যাবতীয় ফৌজদারী মামলা মৌখিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। মৌখিক সাক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে যারা প্রদান করে থাকে তাদের সততার উপর নির্ভর করে মামলার রায়। আর এই বিশ্বাসযোগ্যতা বা সততা পরিমাপের তেমন কোন মাপকাঠি নাই। তাই বিচারক তার অতীত অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা, তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতার দৃষ্টে সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যতটুকু সত্যতা পাওয়া যায় তার উপর কিছুটা অনুমান করে মোকদ্দমার রায় প্রদান করে থাকেন।

তাই 'Presumption of innocence' নীতিটি হল অপরাধীকে আদালত কর্তৃক প্রথমেই নির্দোষ হিসেবে ধরে নেয়া। অন্যথায় আদালতের বিচার বিভ্রাট হতে পারে, বা বিচারের অভাবে হাজতে আসামী হিসেবে দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারে। তাই উপমায় বলা যায় সেই হাজতি আসামী 'গণি মহন্তের' কথা যে ব্যক্তি বিগত ১২-৫-৯৯ তা বগুড়া জেলে মৃত্যু বরণ করে। তাই সাংবাদিক লিখেছেন "মৃত্যুর পূর্বেও 'গণি মহন্ত' জানতে পারে নাই সে প্রকৃতপক্ষে দোষী ছিল কিনা"। তাই ন্যায়পর আদালতকে এই মিথ্যা সাক্ষ্যের খপ্পরে পড়ে মোকদ্দমার রায় বিলম্বিত করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকেনা।

২। এ আইনের কোন ব্যতিক্রম আছে কি?

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত নিরপরাধ বলে ধরে নিতে হবে তবে এই নীতি বেদবাক্যের ন্যায় বা চিরন্তন সত্যের ন্যায় সর্বক্ষেত্রে সত্য হিসেবে প্রযোজ্য হয় না। তাই এই নীতির কতিপয় ব্যতিক্রম আছে যা নিম্নে প্রদত্ত হল, যথাঃ

(১) সিকিউরিটি এক্টের ক্ষেত্রেঃ বিশেষ ক্ষমতা আইনে যদি কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে আদালত মনে করেন কোন ব্যক্তি দোষী না হলে তার আটকের প্রশ্ন উঠত না।

(২) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধের ক্ষেত্রেঃ কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করলে তাকে অভিযুক্ত করে বিচারের পূর্বে দোষী মনে করা যেতে পারে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ক্ষেত্রেঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি আদালতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে তার অপরাধ সম্পর্কে স্বীকার করে, তা হলে বিচারের পূর্বে তাকে দোষী মনে করা যেতে পারে।

(৪) প্রকাশ্য নোংরামীর ক্ষেত্রেঃ 'Public nuisance' বা প্রকাশ্য নোংরামীর ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে।

(৫) জনস্বার্থ বিরোধী কার্যের ক্ষেত্রেঃ জনস্বার্থ বিরোধী কার্যের ক্ষেত্রে প্রথমেই ধরে নেয়া হয় যে, আসামী অপরাধ করেছে অর্থাৎ নির পরাধ নহে।

অবশ্য আসামী নিজে অপরাধ স্বীকার করলেই যে সে আইনে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ডনীয় হবে তা নহে; কারণ দণ্ডবিধিতে এমন কতিপয় বিশেষ ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আছে যে ক্ষেত্রে আসামী কোন অপরাধ করলেও আইনত সে দোষী হবে না। অবশ্য এই অব্যাহতিগুলি প্রমাণ করার দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির।

২। প্রিজামশান সারা দণ্ডবিধিতে বলবৎ বা বহাল রাখা হয়েছে কিনা?

প্রিজামশান সমগ্র দণ্ডবিধি আইনে বলবৎ ও বহাল করা হয়েছে। তবে ইহা ন্যায়পর আদালতের মর্জির উপর নির্ভর করে। আসামী মৌলিক অধিকার হিসেবে ইহা কখন দাবী করতে বা আদালতকে বাধ্য করতে পারে না। অবশ্য কতিপয় ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

৩। [খ] নিম্নলিখিত আইন বিজ্ঞানের নীতি সমূহ বিশ্লেষণ কর এবং দেখাও যে, দণ্ডবিধি আইনের অন্তর্গত অপরাধসমূহে এগুলি কতদূর প্রযোজ্যঃ

(১) 'নুলাম টেমপাস অকুরিটি রিজি'ঃ এই নীতিটির অর্থ হলো "Lapse of time does not bar the right of the crown. অর্থাৎ সময়ের কালক্ষেপণ সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাকে খর্ব করে না। এই নীতিমালাটি দ্বারা ইহাই বুঝানো হয় যে, তামাদি আইন ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

ফৌজদারী আইনে, কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত সময় নাই। দেওয়ানী সংক্রান্ত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কারণ তামাদি আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে হয়। ফলে, ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেওয়ানী মামলা দায়ের না করলে উহা আদালত কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ঐ আইন প্রযোজ্য নহে।

সুতরাং ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ফরিয়াদী তার সুবিধামত যে কোন সময়ে মামলা দায়ের করতে পারে। তবে অযথা বিলম্ব না করে শীঘ্রই মামলা দায়ের করা ফরিয়াদীর জন্য কল্যাণকর। কারণ অহেতুক বিলম্বের কারণে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত সাক্ষীগণের মধ্যে ফাটল ধরতে পারে। এছাড়া, অপরাধ ঘটার পরেই বিনা কারণে মামলা দায়ের করতে বিলম্ব ঘটলে অপরাধ করার বিষয়ে আদালতের সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। অবশ্য কতিপয় অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ড প্রদানের সময় দণ্ডাদেশেই বলা থাকে যে, ৬০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে হবে। যদিও সাধারণভাবে ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা নাই।

(২) একটাস নন ফেসিট রিয়াম নিসি মিনস সিট রিয়া'ঃ উপরোক্ত প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হল, "The act creates itself no guilty in the absence of guilty mind." অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধের মধ্যে দোষযুক্ত বা দুষ্টমনের অভাব থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দোষী বলা যাবে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ইংরেজী অপরাধ আইনের বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম হল যে, দুষ্টমন ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ঘটনা বা কার্য দ্বারা কোন দোষণীয় কিছু হতে পারে না। দোষ সংঘটনের জন্য কার্যটির পশ্চাতে দোষযুক্ত মনের ইচ্ছা প্রবণতা থাকতে হবে। কারণ, অপরাধপ্রবণতার অনুপস্থিতিতে কোন কার্যকেই অপরাধ বলা যায় না।

অধ্যাপক স্যামন্ডের মতে, দুটি মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অপরাধীর কার্যকে দোষী বিবেচনা করে দণ্ডদান করা যেতে পারে। যথা–

(১) এমন কাজ করা হয়েছে যার পরিমাণ বা পরিণাম হয়েছে অপরের জন্য ক্ষতিকর বা অনিষ্টকর, এবং আইন যাকে দণ্ডদানের দ্বারা দমন করা উচিত বলে মনে করেন।

(২) এরূপ কৃত কাজের উপর অন্যায়কারী এমন মনোভাব পোষণ করে, যার মাধ্যমে তার উপর প্রযুক্ত শাস্তি কার্যকর হতে পারে।

এভাবে, এই মতবাদ অনুযায়ী একজন অপরাধী শুধু তার কার্যের জন্যই দায়ী হয় না, বরং সে তার কার্যের সহিত তার অপরাধী মন বা অপরাধ করবার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের জন্যই বিশেষভাবে দায়ী হয়ে থাকে। অপরাধীর মনে যদি অপরাধ করবার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকে তবে তার কার্যকে দোষী বলে বিবেচনা করা যাবে না। The act itself does not constitute guilt unless done with a guilty intent অর্থাৎ অপরাধীর কোন কাজকেই দোষী বলে বিবেচনা করা যাবে না যদি তার মনে অপরাধ সংঘটনের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য না থাকে।

উদাহরণস্বরূ বলা যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তি একটি বাঘকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছুঁড়লে ঝোপের আড়ালে লুকাইত এক ব্যক্তি নিহত হল। এরূপ ক্ষেত্রে তার এই কার্যকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না যদি সে ইহা অসাবধানতার বশবর্তী হয়ে না করে। অর্থাৎ তার এই কাজকে নিছক দুর্ঘটনা বলে ক্ষমতার চক্ষে দেখা যাবে। কিন্তু এরূপ কোন যুক্তিসঙ্গত অজুহাত প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে, তবে তাকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

এভাবে অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা দুইভাবে প্রভাবান্বিত করা যাবে। যথা–(১) অপরাধমূলক প্রবৃত্তি, (২) অবহেলাজনিত কারণে। অর্থাৎ কোন অপরাধমূলক কর্ম সংঘটনের হয় অপরাধমূলক প্রবৃত্তি নতুবা অসাবধানতা বা অবহেলাজনিত কারণ থাকতে হবে।

Sherras Vs. De Rutzen (1895) I.Q. 1918 মামলাটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কেবল তিন প্রকার মামলায় দোষযুক্ত মনের প্রয়োজন হয় না। এই তিনটি মামলার ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক অপরাধজনক মামলার জন্য দুষ্টমন সর্বপ্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। নিম্নে ব্যতিক্রমগুলি প্রদত্ত হলঃ

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) মামলাগুলি প্রকৃত অর্থে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে না অথচ জনস্বার্থ বিরোধী, যেমন–Revenue Act.

(২) প্রকাশ্য নোংরামি;

(৩) দেওয়ানী অধিকার সংক্রান্ত মামলাগুলি।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে দোষযুক্ত মনের স্বীকৃতি রয়েছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সাধারণ ব্যাখ্যাসমূহ এর মধ্যে যে সমস্ত অপরাধ বর্ণিত আছে তাতেই প্রতীয়মান হয় যে, মেন্‌স রিয়া বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে বিনা বাধায় স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২৪নং ধারা বর্ণিত অপরাধসমূহ নিম্নরূপঃ যথা–

(১) অসাধুভাবে, (২) প্রতারণামূলকভাবে (২৫ ধারা), (৩) স্বেচ্ছাকৃতভাবে (৩৯ ধারা)। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির এই সমস্ত অপরাধ মেন্‌স রিয়া সংঘটনের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই মেন্‌স রিয়া ও বাংলাদেশ দণ্ডবিধি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–6
সাধারণ উদ্দেশ্য ও সাধারণ অভিপ্রায়
[Common Intention & Common Object]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। **Common Intention** এর সংজ্ঞা
৩। **Common object** এর সংজ্ঞা
৪। **Common intention & Common object** এর মধ্যে পার্থক্য
৫। ফৌজদারী মামলায় সৎ উদ্দেশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসেবে কতদূর গ্রহণযোগ্য?
৬। সাধারণ উদ্দেশ্য ও সাধারণ অভিপ্রায়ের সংজ্ঞা দাও। একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার নজিরসহ সাধারণ উদ্দেশ্য ও সাধারণ অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন কর।

১। **ভূমিকা (Introduction)ঃ** Common intention & Common object বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে দুইটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ হিসাবে বিশেষ ভূমিকা পরিগ্রহ করেছে। দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় Common intention এবং ১৪৯ ধারায় Common object মতবাদ দুইটি বিধৃত হয়েছে। এই দুইটি মতবাদের মাধ্যমে joint offender & joint liability বা যৌথ দায়িত্বের নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Barendra Kumar Ghose Vs. Emperor নামক মামলাটির রায়ের মধ্য দিয়া উল্লেখিত মতবাদ দ্বয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও পার্থক্য বিঘোষিত হয়েছে।

২। **Common Intention** এর সংজ্ঞাঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, যখন কতিপয় ব্যক্তি একত্রে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় বা ইচ্ছায় কোন অপরাধমূলক কাজ করে তখন প্রত্যেকে উক্ত কার্যাবলীর ফলাফলের জন্য এমনভাবে দায়ী হবে যেন সে একাই তাহা করেছে।
তাই ৩৪ ধারায় মূলনীতি অনুযায়ী যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে ইচ্ছাপূর্বক কোন কাজ করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা প্রত্যেকেই নিজে সংশ্লিষ্ট কাজটি করেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অতএব কতিপয় ব্যক্তি একত্রে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন অপরাধমূলক কাজ করলে, তারা উক্ত কার্যের জন্য সমানভাবে দায়ী হবে। তাকে Common Intention বলে।

Common Intention এর উপাদানঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা বিশ্লেষণ করলে নিম্নরূপ উপাদানগুলি পাওয়া যায়–

(১) একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক কোন অপরাধমূলক কাজ করা হবে।

(২) তারা প্রত্যেকেই সে অপরাধ সংঘটনে অনুপ্রাণিত হতে হবে। এবং

(৩) তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য সফল করতে অপরাধমূলক কাজটি সম্পন্ন হতে হবে।

৩। Common object এর সংজ্ঞাঃ

দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন বে-আইনী সমাবেশে যোগদানকারী ব্যক্তি উক্ত বে-আইনী সমাবেশের সাধারণ লক্ষ্য বা অভিন্ন উদ্দেশ্য অভিপ্রায় অর্জন করার জন্য কোন অপরাধ সংঘটন করে। কিংবা উক্ত সাধারণ লক্ষ্যে পৌছানের জন্য যে অপরাধটি করা প্রয়োজন তাহা যদি সংঘটিত হয়। তবে উক্ত সমাবেশে যোগদানকারী প্রত্যেকে সমভাবে দায়ী হবে। (Every member of unlawful assembly guilty of offence commited in prosecution of common object.)

অতএব, কোন বে-আইনী সমাবেশে যোগদানকারী ব্যক্তি উক্ত বে-আইনী সমাবেশের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন অপরাধমূলক কাজ করলে। উক্ত সমাবেশে যোগদানকারী প্রত্যেকেই উক্ত কাজের জন্য সমভাবে দায়ী হবে। তাকে Common object বলে।

Common object এর উপাদান–

দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারা Common object এ প্রমাণ করতে হবে যে,

(১) সকলেই একটি বে-আইনী সমাবেশের সদস্য ছিল।

(২) উক্ত সমাবেশের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে।

৪। Common intention & Common object এর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between common intention and common object) ঃ

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common object এবং দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় উল্লেখিত Common object-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়–

(১) প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্নে ঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention দুই বা ততধিক ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয়। কিন্তু অপরপক্ষে, দণ্ডবিধির

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

১৪৯ ধারায় উল্লেখিত Common object পাঁচ বা ততধিক ব্যক্তির বে আইনী বা অবৈধ জমায়েতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তাই, Md. Mizhar Hassan Nizami-এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, "Section 149 Postulate an assembly of five or more persons having a common object.".

(২) যৌথ অথবা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হওয়ার প্রশ্নে ঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় বর্ণিত Principle অনুযায়ী অপরাধকারীগণ প্রত্যেকে সমগ্র অপরাধটির জন্য jointly বা যৌথভাবে দায়ী হয়। কারণ এক্ষেত্রে অপরাধীগণ সকলেই Common intention-এ সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক কার্যটি করে থাকে।

কিন্তু অপরপক্ষে, common object এর ক্ষেত্রে অবৈধ জমায়েতের সদস্যগণ যদি common object-এর বাইরে কোন অপরাধ সংঘটিত করে, তবে সেই কারণে তারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হন না।

(৩) দোষী সাব্যস্ত হওয়ার প্রশ্নে ঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention-এর ক্ষেত্রে যদি কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একই Intention-এ কোন কার্য সংঘটিত করে এবং যদি কোন ব্যক্তি অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার সময় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত না থাকে, তবে তাকেও দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

কিন্তু, অপরপক্ষে Common object-এর ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কোন অপরাধ না করেন বা অপরাধে সহায়তা না করেন, সেই ব্যক্তিকে কেবল বিশেষ অবস্থা ছাড়া দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

(৪) পরিধিগত পার্থক্য ঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention এই আইনের ১৪৯ ধারার মত widet বা বিস্তৃত নহে। কিন্তু পক্ষান্তরে, ১৪৯ ধারায় উল্লেখিত Common object-এর পরিধি বিশেষভাবে wide বা বিস্তৃত। তাই, একথা বলা হয় যে, "Section 149 is wider than section 34"

(৫) আলোচনার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারার মূল কথা হলো Common intention এবং এই Common intention-এর ভিত্তিতে joint liability বা যৌথ দায়িত্ব নির্ণীত হয়। কিন্তু, পক্ষান্তরে দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারার মূল বক্তব্য হলো Common object এবং এই Common object-এর ভিত্তিতেই joint liability বা যৌথ দায়িত্ব নির্ণীত হয়।

(৬) অপরাধ সংঘটনে যোগদানের প্রশ্নেঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরাধ সংঘটনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ইহাতে যোগদান করা প্রয়োজন। কিন্তু পক্ষান্তরে ১৪৯ ধারায় অপরাধ সংঘটন করার সময় কোন ব্যক্তি উক্ত অবৈধ জমায়েতের সদস্য হলে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা যায়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৭) অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রশ্নে ঃ ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention দ্বারা যে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ছিল সেই সংশ্লিষ্ট অপরাধটি সংঘটিত হতে হবে। কিন্তু পক্ষান্তরে দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় বর্ণিত Common object-এর দ্বারা যে অপরাধ করার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা না করে অন্য যে কোন অপরাধ করা যেতে পারে।

(৮) পরিকল্পনাগত পার্থক্যঃ Common intention বলতে পূর্ব পরিকল্পিত (Prearranged) কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা স্বার্থক করাকে বুঝায়। তাই P.L.D 1954 Lah 382 পাতায় বলা হয়েছে যে, "Common intention within the meaning of section 34 implies a Pre-arranged plan." কিন্তু, পক্ষান্তরে Common object-এর ক্ষেত্রে অবৈধ জমায়েতের প্রত্যেক ব্যক্তি যখন তাহাদের Common object বাস্তবায়ন বা সার্থক করার জন্য রত হয়, তখনই তাহাদিগকে অপরাধী বলে গণ্য হয়।

(৯) অপরাধ সৃষ্টির প্রশ্নেঃ ঘটনাস্থলে অথবা আকস্মিকভাবে অথবা সংশ্লিষ্ট অপরাধটি করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত অপরাধটি গঠিত হতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় উল্লেখিত অপরাধটি সংশ্লিষ্ট অপরাধটি অনুষ্ঠানের পূর্বে কোন অবৈধ জমায়েতে যোগদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

(১০) উপাদানের অস্তিত্বের প্রশ্নেঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত অপরাধে লিপ্ত অপরাধকারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করতে হলে যে সকল উপাদানের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন উহা দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধের উপাদান হতে পৃথক।

(১১) প্রয়োগ করার প্রশ্নেঃ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় উল্লেখিত Common intention-কে প্রয়োগ করতে হলে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, অপরাধে লিপ্ত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একই Common intention ছিল কিনা এবং ঐ Common intention বাস্তবায়ন করার জন্য তারা উক্ত কাজটি সম্পাদন করেছিল কিনা। কিন্তু অপরপক্ষে, দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় বর্ণিত Common object প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অবৈধ জমায়েতের Unlawful assembly সদস্য ছিল কিনা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধটি উক্ত জমায়েতের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল কিনা এবং একইভাবে সংশ্লিষ্ট অপরাধটির প্রকৃতি এমন ছিল কিনা যা অবৈধ জমায়েতের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সংগঠিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

(১২) ধারাগত পার্থক্যঃ Common intention-এর আওতাভুক্ত অপরাধের বর্ণনা দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় সন্নিবেশিত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষে, Common object-এর দ্বারা কৃত অপরাধের বর্ণনা দণ্ড বিধির ১৪৯ ধারায় বিধৃত হয়েছে।

(১৩) ঐক্য বজায় থাকার প্রশ্নেঃ Common intention-এর অপরাধ সংঘটনের পূর্বে অপরাধকারীদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকার কোনরূপ প্রয়োজন বা আবশ্যকতা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

নাই। কিন্তু অপরপক্ষে, Common object-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধটি সংঘটিত হইবার পূর্ব হতেই এই ধরণের ঐক্যের অস্তিত্ব থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়।

এই প্রসঙ্গে Barendra Kumar Ghosh Vs. King Emperor, ILR. 52 Cal, 197 নামক মামলায় Joint offender বা যুক্ত অপরাধী এবং Joint liability বা যৌথ দায়িত্বের নীতি ব্যাখ্যা করা হয়। এই মামলায় আসামী বরেন্দ্র কুমার ঘোষকে শাঁখারী তোলার পোষ্ট মাষ্টারকে হত্যা করার জন্য দায়ী করা হয়, যদিও সে নিজে পোষ্ট মাষ্টারকে গুলি করে নাই বা হত্যা করে নাই। কারণ এইমামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তার সহযোগীরা একই উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে সমাবেশ হওয়ার দরুণ অভিযুক্ত জন এবং দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪/১৪৯ ধারার দণ্ডিত হয়।

একইভাবে, P.P.P. অন্ধ প্রদেশ বনাম বোল্লাপালী বিরাইয়া মামলার রায়েও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

Common intention এবং Common object-এর পার্থক্য আলোচনা করে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে তথা দণ্ডবিধি আইনে বিশেষ সমাদৃত ও গৃহীত হয়েছে। Common intention-এর ingredients বা উপাদানসমূহ দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা এবং common object এর ingredientsবা উপাদান সমূহ ১৪৯ ধারার মাধ্যমে মূর্তমান হয়ে উঠেছে।

৫। ফৌজদারী মামলায় সৎ উদ্দেশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসেবে কতদূর গ্রহণযোগ্য?

স্যামন্ডের সংজ্ঞানুযায়ী অভিপ্রায় হলো কোন কার্য বা আচরণের সজ্ঞান পরিকল্পনা বা পূর্ব ধারণা। কার্যটির পূর্ব পরিকল্পনার সাথে কার্যটি সমাধা করারও ইচ্ছা থাকতে হবে। 'অভিপ্রায়' বলতে অবশ্যই কার্যটির সম্ভাব্যতার কথা বুঝায় না। কেহ একটি কার্যের দ্বারা বিশেষ ফল লাভের অভিলাষ পোষণ করতে পারে যদিও বাস্তবে উহা অসম্ভব বলে তার জ্ঞান থাকতে পারে।

অভিপ্রায়কে আমরা দু'টি দিক হতে বিবেচনা করতে পারি—আশু বা প্রত্যক্ষ ইচ্ছা ও অন্তর্নিহিত বা গূঢ় মতলব (ulterior intent) কেবল অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্যই কোন ব্যক্তি অপরাধমূলক কার্য করে না। প্রত্যেক দণ্ডনীয় অপরাধের পিছনে অপরাধী ব্যক্তির একটি উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে। ডাকাতির ক্ষেত্রে আশু উদ্দেশ্য হলো অপর ব্যক্তির সম্পত্তি হরণ করা। কিন্তু তার গূঢ় অভিপ্রায় হলো নিজের জন্য খাদ্য বা পানীয় ক্রয় বা কোন আরাম উপভোগের ব্যবস্থা করা। এই গূঢ় ইচ্ছাকেই উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে।

সাধারণ বিষয় হলে, কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তির গূঢ় অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য তার অপরাধের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বাভাবিকভাবে আনইসম্মত কোন কার্য কেবল উহা সম্পাদনকারীর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল—এই যুক্তিতে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বে-আইনী হয়ে যাবে না। অপরপক্ষে, বে-আইনী কার্য সৎ উদ্দেশ্য লয়ে করা হলেও দণ্ডনীয় অপরাধ পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। সুতরাং ফৌজদারী মামলার অপরাধী ব্যক্তির আশু অভিপ্রায় কি ছিল, শুধু তাই বিবেচ্য। তার দূরবর্তী অভিপ্রায় বা গূঢ় উদ্দেশ্য দণ্ডবিধির বিচার্য বিষয় নহে। আবার মূলত কোন বে-আইনী কার্যের পিছনে সৎ উদ্দেশ্য বিরাজমান থাকলেও উহা বে-আইনী ও দণ্ডযোগ্য হবে। উদ্দেশ্য দ্বারা কোন কার্যের উপায় বা পদ্ধতির প্রকৃতি বদলায়ে দিতে পারে না।

কতিপয় হিন্দু ব্যক্তি একজন মুসলমানের দখলে রাখা একটি গাভী ধর্মীয় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিনিয়ে নিল। ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়ে থাকলেও দণ্ডবিধির ১৪৬ ধারা অনুযায়ী হাঙ্গামার পর্যায়ে পড়বে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, ভাল উদ্দেশ্য ছিল ইহা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একটি জোরালো যুক্তি বা হাতিয়ার নহে।

Common Intention দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় এবং Common object দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারায় সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দণ্ডবিধির এই দুটি মতবাদের মাধ্যমে যৌথ অপরাধি এবং যৌথ দায়িত্বের নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া–

Barendra Kumar Ghose Vs. Emperor মামলায় যৌথ অপরাধী এবং যৌথ দায়িত্বের নীতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মামলাঃ বারেন্দ্র কুমার ঘোষ বনাম সরকারঃ এই মামলায় আসামী বারেন্দ্র কুমার ঘোষকে শঙ্করীতোলা পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টারকে হত্যার জন্য দায়ী করা হয়, যদিও সে নিজে তাকে গুলি বা হত্যা করেনি। ঘটনাটি ঘটে ১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট। ঐ দিন উক্ত পোষ্ট মাষ্টার যখন পোষ্ট অফিসে বসে টাকা গুনছিল, তখন তিন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলো এবং সমস্ত টাকা অর্পণ করতে বললে সে উহা দিতে অস্বীকার করেন। আসামী বারেন্দ্র কুমার ঘোষও সেখানে ছিল। টাকা দিতে অস্বীকার করলে বারেন্দ্র কুমারের অপর সঙ্গীগণ গুলি করে পোষ্ট মাষ্টারকে নিহত করে। আসামী বারেন্দ্র কুমার ঘোষ যেহেতু পোষ্ট মাষ্টারকে গুলি করেনি, সেহেতু কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রা বিভাগ বারেন্দ্র ঘোষকে খুনের জন্য দায়ী করলে সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে। এই মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে মাননীয় জজ সাহেব জুরিদের নির্দেশ দেন যে, তারা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত পোষ্ট মাষ্টারের হত্যার পিছনে তাদের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য (Common intention) ছিল, তবে আসামী বারেন্দ্র কুমার গুলি করুক বা না করুক তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা যাবে। কারণ সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং একই সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেখানে গিয়েছিল। ফলে, এই মামলায় জজ সাহেব জুরিদের সাথে একমত হয়ে আসামী বারেন্দ্র কুমার ঘোষকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। মামলাটি শেষ পর্যন্ত প্রিভিকাউন্সিলে যায় এবং সেখানেও উক্ত রায় বহাল থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

এভাবে, বারেন্দ্র কুমার ঘোষের মামলায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, একই উদ্দেশ্য নিয়ে কতিপয় ব্যক্তি যদি একত্রে কোন অপরাধ করে, তবে সেই অপরাধের জন্য প্রত্যেকেই সমানভাবে দায়ী ও দোষী হবে এবং আইনে ধরা হবে যে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে উক্ত অপরাধ করেছে।

৬। "কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে যদি কোন অপরাধমূলক কার্য একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সাধিত হয়। তবে তাদের প্রত্যেকে ঐ কাজের জন্য এমনভাবে দায়ী করা হবে যেন তার নিজের দ্বারাই ঐ কার্য সাধিত হয়েছে"। এই উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যাকর।

কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একাধিক ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগীতায় কোন অপরাধমূলক কাজ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত অপরাধের জন্য সবাই মূল অপরাধী হিসাবে সমানভাবে দায়ী হবে। দণ্ডবিধির ৩৪ ৩৫, ৩৭, ১২০(ক) এবং ১৪৯ ধারায় যৌথ দায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যৌথ দায় সংক্রান্ত মামলাগুলি বেশ জটিল প্রকৃতির।

উপরোক্ত উক্তিটিতে যৌথ দায় দায়িত্বের কথাই বলা হয়েছে।

দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় common Intention সম্পর্কে বলা হয়েছে। ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, যখন কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সকলের একই অভিপ্রায় পূরণকল্পে কোন অপরাধমূলক কার্য সম্পাদিত হয়। তখন অনুরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই উক্ত কার্যের জন্য এমনভাবে দায়ী হবে যেন উক্ত কার্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল।

৩৪ ধারা অনুযায়ী একই অভিপ্রায় পূরণকল্পে একাধিক ব্যক্তি যখন কোন অপরাধমূলক কার্য করেন। তখন তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের জন্য সমানভাবে দায়ী হবে।

৩৪ ধারার মূল নীতি হচ্ছে–যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একত্রে কোন কাজ করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা প্রত্যেকে নিজে সে কাজটি করেছে। যেক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের সাধারণ অভিপ্রায় নিজে কোন কাজ করে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকে পরস্পরের কাজের জন্য দায়ী হবে। যেহেতু উদ্দেশ্য এক। তাই সাধারণ দায়িত্ব ও ঠিক তেমনি। সাধারণ অভিপ্রায় পূর্ব পরিকল্পনার ফলশ্রুতি।

সাধারণ অভিপ্রায় ঘটনা চলাকালে অথবা তা পূর্বে/ কিছু আগে সৃষ্টি হতে পারে। কোন ব্যক্তিকে যৌথ দায়ে দায়ী করতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে, যে ব্যক্তি কাজটি করেছে তার উদ্দেশ্য ও ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য এক ছিল।

৩৪ ধারার বিষয়বস্তু হচ্ছে অপরাধের যৌথ দায়-দায়িত্ব। সুতরাং ৩৪ ধারা প্রয়োগ করতে হলে নিম্নবর্ণিত উপাদানগুলো প্রমাণ করতে হবে–

(১) একাধিক ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কাজ করেছেন।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(২) তারা প্রত্যেকেই অভিপ্রায় করেছিলেন যে, তারা উক্ত অপরাধমূলক কাজ করবেন। এবং

(৩) তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য/ অভিপ্রায় সার্থক করতে অপরাধমূলক কাজটি করা হয়েছিল।

৩৫ ধারাঃ যেক্ষেত্রে অনুরূপ কার্য কোন অপরাধমূলক কোন জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হওয়ার দরুন অপরাধ মূলক বলে গণ্য হয়।

৩৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, কেবল কোন অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হওয়ার কারণে অপরাধমূলক বলে গণ্য হয়। এমন কোন কার্য কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হলে, অনুরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই, যারা অনুরূপজ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে উক্ত কার্যে যোগদান করে, তারা উক্ত কার্যের জন্য এমনভাবে দায়ী হবে, যেন উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে কার্যটি সম্পাদিত হয়েছিল।

৩৫ ধারা অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি এমন সকল কার্যে যোগ দেয় যে, উক্ত কর্ম সম্পর্কে বিশেষ কোন থাকার কারণে অপরাধ বলে গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হয়। তাই কয়েকজন ব্যক্তি এই জাতীয় অপরাধ এক্ষেত্রে সংঘটন করলেও তারা প্রত্যেকেই উক্ত কার্যের জন্য এমনভাবে দায়ী যেন সে একাই এই অপরাধ সংঘটন করে।

৩৭ ধারাঃ কোন অপরাধ অনুষ্ঠানকারী কতিপয় কার্যের মধ্যে একটি সম্পাদনের মাধ্যমে সহযোগীতা।

৩৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, যখন কতিপয় কার্যের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটিত হয় তখন কেহ উক্ত কার্যসমূহের যেকোন একটি সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত অপরাধ সংঘটন কার্যে ইচ্ছাপূর্বক সহযোগিতা করে। তাহলে সে ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করে বলে গণ্য হবে।

৩৭ ধারা অনুযায়ী যেখানে কোন অপরাধ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সেখানে অপরাধের পরিমাপ প্রত্যেক অপরাধীর কাজের নীরিখে হয় না। বরং সমগ্র কার্যটির প্রতিক্রিয়া নিরিখে হয়। অতএব ১০ জন মিলে ষড়যন্ত্র করে কোন অপরাধ করলে। সেখানে কে কতখানি কাজ করেছেন তা জানার প্রয়োজন নাই। ৩৭ ধারা মতে প্রত্যেকে সমানভাবে অপরাধের জন্য দায়ী হবে। কারণ একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যখন অভিপ্রায়ের ঐক্যের সাথে কাজের ঐক্য ঘটে তখনই এই ধারা কার্যকরী হবে।

৩৮ ধারাঃ অপরাধমূলক কার্যে জড়িত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩৮ ধারায় বলা হয়েছে যে, যেক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কার্য সংঘটনে নিয়োজিত বা জড়িত হয়। সেক্ষেত্রে তারা উক্ত কার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে।

৩৮ ধারা মতে, কোন একটি অপরাধ সংঘটনে একাধিক ব্যক্তি জড়িত হলে, তাদের উদ্দেশ্য যদি ভিন্নরূপ হয়, তাহলে তারা ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অপরাধী হতে পারে। তাই একাধিক ব্যক্তি যদি একটি অপরাধমূলক কাজ করেন। কিন্তু সেই কাজে যদি তাদের অভিপ্রায়ের ঐক্য না থাকে। তবে তাদের দায়-দায়িত্ব একরূপ হবে না। কারণ কাজ এক হলেও যেখানে অভিপ্রায় ভিন্ন, স্বাভাবিকভাবে সেখানে দায়িত্বও ভিন্ন হয়ে পড়ে।

আর অভিপ্রায়ের ঐক্যের অনুপস্থিতি ৩৮ ধারার মূল কথা। কিন্তু ৩৪ ধারার মূলকথা হচ্ছে অভিপ্রায়ের ঐক্যের উপস্থিতি।

যেমন–২ জন চোর চুরি করছে। সিঁদ কেটে ঘরের ভিতরের ঢুকে চুরির কাজ যখন শেষ ঠিক তখনই গৃহকর্তা জেগে উঠে চোরকে বাধা দেয়। তখন গৃহকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। এক্ষেত্রে উভয় চোরের উদ্দেশ্য চুরি করা। খুন করা নহে। তাই এক্ষেত্রে একজন শুধু চুরির দায়ে এবং অন্যজন চুরি এবং খুনের দায়ে অভিযুক্ত হবে।

১২০(ক) ধারা ঃ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রঃ

১২০ক ধারা অনুযায়ী অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অপরাধের ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র কারীরা সমানভাবে দায়ী হবে। তবে ৩৪ ধারা মতে অপরাধটি সংঘটিত হতে হবে কিন্তু ১২০ক ধারা মতে অপরাধ সংঘটিত হতে হবে এমন কথা নাই। কেবল ষড়যন্ত্রের সম্মতি প্রমাণিত হলেই চলবে।

১৪৯ ধারাঃ সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বে-আইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দোষী

১৪৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন বে-আইনী সমাবেশের কোন সদস্য কর্তৃক উক্ত সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কোন অপরাধ সংঘটিত হয় বা উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে উক্ত সমাবেশের সদস্যগণের দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হয় বা উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জানা থাকে। তাহলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় যেসকল ব্যক্তি উক্ত সমাবেশের সদস্য ছিল। তাদের প্রত্যেকেই উক্ত অপরাধে দোষী হবে।

১৪৯ ধারা মতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে, (ক) তারা সকলেই একটি বে-আইনী সমাবেশের সদস্য ছিল এবং (খ) উক্ত সমাবেশের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে।

অতএব উপরোক্ত ধারা গুলি বিশ্লেষণ করে যৌথদায়ের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ১৪৯ ধারা মতে পরার্থ দায়ের ভিত্তি হলো, বে-আইনী সমাবেশের সদস্যভুক্ত হওয়া। আর ৩৪

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ধারা মতে উপরোক্ত দায়ের ভিত্তি হয়েছে। কোন অপরাধ সংঘটনের সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে একই কাজ বা ভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হওয়া। কিন্তু ৩৫ ধারা মতে উক্ত দায়ের ভিত্তি হল, অপরাধটির উপাদান বিশেষ জ্ঞান বা অভিপ্রায় হতে হবে এবং অপরাধটিতে অংশগ্রহণ কারী ব্যক্তিগণের উপরোক্ত জ্ঞান বা অভিপ্রায় থাকতে হবে। আবার ৩৭ ধারায় পরার্থ দায়ের ভিত্তি হচ্ছে কতিপয় কাজ দ্বারা ইচ্ছা করে কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করা। কিন্তু ৩৮ ধারায় অত্র দায়ের ভিত্তি হল অপরাধীর অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন অপরাধের দায়ে দায়ী হতে পারে। এবং ১২০ক ধারা মতে উক্ত দায়ের ভিত্তি হল অপরাধের সম্মতি।

সুতরাং একাধিক অপরাধী কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হলে কিংবা অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা করা হলে—অনেক সময় কোন বিশেষ অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীগণের প্রত্যেকের অপরাধ কাজে অংশগ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে অপরাধীগণ যাতে অপরাধের শাস্তি হতে রেহাই না পায় সেজন্য দণ্ডবিধির উপরোক্ত ধারা সমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তারা প্রত্যেকেই উক্ত অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে।

৪। একই অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত দু'জন ব্যক্তি কি বিভিন্ন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হতে পারে?

সাধারণ উদ্দেশ্যে যৌথ অপরাধ এবং সহযোগী অপরাধীদের সম্পর্কে দণ্ডবিধির ৩৪, ৩৫, ৩৭ ও ৩৮ ধারায় বিধানগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

যদি কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একাধিক ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগিতায় কোন অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে মূল অপরাধী বলা হয় যৌথ অপরাধের মামলাগুলি সাধারণত জটিল হয়ে থাকে। যুগ্ম অপরাধীদের অপরাধের মাত্রা চারিটি নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হলে, উহাদের প্রত্যেকে এরূপভাবে দায়ী হবে যেন, সে একাকী কার্যটি করেছে। এ নীতিটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রধান শর্তটি হল যে, সংশ্লিষ্ট কার্যই কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হতে হবে। 'সাধারণ উদ্দেশ্য' বলতে একই উদ্দেশ্য বুঝায় না। একই অভিপ্রায় লয়ে দুইজন ব্যক্তি একই কার্য সমাধা করল তথাপি তাদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্যের অভাব থাকতে পারে। একজন হয়তো অপর ব্যক্তির অভিপ্রায় কি তা কার্যটি করার আগে জানতে পারল না। অন্য কথায় বলা যায় যে, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে কার্যটি করা হয়ে থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যটি সমাধা করার আগে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

পারস্পরিক-আলাপ আলোচনা ও দেখা–সাক্ষাতের দ্বারা একই অভিপ্রায়কে সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত হতে হবে। পরে স্বীকৃত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কেহ কোন অপরামূলক কার্য করলে, দলের অপরাপর ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই অপরাধটির জন্য দায়ী হবে। লর্ড ডেকর-এর মামলায় এ নীতিটি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লর্ড ডেকর এবং অন্যান্য কয়েক জন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির পার্কে হরিণ শিকার করার মনস্থ করে। ইহাও স্থির হয় যে, হরিণ শিকারে কেহ বাধা দান করলে তাকে হত্যা করা হবে। দলের এক ব্যক্তি পার্কের একজন প্রহরীকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনার সময় লর্ড ডেকর অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থান করতেছিলেন এবং দুর্ঘটনার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। লর্ড ডেকর সহ দলের প্রত্যেকেই খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–7
আত্মরক্ষার অধিকার
[Right of Private Defence]

সারসংক্ষেপঃ

১। আত্মরক্ষার অধিকার কি?
২। কখন এ অধিকার প্রয়োগ করা যায় এবং কখন যায় না
৩। আত্মরক্ষার অধিকারের প্রকার ভেদ
৪। আত্মরক্ষার অধিকারের ভিত্তি
৫। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির আওতায় কখন এবং কিভাবে একজন এ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে?
৬। কখন এ অধিকার [১] অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এবং [২] একজন নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চলে?
৭। এ ধরনের আত্মরক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে আইন কি কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করে?
৮। কোন অবস্থায় দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার্থে অপরের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায়?
৯। সম্পত্তি রক্ষার জন্য মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা

১। আত্মরক্ষা অধিকার কি (What is right of private defence)?

শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকারগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান সহায়ক বলে দেশের শাসনতন্ত্রে বিশেষভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে। এই মৌলিক অধিকার দুটি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কিছু অধিকার প্রয়োগের বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই অধিকার বলে আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকারী ব্যক্তি নিজের বা অপরের দেহ ও সম্পত্তি রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বে-আইনী আক্রমণকারী বা হস্তক্ষেপকারী ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে এবং উহা কোন অপরাধ বলে গণ্য হবে না। দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত আত্মরক্ষার অধিকারের উদ্দেশ্য অপরের শাস্তি প্রদান নয়–বরং Self-protect on বা আত্মরক্ষাই এর উদ্দেশ্য। তাই, Reza pasha vs. The state, AIR, 1983 sc. 575 পাতায় যথার্থই বলা হয়েছে যে, The right of private defence gives in the penal code is essentially one of defence or self protection and not right of reprisal or punishment.

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

নিজের বা অপরের দেহ ও সম্পত্তি অন্যের বে-আইনী হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ হতে রক্ষা করবার অধিকারকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে Right of private defence বা আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই সকল অধিকারগুলি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তবে, এই অধিকারগুলি সম্পূর্ণরূপে অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়–বরং কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে এই সকল অধিকারগুলি প্রয়োগ করা যায়।

তাই দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষ কোন ব্যক্তি অপরের অবৈধ হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ হতে নিজের বা অপরের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আক্রমণকারীর কালো হাত ভেঙ্গে দিতে পারে এবং এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। ফলে, ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগকালে কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলে গণ্য হয় না।

উদাহরণঃ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয় বা তার সম্পত্তি জোর করে অপহরণ করে নিয়ে যেতে চায়, তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবৈধ আক্রমণকারীকে হত্যা করে নিজেকে বা অপরকে বা নিজের কিংবা অপরের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে এবং এই কৃতকাজ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির বিধান মোতাবেক কোন অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

২। কখন এ অধিকার প্রয়োগ করা যায় এবং কখন যায় না?

দণ্ডবিধির ৯৬ ধারা হতে ১০৬ ধারা পর্যন্ত যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা বর্ণিত আছে তার মধ্যেই আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকারগুলি সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। তবে দণ্ডবিধির ৯৯ ধারা আরোপিত নিয়ন্ত্রণসমূহ তার ব্যতিক্রম। এ ধারা অনুসারে এমন কতকগুলি কাজ আছে যার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকার নাই। নিম্নলিখিত উপায়ে এ অধিকারগুলি নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন–

৯৬ ধারাঃ আত্মরক্ষার জন্য কাজঃ কোন কার্যই অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না, যতি তা আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগজনিত কোন কার্য হয়।

৯৭ ধারাঃ দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত অধিকারঃ দণ্ডবিধির ৯৯ ধারায় আরোপিত কতিপয় নিয়ন্ত্রণসমূহ ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার নিজ দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকার আছে। যেমন–

প্রথমতঃ মানবদেহ সংক্রান্ত কোন অপরাধের বিরুদ্ধে তার নিজের দেহ এবং অন্য কোন ব্যক্তির দেহ রক্ষা করবার ব্যক্তিগত অধিকার আছে।

দ্বিতীয়তঃ এমন কোন অপরাধজনক কার্যের বিরুদ্ধে তার নিজের বা অন্য যে কোন ব্যক্তির স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার আছে, যে কার্যটি চুরি, দস্যুতা, অনিষ্টকারিতা অথবা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞানুযায়ী একটি অপরাধ, কিংবা যে কার্যটি চুরি, দস্যুতা, অনিষ্টকারীতা অথবা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের প্রয়াসস্বরূপ।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৯৮ ধারাঃ মানসিক অসুস্থমনা ব্যক্তির কার্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারঃ এই ধারানুসারে যদি কোন ব্যক্তি মস্তিষ্কবিকৃতির দরুন অথবা বুদ্ধির অপরিণতি দর্শিতার দরুন বা অল্প বয়স্কতার দরুন অথবা মনের অপ্রকৃতিস্থতার দরুন অথবা অতিরিক্ত নেশাগ্রস্ততার দরুন অথবা ভ্রান্ত-ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি কোন দণ্ডনীয় অপরাধ করে থাকে, তা হলে সে উক্ত অপরাধের আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকারের সুযোগ পেতে পারে। তবে সুস্থ মস্তিষ্কে অপরাধের জন্য কোন প্রকার আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী করতে পারবে না।

যেমন—ক একজন অসুস্থমনা ব্যক্তি। সে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে খ নামক কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার চেষ্টা করে। এরূপ হত্যা চেষ্টার জন্য ক দোষী সাব্যস্ত হবে না। কারণ ক দণ্ডবিধির ৯৮ ধারা অনুসারে আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকারের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু ক যদি অসুস্থমনা ব্যক্তি না হয় এবং সে যদি সুস্থমনে ও সুস্থ মস্তিষ্কে খ-কে হত্যা করার চেষ্ট করে, তা হলে ক আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকারের সুযোগ পাবে না। কিন্তু খ-এর আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকার যথারীতি ঠিকই থাকবে।

এভাবে এবং উপরোক্ত ধারাগুলির বিবরণ দ্বারা যে কোন মানুষ যে কোন অপরাধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকারের সুযোগ লাভ করতে পারে। দণ্ডবিধির ৯৯ ধারা অনুসারে এমন কতিপয় কাজ আছে যাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকার নাই।

৯৯ ধারাঃ এই ধারা অনুসারে আত্মরক্ষামূলক অধিকারকে কতিপয় শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। নিম্নলিখিত উপায়ে এই ধারাটি আত্মরক্ষারমূলক ব্যক্তিগত অধিকার হতে ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হয়। যেমন—দণ্ডবিধির ৯৯ ধারা অনুসারে কোন সরকারী কর্মচারী তার সরকারী পদমর্যাদা বলে সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কোন কাজ করলে বা করবার চেষ্টা করলে যদিও তা সূক্ষ্মবিচারে আইনসঙ্গত হয় না, তবুও উক্ত সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োজন হবে না, যদি সরকারী কর্মচারীটির উক্ত কাজে বা কাজের প্রচেষ্টা ন্যায়সঙ্গতভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা দেখা না দেয়।

সূক্ষ্মবিচারের নির্দেশটি আইনসঙ্গত না হলেও কোন সরকারী কর্মচারী পদমর্যাদাবলে ও আন্তরিক সদিচ্ছা প্রণোদিতভাবে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত কার্য বা কার্য করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কোনরূপ আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রযোজ্য হবে না, যদি সরকারী কর্মচারীর নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত কার্যটি করার প্রচেষ্টায় ন্যায়সঙ্গতভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা দেখা না দেয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষের স্মরণ নেবার সময় থাকে সেসমস্ত ক্ষেত্রে কোনরূপ আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রযোজ্য হবে না। অধিকারটি যতটা প্রযোজ্য হবে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারটি তার চাইতেও অধিক প্রযোজ্য হবে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

১নং ব্যাখ্যা–কোন সরকারী কর্মচারী স্বীয় পদমর্যাদা বলে কোন কার্যনির্বাহ কালে বা কার্যনির্বাহের চেষ্টাকালে যদি কোন ব্যক্তি তাকে সরকারী কর্মচারী বলে না জানে কিংবা তিনি যে সরকারী কর্মচারী উক্ত ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ না থাকে তা হলে উক্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার হতে বঞ্চিত হবে না।

২নং ব্যাখ্যা–কোন সরকারী কর্মচারীর নির্দেশক্রমে কোন কার্য অনুষ্ঠানকালে বা কার্যটি অনুষ্ঠানের চেষ্টাকালে যদি কোন ব্যক্তি না জানে যে, যে ব্যক্তি কাজটি করছে বা কাজটি করবার চেষ্টা করছে সেই ব্যক্তি যে কোন সরকারী কর্মচারীর নির্দেশক্রমেই কাজটি করছে, এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ না থাকে, তবে যে ব্যক্তি কাজটি করছে, সে ব্যক্তি কোন ক্ষমতাবলে সে কাজটি করছে, তা যদি না জানায় কিংবা লিখিতভাবে সে কোন ক্ষমতা লাভ করে থাকলে দেখতে চাওয়া সত্ত্বেও তা না দেখায় তা হলে তার বিরুদ্ধে প্রথমোক্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার হতে বঞ্চিত হবে না।

৩। **আত্মরক্ষার অধিকারের প্রকার ভেদ** (Classes of the right of private defence)ঃ আত্মরক্ষার অধিকার দুই প্রকারের হতে পারে–

(১) দেহগত আত্মরক্ষা (Right of private defence of body)ঃ দেহগত আত্মরক্ষা অর্থাৎ নিজের বা অপরের দেহ বা শরীরকে অবৈধ আক্রমণকারীর আক্রমণ হতে রক্ষা করবার অধিকার, এবং

(২) সম্পত্তি রক্ষা করবার অধিকার (Right of private defence of the property)ঃ এই অধিকার বলতে নিজের বা অপরের সম্পত্তি রক্ষা করবার অধিকারকে বুঝায়।

৪। **আত্মরক্ষার অধিকারের ভিত্তি** (Principle upon which it is based)ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে বর্ণিত উপরোক্ত অধিকার দুটি নিম্নলিখিত সূত্রদ্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত–

(১) শরীর ও সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার বিধায় উহা রক্ষা করবার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে, এবং

(২) এরূপ অধিকার রক্ষার্থে আক্রমণকারীকে যতটুকু আঘাত দেয়া প্রয়োজন ততটুকু আঘাত দেয়া যেতে পারে এবং এরূপ কৃতকাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে না। তাই, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৯৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, "Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence. Explain under what circumstances the right of private defence may extend to causing death."

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

দেহ ও সম্পত্তি রক্ষায় অধিকার বলে নিম্নলিখিত অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি প্রয়োজনবোধে আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করতে পারে।

৫। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির আওতায় কখন এবং কিভাবে একজন এ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে?

দেহগত আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে (In case of private defence of body)ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে আক্রমণকারী প্রতিপক্ষের মৃত্যু ঘটানো বা অন্য যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যেতে পারে যা দণ্ডবিধির ১০০ ধারায় উল্লেখিত হয়েছে। যথা–

(ক) মৃত্যুর আশঙ্কার প্রশ্নে (In case of apprehension of death)ঃ আক্রমণের প্রকৃতি যদি এরূপ হয় যে, ন্যায় সম্মতভাবে উহা এমন আশঙ্কার সৃষ্টি করে যা প্রতিরোধ না করলে উক্ত আঘাত বা আক্রমণের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির আসন্ন মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে দেহগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরের মৃত্যু বা দৈহিক ক্ষতিসাধন করা যায়।

(খ) গুরুতর আহতের আশংকা (Apprehension of grievous hurt)ঃ আঘাত বা আক্রমণের প্রকৃতি যদি এরূপ হয় যে, উহাতে আক্রান্ত ব্যক্তির গুরুতর আহত হওয়া (মৎরবাড়ঁং যঁৎঃ) অনিবার্য হয়ে পড়ে তবে সেক্ষেত্রে এরূপ অধিকার প্রয়োগ করা যায়।

(গ) ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ (Assult with intention to commit rape)ঃ ধর্ষনের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হলে দেহগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায়।

(ঘ) কাম-লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আক্রমণ (To gratify unnatural lust)ঃ অস্বাভাবিক কাম-লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে কোন রূপ আঘাত বা আক্রমণ করা হলে, সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি দেহগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

(ঙ) ছেলেধরা বা নারী হরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ (Assault with intention of kidnapping or abduction)ঃ একইভাবে ছেলেধরা অথবা নারী হরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হলে আক্রান্তকারী আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

(চ) অবৈধ আটক (Wrongful confinement)ঃ কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করে রাখবার উদ্দেশ্যে এমন পরিস্থিতিতে তার উপর আঘাত বা হামলা চালানো হয়, সে পরিস্থিতিতে ন্যায় সঙ্গতভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, তার মুক্তির জন্য সে সরকারী কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নিতে সমর্থ হবে না, তবে সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সম্পত্তি রক্ষার জন্য মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা (When the right of private defence of property extends to causing death)ঃ যে সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়, উহার বিবরণ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৩ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, দণ্ডবিধির ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সম্পত্তি রক্ষায় ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু সংঘটন বা অন্য কোনরূপ ক্ষতিসাধন প্রযোজ্য হয়, যদি ঐ অপরাধ অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠান উদ্যোগের দরুন উক্ত অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং উক্ত অপরাধটি যদি নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধের মধ্যে যে কোন একটি অপরাধ বলে গণ্য হয়।

ক) দস্যুতা (Robbery)ঃ সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে দস্যুতাকে প্রতিরোধ করবার জন্য যদি আক্রমণকারীর মৃত্যু ঘটানো হয় বা তার মৃত্যু ঘটে, তবে উক্ত অধিকার বলে অভিহিত হবে।

খ) রাত্রিবেলায় ঘর ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ (House breaking by right)ঃ রাত্রিকালে ঘর ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ করবার সময় সংশ্লিষ্ট অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা হবে উক্ত অপরাধ Right of private defence of property-এর আওতাভুক্ত বিধায় উহা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

গ) অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ক্ষতি (Mischief by fire)ঃ বাসগৃহে বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত গৃহ, তাঁবু বা যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে ক্ষতিসাধন করা হয়, তবে উক্ত ক্ষতি প্রতিরোধকল্পে আক্রমণকারী বা অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়। এমনকি অপরাধকারী ঘরে আগুন দিবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তার বিরুদ্ধে এই অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঘ) মৃত্যু বা গুরুতর জখমের ক্ষেত্রেঃ চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহে প্রবেশের দ্বারা যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বা যুক্তিযুক্তভাবে এরূপ ভয়ের সৃষ্টি করে যে, তা বাধা না দিলে মৃত্যু বা গুরুতর জখমই হবে উহার অনিবার্য পরিণতি, তবে সেক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়।

৬। কখন এ অধিকার [১] অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এবং [২] একজন নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চলে?

[১] অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকারঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৯৮ ধারায় অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার সম্পর্কে বিধি বিধান বর্ণিত রয়েছে। এ ধারা মোতাবেক একজন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ফৌজদারী দায় হতে মুক্ত। ফৌজদারী অপরাধের জন্য তাকে দোষী করা যায় না। কিন্তু, সে ব্যক্তি যদি কাউকে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আক্রমণ করে বা আক্রমণ করতে উদ্যত হয় বা অন্য কোনভাবে সম্পদের ক্ষতি করতে উদ্যত হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও তার আত্মরক্ষার অধিকার বজায় থাকবে।

যেমন—করিম মানসিক অসুস্থতার কারণে খবির-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। করিম সুস্থ থাকলে খবির যেমন আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতো সেরূপ অধিকার এক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে—যদিও মানসিক অসুস্থতার কারণে করিম তার অপরাধের জন্য অব্যাহতি লাভ করবে।

[২] একজন নির্দোষ ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকারঃ দণ্ডবিধির ১০৬ ধারায় নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী, যদি কোন আঘাতের বা আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, যে আঘাত বা আক্রমণ প্রতিরোধ না করলে তার ফলে আসন্ন মৃত্যু অনিবার্য বলে ন্যায়সঙ্গতভাবেই আশঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং যদি এ অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে অধিকারটি প্রয়োগ-প্রত্যাশী ব্যক্তি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, কোন নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের ঝুঁকি না নিয়ে সে অধিকার কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারছে না, তা হলে সে ব্যক্তির আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার অনুরূপ ঝুঁকি গ্রহণ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে।

যেমন—ক-কে একদল লোক খুন করবার জন্য তাড়া করে। ক তাদের প্রতি গুলীবর্ষণ না করলে কার্যকরভাবে তার আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না; কিন্তু গুলীবর্ষণ করলে কয়েকটি নির্দোষ শিশুর ক্ষতিসাধনের ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই; কারণ, কয়েকটি নির্দোষ শিশুও হত্যাপ্রয়াসী লোকগুলির দলের সহিত মিশে আছে। এ পরিস্থিতিতে ক যদি গুলীবর্ষণ করে এবং তার ফলে কোন শিশু ক্ষতিগ্রস্তও হয়, তবুও ক-এর অপরাধ হবে না।

৭। এ ধরনের আত্মরক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে আইন কি কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করে?

আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ নয়। ৯৯ ধারায় এর কতিপয় বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে এরূপ অধিকার প্রয়োগ করা যায় না।

এ ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনের দৃষ্টিতে যথাযথভাবে যুক্তিযুক্ত না হলেও পদাধিকার বলে সরল বিশ্বাসে কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত বা সংঘটনের জন্য উদ্যোগকৃত কোন কার্যের বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যাবে না, যদি সরকারী কর্মচারীর এরূপ কাজের বা প্রচেষ্টায় যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশংকা সৃষ্টি না করে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সরকারী পদ মর্যাদাবলে সরল বিশ্বাসে সম্পাদনকারী কোন সরকারী কর্মচারীর নির্দেশক্রমে সম্পাদিত বা সম্পাদনের জন্য উদ্যোগকৃত কোন কাজ বা নির্দেশ আইনের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত না হলেও যদি তা যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতে আশঙ্কা সৃষ্টি না করে তবে তার বিরুদ্ধে এরূপ আত্মরক্ষামূলক অধিকার প্রয়োগ করা যাবে না।

যে সকল ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তা লাভের সময় থাকে সে সকল ক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে না। বস্তুত এভাবেই কতিপয় বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করা যায়।

৮। কোন অবস্থায় দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার্থে অপরের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায়?

দেহগত আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে (In case of private defence of body)ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে আক্রমণকারী প্রতিপক্ষের মৃত্যু ঘটানো বা অন্য যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যেতে পারে যা দণ্ডবিধির ১০০ ধারায় উল্লেখিত হয়েছে। যথা–

(ক) মৃত্যুর আশঙ্কার প্রশ্নে (In case of apprehension of death)ঃ আক্রমণের প্রকৃতি যদি এরূপ হয় যে, ন্যায় সম্মতভাবে উহা এমন আশঙ্কার সৃষ্টি করে যা প্রতিরোধ না করলে উক্ত আঘাত বা আক্রমণের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির আসন্ন মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে দেহগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরের মৃত্যু বা দৈহিক ক্ষতিসাধন করা যায়।

(খ) গুরুতর আহতের আশংকা (Apprehension of grievous hurt)ঃ আঘাত বা আক্রমণের প্রকৃতি যদি এরূপ হয় যে, উহাতে আক্রান্ত ব্যক্তির গুরুতর আহত হওয়া (মৎরবাড়ঁং ষঁৎঃ) অনিবার্য হয়ে পড়ে তবে সেক্ষেত্রে এরূপ অধিকার প্রয়োগ করা যায়।

(গ) ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ (Assult with intention to commit rape)ঃ ধর্ষনের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হলে দেহগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায়।

(ঘ) কাম-লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আক্রমণ (To gratify unnatural lust)ঃ অস্বাভাবিক কাম-লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে কোন রূপ আঘাত বা আক্রমণ করা হলে, সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি দেহগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

(ঙ) ছেলেধরা বা নারী হরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ (Assault with intention of kidnapping or abduction)ঃ একইভাবে ছেলেধরা অথবা নারী হরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হলে আক্রান্তকারী আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

(চ) অবৈধ আটক (Wrongful confinement)ঃ কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করে রাখবার উদ্দেশ্যে এমন পরিস্থিতিতে তার উপর আঘাত বা হামলা চালানো

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

হয়, সে পরিস্থিতিতে ন্যায় সঙ্গতভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, তার মুক্তির জন্য সে সরকারী কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নিতে সমর্থ হবে না, তবে সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি আক্রমণকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

সম্পত্তি রক্ষার জন্য মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা (When the right of private defence of property extends to causing death)ঃ যে সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়, উহার বিবরণ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৩ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, দণ্ডবিধির ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সম্পত্তি রক্ষায় ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু সংঘটন বা অন্য কোনরূপ ক্ষতিসাধন প্রযোজ্য হয়, যদি ঐ অপরাধ অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠান উদ্যোগের দরুণ উক্ত অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হ[illegible] উক্ত অপরাধটি যদি নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধের মধ্যে যে [illegible]লে গণ্য হয়।

ক) দস্যুতা (R[illegible]ry)ঃ সম্প[illegible]কার উদ্দেশ্যে দস্যুতাকে প্রতিরোধ করবার জন্য যদি আক্রমণকারী মৃত্যু ঘটানো হয় বা তার মৃত্যু ঘটে, তবে উক্ত অধিকার বলে অভিহিত হবে।

খ) রাত্রিবেলায় ঘর ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ (House breaking by right)ঃ রাত্রিকালে ঘর ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ করবার সময় সংশ্লিষ্ট অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা হবে উক্ত অপরাধ জরমযঃ ড়ভ ঢ়ৎরাধঃব ফবভবহপব ড়ভ ঢ়ৎড়ঢ়বৎু-এর আওতাভুক্ত বিধায় উহা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

গ) অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ক্ষতি (Mischief by fire)ঃ বাসগৃহে বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত গৃহ, তাঁবু বা যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে ক্ষতিসাধন করা হয়, তবে উক্ত ক্ষতি প্রতিরোধকল্পে আক্রমণকারী বা অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়। এমনকি অপরাধকারী ঘরে আগুন দিবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তার বিরুদ্ধে এই অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঘ) মৃত্যু বা গুরুতর জখমের ক্ষেত্রেঃ চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহে প্রবেশের দ্বারা যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বা যুক্তিযুক্তভাবে এরূপ ভয়ের সৃষ্টি করে যে, তা বাধা না দিলে মৃত্যু বা গুরুতর জখমই হবে উহার অনিবার্য পরিণতি, তবে সেক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়।

৯। সম্পত্তি রক্ষার জন্য মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনাঃ যে সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়, উহার বিবরণ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৩ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

দণ্ডবিধির ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সম্পত্তি রক্ষায় ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু সংঘটন বা অন্য কোনরূপ ক্ষতিসাধন প্রযোজ্য হয়, যদি ঐ অপরাধ অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠান উদ্যোগের দরুণ উক্ত অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং উক্ত অপরাধটি যদি নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধের মধ্যে যে কোন একটি অপরাধ বলে গণ্য হয়।

ক) দস্যুতা (Robbery)ঃ সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে দস্যুতাকে প্রতিরোধ করার জন্য যদি আক্রমনকারীর মৃত্যু ঘটানো হয় বা তাহার মৃত্যু ঘটে, তবে উক্ত অধিকার (Right of private defence of droperty) বলে অভিহিত হবে।

খ) রাত্রিবেলায় ঘর ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ (House breaking by right)ঃ রাত্রিকালে ঘর ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করার সময় সংশ্লিষ্ট অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা হবে উক্ত অপরাধ Right of private defence of property-এর আওতাভুক্ত বিধায় উহা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

গ) অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ক্ষতি (Mischef by fire)ঃ বাসগৃহে বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত গৃহ, তাঁবু বা যানবাহনে অগ্নিকাণ্ডের সাহায্যে ক্ষতিসাধন করা হয়, তবে উক্ত ক্ষতি প্রতিরোধকল্পে আক্রমণকারী বা অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়। এমনকি অপরাধকারী ঘরে আগুন দিবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তার বিরুদ্ধে এই অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঘ) মৃত্যু বা গুরুতর জখমের ক্ষেত্রে ঃ চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহে প্রবেশের দ্বারা যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বা যুক্তিযুক্তভাবে এরূপ ভয়ের সৃষ্টি করে যে, তাহা বাধা না দিলে মৃত্যু বা গুরুতর জখমই হবে উহার অনিবার্য পরিণতি, তবে সেক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটন করা যায়।

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, জনগণের মৌলিক অধিকার অর্থাৎ ব্যক্তিগত আইনত স্বীকৃত হয়েছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত ৯৯ ধারার বিধান সাপেক্ষে দেহ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার্থে অপরাধকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায়–যা আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–8
প্ররোচনা সম্পর্কিত অপরাধ
[Abetment]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। প্ররোচনার সংজ্ঞা
৩। প্ররোচনা ভিন্ন অন্য অপরাধের জন্য শাস্তি
৪। কোন একটি অপরাধমূলক কাজের দ্বারা কুকর্মে প্ররোচনা দেওয়া হলো কিনা সে ব্যাপারে তুমি কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবে?
৫। কুকর্মে সাহায্যকরণ অপরাধের শাস্তি কি?

১। **ভূমিকা (Introduction)ঃ** Abetment বা প্ররোচনা সম্পর্কিত অপরাধ বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র কার্য বা কার্যবিরতি দ্বারা এরূপ দুস্কর্মের সহায়তামূলক অপরাধকে ক্ষুদ্র অপরাধ হিসাবে গণ্য করা যায় না–বরং ইহা মূল অপরাধের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। তাই, PLD. 1961 Lah. 212 পৃষ্ঠায় যথার্থই বলা হয়েছে যে, "Abetment is not a minor offence within the meaning of section 238, Cr, P,C. সাথে সাথে সহায়তাকৃত কার্য হতে ভিন্ন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর দায়িত্বকিভাবে নির্ণীত হবে, উহাই আমাদের আলোচ্যতব্য প্রশ্নটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ্য যে, "Every man is presumed to intend the natural consequences of his act."

২। **প্ররোচনার সংজ্ঞা (Definition of abetment)ঃ** যখন কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করে, তখন তাকে প্ররোচনামূলক কার্য বলে। সুতরাং অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করাই Abetment বা প্ররোচনা। এই ধারা মোতাবেক যে ব্যক্তি প্ররোচনা দেয় তাকে Abetter বা কু প্ররোচক বা দুস্কর্মে সাহায্যকারী হিসাবে অভিহিত করা হয়। এরূপ প্ররোচনা নানাভাবে হতে পারে, যেমনঃ অপরাধ করতে প্ররোচনা দেওয়া, অপরাধে সাহায্য করা। তাই, Abdul Latif Vs. The crown, 8 D.I.R. 238 পাতায় যথার্থই বলা হয়েছে যে, The abetment must be an act facilitating the commission of the offence"

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৭ ধারায় প্ররোচনামূলক অপরাধের (Abetment) সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অতএব, এই ধারা অনুসারে নিম্নবর্ণিত তিনটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি প্ররোচনা (Abetment) দিয়াছে বলে বিবেচিত হয়–

ক) কার্য সম্পাদনে প্ররোচনা ঃ-যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ করার জন্য প্ররোচিত করে, তবে ঐ ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছে বলে গণ্য হয়।

এই প্রসঙ্গে 60 Cal 327 পাতায় বলা হয়েছে যে, The word 'instigate' means to goad or urge forward or to provoke, inclte, urge or encourage to do an act. A mere intention or preparation to instigate is neither insting nor abetment.

খ) ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া (Abetment by consplracy)ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে বা কার্য সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সহিত কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং উক্ত ষড়যন্ত্রের অনুসারে যদি কোন কার্য করা হয় অথবা কার্য হতে বে-আইনভাবে বিরত থাকা হয় এবং অনুরূপ কার্য সম্পাদনের জন্য তাহা করা হয় তবে ঐ ব্যক্তি কোন কার্যে প্ররোচনা দান করেছে বলে বিবেচিত হবে।

এই প্রসঙ্গে Ratanlal তার Law of crime এ conspiracy-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলেন যে, "Consplrans consists in a combination an agteement by persons to do same illegal act or to effect a legal puspose by illegal means."

গ) সাহায্যের মাধ্যমে প্ররোচনা (Abetment by aid)ঃ সর্বোপরি, যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অথবা বে-আইনী ভাবে ঐ কাজ করা হতে বিরত থাকিয়া কোন অপরাধ সংঘটনে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য করে তবে ঐ ব্যক্তি প্ররোচনা দান করেছে বলে গণ্য হবে।

এই প্রসঙ্গে 1918 Pat. 584 পাতায় বলা হয়েছে যে, Mere presence at the commission of a crime cannot amount to in tentional aid, unless it was intended to have that effect."

এই ধারায় দুইটি ব্যাখ্যা রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ব্যাখ্যা-১। যে ব্যক্তি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা প্রকাশ করতে সে বাধ্য, তাহা ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বর্ণনা বা ইচ্ছাপূর্বক গোপন করে স্বেচ্ছাকৃতবাবে কোন বিষয় সম্পাদন করার ব্যবস্থা করে, বা-করার বিংবা উহা সম্পাদন করানোর বা সম্পাদনের ব্যবস্থার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত বিষয় সম্পাদনে প্ররোচনা দান করে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা-২। যে ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদনের সময় উক্ত কার্যসম্পাদন সুগম করার জন্য কোন কিছু করে এবং যদ্বারা ইহার সম্পাদন সুগম হয়, সেই ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩। প্ররোচনা ভিন্ন অন্য অপরাধের জন্য শাস্তি (Punishment for an offence defferent from that which was abetted): নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সহায়তাকারী বা প্ররোচনা দাতা এক অপরাধের সহায়তা করে অন্য অপরাধের শাস্তি পাইতে পারে–

(ক) সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১১১ ধারা অনুসারে যেক্ষেত্রে একটি কাজের জন্য সহায়তা করা হয়, কিন্তু সে কাজটি ছাড়া যদি অন্য একটি কাজ সম্পন্ন করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে সহয়তা করা হয়, কিন্তু সে কাজটি ছাড়া যদি অন্য একটি কাজ সম্পন্ন করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী সম্পাদিত কাজের জন্য এরূপ এবং এই পরিমানে দায়ী হবে, যেন সে উহাতে সরাসরিভাবে সহায়তা করেছে।

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কার্যটি প্ররোচনার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি (Probable consequence) ছিল এবং প্ররোচনায় প্রভাবাধীনে বা ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বা উহার অনুসরণে কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল।

উদাহরণঃ ক একটি শিশুকে খ-এর খাদ্যে বিষ মিশাইবার জন্য প্ররোচিত করে এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাকে (শিশুকে) বিষ প্রদান করে। এরূপ প্ররোচনার ফলে শিশুটি ভুল বশত গ-এর খাবারে উক্ত বিষ মিশায়। গ-এর খাবার খ-এর খাবারের পাশেই ছিল। এই ক্ষেত্রে শিশুটি ক-এর প্ররোচনার ফলে কার্যটি করে থাকিলে এবং সম্পাদিত কার্যটি প্ররোচনার সম্ভাব্য ফলশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকিলে ক এইভাবে এবং এই পরিমানে দায়ী হবে যেন সে (ক) শিশুটিকে গ-এর খাবারে বিষ মিশানোর জন্য প্ররোচিত করেছিল।

(খ) অভিপ্রেত পরিণতি হতে ভিন্ন পরিণতির ক্ষেত্রে প্ররোচকের দায়িত্বঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১১৩ ধারার বিধান মোতাবেক যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পরিণতি ঘটাইবার জন্য প্ররোচকের (abettor) উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোন কার্যে সহায়তা করা হয় এবং কার্যের জন্য সহায়তা করা হয় এবং কার্যের জন্য প্ররোচক কর্তৃক অভিষ্ট পরিনতি হতে উন্নতর পরিণতি ঘটায় সেই ক্ষেত্রে প্ররোচক সংঘটিত পরিণরিত জন্য এইরূপে ও এই পরিমাণে দায়ী হবে যেন সে উক্ত পরিণতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে উক্ত কার্যে সহায়ত করেছিল। অবশ্য এই শর্তে যে, তার জানা থাকতে হবে যে, প্ররোচিত কার্যের উক্ত পরিনতি ঘটাইবার সম্ভাবনা ছিল।

উদাহরণঃ ক, খ-কে গুরুতর আঘাত করার জন্য গ-কে প্ররোচিত করে। উক্ত প্ররোচনার ফলে গ,খ-কে গুরুতর রূপে আঘাত করে। ইহার ফলে খ-এর মৃত্যু ঘটে। এক্ষেত্রে যদি ক-এর জানা থাকে যে, তার দ্বারা প্ররোচিত গুরুতর আঘাতে মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনা ছিল, তবে, ক খুনের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, Abetment বা প্ররোচনা হলো এমনই একটি অপরাধমূলক কার্য যা মূল অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করে। তাই, যে ব্যক্তি অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তিকে Abettor বা দুস্কর্মের সহায়তাকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র, কার্য করা বা কার্যবিরতি দ্বারা Abettor এরূপ অপরাধ সংঘটিত করে। সর্বোপরি, কোন অবস্থায়

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Abettor বা প্ররোচনাকারী যে, অপরাধের প্ররোচনা দিয়াছিল তাহা ব্যতিত অন্য অপরাধের জন্য শাস্তি পাইতে পারে–উহার বিধানাবলী আমাদের আলোচিত বক্তব্যের মাধ্যমে মূর্তমান হয়ে উঠেছে।

৪। কোন একটি অপরাধমূলক কাজের দ্বারা কুকর্মে প্ররোচনা দেওয়া হলো কিনা সে ব্যাপারে তুমি কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবে?

প্ররোচনা (Abetment) বলতে কোন অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাকে বুঝায়। অর্থাৎ যে কাজ করলে অপরাধ হয় সেই কাজ করতে সকর্মভাবে কোন ইঙ্গিত দেওয়া কিংবা সমর্থন করা বা উত্তেজনা করাকেই প্ররোচনা বলে। অতএব প্ররোচনা বলতে এমন এক উত্তেজনামূলক পরামর্শকে বুঝায়, যার ফলস্বরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৭ ধারায় প্ররোচনা সম্পর্কিত অপরাধের সংজ্ঞাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

এই ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজে প্ররোচনা দান করেছে বলে বিবেচিত হয়, তবে সেই ব্যক্তি–

(১) প্রথমতঃ উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত কার্যটি সম্পাদন করার জন্য প্ররোচনা করে, বা

(২) দ্বিতীয়তঃ উক্ত কার্যটি করার জন্য অন্য কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের সহিত কোন চক্রান্তে লিপ্ত হয়, যার ফলে চক্রান্ত অনুসারে কোন কার্য করা হয়, কিংবা কোন কার্য করা হতে বে-আইনীভাবে বিরত থাকা হয় এবং উক্ত কার্য করার জন্যেই তাহা করা হয়; অথবা,

(৩) কোন কার্য করে কিংবা বে-আইনীভাবে কোন কার্য করা হতে বিরত থাকিয়া উপরোক্ত কার্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য করে।

এই ধারায় বর্ণিত অপরাধটি দুইটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংযোজিত হয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

১নং ব্যাখ্যাঃ এই ধারার প্রথম ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক কোন বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা প্রকাশ করতে সে বাধ্য, তাহা ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বর্ণনা বা ইচ্ছাপূর্বক গোপন করিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন বিষয় সম্পাদন করার ব্যবস্থা করে বা সম্পাদনের ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করে তবে সেই ব্যক্তি উক্ত বিষয় সম্পাদনে প্ররোচনা করে বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সরকারী কর্মচারী 'ক' কোন বিচারালয়ের পরোয়ানা বলে খ-কে গ্রেফতার করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। 'খ' উক্ত তথ্য অবগত হয়ে এবং 'গ' যে 'খ' নয় এই কথাও জানিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে ক-এর নিকট গ-কে খ বলে পরিচয় দেয় এবং তদ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে ক কর্তৃক গ-কে গ্রেফতার করায়। এরূপ ক্ষেত্রে ঘ প্ররোচনা করে গ-এর গ্রেফতার সাহায্য করে বলে গণ্য হবে।

২নং ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার ২নং ব্যাখ্যার বিধান হলো এই যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন অনুষ্ঠানের কার্য করার সময় বা কার্যটি করার পরিকল্পনায় বা কার্যটি করার সুবিধা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বিধানের জন্য কিছু করে এবং যার ফলে কার্যটি করতে সুবিধা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি উক্ত কার্য অনুষ্ঠানে সাহায্য অর্থাৎ প্ররোচনা দিয়াছে বলে অভিহিত হবে।

এইভাবে দণ্ডবিধি আইনের এই ধারামতে কেবল তিনটি উপাদানের মাধ্যমেই প্ররোচনা সম্পর্কিত অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। যেমন–(১) দুস্কার্যে সহায়তা দ্বারা; (২) ষড়যন্ত্রের দ্বারা এবং (৩) কার্য বা কার্যবিরতি দ্বারা। তবে, প্ররোচনা সম্পর্কিত অপরাধকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকতে হবে; যেমন–

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধীকে অপরাধ সংঘটন করতে প্ররোচনা দান করেছিল কিনা;

(২) অপরাধটি অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রের ফলে সংঘটিত হয়েছিল;

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্যমূলক কাজের ফলে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল কিনা;

(৪) অপরাধটি প্ররোচনামূলক কর্মবিচ্যুতির ফলে সংঘটিত হয়েছিল কিনা;

(৫) প্ররোচনা করার অভিপ্রায় নিয়ে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল কিনা।

এইভাবে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৭ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে প্ররোচনা সম্পর্কিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে।

৫। কুকর্মে সাহায্যকরণ অপরাধের শাস্তি কি?

(১) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৮ ধারার ১নং ব্যাখ্যানুযায়ী, কোন অবৈধ কার্যবিরতিতে প্ররোচনাকরণ অপরাধরূপে গণ্য হতে পারে।

(২) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৮ (ক) ধারামতে, যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বাইরে এমন কোন কাজ করে, যা বাংলাদেশ করলে অপরাধ হইত, সে অপরাধে প্ররোচনা করণের দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে।

(৩) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্ররোচনাকৃত কার্যটি যদি অনুষ্ঠিত হয়, এবং ঐ কার্য প্ররোচনার জন্য যদি কোন শাস্তির বিধান না থাকে, তবে প্ররোচনাকৃত অপরাধের জন্য যে শাস্তির বিধান রয়েছে উহাই প্ররোচনা করণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(৪) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১১০ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্ররোচিত ব্যক্তি যদি কোন অপরাধে প্ররোচনাকারী ব্যক্তির অভিপ্রায় বা জ্ঞান হতে ভিন্নতর কোন অভিপ্রায় বা জ্ঞানের সহিত অপরাধ করার শাস্তি পাইবে।

(৫) অপরাধটি সংঘটিত হইবার সময় প্ররোচনা কারী যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে, সেইক্ষেত্রেও প্ররোচনাকারীকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১১৪ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–৮
অবৈধ জমায়েত বা বে-আইনী সমাবেশ
[Unlawful Assembly]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। অবৈধ সমাবেশ/ বে-আইনী সমাবেশ কি?
৩। বে-আইনী সমাবেশের উপাদান
৪। একটি সমাবেশ কখন বে-আইনী সমাবেশে পরিণত হয়?

১। ভূমিকা (Introduction)ঃ Unlawful assembly বা অবৈধ জমায়েত বাংলাদেশ দণ্ডবিধির একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে অভিহিত হয়েছে। এই অপরাধের ফলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে বিধায় অত্র আইনের ১৪১ ধারায় এই সম্পর্কীয় বিধানাবলী গৃহীত হয়েছে এবং জনস্বার্থের পরিপন্থি অবৈধ জমায়েত প্রতিরোধ করে জনস্বার্থ সংরক্ষণ করাই এই ধারার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই, Ratanlal এবং Dhirajlal-এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, "The underlying principle of section 141 is that law discourages tumultous assemblage of men to preserve the public peace."

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৪১ ধারা অনুসারে ৫ বা ততোধিক লোক যখন উক্ত ধারায় উল্লেখিত উদ্দেশ্য সমবেত বা জমায়েত হয়, তখন ঐ জমায়েতকে Unlawful assembly বা বে-আইনী সমাবেশ বলা হয়।

২। অবৈধ সমাবেশ কি?

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৪১ ধারা অনুসারে ৫ বা ততোধিক লোক যখন উক্ত ধারায় উল্লেখিত উদ্দেশ্য সমবেত বা জমায়েত হয়, তখন ঐ জমায়েতকে Unlawful assembly বা বে-আইনী সমাবেশ বলা হয়।

নিম্নলিখিত অবস্থায় একটি সমাবেশ বে-আইনী সমাবেশ পরিণত হয়, যদি উক্ত সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হয়–

(১) আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগে বাধাঃ অপরাধমূলক বল প্রয়োগ দ্বারা কিংবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হুমকি দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করে সরকার বা আইন পরিষদ বা কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা; অথবা

(২) আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদানঃ যদি সংশ্লিষ্ট জমায়েতটি আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে অথবা পরোয়ানা জারীর কাজে অর্থাৎ আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করে; অথবা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৩) ক্ষতিকর কার্য বা অনধিকার প্রবেশ বা অন্য অপরাধ সংঘটনঃ যদি পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জমায়েতটি কোন ক্ষতিকর বা অনিষ্টকর কার্য বা অনধিকার প্রবেশ অথবা অন্যবিধ অপরাধ সংঘটন করে; অথবা

(৪) অধিকার হতে বঞ্চিত করাঃ কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে অথবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করে কোন সম্পত্তির অধিকার অর্জন করা অথবা কোন ব্যক্তিকে পথের অধিকার বা পানীয় ব্যবহার অথবা তদীয় দখল বা অধিকারভুক্ত অন্য কোন কল্পিত বা অশরীরী অধিকার হতে বঞ্চিত করা; অথবা

(৫) কোন কাজে বাধ্য করা বা বিরত রাখাঃ অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে অথবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করে কোন ব্যক্তিকে সে আইনত বাধ্য নহে এমন একটি কার্য করতে বাধ্য করা কিংবা যা সম্পাদন করার জন্য তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে তা সম্পাদন করা হতে তাকে বিরত করা।

সমাবেশ মিলিত হওয়ার সময় যে সমাবেশ বে-আইনী ছিলনা, তা পরবর্তীকালে বে-আইনী সমাবেশে পরিণত হতে পারে।

৩। বে-আইনী সমাবেশের উপাদান (Elements of unlawful assembly)ঃ বে-আইনী সমাবেশ নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পরিলক্ষিত হয়–

ক) বে-আইনী সমাবেশে হতে হলে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকা চাই।

খ) একইভাবে ঐরূপ বে-আইনী সমাবেশ সৃষ্টির জন্য পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একটি সাধারণ লক্ষ্য (common object) থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট সমাবেশের আসামীগণকে স্ব-জ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় ঐ সমাবেশের সদস্য হিসাবে যোগদান করতে হবে।

ঘ) সর্বোপরি, উক্ত সমাবেশের সদস্যগণকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৪১ ধারায় উল্লেখিত অপরাধগুলির যে কোন অপরাধে জড়িত হতে হবে।

উল্লেখিত আলোচনা হতে একথা বলা যায় যে, যে সমাবেশ প্রথমে বে-আইনী ছিল না তাহা পরে ইহার সদস্যদের ক্রিয়া কলাপের দ্বারা বে-আইনী সমাবেশে রূপান্তরিত হতে পারে (6 ewn- 507)। একইভাবে কোন পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত একটি বৈধ জমায়েত হঠাৎ বে-আইনী জমায়েতেপরিণত হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সমাবেশের দুই/ একজন সদস্য যদি এমন বে-আইনী কার্য করে যা অন্যান্য সদস্যগণ অনুমোদন করেনা, তবে উক্ত সমাবেশ বে-আইনী সমাবেশ হিসাবে গণ্য হবে না। [9 W.R (c.r) 9]

৪। একটি সমাবেশ কখন বে-আইনী সমাবেশে পরিণত হয়?

নিম্নলিখিত অবস্থায় একটি সমাবেশ (assembly) বে-আইনী সমাবেশ (Unlawful assembly) পরিণত হয়, যদি উক্ত সমাবেশের সাধারণ (common intention) উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হয়–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের বাধাঃ অপরাধমূলক বল প্রয়োগ দ্বারা কিংবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হুমকি দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করে সরকার বা আইন পরিষদ বা কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা; অথবা

(২) আইনানুগ প্রক্রিয়ার বাধা প্রদানঃ যদি সংশ্লিষ্ট জমায়েতটি আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে অথবা পরোয়ানা জারীর কাজে অর্থাৎ আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে (Execution of any legal process) বাধা প্রদান করে; অথবা

(৩) ক্ষতিকর কার্য বা অনধিকার প্রবেশ বা অন্য অপরাধ সংঘটনঃ যদি পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জমায়েতটি কোন ক্ষতিকর বা অনিষ্টকর কার্য (Mischief) বা অনধিকার প্রবেশ (criminal treapass) অথবা অন্যবিধ অপরাধ (other offence) সংঘটন করে; অথবা

(৪) অধিকার হতে বঞ্চিত করা ঃ কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে অথবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হমকি প্রদর্শন করে কোন সম্পত্তির অধিকার অর্জন করা অথবা কোন ব্যক্তিকে পথের অধিকার বা পানীয় ব্যবহার (Use of water) অথবা তদীয় দখল বা অধিকারভুক্ত অন্য কোন কল্পিত বা অশরীরী অধিকার (Incorporeal right) হতে বঞ্চিত করা; অথবা

(৫) কোন কাজে বাধ্য করা বা বিরত রাখাঃ অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে অথবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করে কোন ব্যক্তিকে সে আইনত বাধ্য নহে এমন একটি কার্য করতে বাধ্য করা কিংবা যা সম্পাদন করার জন্য তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে তাহা সম্পাদন করা হতে তাকে বিরত করা।

ব্যাখ্যাঃ সমাবেশে মিলিত হওয়ার সময় যে সমাবেশ বে-আইনী ছিলনা, তাহা পরবর্তীকালে বে-আইনী সমাবেশে পরিণত হতে পারে।

অবৈধ জমায়েতের সংজ্ঞা, উপাদান ও কোন্ কোন্ অবস্থায় একটি সমাবেশ বে-আইনী সমাবেশে পরিণত হয় উহা আলোচনা করে উপ-সংহারে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৪১ ধারায় উল্লেখিত যে কোন একটি অপরাধ সংঘটিত করলে, উহা অবৈধ জমায়েতে পরিণত হয়। এই সমাবেশ প্রাথমিকভাবে বৈধ হয়েও পরবর্তী সময়ে হঠাৎ অবৈধ সমাবেশে (Unlawful assembly) পরিণত হতে পারে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–10
অবৈধ বাধা ও অবৈধ অবরোধ
[Wrongful Restraint & wrongful confinement]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। অবৈধ বাধার সংজ্ঞা
৩। ব্যতিক্রম
৪। অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞা
৫। অবৈধ বাধা এবং অবৈধ অবরোধের মধ্যে পার্থক্য

১। **ভূমিকা (Introduction)ঃ** চলাফেরার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ছাড়া, অন্য কোনভাবে খর্ব করা যায় না। তাই, কাহারও চলার অধিকারকে স্বেচ্ছায় নিরস্ত করা–অবৈধ বাধা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাথে সাথে অবৈধভাবে কাহাকেও আটক তথা সীমাবদ্ধ এলাকার বাইরে গমন রোধ–অবৈধ অবরোধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৩৯ এবং ৩৪০ ধারার আলোচনা, উল্লেখিত বক্তব্যেরই জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

২। **অবৈধ বাধার সংজ্ঞা (Definition of wrongful restraint)ঃ** বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৩৯ ধারায় অবৈধ বাধার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার যে দিকে গমনের অধিকার রয়েছে, সেই দিকে গমন নিরস্ত করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাধা দান করে বলে গণ্য হবে।

৩। **ব্যতিক্রম (Exception)ঃ** কোন বেসরকারী স্থল বা জলপথে বাধা প্রদান–যে বাধা প্রদানে কোন ব্যক্তি তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে বলে সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করে–অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে উহা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

উদাহরণঃ 'ক' এরূপ একটি রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করে যে রাস্তা অতিক্রম করার অধিকার খ-এর রয়েছে। 'ক' সদবিশ্বাসে বিশ্বাস করে না যে তার উক্ত পথ বন্ধ করার অধিকার রয়েছে। তদ্বারা 'খ' রাস্তা অতিক্রমণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক, খ-কে অবৈধভাবে বাধা দান করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪। অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞা (Definition of wrongful confinement): বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৪০ ধারায় অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকার বাইরে গমনে নিরস্ত করার জন্য অবৈধভাবে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ 'ক' 'খ'-কে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে গমন করতে বাধ্য করে এবং 'খ'-কে উহার মধ্যে তালাবদ্ধ করে রাখে। অতএব, উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত সীমারেখার বাইরে যে কোনদিকে গমনে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 'ক', 'খ'-কে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলে গণ্য হবে।

৫। অবৈধ বাধা এবং অবৈধ অবরোধের মধ্যে পার্থক্য (Distinctions between wrongful restraint and wrongful confinement): উপরে উল্লেখিত অবৈধ বাধা এবং অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞার আলোকে, উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) বিশেষ শাখা ও প্রকারগত পার্থক্যঃ Wrongful confinement is a species of wrongful restraint. Wrongful confinement is a form of wrongful restraint. অর্থাৎ অবৈধ অবরোধ হলো অবৈধ বাধারই একটি বিশেষ শাখা স্বরূপ এবং উহার একটি প্রকার ভেদ।

(২) অগ্রসরে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রেঃ অবৈধ বাধার (Wrongful restraint) ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে কেবল কোন একটি বিশেষ দিকে অগ্রসর হতে দেওয়া হয় না। অবশ্য সেই ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অন্যদিকে যেতে পারে। কিন্তু অপর পক্ষে অবৈধ অবরোধের (Wronful confinement) ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে যে কোন দিকে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন দিকেই যেতে দেওয়া হয় না।

(৩) অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যঃ অবৈধ অবরোধ (Wrongful confinement) দণ্ডবিধিতে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু, অপরপক্ষে, অবৈধ অবরোধের সহিত তুলনামূলকভাবে অবৈধ বাধা সেইরূপ গুরুতর অপরাধ নয়।

(৪) বাধার তারতম্যের ক্ষেত্রেঃ Wrongful Confinement বা অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে যে বাধা প্রদান করা হয়, উহাকে Full restraint বা পুরাপুরি বাধা বলা হয়। কিন্তু অপরপক্ষে, বা অবৈধ বাধার ক্ষেত্রে যে বাধা প্রদান করা হয়, উহাকে partial restraint বা আংশিক বাধা বলা হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৫) ধারাগত পার্থক্যঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৩৯ ধারায় wrongful restraint বা অবৈধ বাধার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষে, দণ্ডবিধির ৩৪০ ধারায় wrongful confinement বা অবৈধ অবোরোধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

(৬) প্রমাণের ভিত্তির ক্ষেত্রেঃ অবৈধ বাধার অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে বাদীকে প্রমাণ করতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার প্রতি স্বেচ্ছাকৃত বাধা প্রদান করেছিল। ফলে, বাদী যেদিকে যেতে ইচ্ছা করেছিল, সেইদিকে যেতে পারে নাই। কিন্তু অপরপক্ষে, অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে বাদীকে প্রমাণ করতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত আটকের ফলে বাদী একটি বিশেষ সীমার বাইরে যেতে ব্যর্থ হয়।

(৭) শাস্তিগত পার্থক্যঃ অবৈধ বাধার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৩৪১ ধারা মোতাবেক একমাস পর্যন্ত যে-কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যে-কোন অঙ্কের অর্থদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা যাবে। কিন্তু অপরপক্ষে, অবৈধ অবরোধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী এক বৎসর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা যাবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে অবৈধ বাধার ফলে কোন ব্যক্তির গমনের অধিকার বিঘ্নিত তথা ইহার শাস্তি এবং অবৈধ ভাবে সীমাবদ্ধ এলাকার বাইরে গমণের অধিকার রোধ তথা ইহার শাস্তি—বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৩৯, ৩৪০ এবং ৩৪২ ধারার মধ্যদিয়া মূর্তমান হয়ে উঠেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–11
অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ
[Criminal misappropriation of property & criminal breach of trust]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের সংজ্ঞা
৩। অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের উপাদান সমূহ
৪। অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের সংজ্ঞা
৫। অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের উপাদানসমূহ

১। **ভূমিকা (Introduction)ঃ** অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে দুইটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র (Distinct) অপরাধ হিসাবে অভিহিত হয়েছে। অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ সংঘটনের ক্ষেত্রে অপরাধকারী কোন সম্পত্তি নিরীহভাবে (Innocently) দখল গ্রহণ করে এবং পরিশেষে মানসিক পরিবর্তনের কারণে সে উহা আত্মসাৎ করে বা নিজস্ব ব্যবহারে পরিনত করে। তাই, 38 Cr, LJ-এ বলা হয়েছে যে, "In order to constitute an offence of criminal misspproprination, property must have come into the possession of the accused innoently in the first instance," অপরদিকে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে আমানতের খেয়ানত সংঘটিত হয়। অপরাধকারী সংশ্লিষ্ট মালের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তার উপর ন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করে উহা অসাধুভাবে আত্মসাৎ বা নিজের ব্যবহারে পরিণত করেন। তাই, AIR 1961 Sc 751 পাতায় যথার্থই বলা হয়েছে যে, "To constitute an offence under this section there must be an intrustment of property and dishonest misspppropriation of it."

২। **অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের সংজ্ঞা (Definition of criminal misspppropriation of property)ঃ** বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪০৩ ধারায় criminal misspppropriation of property বা অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অসদভাবে কোন অস্থাবর

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সম্পত্তি (Movable property) আত্মসাৎ বা তছরূফ করে কিংবা উহা তার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি তছরূফ করেছে বলে গণ্য করা হবে এবং ইহার জন্য সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে। সুতরাং অন্যের অস্থাবর সম্পত্তি অসদভাবে আত্মসাৎ করার নামই Criminal misappropriation of property বা অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ।

উদাহরণঃ ক, খ-এর সম্পত্তি সরল মনে খ-এর দখল হতে নিয়ে যায়, এই বিশ্বাসে যে, উহা তারই সম্পত্তি। ক, চুরির জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে না; কিন্তু যদি ক নিজের ভুল বুঝিবার পরেও অসদভাবে সম্পত্তিটি তার নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে, তাহলে সে এই ধারানুযায়ী অপরাধের দায়ে দোষী হবে।

ব্যাখ্যা ১। কিছু সময়ের জন্য একটি অসদ আত্মসাৎ অত্র ধারা মোতাবেক আত্মসাৎ বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণঃ ক, খ-এর একটি সাদা গভর্ণমেন্ট প্রমিসরী নোট (Govt. promissory note) দেখতে পায়। ক নোটটি যে খ-এর তাহা জানা সত্ত্বেও কোন ব্যাঙ্ক হতে ঋণের জন্য ব্যাংকারের নিকট জামানতরূপে নোটটি উপস্থাপন করে। অবশ্য তার পরে ক, খ-এর নোটটি তাকেই ফেরৎ দিবে বলে ইচ্ছা রাখে। ক এই ধারামতে অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ২। যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি কাহারও দখলে নাই দেখতে পাইয়া উক্ত সম্পত্তিটি উহার মালিকের জন্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কিংবা মালিককে ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যে উহা নিয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অসদভাবে উহা নিয়ে গিয়াছে বা আত্মসাৎ করেছে বলে গণ্য হবে না, কিন্তু সে উপরে বর্ণিত অপরাধে দোষী হবে যদিসে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটির মালিককে জানা সত্ত্বেও সে উক্ত সম্পত্তি নিজের কাজে ব্যবহার করে কিংবা যদি সে মালিককে খুঁজিযা বাহির করার উপায় থাকা সত্ত্বেও সে উক্ত সম্পত্তি নিজের কাজে ব্যবহার করে কিংবা যদি সে মালিককে খুঁজিয়া বাহির করা ও তাকে বিজ্ঞাপিত করা জন্য যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন এবং মালিককে তার সম্পত্তি দাবী করার জন্য সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত সময় পর্যন্ত সম্পত্তিটি সংরক্ষণ করে উহা তাহা নিজের কাজে ব্যবহার করে।

উদাহরণঃ রহমান সাহেব রাজপথে একটি টাকা পায়। সে জানে না টাকাটি কাহার। রহমান টাকাটি তুলিয়া লয়। এই ক্ষেত্রে সে অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ করে নাই। কিন্তু রহমান সাহেব যদি রাস্তার উপর একটি পত্রসহ একটি ব্যাংক নোট পায় এবং পত্রের বিবরণও নির্দেশ হতে সে জানিতে পারে যে, ব্যাংক নোটি কাহার, তবে সে উপরে উল্লেখিত যে কোন পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মালিককে উহা ফেরৎ না দিয়া উহা নিজের কাজে ব্যবহার করে, সে অর্থ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩। অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের উপাদান সমূহ (Ehements of criminal misapproprlation of property)ঃ নিম্নে অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের উপাদানগুলির বর্ণনা করা হলো–

ক) অস্থাবর সম্পত্তিঃ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে যে সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, উহা অবশ্যই অস্থাবর সম্পত্তি হতে হবে, অর্থাৎ The property in question must be morable property.

খ) নিজ ব্যবহারে প্রয়োগঃ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি অপরাধকারীকে আত্মসাৎ বা তার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ The accused misappropriated or convented it to his own use.

গ) অসদভাবে কার্য সম্পাদনঃ অপরাধীকে এরূপ কার্যাবলী অসদভাবে (dishonestly) করতে হবে অর্থাৎ The accused did so dishonestly.

৪। অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের সংজ্ঞা (Definition of criminal breach of Trust)ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারায় অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোনভাবে কোন সম্পত্তির বা সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অসদভাবে সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে কিংবা অনুরূপ Trust পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণকারী আইনের যে কোন নির্দেশ বা পরোক্ষ যে আইনগত চুক্তি সে করেছিল তাহা ভঙ্গ করে অসদভাবে উক্ত সম্মতি ব্যবহার করে বা বিলি ব্যবস্থা করে কিংবা স্বেচ্ছায় বা ইচ্ছাপূর্বক অপর কোন ব্যক্তিকে এরূপ করতে দেয়, তাহলে সেই ব্যক্তি Breach of trust অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করে।

উদাহরণঃ করিম বিদেশে যাত্রাকালে তার আসবাবপত্র রহিমের জিম্মায় রাখিয়া যায় জিম্মায় রাখিবার সময় একটি চুক্তি হয় যে, গুদাম ঘরের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের পর গুদাম ঘর হতে করিমের আসবাবপত্র ফেরৎ দেওয়া হবে। রহিম আসদভাবে এই গচ্ছিত আসবাবপত্র বিক্রয় করে। রহিম অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে বলে গণ্য হবে।

৫। অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের উপাদানসমূহ (Elements of crimiral breach of trust)ঃ অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ পরিলক্ষিত হয়–

ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিঃ এক্ষেত্রে অপরাধীকে কোন সম্পত্তি পরিচালনায় ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কোন জিম্মা পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে।

খ) আত্মসাৎ বা নিজ ব্যবহারে প্রয়োগঃ উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি অসদভাবে আত্মসাত অথবা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করতে হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

গ) দায়িত্বের বর খেলাপঃ সম্পত্তি পরিচালনার জন্য যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহার বরখেলাপ হবে।

ঘ) আইনানুগ চুক্তি বরখেলাপঃ একইভাবে আইনানুগ চুক্তি বরখেলাপ করে উক্ত সম্পত্তি অসদভাবে ব্যবহার করা বা বিলি ব্যবস্থা করা অথবা ইচ্ছাপূর্বক অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা করতে দেওয়া।

এই প্রসঙ্গে AIR 1961 SC 751 পাতায় বলা হয়েছে যে, "To constitute an offence under this section there must be an entrustment of property and dishonest misappropriation of it. The person entrusted may misappropriste himself or he may wilfully suffer another person to do to."

৬। অপরাধজনক সম্পত্তি আত্মসাত এবং অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ (Criminal misappropriation and criminal breach of trust)ঃ

১। সম্পত্তি দখলের প্রশ্নেঃ অপরাধমূলক সম্পত্তির আত্মসাতের ক্ষেত্রে, অপরাধকারী কোন সম্পত্তি নিরীহভাবে দখল গ্রহণ করে এবং পরিশেষে মানসিক পরিবর্তনের কারণে সে উহা আত্মসাৎ করে বা নিজস্ব ব্যবহারে পরিণত করে। কিন্তু অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে, অপরাধী কোন সম্পত্তির বা সম্পত্তি পরচালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অসাধুভাবে সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে।

২। সম্পত্তির প্রকারগত পার্থক্যঃ অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ স্থাবর অথবা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ কেবলমাত্র অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৩। চুক্তির প্রশ্নেঃ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে অপরাধীকে সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয় না। অপরপক্ষে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে সম্পত্তি পরিচালনায় দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য অপরাধীকে একটি আইন সম্মত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়।

৪। অন্তর্গত হবার প্রশ্নেঃ A breach of trust includes misappropriation but the converse is not always true. অর্থাৎ অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতকে অন্তর্ভুক্ত করে, পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

৫। আস্থাভাজন সম্পর্কের প্রশ্নেঃ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে আস্থাভাজন সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে পক্ষগণের আস্থাভাজন সম্পর্ক থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৬। **ধারাগত পার্থক্যঃ** অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ সম্পর্কে দণ্ডবিধির ৪০৩ ধারায় বিধৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে, দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারায় অপরধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

৭। **সম্পত্তি লাভের পদ্ধতিগত পার্থক্যঃ** অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ-এর ক্ষেত্রে সম্পত্তিটি ঘটনাক্রমে অপরাধীর হস্তগত হয় এবং পরে সে উহা অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে অপরাধী পূর্ব হতেই কোন আইনানুগ চুক্তি অনুসারে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখলে থাকে এবং পরে চুক্তি ভঙ্গ করে অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে।

৮। **শাস্তিগত পার্থক্যঃ** অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধীর ৪০৩ ধারা মোতাবেক যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে অথবা তাকে অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে। পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে, অপরাধীকে দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার বিধান অনুযায়ী যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ড যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, দণ্ডবিধিতে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অপরাধ হিসাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে। প্রথমটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির নিরীহ দখল গ্রহণ ও পরবর্তীতে আত্মসাৎ বা নিজস্ব ব্যবহারে প্রয়োগ এবং দ্বিতীয় অপরাধটির মাধ্যমে আমানতের খেয়ানত অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অসাধু আত্মসাৎ বা নিজ ব্যবহারে প্রয়োগ সংঘটিত হয়। তাই, 1954 Cr. L.J. 1493 পাতায় যথার্থই বলা হয়েছে যে, "In criminal misappropriation, the property comes into the possession of the offender by some casually of otherwise and he afterwards misappropriates it, In the case of criminal breach of trust, the offender is lawfully entrusted with the property and he dishonestly misappropriates the same."

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–12
অপরাধজনক নরহত্যা
[Culpable Homicide]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। অপরাধমূলক নরহত্যার সংজ্ঞা
৩। অপরাধমূলক নরহত্যার উপাদান
৪। অপরাধমূলক নরহত্যা কখন খুনের পর্যায়ে পড়ে
৫। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধজনক নরহত্যা খুনের পর্যায়ে পড়ে না
৬। **Culpable homicide amounting to murder এবং Culpable homicide not amounting to murder-এর মধ্যে পার্থক্য**

১। **ভূমিকা (Introduction)ঃ** "Homicide is the killing of a human being by a human being" অর্থাৎ এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে হত্যা করার নামই নরহত্যা। এবং মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কোন কাজের মাধ্যমে বা মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ দৈহিক জখম ঘটাইবার উদ্দেশ্যে অথবা মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ জানিয়া কোন কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হলে উহাই Culpable homicide বা অপরাধজনক নরহত্যা বলে অভিহিত হয়। তাই, Mazhar Hassan Nizami-এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, "Culpable homicide is a kind of unlawful homicide." সাথে সাথে বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে বর্ণিত কতকগুলি কারণ ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে অপরাধজনক নরহত্যা খুনে (Murder) পরিণত হয় এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে ইহা খুন বলে গণ্য হয় না– যা আমাদের আলোচ্যতব্য প্রশ্নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

২। **অপরাধমূলক নরহত্যার সংজ্ঞা (Definition of culpable Homicide)ঃ** বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারায় বা culpable homicide অপরাধমূলক নরহত্যার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কৃত কোন কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটায়, কিংবা যেরূপ দৈহিক জখম মৃত্যু ঘটাইতে পারে, তেমন দৈহিক জখম ঘটাইবার উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত কোন কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যু ঘটায়, কিংবা যেরূপ কার্য মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলে সে জানে, সেইরূপ কার্য অনুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যু ঘটায়, তাহলে সেই ব্যক্তি অপরাধমূলক নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ রহিম একটি কূপের মুখে আড়াআড়িভাবে বাঁশের কঞ্চি পাতিয়া তার উপর ঘাস-পাতা বিছাইয়া দেয়-এই উদ্দেশ্যে যে, তাহাতে মৃত্যু ঘটিতে পারে; কিংবা তাহাতে যে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তাহা জানা সত্ত্বেও সে তাহা করে। করিম শক্ত মাটি মনে করে তার উপর দিয়া চলিতে গিয়া কূপের ভিতর পড়িয়া যায় এবং নিহত হয়। রহিম অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

৩। অপরাধমূলক নরহত্যার উপাদান (Essential elements of culpable homicide)ঃ উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে আমরা অপরাধজনক নরহত্যার নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখতে পাই–

(১) কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো;

(২) এরূপ মৃত্যু এমন কোন কার্য দ্বারা ঘটানো হয়েছে–

ক) যার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যু ঘটানো; অথবা

খ) যার উদ্দেশ্য ছিল দৈহিক জখম ঘটানো; অথবা

গ) যার ফলে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; অথবা

ঘ) অপরাধী জানিত যে উহার ফলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে।

২৯৯ ধারায় তিনটি ব্যাখ্যা যুক্ত হয়েছে ঃ

ব্যাখ্যা–১। যে ব্যক্তি অসুস্থতা, বাধি ও অপরাগতায় ভুগিতেছে, তার দৈহিক জখম করে মৃত্যু ত্বরান্বিত করলে, সেই ব্যক্তি তার মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা–২। যে ক্ষেত্রে দৈহিক জখমের ফলে মৃত্যু ঘটে, সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অনুরূপ দৈহিক জখম করে, সেই ব্যক্তি এরূপ মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলে গণ্য হবে, যদিও যথাযথ প্রতিকার ও সুনিপুন চিকিৎসার আশ্রয় নিলে উক্ত মৃত্যু রোধ করা যাইত।

ব্যাখ্যা– ৩। মাতৃগর্ভস্থ কোন শিশুর মৃত্যু ঘটানো নরহত্যা বলে গণ্য হবে না, কিন্তু কোন জীবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটানো নরহত্যা বলে গণ্য হতে পারে, যদি উক্ত শিশুর [দেহের] কোন অংশ প্রসূত হয়ে থাকে, যদিও শিশুটি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ না হয়ে থাকে।

৪। অপরাধমূলক নরহত্যা কখন খুনের পর্যায়ে পড়ে (When calpable homicide amounts to murder)ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায় খুনের (murder) সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে Calpable homicide বা, অপরাধজনক নরহত্যা খুনের পর্যায়ে পড়ে, তার বর্ণিত আছে। ঐ ধারায় বর্ণিত ব্যতিক্রম (exceptions) ক্ষেত্রসমূহ ছাড়া অপরাধজনক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে। যেমন–

(১) মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজ ঃ যে কাজের ফলে মৃত্যু সংগঠিত হয় সেই কাজটি যদি মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে অপরাধমূলক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ রহিম করিমকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি গুলিবর্ষণ করে। ফলে করিম মারা যায়। এক্ষেত্রে রহিম খুন করেছে বলিয়া গণ্য হয়।

(২) মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে দৈহিক জখম ঃ যদি কার্যটি কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে দৈহিক আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, যে আঘাতের ফলে যাকে আঘাত দেওয়া হলো, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে বলে অপরাধকারীর জানা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে অপরাধমূলক নরহত্যা খুনে পরিণত হবে।

উদাহরণঃ রহিম জানে যে, করিম এমন একটি রোগে ভুগিতেছে যে, একটি মাত্র আঘাতই তার মৃত্যু ঘটাইতে পারে। ইহা জানা সত্ত্বেও রহিম করিমকে দৈহিক জখন করার উদ্দেশ্যে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে করিমের মৃত্যু ঘটে। রহিম খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

(৩) স্বাভাবিকভাবে আঘাতটি মৃত্যুর কারণ হিসাবে বিবেচিত হলে ঃ যদি কোন ব্যক্তিকে দৈহিক আঘাত দানের উদ্দেশ্য কার্যটি করা হয় এবং যদি, যে দৈহিক আঘাত দেওয়ার অভিসন্ধি করা হয়েছে, সেই আঘাতটি প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে বা অবস্থায় অনুরূপ মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়, তবে অনুরূপ মৃত্যু খুন বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ রহিম ইচ্ছাকৃতভাবে করিমকেএমন একটি তরবারির কোপ (Sword cut) কিংবা লাঠির আঘাত দেয়, যা প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থায় একজন লোকের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট। ফলে করিম মৃত্যুবরণ করে। এক্ষেত্রে রহিম খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে, যদিও সে করিমের মৃত্যু ঘটাইতে চাহে নাই।

(৪) মৃত্যুর সম্ভাব্যতা জ্ঞাত থাকার প্রশ্নেঃ যে ব্যক্তি কার্যটি অনুষ্ঠান করে, সে যদি জানে যে, কার্যটি এমন আশু বিপজ্জনক যে ইহার ফলে খুব সম্ভব মৃত্যু ঘটিবে কিংবা ইহার ফলে বশ্যই এমন দৈহিক আঘাত ঘটিবে, যার ফলে মৃত্যু ঘটিতে পারে এবং মৃত্যু ঘটাইবার বা অনুরূপ দৈহিক আঘাত ঘটাইবার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য কোন অজুহাত ব্যতীত অনুরূপ কার্য করে তবে উহা খুন বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ রহিম কোন অজুহাত ব্যতীত জনতার প্রতি একটি গোলা ভর্তি কামান হতে গোলা বর্ষণ করে এবং জনতার একজন নিহত হয়। রহিম খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে, যদিও কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিহত করার জন্য তার কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পিত অভিসন্ধি ছিল না।

৫। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধজনক নরহত্যা খুনের পর্যায়ে পড়ে না (When culpable homicide does not amount to murder)ঃ যে সকল ব্যতিক্রমগুলির জন্য অপরাধজনক নরহত্যা (Culpable homicide) খুনের (Murder) পর্যায়ে পড়ে না, সে সকল ব্যতিক্রমগুলি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায়

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বর্ণিত ব্যতিক্রম সমূহে (Exceptions) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্যতিক্রম সমূহ খুনের পর্যায়ে পড়ে না বিধায় ইহাকে অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য করা হয়। নিম্নে সেই সকল ব্যতিক্রমগুলি আলোচিত হলো–

ব্যতিক্রম ১ঃ অপরাধজনক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে না, যদি গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে অপরাধকারী আত্ম নিয়ন্ত্রণ (Self control) ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে এবং সেই অবস্থায় যে ব্যক্তি (Provacotion) উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে সেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় কিংবা ভুলক্রমে বা দুর্ঘটনাক্রমে অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়।

উপরোক্ত ব্যতিক্রমটি নিম্নলিখিত শর্তাবলী বা অনুবিধি সাপেক্ষ হবে (The above exception is subjet to the following provisions) ঃ

ক) উক্ত উত্তেজনাটি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার বা তার ক্ষতি সাধনের অজুহাত স্বরূপ অপরাধী কর্তৃক প্রার্থিত (Sought) বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচিত (voluntary provoced) হতে পারিবে না।

খ) উক্ত উত্তেজনাটি আইন পালনার্থ কৃত কোন কার্য দ্বারা (Anything one in obeience to law) বা কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে উদ্ভুত হবে না।

গ) উক্ত উত্তেজনাটি আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারের আইন সম্মত প্রয়োগের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত কোন কার্য সম্পর্কীয় হতে পারিবে না।

ব্যাখ্যাঃ উত্তেজনাটি (Provocation) এমন মারাত্মক ও আকস্মিক ছিল কিনা, যার ফলে অপরাধটি খুনের সামিল হবে না, তাহা একটি তথ্যগত প্রশ্ন (question of fact)।

উপরে বর্ণিত ব্যতিক্রমগুলি হতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আকস্মিক ও গুরুতর উত্তেজনাবশত আত্মহারা হয়ে নরহত্যা করা হইলে উহা খুনের পর্যায়ে পড়ে না। উত্তেজনা গুরুতর ও আকস্মিক হওয়া চাই এবং তাহা নিজে যাচিয়া লইলে হবে না।

ব্যতিক্রম ২। অপরাধজনক নরহত্যা খুনের সামীল হবে না, যদি অপরাধী সরল মনে তার আত্মরক্ষার কিংবা সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগকালে তাকে আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে এই অধিকার প্রয়োগ করে, কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কিংবা অনুরূপ অধিকার রক্ষার জন্য যতটুকু ক্ষতি সাধন করা প্রয়োজন, তদপেক্ষা বেশী ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে তার মৃত্যু ঘটায়।

উদাহরণঃ ক ঘোড়ার চাবুক দিয়া খ-কে প্রহার করার চেষ্টা করে। সে এমন প্রহার করতে চায় যাতে খ-এর শরীরে কোনরূপ মারাত্মক জখন না হয়। খ একটি পিস্তল বাহির করে। ক তবুও তাকে প্রহার করতে থাকে। অন্য কোন উপায়ে প্রহার হতে আত্মরক্ষা করার উপায় নাই বলে সরল মনে বিশ্বাস করে খ গুলি করে ক-কে নিহত

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

করে। এক্ষেত্রে খ খুন করে নাই পক্ষান্তরে কেবল অপরাধমূলক নরহত্যা করেছে বলে গণ্য হবে।

ব্যতিক্রম–৩ঃ অপরাধমূলক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে না, যদি অপরাধকারী একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে কিংবা সরকারী কর্মচারীর সাহায্যকারী হিসাবে তাকে প্রদত্ত আইনানুগ ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে এবং এমন একটি কার্য করে মৃত্যু ঘটায় যা সে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ও আইনানুগ বলে সরল মনে বিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল তার প্রতি কোনরূপ শত্রুতা ব্যতীত কার্যটি করে।

ব্যতিক্রম–৪ঃ অপরাধমূলক নরহত্যা খুনের সামীল হবে না, যদি অপরাধটি কোন আকস্মিক বিবাদের সময় আকস্মিক উত্তেজনার ফলে কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পিত ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয় এবং অপরাধকারী কোনরূপ অন্যায়ের সুযোগ গ্রহণ না করে থাকে কিংবা নির্মম বা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাজটি না করে থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ প্রথম উসকানী দেয় বা প্রথম আক্রমণ বা আঘাত করে তাহা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ব্যতিক্রম ৫ঃ অপরাধমূলক নরহত্যা খুন বলে গণ্য হবে না, যদি যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে সেই ব্যক্তি ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক হয়ে স্বেচ্ছায় স্বীয় সম্মতিক্রমে মৃত্যু বরণ করে বা মৃত্যুর ঝুঁকি গ্রহণ করে।

উদাহরণঃ ক প্ররোচনা করে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক খ-কে আত্মহত্যা করতে রাজী করে। এই ক্ষেত্রে খ তার অপরিণত বয়সের দরুন তার মৃত্যুত সম্মতি দানের অযোগ্য ছিল এই ক্ষেত্রে ক খুনের সহায়তা করেছে বলে গণ্য হবে।

উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে হত্যা করার নামই Culpable homicide বা অপরাধজনক নরহত্যা। মৃত্যু ঘটিবার সাথে সাথে এই অপরাধ সংঘটিত হয়। সর্বোপরি, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে Culpable homicide is murdar এবং উক্ত ধারায় বর্ণিত Exceptions বা ব্যতিক্রমগুলির মাধ্যমে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে Culpable homicide is not murder– উহার বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে। তাই, P.LD. 1981 Kar, 358 উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আলোকপাত করতে গিয়া পাতায় বলা হয়েছে যে, "The difference lies in the degreee of probability of the death ensuing from the acts of the offfender."

৬। **Culpable homicide amounting to murder এবং Culpable homicide not amounting to murder-এর মধ্যে পার্থক্যঃ** বাংলাদেশ দণ্ডবিধির বিধান অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) একটি মূল অপরটি শাখাঃ অপরাধজনক নরহত্যা মূল অপরাধ এবং খুন তার একটি শাখা। কোন অপরাধই অপরাধজনক নরহত্যা ব্যতীত খুন বলে পরিগণিত হতে পারেনা; কিন্তু কোন অপরাধ খুন না হয়েও অপরাধজনক নরহত্যারূপে গণ্য হতে পারে। তাই, একথা বলা হয় যে, "All murders are culpable homicides, but all culpable homicides are not murder."

(২) মৃত্যুর সম্ভাবনা কম ও বেশীর প্রশ্নেঃ কোন অপরাধ অপরাধজনক নরহত্যা কিম্বা খুন তাহা নির্ভর করে কার্যটি মানুষের জীবনের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক তার উপর। ফলে, কোন কার্যের দ্বারা মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, উহা অপরাধজনক নরহত্যা হয়: কিন্তু অপরপক্ষে, ইহাতে যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী থাকে, তাহলে ইহা খুন (Murder) বলে গণ্য হবে।

(৩) মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ও প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে মৃত্যু ঘটার প্রশ্নেঃ সংশ্লিষ্ট অপরাধটি অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য হবে যদি জখমের ফলে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অপরপক্ষে, অপরাধটি খুনের শামিল হবে, যদি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে ইহা মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

(৪) উদ্দেশ্যগত পার্থক্যঃ অপরাধজনক নরহত্যা সর্বদাই খুন বলে পরিগণিত হয়, যেখানে হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকে।

(৫) শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নেঃ এছাড়া, সংশ্লিষ্ট অপরাধটি খুন বলে গণ্য হয়, যদি অপরাধী জানে যে, যে বিশেষ ব্যক্তিকে জখম করা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি দুর্বল শরীরের জন্য বা অপরিণত বয়সের জন্য বা অন্য কোন বিশেষ কারণে হউক মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে হত্যা করার নামই Culpable homicide বা অপরাধজনক নরহত্যা। মৃত্যু ঘটিবার সাথে সাথে এই অপরাধ সংঘটিত হয়। সর্বোপরি, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে Culpable homicide is murdar এবং উক্ত ধারায় বর্ণিত Exceptions বা ব্যতিক্রমগুলির মাধ্যমে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে Culpable homicide is not murder–উহার বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–13
গৃহে অনধিকার প্রবেশ ও দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ
[House Trespass & House Breaking]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। গৃহে অনধিকার প্রবেশ বলতে কি বুঝায়?
৩। গৃহে অনধিকার প্রবেশের উপাদান
৪। গৃহে অনধিকার প্রবেশের শাস্তি

১। ভূমিকা (Introduction)ঃ House trespass & House breaking বাংলাদেশ দণ্ডবিধির দুইটি উল্লেখযোগ্য অপরাধ। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারায় House trespass-এর সংজ্ঞা ও সংসম্পর্কীয় বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে এবং দণ্ডবিধির ৪৪৫ ধারায় কিভাবে এবং কখন House trespass amounts to a house breaking- এ পরিণত হয়–উহার কারণাবলী বর্ণিত হয়েছে। উভয় প্রকার অপরাধের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যার কারণে প্রথম অপরাধটি অত্র ধারায় বর্ণিত ছয়টি উপায়ে দ্বিতীয় অপরাধে পরিণত হয়। তাই, (1923) 4 a,,e 399 পাতায় যথার্থই বলা হয়েছে যে, "This section describes six ways in which the offence of house-breaking may be committed."

Definition of house trespass (গৃহে অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞা) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারায় House trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি মানুষের বসবাস স্থানরূপে ব্যহৃত কোন গৃহে তাঁবুতে জাহাজে অথবা উপাসনা স্থানরূপে সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত কোন গৃহে প্রবেশ করে বা সেখানে অবস্থান করে অনধিকার প্রবেশ সংঘটন করে, তাহলে সেই ব্যক্তি house trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত অপরাধটি করেছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশকারী ব্যক্তির দেহের কোন অংশের প্রবেশই 'গৃহে অনধিকার প্রবেশ' অপরাধ সংঘটনের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

২। গৃহে অনধিকার প্রবেশ বলতে কি বুঝায়?

House trespass & House breaking বাংলাদেশ দণ্ডবিধির দুটি উল্লেখযোগ্য অপরাধ। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারায় House trespass-এর সংজ্ঞা ও

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সংসম্পর্কীয় বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে এবং দণ্ডবিধির ৪৪৫ ধারায় কিভাবে এবং কখন House trespass amounts to a house breaking-এ পরিণত হয়–উহার কারণাবলী বর্ণিত হয়েছে। উভয় প্রকার অপরাধের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যার কারণে প্রথম অপরাধটি অত্র ধারায় বর্ণিত ছয়টি উপায়ে দ্বিতীয় অপরাধে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারায় House trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি মানুষের বসবাস স্থানরূপে ব্যবহৃত কোন গৃহে, তাঁবুতে, জাহাজে অথবা উপাসনা স্থানরূপে সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত কোন গৃহে প্রবেশ করে বা সেখানে অবস্থান করে অনধিকার প্রবেশ সংঘটন করে, তা হলে সে ব্যক্তি house trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত অপরাধটি করেছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশকারী ব্যক্তির দেহের কোন অংশের প্রবেশই 'গৃহে অনধিকার প্রবেশ' অপরাধ সংঘটনের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

গৃহে অনধিকার প্রবেশের উপাদানঃ উল্লেখিত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা গৃহে অনধিকার প্রবেশের নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখতে পাই–

(১) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটনঃ গৃহে অনধিকার প্রবেশের প্রধান উপাদান হল–আসামী কর্তৃক অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত হয়েছে কিনা, উহা প্রমাণ করা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ফরিয়াদীকে প্রমাণ করতে হবে যে, আসামী অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত করেছে।

(২) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটনের পদ্ধতিঃ একইভাবে, House trespass-এর ক্ষেত্রে Prosecution-কে প্রমাণ করতে হবে যে, আসামী কোন গৃহ,তাঁবু অথবা জলযানে প্রবেশ করে অথবা অবস্থানের মাধ্যমে এরূপ অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত করেছে।

(৩) ব্যবহারের পদ্ধতিঃ একইভাবে, Prosecution-কে প্রমাণ করতে হবে যে, উল্লেখিত গৃহ, তাবু অথবা জলযান মানুষের আবাসস্থল, উপাসনালয় অথবা সম্পত্তি হেফাজতের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গৃহে অনধিকার প্রবেশের শাস্তিঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, তা হলে সে ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থের জরিমানায় কিংবা উভয় দন্ডেই দণ্ডিত হবে।

এরূপ প্রবেশ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঘর ভেঙ্গে প্রবেশ বলে গণ্য হয়?ঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে house trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশ house breaking বা দরজা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ বলে বিবেচিত হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি গৃহে বা গৃহের কোন অংশে অনধিকার প্রবেশ করে এবং অনুরূপ অনধিকার প্রবেশ ৪৪৫ ধারায় বর্ণিত ছয়টি উপায়ের যে কোন উপায়ে করে, কিংবা কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে বা গৃহের কোন অংশে থাকার পর অথবা গৃহে বা গৃহের কোন অংশে অপরাধটি করার পর অনুরূপ ছয়টি উপায়ের যে কোন উপায়ে সেই গৃহ বা গৃহের কোন অংশ হতে প্রস্থান করে, তা হলে সে ব্যক্তি house breaking বা দরজা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ করেছে বলে বিবেচিত হয়, যথা–

(১) প্রবেশ পথ তৈরীর প্রশ্নেঃ যদি সে এমন একটি পথে প্রবেশ করে বা প্রস্থান করে, যে পথটি গৃহে অনধিকার প্রবেশ করার জন্য সে নিজে বা অনধিকার গৃহ প্রবেশে সহায়তাকারী অপর কেহ তৈয়ারী করেছে।

(২) মনুষ্য প্রবেশের জন্য অভিপ্রেত নয়, এমন পথে প্রবেশ বা প্রস্থানঃ যদি সে এমন কোন পথে প্রবেশ করে বা প্রস্থান করে, যে পথটি সে নিজের বা অপরাধের সহায়তাকারী অপর কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন মুখ্য প্রবেশের জন্য তৈয়ার করে নাই, কিংবা যদি সে এমন একটি পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে পথ যে কোন দেওয়াল বা গৃহে টপকিয়ে লাভ করেছে।

(৩) মালিকের অভিপ্রেত নহে, এমন পথ খুলে প্রবেশঃ যদি সে এমন কোন পথে প্রবেশ করে বা বাইর হয়ে আসে, যে পথটি সে বা অনধিকার গৃহ প্রবেশে সহায়তাকারী এমন পদ্ধতিতে উন্মুক্ত করেছে যে পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট পথটি উন্মুক্ত করা গৃহের মালিকের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছিলনা।

(৪) তালা খুলে প্রবেশ বা প্রস্থানঃ যদি যে গৃহে অনধিকার প্রবেশের উদ্দেশ্যে কিংবা গৃহে অনধিকার প্রবেশ করার পর বাইর হয়ে যাবার জন্য কোন তালা খুলে প্রবেশ করে বা প্রস্থান করে।

(৫) অপরাধমূলক বল প্রয়োগ আঘাত বা আঘাতের হুমকির মাধ্যমে প্রবেশ বা প্রস্থানঃ যদি সে অপরাধজনক বল প্রয়োগ করে বা আঘাত করে বা কোন লোককে আঘাত করার হুমকি বা ভয় দেখিয়ে তার প্রবেশ বা প্রস্থান সম্পন্ন করে।

(৬) বন্ধ করে দেয়া পথ উন্মুক্ত করে প্রবেশ বা প্রস্থানঃ যদি সে এরূপ কোন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে পথ অনুরূপ প্রবেশ বা প্রস্থানের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং যা সে স্বয়ং কিংবা গৃহে অনধিকার প্রবেশ সংঘটনে কোন সহায়তাকারী কর্তৃক উন্মুক্ত হয়েছে বলে সে জানে।

ব্যাখ্যাঃ কোন বহির্বাটি বা বাড়ীর সহিত অধিকৃত গৃহ এবং বাড়ী ও অনুরূপ বহির্বাটি বা গৃহের মধ্যবর্তী আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের পথ এই ধারার অর্থ অনুসারে বাড়ীর অংশ বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ ক) জুয়েল, জলিলের বাড়ীর দেওয়াল ছিদ্র করে সে ছিদ্রে হাত দিয়ে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা এই ধারায় বর্ণিত একটি অপরাধ।

খ) জুয়েল মুক্তার বাড়ীর জানালা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করেছে। জুয়েল এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করার দায়ে দোষী হবে।

মানুষের বসবাসের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত গৃহে, তাঁবুতে বা জাহাজে অথবা উপাসনালয় বা সম্পত্তির সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত কোন গৃহে প্রবেশ অথবা অবস্থানের মাধ্যমে অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত হলে, House trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত হয়। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধী বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৪৪৫ ধারায় বর্ণিত ছয়টি উপায়ের যে কোন উপায়ে উক্ত স্থানগুলিতে প্রবেশ বা উহা হতে প্রস্থান করে, তবে সেক্ষেত্রে এরূপ House trespass বাংলাদেশ দণ্ডবিধির বিধান মোতাবেক House breaking-এ পরিণত হয়–যা আমাদের আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৩। গৃহে অনধিকার প্রবেশের উপাদান (Ingredients of house trespass)ঃ উল্লেখিত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা গৃহে অনধিকার প্রবেশের নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখতে পাই–

(১) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটন ঃ গৃহে অনধিকার প্রবেমের প্রধান উপাদান হলো–আসামী কর্তৃক অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত হয়েছে কিনা, উহা প্রমাণ করা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ফরিয়াদীকে (Prosecution) প্রমাণ করতে হবে যে, আসামী অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ (Criminal trespass) সংঘটিত করেছে।

(২) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটনের পদ্ধতি ঃ একইভাবে, House trespass-এর ক্ষেত্রে Prosecution-কে প্রমাণ করতে হবে যে, আসামী কোন গৃহ (Building), তাঁবু অথবা জলযানে প্রবেশ করে অথবা অবস্থানের মাধ্যমে এরূপ অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত করেছে।

(৩) ব্যবহারের পদ্ধতিঃ একইভাবে, Prosecution-কে প্রমাণ করতে হবে যে, উল্লেখিত গৃহ, তাঁবু অথবা জলযান মানুষের আবাসস্থল, উপাসনালয় অথবা সম্পত্তি হেফাজতের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৩। গৃহে অনধিকার প্রবেশের শাস্তি ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থের জরিমানায় কিংবা উভয় দন্ডেই দণ্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

When a house trespass amounts to a house breaking: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে house trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশ house breaking বা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ বলে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি গৃহে বা গৃহের কোন অংশে অনধিকার প্রবেশ করে এবং অনুরূপ অনধিকার প্রবেশ ৪৪৫ ধারায় বর্ণিত ছয়টি উপায়ের যে কোন উপায়ে করে, কিংবা কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে বা গৃহের কোন অংশে থাকার পর অথবা গৃহে বা গৃহের কোন অংশে অপরাধটি করার পর অনুরূপ ছয়টি উপায়ের যে কোন উপায়ে সেই গৃহ বা গৃহের কোন অংশ হতে প্রস্থান করে, তাহলে সেই ব্যক্তি house breaking বা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ' করেছে বলে বিবেচিত হয় যথা–

(১) প্রবেশ পথ তৈরীর প্রশ্নে ঃ যদি সে এমন একটি পথে প্রবেশ করে বা প্রস্থান করে, যে পথটি গৃহে অনধিকার প্রবেশ করার জন্য সে নিজে বা অনধিকার গৃহ প্রবেশে সহায়তাকারী অপর কেহ তৈয়ারী করেছে।

(২) মনুষ্য প্রবেশের জন্য অভিপ্রেত নয়, এমন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান ঃ যদি সে এমন কোন পথে প্রবেশ করে বা প্রস্থান করে, যে পথটি সে নিজের বা অপরাধের সহায়তাকারী অপর কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন মুষ্য প্রবেশের জন্য তৈয়ার করে নাই, কিংবা যদি সে এমন একটি পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে পথ কোন দেওয়াল বা গৃহে টপকাইয়া লাভ করেছে।

(৩) মালিকের অভিপ্রেত নহে, এমন পথ খুলিয়া প্রবেশ ঃ যদি সে এমন কোন পথে প্রবেশ করে বা বাহির হয়ে আসে, যে পথটি সে বা অনধিকার গৃহ প্রবেশে সহায়তাকারী এমন পদ্ধতিতে উন্মোক্ত করেছে যে পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট পথটি উন্মোক্ত করা গৃহের মালিকের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছিলনা।

(৪) তালা খুলিয়া প্রবেশ বা প্রস্থান ঃ যদি যে গৃহে অনধিকার প্রবেশের উদ্দেশ্যে কিংবা গৃহে অনধিকার প্রবেশ করার পর বাহির হয়ে যাবার জন্য কোন তালা খুলিয়া প্রবেশ করে বা প্রস্থান করে।

(৫) অপরাধমূলক বল প্রয়োগ আঘাত বা আঘাতের হুমকির মাধ্যমে প্রবেশ বা প্রস্থান ঃ যদি সে অপরাধজনক বল প্রয়োগ করে বা আঘাত করে বা কোন লোককে আঘাত করার হুমকি বা ভয় দেখাইয়া তার প্রবেশ বা প্রস্থান সম্পন্ন করে।

(৬) বন্ধ করে দেওয়া পথ উন্মুক্ত করে প্রবেশ বা প্রস্থান ঃ যদি সে এরূপ কোন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে পথ অনুরূপ প্রবেশ বা প্রস্থানের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং যা সে স্বয়ং কিংবা গৃহে অনধিকার প্রবেশ সংঘটনে কোন সহায়তাকারী কর্তৃক উন্মোক্ত হয়েছে বলে সে জানে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যা ঃ কোন বহির্বাটি বা বাড়ীর সহিত অধিকৃত গৃহ এবং বাড়ী ও অনুরূপ বহির্বাটি বা গৃহের মধ্যবর্তী আভ্যন্তরীণ যোগযোগের পথ এই ধারার অর্থ অনুসারে বাড়ীর অংশ বলে গণ্য হবে

উদাহরণ ঃ ক) জুয়েল, জলিলের বাড়ীর দেওয়াল ছিদ্র করে সেই ছিদ্রে হাত দিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা এই ধারায় বর্ণিত একটি অপরাধ।

খ) জুয়েল মুক্তোর বাড়ীর জানালা দিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করেছে। জুয়েল এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করার দায়ে দোষী হবে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের বসবাসের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত গৃহে,তাঁবুতে বা জাহাজে অথবা উপাসনালয় বা সম্পত্তির সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত কোন গৃহে প্রবেশ অথবা অবস্থানের মাধ্যমে অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত হলে, House trespass বা গৃহে অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত হয়। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধী বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৪৪৫ ধারায় বর্ণিত ছয়টি উপায়ের যে কোন উপায়ে উক্ত স্থানগুলিতে প্রবেশ বা উহা হতে প্রস্থান করে, তবে সেক্ষেত্রে এরূপ House trespass বাংলাদেশ দণ্ডবিধির বিধান মোতাবেক House breaking এ পরিণত হয়–যা আমাদের আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–14
বলপূর্বক অপহরণ ও প্রতারণামূলক অপহরণ
[Kidnapping and Abduction]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। অপহরণের সংজ্ঞা
৩। অপহরণের শাস্তি কি?
৪। অপবাহন কি?
৫। অপবাহনের উপাদান
৬। বলপূর্বক অপহরণ ও প্রতারণামূলক অপহরণের মধ্যে পার্থক্য

১। ভূমিকা (Introduction)ঃ Kidnapping & Abduction সম্পর্কীয় অপরাধ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অপরাধ। Kidnapping হলো এমন এক প্রকার অপরাধ যেখানে অপরাধী কোন ব্যক্তিকে তার আইনানুগ অভিভাবকত্ব হতে ছিনায়ে লয় বা বাংলাদেশ সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। এবং পক্ষান্তরে Abduction-এর ক্ষেত্রে অপরাধকারী জোর করে বা প্রলুব্ধ করে কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তরে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৫৯ হতে ৩৬১ ধারা এবং ৩৬২ ধারার উক্ত অপরাধ দুইটির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট মূর্তমান হয়ে উঠেছে।

২। অপহরণের সংজ্ঞাঃ দণ্ডবিধি আইনে Kidnapping বা লোক অপহরণ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। তবে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৫৯ ধারা হতে ৩৬১ ধারা পর্যন্ত এই সম্পর্কে বিভিন্ন বিধানাবলী এবং ৩৬৩ ধারায় এই অপরাধের শাস্তির বিধান বিধৃত হয়েছে।

দণ্ডবিধির ৩৫৯ ধারা অনুসারে অপহরণকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ

(১) বাংলাদেশ হতে লোক অপহরণ;

(২) আইনানুগ অভিভাবকত্ব হতে লোক অপহরণ।

সাধারণত লোক অপহরণ বলতে 'ছেলে ধরা' কার্যকে বুঝায়। অবশ্য বৃদ্ধ মানুষকেও অপহরণ করা যেতে পারে। এবং সেই কারণে উক্ত অপরাধও এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত।

দণ্ডবিধির ৩৬০ ধারায় 'বাংলাদেশ হতে লোক অপহরণ' সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে উহাতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে তার সম্মতি

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যতিত কিংবা তার স্বপক্ষে সম্মতি দানের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কাহারও সম্মতি ব্যতীত বাংলাদেশের সীমানার বাইরে পাঠাইয়া দেয় বা বহন করে নিয়ে যায়, তাহলে সেই বক্তি উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হতে অপহরণ করেছে বলে গণ্য হবে।

দণ্ডবিধির ৩৬১ ধারায় 'আইনসম্মত অভিভাবক হতে লোক অপহরণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সী কোন অপ্রাপ্ত বালককে কিংবা ষোল বৎসরের কম বয়সী কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে বা বিকৃত মস্তিস্ক কোন ব্যক্তিকে তার আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধান হতে, অনুরূপ অভিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে, নিয়ে যায় বা প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়, তবে সেই ব্যক্তি অনুরূপ নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে আইনানুগ অভিভাবকত্ব হতে অপহরণ করেছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাঃ অত্র ধারায় 'আইনানুগ অভিভাবক' শব্দাবলীতে অনুরূপ নাবালক বা অন্য কোন ব্যক্তির আইনানুগ তত্ত্বাবধান বা রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে।

ব্যতিক্রমঃ অত্র ধারা এরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য নহে, যে ব্যক্তি সদ্‌বিশ্বাসে নিজেকে কোন জারজ শিশুর পিতা বলে বিশ্বাস করে অথবা যে ব্যক্তি সদ্‌বিশ্বাসে নিজেকে অনুরূপ শিশুর আইনানুগ রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে, যদি না অনুরূপ কার্য কোন অসৎ বা অবৈধ উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

৩। অপহরণের শাস্তি কি?

দণ্ডবিধির ৩৬৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি লোক অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত হবে, তাকে এই ধারা অনুসারে ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

এইভাবে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৫৯ ধারা হতে ৩৬১ ধারা পর্যন্ত এবং ৩৬৩ ধারা অপহরণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিধানাবলী গৃহীত ও বিধিবদ্ধ হয়েছে।

৪। অপবাহন কি?

দণ্ডবিধির ৩৬১ ধারা Abduction বা অপবাহণের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হতে গমন করার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করে বা প্রতারণামূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অপহরণ করে বলে গণ্য হবে।

৫। অপবাহনের উপাদান

দণ্ডবিধির ৩৬২ ধারা বিশ্লেষণ করলে, অপহরণের দুইটি উপাদান দেখা যায়। অপহরণের অপরাধ সংঘটনের জন্য এই উপাদানগুলি অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। যথাঃ

(১) বলপূর্বক বাধ্য করা বা প্রতারণামূলক উপায়ে প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করা।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(২) কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তর করা। অর্থাৎ এরূপ বল প্রয়োগ বাফুসলানোর উদ্দেশ্য হলো অন্যত্র নিয়ে যাওয়া।

অতএব, আমরা বলতে পারি যে, বল প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করে কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হলে উহাকে অপবাহন বলে। তাই, যে বালিকা নিজেই স্থানান্তরে গিয়াছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র তার সঙ্গে ছিল, সেক্ষেত্রে অপবাহন সংঘটিত হয় না।

৬। বলপূর্বক অপহরণ ও প্রতারণামূলক অপহরণের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between kidnapping & abduction)ঃ উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে আমরা উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখতে পাই–

(১) বয়সের প্রশ্নে ঃ Kidnapping-এর ক্ষেত্রে যাকে করা হয়, সে যদি বালক হয়, তবে তার বয়স ১৪ বৎসরের কম এবং বালিকা হলে তার বয়স ১৬ বৎসরের কম হতে হবে। পক্ষান্তরে, Abduction-এর ক্ষেত্রে বয়সের ক্ষেত্রে এরূপ কোন বাঁধা নিষেধ নাই। অর্থাৎ অপহরণকারী যে কোন বয়সের লোককেই অপহরণ করতে পারে।

(২) সম্মতি ও প্রতারণার প্রশ্নে ঃ Kidnapping এর ক্ষেত্রে অপরাধকারী কোন নাবালক, নাবালিকা বা উন্মাদ ব্যক্তিকে তার বা বৈধ অভিভাবকের তত্ত্বাবধান হতে তার সম্মতি ছাড়াই ছিনায়ে বা প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, Abduction-এর ক্ষেত্রে অপরাধকারী বিশেষ অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে বলপূর্বক বাধ্য করে কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়।

(৩) অভিভাবকের গণ্ডী বা আইনের আওতার বাইরে বহনের প্রশ্নে ঃ Kidnapping হলো এমন এক প্রকার অপরাধ যেখানে অপরাধকারী কোন ব্যক্তিকে তার আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধান হতে ছিনায়ে নিয়ে যায় কিংবা বাংলাদেশ সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, Abduction-এর ক্ষেত্রে অপরাধকারী কোন ব্যক্তিকে অভিভাবকের গণ্ডীর বাইরে বা আইনের আওতার বাইরে না নিয়ে ও abduction-এর অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে।

(৪) প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্নে ঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু কিংবা উম্মাদ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই Kidnapping-এর অপরাধ বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু অপরপক্ষে, Abduction-এর অপরাধ বিশেষভাবে নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

(৫) অভিপ্রায়ের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ঃ Kidnapping-এর ক্ষেত্রে অপরাধকারীর অপরাধ সংঘটনের প্রশ্নে কোনরূপ বিশেষ ও নির্দিস্ট অভিপ্রায় নাও থাকতে পারে। সুতরাং, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অভিপ্রায় থাকার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, Abduction-এর ক্ষেত্রে অপরাধকারীর কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট অভিপ্রায় থাকে। ফলে, 'অভিপ্রায় হলো Abduction সম্পর্কীয় অপরাধের মূল উপাদান।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৬) ধারাগত পার্থক্য ঃ বাংলাদেশে দণ্ডবিধির ৩৫৯ ধারা হতে ৩৬১ ধারা পর্যন্ত Kidnapping সম্পর্কীয় অপরাধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অপরপক্ষে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৬২ ধারায় Abduction সম্পর্কীয় অপরাধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(৭) বলপ্রয়োগ ও প্রতারণার প্রশ্নে ঃ The element of force or fraud is absent in Kidnapping, অর্থাৎ Kidnapping এর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা প্রতারণা থাকে না। কিন্তু অপরপক্ষে, The element of force or fraud is present in abduction অর্থাৎ Abduction-এর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অথবা প্রতারণা থাকা প্রয়োজন।

(৮) উদ্দেশ্যগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে ঃ Kidnapping-এর ক্ষেত্রে, The intent of the offender is wholly irrelevant, কিন্তু Abduction-এর ক্ষেত্রে, It is not an offence unless committed with one of the intentions mentioned in sections 364–3.9

(৯) Substantive offence এবং auxiliary act-এর প্রশ্নে ঃ Kidnapping from guardianship is a Substantive offencer, পক্ষান্তরে, Abduction is an auxiliary act, not punishable by itself."

(১০) মামলার সিদ্ধান্ত ঃ সর্বোপরি, (1930) 53 All. 140 পাতায় বলা হয়েছে যে, "Abduction is a continuing offence. Cunsent of the person "moved" if freely and voluntarily given, condones abduction, but in kidnapping consent of the person "taken" or "enticed" is wholly immaterial.

Kidnapping এবং Abduction- এর সংজ্ঞা, উপাদান এবং উভয়ের পার্থক্য আলোচনা করে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, Kidnapping সম্পর্কীয় অপরাধ হলো এমন একটি Substantive offence যার মাধ্যমে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা উম্মাদকে অপহরণ করা হয়। পক্ষান্তরে, Abduction হলো এমন একটি wauxiliary act যা দণ্ডবিধির ৩৬৪-৩৬৯ ধারায় উল্লেখিত যে কোন একটি উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কীত হলেই শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়। তাই, Md. Mazhar Hassan Nixami-এর ভাষায় বলা যায় যে, There is no such offence as abduction under the code, but abduction with certain intent is an offence."

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–15
চুরি, রাহাজানি ও ডাকাতি
[Theft, Robbery & Dacoity]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। চুরির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা
৩। চুরির উপাদান ও বৈশিষ্ট্য
৪। রাহাজানি বা দস্যুতার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা
৫। যে ক্ষেত্রে চুরি দস্যুতার শামিল হবে
৬। যে ক্ষেত্রে জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় দস্যুতার শামিল হবে
৭। ডাকাতির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা
৮। ডাকাতির উপাদান
৯। চুরি, রাহাজানি এবং ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য
১০। দস্যুতা ও ডাকাতি করার সময় যদি একজন খুনের অপরাধ করে তাহলে যে সকল ব্যক্তি দস্যুতা বা ডাকাতি কার্যে লিপ্ত থাকবে তাদের কি অপরাধ হবে?

১। ভূমিকা (Introduction)ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে চুরি, রাহাজানি এবং ডাকাতি সম্পর্কীয় অপরাধ এবং ইহাদের বিধানাবলী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি অপরাধ আমাদের দেশে একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা প্রবাহ হয়ে দাঁড়ায়েছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৮, ৩৯০ এবং ৩৯১ ধারায় ইহাদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সর্বোপরি, ইহাদের মধ্যকার পারস্পরিক পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় আদালত ইহাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে।

২। চুরির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (Definition and explanation of theft)ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় চুরির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই ধরা মোতাবেক, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দখল হতে তার সম্মতি ছাড়া কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি স্থানান্তর বা অপসারণ করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা ঃ নিম্নে উল্লেখিত সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যাটি প্রদান করা হলো–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) কোন বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অস্থাবর সম্পত্তি না হওয়া বিধায় মাটির সহিত সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা চুরির বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু মাটি হতে বিচ্ছিন্ন করার সাথে সাথে চুরির বিষয়বস্তু বলে বিবেচিত হবে।

(২) যে কাজ দ্বারা বিচ্ছিন্নতা ঘটান হয়, সেই কাজ দ্বারা স্থানান্তকরণ বা অপসারণ করা হলে, উহা চুরি বলে গণ্য হতে পারে।

(৩) যে অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতার জন্য কোন বস্তু নড়িতে পারে না, কোন ব্যক্তি ঐ অন্তরায় টি অপসারণ করলে বা উহাকে অন্য কোন বস্তু হতে বিচ্ছিন্ন করলে কার্যত বস্তুটি নাড়াচাড়া বা অপসারণ করেছে বলে গণ্য হয়।

(৪) যে ব্যক্তি কোন পদ্ধতিতে বা উপায়ে কোন পশুকে হাঁটায় বা স্থানান্তরিত করে, সেই ব্যক্তি উক্ত পশুটিকে এবং এরূপ স্থানান্তরের ফলে পশুটি যা স্থানান্তর করে, তার ঐ ব্যক্তি স্থানান্তরিত করেছে বলে গণ্য হবে।

(৫) সংজ্ঞাতে উল্লেখিত 'সম্মতি' প্রকাশ্য কিংবা পরোক্ষ হতে পারে এবং উক্ত সম্মতি সম্পত্তির দখলকারী ব্যক্তিও দিতে পারে বা ঐ উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বা পরোক্ষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি দিতে পারে।

উদাহরণঃ জুয়েল এই অভিপ্রায়ে শিখার ভূমির উপরস্থ একটি বৃক্ষ কর্তন করে যে, সে শিখার অধিকারি হতে শিখার সম্মতি ব্যতিরেকে, গাছটি অসাধুভাবে (dishonestly) নিয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে জুয়েল অনুরূপ নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বৃক্ষটি কর্তন করার সাথে সাথে, উহা চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

৩। চুরির উপাদান ও বৈশিষ্ট্য ঃ চুরির অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকা প্রয়োজন–

(১) চুরির বস্তুটি অবশ্যই অস্থাবর সম্পত্তি (Moxeable property) হবে;

(২) চুরির বস্তুটি সরাইয়া লইতে হবে;

(৩) চুরির বস্তুটি অন্য কাহারও দখলে থাকবে;

(৪) চুরি করার উদ্দেশ্যে উহা সরাইতে হবে;

(৫) চুরির বস্তুটি মালিকের প্রকাশ্য বা পরোক্ষ সম্মতি ছাড়াই গ্রহণ করতে হবে;

(৬) চুরির বস্তুটি অবশ্যই অসাধুভাবে (dishonestly) গ্রহণ করা হবে।

এইভাবে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির চুরির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৪। রাহাজানি বা দস্যুতার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (Definition & explanation of Robbery)ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯০ ধারায় দস্যুতামূলক অপরাধের সংজ্ঞা আদান করা হয়েছে। এই ধারা মোতাবেক প্রত্যেক দস্যুতায় হয় চুরি না হয় জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় (extortion) সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হয়। সুতরাং সর্বপ্রকার দস্যুতায় হয় চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ রয়েছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৫। যে ক্ষেত্রে চুরি দস্যুতার শামিল হবে (When theft becomes robbery)ঃ যদি চুরি করার উদ্দেশ্যে, বা চুরি করার কালে কিংবা চুরির সাহায্যে লব্ধ সম্পত্তি নিয়ে যাবার সময় অথবা চুরি দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি নিয়ে যাবার চেষ্টাকালে অপরাধী তদুদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্বক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা তাকে আঘাত করে, কিংবা তাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক জখমের বা তাৎক্ষণিক (immediate) অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করে বা করার উদ্যোগ করে, তাহলে উক্ত চুরি (theft) দস্যুতা (robbery) বলে গণ্য হবে।

৬। যে ক্ষেত্রে জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় দস্যুতার শামিল হবে (When extortion amounts to robbery)ঃ যদি ছিনতাই বা বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের সময়ে অপরাধকারী ব্যক্তি ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধের ভিতি প্রদর্শন করে জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় করে, এবং অনুরূপভাবে ভীতি প্রদর্শন করে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তিকে তৎক্ষাণাৎ জোরপূর্বক আদায়কৃত বস্তুটি সমর্পন করতে বাধ্য করে, তাহলে জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় দস্যুতা বলে গণ্য হবে ।

ব্যাখ্যা ঃ অপরাধকারী ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধ করার জন্য যথেষ্ট নিকটবর্তী হলে, সে উপস্থিত বলে গণ্য হবে।

(১) ক, খ-কে ফেলিয়া ধরে এবং খ-এর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে খ-এর পোষক হতে অর্থ ও গহনার ব্যাগ ছিনায়ে লয়। এক্ষেত্রে ক চুরি করেছে এবং উক্ত চুরি করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে খ-কে অবৈধভাবে আটক করেছে। অতএব, ক দস্যুতা করেছে বলে গণ্য হবে।

(২) ক রাজপথে খ-এর সাক্ষাৎ পায়, পিস্তল দেখায় ও খ-এর অর্থ দাবী করে ফলে খ- তার অর্থ সমর্পণ করে। এক্ষেত্রে ক, খ-কে তাৎক্ষণিক বা আশু আঘাতের ভীতি প্রদর্শন করে খ-এর অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করেছে এবং উক্ত বলপূর্বক গ্রহণ সম্পাদনকালে তার সম্মুখে উপস্থিত করেছে। অতএব, ক দস্যুতা করেছে বলে গণ্য হবে।

৭। ডাকাতির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (Definition & explanation of Dacoity)ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারায় ডাকাতির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ক্ষেত্রে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে কোন দস্যুতা সংঘটিত করে বা দস্যুতা সংঘটনের চেষ্টা বা উদ্যোগ করে কিংবা যে ক্ষেত্রে মিলিতভাবে দস্যুতাকারী বা দস্যুতা অনুষ্ঠান করার উদ্যোগকারী ব্যক্তিগণের এবং উপস্থিত ও অনুরূপ দস্যুতা অনুষ্ঠানে বা উহার উদ্যোগ সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের মোট সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হয়, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ অনুষ্ঠানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি 'ডাকাতি' করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সুতরাং উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যখন দস্যুতা করে, তখন উহা ডাকাতিতে পরিণত হয়। আবার পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি দস্যুতা করার উদ্যোগ করলেও উহা ডাকাতি হয়। এছাড়া, দস্যুতার উদ্যোগকারী এবং সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হলে ঐ দস্যুতাও ডাকাতি বলে গণ্য হবে।

দণ্ডবিধি মোতাবেক ডাকাতি একটি যৌথ অপরাধ। তাই, ডাকাত বলে তারাই গণ্য হবে, যারা ঐ অপরাধে অংশ গ্রহণ করে অথবা ডাকাত দলের মধ্যে উপস্থিত থাকে এবং সাহায্য করে।

৮। ডাকাতির উপাদান (Elements of dacoity)ঃ উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে, আমরা ডাকাতির নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখতে পাই–

(১) দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারা মোতাবেক বা দস্যুতা বা দস্যুতার চেষ্টা করা হয়েছিল;

(২) পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি দস্যুতা করেছিল বা দস্যুতার চেষ্টা হয়েছিল;

(৩) প্রকৃত মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে ডাকাতগণ জোরপূর্বক সম্পত্তি ছিনায়ে নিয়েছিল;

(৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ একত্রিত হয়ে ডাকাতি করেছিল;

(৫) ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন অথবা একাধিক ব্যক্তি দস্যুতা করেছিল বা করার চেষ্টা করেছিল;

(৬) সর্বোপরি, ডাকাতি সংঘটনে সহায়তাকারী ব্যক্তিগণও উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত হবে; যদিও তারা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল এবং ইহাতে কোন অংশগ্রহণ করে নাই।

একইভাবে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে ডাকাতির সংজ্ঞা ও ডাকাতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিধানাবলী গৃহীত হয়েছে।

৯। চুরি, রাহাজানি এবং ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য (Defferences between theft, robbery & Dacoity)ঃ উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে আমরা উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখতে পাই–

(১) ধারাগত পার্থক্যঃ চুরি (Theft) সংক্রান্ত অপরাধটির সংজ্ঞা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। অপরপক্ষে, রাহাজানির (robbery) সংজ্ঞা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯০ ধারায় বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে, ডাকাতির (Dacoity) সংজ্ঞা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

(২) সংখ্যাগত পার্থক্যঃ চুরি (Theft) সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর সংখ্যা একজন হলেও চলে। অপরপক্ষে, রাহাজানির (Robbery) ক্ষেত্রে এরূপ সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। তবে ইহার সংখ্যা অবশ্যই পাঁচ এর কম হবে। পক্ষান্তরে, ডাকাতি সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য অপরাধীর সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচ বা ততোধিক হবে।

(৩) বলপ্রয়োগের প্রশ্নেঃ চুরি (Theft) সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বল প্রয়োগের প্রশ্ন উঠেনা। পক্ষান্তরে, রাহাজানির (Robbery) ক্ষেত্রে চুরি কিংবা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের (Extortion) হিংস্ররূপ অবশ্যই থাকতে হবে। অপরপক্ষে, ডাকাতির ক্ষেত্রে বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের (Extortion) হিংস্ররূপকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলপূর্বক গ্রহণের সময় শক্তি প্রয়োগ করা না হলে তাহা ডাকাতি বলে গণ্য হবে না।

(৪) সম্মতির প্রশ্নেঃ চুরি সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধকারী সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির আইনগত মালিকের সম্মতি ছাড়াই কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে থাকে। কিন্তু অপরপক্ষে, রাহাজানির ক্ষেত্রে অপরাধকারী আইনগত মালিককে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে বা জখম বা মৃত্যু ঘটাইবার ভয়ে অভিভূত করে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে। পক্ষান্তরে, ডাকাতির (Dacoity) ক্ষেত্রে অপরাধকারী আইনগত মালিককে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন বা জখম করার ভয়ে অভিভূত করে বা জখম বা মৃত্যু ঘটাইয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করে।

(৫) শাস্তিগত পার্থক্যঃ যদি কোন ব্যক্তি চুরি করে, তাহলে সেই ব্যক্তি ৩ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিম্বা জরিমানা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে অপরপক্ষে, যদি কোন ব্যক্তি রাহাজানি সংঘটন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ১০ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে এবং তাকে জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিও করা যেতে পারে তবে সূর্যাস্ত এবং সূর্যদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে রাজপথে দস্যুতা বা রাহাজানি সংঘটিত হলে সেক্ষেত্রে কারাদণ্ড অনূর্ধ্ব ১৪ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ডাকাতি করেন, তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১০। দস্যুতা ও ডাকাতি করার সময় যদি একজন খুনের অপরাধ করে তাহলে যে সকল ব্যক্তি দস্যুতা বা ডাকাতি কার্যে লিপ্ত থাকবে তাদের কি অপরাধ হবে?

দস্যুতা বা ডাকাতি করার সময় তাদের দলের মধ্যে যদি একজন খুনের অপরাধ সংঘটিত করে তবে দলের সকলেই ৩৯৬ ধারার বিধান অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হবে। এ ধারা অনুসারে উক্ত দলের প্রত্যেক অপরাধীর অর্থদণ্ডসহ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। তবে এ অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে হলো নিম্নোক্ত উপাদানগুলি অবশ্যই থাকতে হবে–

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই দস্যুতা বা ডাকাতির কার্যে লিপ্ত ছিল।

(২) সে দলের একজন খুন করেছিল, এবং

(৩) দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটনের সময় এ খুন করা হয়েছিল।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–16
জালিয়াতি এবং মিথ্যা দলিল প্রণয়ন
[Forgery & Making a false document]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। জালিয়াতির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা
৩। জালিয়াতির উপাদান
৩। মিথ্যা দলিল প্রণয়ন বা প্রস্তুতকরণ ' এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

১। **ভূমিকা (Introduction)ঃ** Forgery বা জালিয়াতি এবং মিথ্যা দলিল প্রণয়ন সম্পর্কীয় অপরাধ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির একটি উল্লেখযোগ্য ও অনন্য অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়। জালিয়াতির মাধ্যমে জনসাধারণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মিথ্যা দলিল প্রণয়নের মাধ্যমে জালিয়াতির অভিব্যক্তি ঘটে। সুতরাং মিথ্যা দলিল বা উহার অংশ বিশেষ প্রণয়ন ও সম্পাদনই জালিয়াতির মূল ভিত্তি। তাই, Shaukat Mahmood যথার্থই বলেন যে, "Until a false document is made either in whole or in part, there cannot be any forgery."

২। **জালিয়াতির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (Definition and explanation of Forgery)ঃ** বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারায় বা জালিয়াতির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। অত্র ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করার জন্য কিংবা কোন দাবী বা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি ত্যাগে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন প্রকাশ্য বা পরোক্ষ চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে অথবা প্রতারণা করা যেতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে কোন মিথ্যা দলিল (false document) বা কোন মিথ্যা দলিলের অংশ বিশেষ প্রস্তুত করে, তবে সেই ব্যক্তি জালিয়াতি (forgery) করে বলে গণ্য হবে।

৩। **জালিয়াতির উপাদান (Elements of forgery)ঃ** জালিয়াতির নিম্নলিখিত উপাদানগুলি রয়েছে–

(১) অপরাধীকে একটি মিথ্যা দলিল বা দলিলের অংশবিশেষ প্রণয়ন ও সম্পাদন করতে হবে;

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(২) এরূপ দলিল তৈরীর উদ্দেশ্য–

ক) জনসাধারণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করা; অথবা

খ) কোন দাবী বা কাহারও স্বত্ব সমর্থন করা; অথবা

গ) কোন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা; বা

ঘ) কোন স্পষ্ট বা পরোক্ষচুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করা; অথবা

ঙ) প্রতারণা করা যেতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে কোন মিথ্যা দলিল বা দলিলের অংশ প্রস্তুত করা।

উদাহরণঃ ক-এর নিকট ঘ কর্তৃক লিখিত ও খ-কর্তৃক পরিশোধনীয় ১০,০০০ টাকার একখানা ঋণপত্র আছে। ক, খ-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এই অভিপ্রায়ে ১০,০০০ টাকার সহিত একটি শূন্য যোগ করে দেয় ও টাকার পরিমাণ ১,০০,০০০ করে যেন ঘ বিশ্বাস করে যে ঘ পত্রটিতে অনুরূপ লিখিয়াছে। ক জালিয়াতি করেছে।

৩। মিথ্যা দলিল প্রণয়ন বা প্রস্তুতকরণ' এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (Meaning & explanation of 'making a false document')ঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৪ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মিথ্যা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করেছে বলে গণ্য হবে–

(১) যদি কোন ব্যক্তি কোন দলিল উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক যথাযথ ক্ষমতাবলে প্রণীত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয় নাই,জানা সত্ত্বেও উক্ত দলিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করানোর উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলকভাবে দলিলটি বা উহার অংশ বিশেষ প্রণয়ন করে; স্বাক্ষরিত বা সীলমোহর অঙ্কিত করে অথবা যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে বুঝাইবার জন্য কোন চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করে; অথবা

(২) একইভাবে, যদি কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত বা সম্পাদিত হইবার পর কোন দলিলের কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনরূপ আইনানুগ কর্তৃক ব্যতিরেকে অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে কর্তন করে বা অন্য কোন উপায়ে পরিবর্তন করে; দলিলটি যদি অপরাধী কর্তৃক প্রণীত বা সম্পাদিত না হয়ে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত বা সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাহলে অনুরূপ পরিবর্তন সাধনকালে সেই অন্য ব্যক্তি জীবিত বা মৃত যাই হোক; অথবা

(৩) যদি কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে দিয়া কোন দলিল প্রণয়ন বা পরিবর্তন করতে বাধ্য করে, যে ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতাহেতু বা নেশাগ্রস্ততার বা অন্য কোন অক্ষমতার জন্য দলিলের বিষয়বস্তু বা পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝিতে অক্ষম হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদাহরণঃ ক-এর নিকট খ কর্তৃক লিখিত এবং গ কর্তৃক পরিশোধনীয় ১০,০০০ টাকার একখানা ঋণপত্র আছে ক, গ-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এই অভিপ্রায়ে ১০,০০০ টাকার সহিত একটি শূন্য যোগ করে দেয় ও টাকার পরিমাণ ১,০০,০০০ করে যে, গ বিশ্বাস করে যে খ পত্রটিতে অনুরূপ লিখিয়াছে। ক জালিয়াতি করেছে।

ব্যাখ্যা ১। কোন ব্যক্তির নিজের নাম স্বাক্ষরও জালিয়াতির শামিল হতে পারে।

উদাহরণঃ ক একটি হুন্ডিতে তার নিজের নাম এই অভিপ্রায়ে স্বাক্ষর করে যেন উহা এরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে পারে যে, অনুরূপ নামের অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিলটি ড্র করা হয়েছিল। ক জালিয়াতি করেছে।

ব্যাখ্যা ২। কাল্পনিক বা মৃত কোন ব্যক্তির নামে দলিল প্রণয়ন করাও জালিয়াতির শামিল হতে পারে।

উদাহরণঃ ক একজন কাল্পনিক ব্যক্তির নামে একটি বিল ড্র করে এবং বিনিময় করার উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলক-ভাবে বিলটি উক্ত কাল্পনিক ব্যক্তির নামে গ্রহণ করে। ক জালিয়াতি করে বলে গণ্য হবে।

জালিয়াতির (Forgery) সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা এবং মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণ (Making a false document) সম্পর্কীয় বিধানাবলী আলোচনা করে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, জালিয়াতির মাধ্যমে জালিয়াতকারী অপরের অধিকার নস্যাত করতে চায় এবং মিথ্যা দলিল প্রণয়নের মাধ্যমে জালিয়াতি অনুষ্ঠিত হয়– যা আমাদের আলোচনার মাধ্যমে মূর্তমান হয়ে উঠেছে।

৫। কোন্ ক্ষেত্রে একজন লোক তার নাম স্বাক্ষর করায় জালিয়াতির দায়ে দোষী হতে পারে?

যে সকল অবস্থাধীনে একজন লোকের নিজের নাম দস্তখত জালিয়াতি হিসেবে গণ্য করতে পারে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারায় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারার সংজ্ঞানুসারে যে ব্যক্তি জনগণ বা কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করবার, বা কোন দাবি বা অধিকার সমর্থন করবার অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে কিংবা স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করবার উদ্দেশ্য কিংবা প্রতারণা করবার অথবা প্রতারণা করা যেতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যা দলিল বা কোন মিথ্যা দলিলের অংশ বিশেষ প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তি জালিয়াতি করে বলে গণ্য হবে।

এ ধারামতে, কেবলমাত্র নিম্নলিখিত অবস্থাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নিজের নাম দস্তখত করলেও জালিয়াতির অপরাধে অভিযুক্ত হবে। যেমন–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন দলিল বা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষর, সীলমোহর বা সম্পাদন করেছে অথবা কোন দলিল সম্পাদনমূলক কোন চিহ্ন প্রদান করেছে।

(২) কোন ব্যক্তি কর্তৃত্ব বলে বা তার কর্তৃক কোন বিশেষ সময়ে কোন দলিল প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত আচরণ করেছে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহা জানতেন যে, অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বা তার কর্তৃক অনুরূপভাবে বা উল্লেখিত সময়ে দলিলটি সম্পাদিত হয়েছে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে নিজের নাম দস্তখত করে জালিয়াতি করেছে।

এভাবে উপরোল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে যদি কোন ব্যক্তি জালিয়াতি করবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারার বিধান অনুযায়ী দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডেই দন্ডিত হবে।

মামলার নজীরঃ

(ক) এমপারার বনাম আব্দুল হামিদ (AIR 1944 Lahore 330)ঃ এই মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী তার চাকুরী গ্রহণের সময় জন্ম তারিখ ১৮৯১ এর স্থলে ১৮৯৮ লিখেছিল ও এর সমর্থনে একটি মিথ্যা দলিল সম্পাদন করেছিল। এক্ষেত্রে আসামী জালিয়াতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়।

(খ) জাহাঙ্গির হোসেন বনাম রাষ্ট্র (40 DLR 545)ঃ মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী জাল মার্কস শীট জমা দিয়ে ১ম বর্ষ এম.বি.বি.এস শ্রেণীতে ভর্তি হয়। দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারার বিধান অনুযায়ী এটা কোন সম্পত্তির বা স্বত্বের দাবী হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা–ইহাই এ মামলার বিবেচ্য বিষয়। এ মামলায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, এ ক্ষেত্রে অবৈধ সুবিধা অর্জন এবং অবৈধ ক্ষতির উপাদান বর্তমান আছে। যেহেতু মার্কস শীটটি মিথ্যা ও জাল ছিল এবং এ জাল দলিলের মাধ্যমে প্রতারণামূলকভাবে কিছু সুবিধা আদায়ের অভিপ্রায় ছিল, তাই ইহা নিঃসন্দেহে একটি জালিয়াতি হিসেবে পরিগনিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–17
অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ
[Criminal Trespass]

সারসংক্ষেপ (Synopsis)ঃ

১। ভূমিকা
২। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ'-এর সংজ্ঞা
৩। 'অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ' এর উপাদানসমূহ
৪। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি

১। **ভূমিকা (Introduction)ঃ** 'ক্রিমিনাল ট্রেসপাস' বা 'অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ' বাংলাদেশ দণ্ডবিধির একটি স্বতন্ত্র অপরাধ। অন্যের স্থাবর সম্পত্তিতে অবৈধভাবে প্রবেশের মাধ্যমে এরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়। এরূপ অপরাধ সংঘটনে অপরাধকারীর অবশ্যই অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য থাকে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখলকারী ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্তি করার উদ্দেশ্যেই এরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়।

২। **অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ'-এর সংজ্ঞা (Definition of Criminal Trespass)ঃ** বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪১ ধারায় Criminal Trespassবা 'অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ' এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে–

যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত কোন সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ সম্পত্তির দখলকার কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে; অথবা আইনসঙ্গতভাবে অনুরূপ সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর প্রবেশ করে, তদ্বারা ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্তি করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বে-আইনীভাবে তথায় অবস্থান করে; তবে সেই ব্যক্তি "অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ" (Criminal Trespass) করে বলে গণ্য হবে।

উল্লেখিত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধটি শুধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে পারে। সর্বোপরি, অপরাধকারীর উদ্দেশ্যের উপর "অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ" অপরাধের সংঘটন নির্ভর করে। এরূপ অপরাধ সংঘটনে অপরাধকারীর অবশ্যই অপরাধমূলক উদ্দেশ্য থাকবে– অন্যথায়

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

শুধুমাত্র অনধিকার প্রবেশের মাধ্যমে এরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়না। এই কারণে "দেওয়ানী অনধিকার প্রবেশ"(Criminal Trespass) হতে "অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ" (Criminal Trespass) সম্পূর্ণ আলাদা। তাই, দেওয়ানী অনধিকার প্রবেশে কোন অপরাধের উদ্দেশ্য থাকেনা। ফলে, উহার জন্য কোন অপরাধ হয়না। তবে, উহার জন্য দেওয়ানী আদালতে (Civil Court) ক্ষতি পূরণের জন্য মামলা করা যায়।

৩। **'অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ' এর উপাদানসমূহ (Ingredients of Criminal Trespass)ঃ** 'অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের' নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ রয়েছে–

(১) অন্যের সম্পত্তিতে প্রবেশ ঃ এরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অপরাধকারীকে অবশ্যই অন্য কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সম্পত্তির অভ্যন্তরে বা উপরে প্রবেশ করতে হবে।

(২) ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবেশ ঃ একইভাবে, অপরাধকারীকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সম্পত্তিতে প্রবেশ করতে হবে।

(৩) বে-আইনীভাবে অবস্থান ঃ এছাড়া, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে প্রথমে আইনসম্মতভাবে প্রবেশ করে সেখানে বে-আইনীভাবে অবস্থানের মাধ্যমে এরূপ অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।

(৪) অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ঃ এরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, অপরাধকারীর অবশ্যই অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে থাকবে।

(৫) অপমান, বিরক্তি ও ভীতি প্রদর্শন ঃ এরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে যার দখলে সম্পত্তিটি রয়েছে, তাকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করার জন্য সেখানে প্রবেশ বা অবস্থান করতে হবে।

৪। **অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি (Punishment for Criminal Trespass)ঃ** বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪৭ ধারার বিধান মোতাবেক অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের অপরাধে দোষী ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত কোন অঙ্কের জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত অপরাধটি কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়। সর্বোপরি, এরূপ অপরাধ সংঘটনে অপরাধকারীর অপরাধমূলক উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে– অন্যথায় এরূপ অপরাধ সংঘটিত হতে পারে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–18
মানহানি
[Defamation]

সারসংক্ষেপঃ

১। মানহানির সংজ্ঞা
২। মানহানির অপরাধ সংঘটিত হবার উপাদান
৩। মানহানির অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার আত্মপক্ষ সমর্থনে কি কি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারে?
৪। মানহানি সম্পর্কে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের বিধানসমূহ
৫। মানহানি অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ ব্যতিক্রমগুলো উপস্থাপন করা যেতে পারে?

১। **মানহানির সংজ্ঞাঃ** মানহানি সংক্রান্ত অপরাধটি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় বর্ণিত আছে। এই ধারা অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে বা তার খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট হবে বলে জানা সত্ত্বেও বা তার বিশ্বাস করবার কারণ থাকা সত্ত্বেও উচ্চারিত বা পঠিত হবার জন্য উদ্দিষ্ট কথা দ্বারা বা চিহ্ন দ্বারা বা দৃশ্যমান বস্তু বা প্রতীক দ্বারা সে ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন ঘটনা আরোপ করে বা প্রকাশ করে, তা হলে এই ধারা অনুসারে নির্দেশিত ব্যতিক্রমসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মানহানি করেছে বলে কথিত হবে।

১নং ব্যাখ্যাঃ যে মৃত ব্যক্তির জীবনকালে তার সম্পর্কে কোন ঘটনার আরোপ করা হলে তার মানহানি ঘটিত সেই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে অনুরূপ কোন ঘটনার আরোপ করা এবং সেই মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের বা অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের মনকে পীড়িত করবার উদ্দেশ্যে অনুরূপ ঘটনার আরোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে।

২নং ব্যাখ্যাঃ কোন কোম্পানী বা সমিতি বা ব্যক্তিসমষ্টি সম্পর্কে সমষ্টিগত ভাগে কোন ঘটনার আরোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে।

৩নং ব্যাখ্যাঃ বিকল্পের আকারে শ্লেষাত্মকভাবে ব্যক্ত কোন ঘটনার আরোপ মানহানি বলে গণ্য হতে পারে।

৪নং ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন ঘটনার আরোপ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য ব্যক্তির দৃষ্টিতে নৈতিক বা বুদ্ধিগত চরিত্র হেয় না করলে, কিংবা তার বর্ণ বা সম্প্রদায় অথবা তার পেশার দিক হতে সেই ব্যক্তির চরিত্রকে হেয় না করলে কিংবা সেই ব্যক্তির খ্যাতি ক্ষুণ্ন না করলে কিংবা তার দেহ বীভৎস বা ঘৃণ্য

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অবস্থায় বা যে অবস্থা সাধারণভাবে অরুচিকর বলে বিবেচিত সেই অবস্থায় আছে বলে বিশ্বাস সৃষ্টি না করলে, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সেই ঘটনার আরোপ তার খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করে নাই বলে বিবেচিত হবে।

২। মানহানির অপরাধ সংঘটিত হবার উপাদান–

দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার বিধান অনুযায়ী মানহানি সংক্রান্ত আইনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে সকল উপাদানের অস্তিত্ব থাকা বিশেষভাবেই অপরিহার্য তা নিম্নরূপ; যথা–

(১) কোন ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে কোন ঘটনা আরোপ করতে হবে বা প্রকাশ করতে হবে।

(২) কোন ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করতে হলে অপরাধীকে হয় কোন কিছু (ক) উচ্চারিত অথবা (খ) পঠিত হবার জন্য উদ্দিষ্ট কথা দ্বারা অথবা (গ) চিহ্ন দ্বারা অথবা (ঘ) দৃশ্যমান বস্তু দ্বারা অথবা (ঙ) প্রতীক দ্বারা সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন ঘটনা আরোপ করতে হবে বা প্রকাশ করতে হবে।

(৩) এরূপ খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করবার পশ্চাতে অপরাধীকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি করবার উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

(৪) অপরাধীকে এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, যদি সে এরূপ মানহানিকর ঘটনা আরোপ করে বা প্রকাশ করে তা হলে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।

উপরোক্ত উপাদানসমূহ যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, তা হলে তাকে মানহানি সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দোষী করা যেতে পারে। এই ধারায় ১নং ব্যাখ্যা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পক্ষেও মানহানিকর মামলা করা যেতে পারে।

৩। মানহানির অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার আত্মপক্ষ সমর্থনে কি কি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারে?

দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় মানহানির সংজ্ঞা প্রদান কালে যে দশটি ব্যতিক্রমের বিবরণ দেয়া হয়েছে তা এ অপরাধের আত্মপক্ষ সমর্থন হিসেবে গণ্য করা হয়। এগুলি নিম্নরূপঃ

(১) জনকল্যাণের দিক হতে যে সত্য ঘটনা উদঘাটন বা প্রকাশ করা উচিত, তা আরোপ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন ঘটনা সত্য হয় এবং সে ঘটনার উল্লেখ বা প্রকাশ জনকল্যাণের খাতিরে প্রয়োজন হয়, তা হলে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সে ঘটনার আরোপ মানহানির অপরাধ হবে না।

(২) সরকারী কর্মচারীর আচরণঃ কোন সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব সম্পাদনকালে বা তার আচরণ কিংবা সেই আচরণে তার চরিত্র যতটুকু পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

শুধু ততটুকু পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে সরল মনে বা সরল বিশ্বাসে কোন মতামত প্রকাশ করলে তৎদ্বারা কোনরূপ মানহানির অপরাধ হবে না।

(৩) সরকারী বিষয়েঃ কোন সরকারী বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কোন আচরণ এবং সে আচরণে সেই ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে সরলমনে বা সরল বিশ্বাসে কোন মতামত প্রকাশ করলে তদ্বারা কোনরূপ মানহানির অপরাধ হবে না।

(৪) আদালত কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রকাশ করাঃ কোন আদালত বা বিচারালয়ের কার্যক্রমের কিংবা অনুরূপ কার্যক্রমের ফলে কোন সত্য রিপোর্ট প্রকাশ করা মানহানির অপরাধ নহে। অর্থাৎ কোন বিচারালয়ের বিচারের পূর্বাহ্নক কার্যক্রম হিসেবে প্রকাশ্য আদালতে তদন্তকারী কোন জাষ্টিস অব দি পীস বা অন্য কোন অফিসার উপরোক্ত ধারার অর্থ অনুসারে একটি আদালত।

(৫) আদালতে সাব্যস্ত মামলার প্রধান দোষ ও গুণাবলী কিংবা সাক্ষীদেরও সংশ্লিষ্ট অন্যায়ের আচরণঃ কোন বিচারালয় বা আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার প্রধান দোষ গুণাবলী সম্পর্কে কিংবা অনুরূপ কোন মামলার সহিত অন্যতম পক্ষ সাক্ষী বা এজেন্ট হিসেবে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আচরণ কিংবা সেই আচরণে সে ব্যক্তির চরিত্র যতদূর পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক, ততদূর পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে সরলমনে বা সরল বিশ্বাসে কোন মতামত প্রকাশ করলে তা মানহানির অপরাধ হবে না।

(৬) সরকারী কাজের দোষগুণঃ কোন কার্যের কর্তা কর্তৃক জনসাধারণের বিচারার্থে উপস্থিত কার্যের দোষগুণ সম্পর্কে কিংবা কার্যটিতে উহার কর্তার চরিত্র যতদূর পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়েছে শুধু ততদূর পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করলে তা মানহানিকর অপরাধ হবে না। অর্থাৎ কোন কার্য প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের বিচারার্থে উপস্থাপিত হতে পারে কিংবা কার্যটির কর্তার যে ব্যবস্থা দ্বারা জনসাধারণের বিচারার্থে কার্যটির উপস্থাপন বুঝায়, সে ব্যবস্থা দ্বারাও কার্যটি জনসাধারণের বিচারার্থে উপস্থিত হতে পারে।

(৭) অপরের উপর আইনসঙ্গত ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে নিন্দাঃ যদি কোন ব্যক্তি, অপর কোন ব্যক্তির উপর আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা সেই অপর ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকে এবং সে ব্যক্তি যে সব বিষয়ে অনুরূপ আইনসঙ্গত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট যে সব বিষয়ে সরল বিশ্বাসে সেই অপর ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে তাকে তিরস্কার করে, তা হলে মানহানির অপরাধ হবে না।

(৮) ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট সরল বিশ্বাসে অভিযোগ উত্থাপনঃ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে অভিযোগ সে বিষয়ে সেই ব্যক্তির উপর যে সব ব্যক্তির ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব আছে তাদের কারও নিকট সরল বিশ্বাসে উত্থাপন করা হলে, তা মানহানির অপরাধ হবে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৯) কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের বা অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে কোন নিন্দা আরোপ করাঃ যদি কোন ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে কোন নিন্দা আরোপ করা হয় এবং তা যদি আরোপকারী সরল বিশ্বাসে নিজের বা অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের বা জনকল্যাণ স্বার্থবিষয়ক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে করে, তা হলে উহা মানহানিকর অপরাধ হবে না।

(১০) কোন ব্যক্তিকে তার হিতকল্পে কিংবা জনহিতকল্পে হুঁশিয়ারি দান বা সতর্কীকরণঃ কোন ব্যক্তিকে সরল বিশ্বাসে অপর কোন ব্যক্তি হুঁশিয়ারী দান বা সতর্কীকরণ মানহানি অপরাধ হবে না, যদি যে ব্যক্তিকে সতর্কতা দান করা হল সেই ব্যক্তির কল্যাণার্থে কিংবা সে ব্যক্তি অপর যে ব্যক্তির সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সেই অপর ব্যক্তির কল্যাণার্থে কিংবা জনকল্যাণার্থে সতর্কতার দান করা হয়ে থাকে।

৪। মানহানি সম্পর্কে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের বিধানসমূহঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির আইন অনুসারে মানহানি সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটন করতে হলে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ থাকতে হবে; যথা–

(১) কোন ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন ঘটনা আরোপ করতে হবে বা প্রকাশ করতে হবে।

(২) কোন ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করতে হলে অপরাধীকে হয় কোন কিছু (ক) উচ্চারিত অথবা (খ) পঠিত হইবার জন্য উদ্দিষ্ট কথা দ্বারা অথবা (গ) চিহ্ন দ্বারা অথবা (ঘ) দৃশ্যমান বস্তু দ্বারা অথবা (ঙ) প্রতীক দ্বারা সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন ঘটনা আরোপ করতে হবে বা প্রকাশ করতে হবে।

(৩) এরূপ খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট করার পশ্চাতে অপরাধীকে কোন নির্দিস্ট ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

(৪) অপরাধীকে এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, যদি সে এরূপ মানহারিকর ঘটনা আরোপ করে বা প্রকাশ করে তাহলে কোন নির্দিস্ট ব্যক্তির খ্যাতি বা সুনাম নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

উপরোক্ত উপাদানসমূহ যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, তাহলে তাকে মানহানি সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দোষী করা যেতে পারে।

এই ধারায় ১নং ব্যাখ্যা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পক্ষেও মানহানিকর মামলা করা যেতে পারে।

৫। মানহানি অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ ব্যতিক্রমগুলো উপস্থাপন করা যেতে পারে?

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় মানহানির সংজ্ঞা প্রদান কালে যে দশটি ব্যতিক্রমের বিবরণ দেয়া হয়েছে তা এ অপরাধের আত্মপক্ষ সমর্থন হিসেবে গণ্য করা হয়। এগুলি নিম্নরূপঃ

(১) জনকল্যাণের দিক হতে যে সত্য ঘটনা উদঘাটন বা প্রকাশ করা উচিত, তা আরোপ করাঃ যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন ঘটনা সত্য হয় এবং সে ঘটনার উল্লেখ বা প্রকাশ জনকল্যাণের খাতিরে প্রয়োজন হয়, তা হলে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সে ঘটনার আরোপ মানহানির অপরাধ হবে না।

(২) সরকারী কর্মচারীর সরকারী আচরণঃ কোন সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব সম্পাদনকালে বা তার আচরণ কিংবা সেই আচরণে তার চরিত্র যতটুকু পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক শুধু ততটুকু পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে সরল মনে বা সরল বিশ্বাসে কোন মতামত প্রকাশ করলে তৎদ্বারা কোনরূপ মানহানির অপরাধ হবে না।

(৩) সরকারী বিষয়েঃ কোন সরকারী বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কোন আচরণ এবং সে আচরণে সেই ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে সরলমনে বা সরল বিশ্বাসে কোন মতামত প্রকাশ করলে তদ্বারা কোনরূপ মানহানির অপরাধ হবে না।

(৪) আদালত কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রকাশ করাঃ কোন আদালত বা বিচারালয়ের কার্যক্রমের কিংবা অনুরূপ কার্যক্রমের ফলে কোন সত্য রিপোর্ট প্রকাশ করা মানহানির অপরাধ নহে। অর্থাৎ কোন বিচারালয়ের বিচারের পূর্বাহ্নক কার্যক্রম হিসেবে প্রকাশ্য আদালতে তদন্তকারী কোন জাষ্টিস অব দি পীস বা অন্য কোন অফিসার উপরোক্ত ধারার অর্থ অনুসারে একটি আদালত।

(৫) আদালতে সাব্যস্ত মামলার প্রধান দোষ ও গুণাবলী কিংবা সাক্ষীদেরও সংশ্লিষ্ট অন্যায়ের আচরণঃ কোন বিচারালয় বা আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার প্রধান দোষ গুণাবলী সম্পর্কে কিংবা অনুরূপ কোন মামলার সহিত অন্যতম পক্ষ সাক্ষী বা এজেন্ট হিসেবে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আচরণ কিংবা সেই আচরণে সে ব্যক্তির চরিত্র যতদূর পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক, ততদূর পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে সরলমনে বা সরল বিশ্বাসে কোন মতামত প্রকাশ করলে তা মানহানির অপরাধ হবে না।

(৬) সরকারী কাজের দোষগুণঃ কোন কার্যের কর্তা কর্তৃক জনসাধারণের বিচারার্থে উপস্থিত কার্যের দোষগুণ সম্পর্কে কিংবা কার্যটিতে উহার কর্তার চরিত্র যতদূর পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়েছে শুধু ততদূর পর্যন্ত তার চরিত্র সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করলে তা মানহানিকর অপরাধ হবে না। অর্থাৎ কোন কার্য প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের বিচারার্থে উপস্থাপিত হতে পারে কিংবা কার্যটির কর্তার যে ব্যবস্থা দ্বারা জনসাধারণের বিচারার্থে কার্যটির উপস্থাপন বুঝায়, সে ব্যবস্থা দ্বারাও কার্যটি জনসাধারণের বিচারার্থে উপস্থিত হতে পারে।

(৭) অপরের উপর আইনসঙ্গত ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে নিন্দাঃ যদি কোন ব্যক্তি, অপর কোন ব্যক্তির উপর আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা সেই অপর ব্যক্তির

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সহিত সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকে এবং সে ব্যক্তি যে সব বিষয়ে অনুরূপ আইনসঙ্গত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট যে সব বিষয়ে সরল বিশ্বাসে সেই অপর ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে তাকে তিরস্কার করে, তা হলে মানহানির অপরাধ হবে না।

(৮) ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট সরল বিশ্বাসে অভিযোগ উত্থাপনঃ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে অভিযোগ সে বিষয়ে সেই ব্যক্তির উপর যে সব ব্যক্তির ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব আছে তাদের কারও নিকট সরল বিশ্বাসে উত্থাপন করা হলে, তা মানহানির অপরাধ হবে না।

(৯) কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের বা অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে কোন নিন্দা আরোপ করাঃ যদি কোন ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে কোন নিন্দা আরোপ করা হয় এবং তা যদি আরোপকারী সরল বিশ্বাসে নিজের বা অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের বা জনকল্যাণ স্বার্থবিষয়ক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে করে, তা হলে উহা মানহানিকর অপরাধ হবে না।

(১০) কোন ব্যক্তিকে তার হিতকল্পে কিংবা জনহিতকল্পে হুঁশিয়ারি দান বা সতর্কীকরণঃ কোন ব্যক্তিকে সরল বিশ্বাসে অপর কোন ব্যক্তি হুঁশিয়ারী দান বা সতর্কীকরণ মানহানি অপরাধ হবে না, যদি যে ব্যক্তিকে সতর্কতা দান করা হল সেই ব্যক্তির কল্যাণার্থে কিংবা সে ব্যক্তি অপর যে ব্যক্তির সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সেই অপর ব্যক্তির কল্যাণার্থে কিংবা জনকল্যাণার্থে সতর্কতার দান করা হয়ে থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter 19
অপরাধ করার প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি
[Preparation to Attempt & Commit a Crime]

সারসংক্ষেপ ঃ

১। অপরাধের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা
২। অপরাধ করার প্রচেষ্টা এবং অপরাধের প্রস্তুতির মধ্যে পার্থক্য
৩। দণ্ডবিধিতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধের প্রস্তুতিই অপরাধ হিসেবে গণ্য?

১। অপরাধের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাঃ

'অপরাধ' এবং দেওয়ানী সংক্রান্ত অপরাধ শব্দ দুটি ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত মামলায় সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। Crime বা অপরাধ বলতে আইন লংঘনকে বুঝায়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত অধিকার লংঘন সম্পর্কীয় অপরাধ Civil wrong হিসেবে গণ্য হয়। ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্ত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত সময় নাই—যদিও দেওয়ানী অপরাধ সংক্রান্ত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় তামাদি আইনে লিপিবদ্ধ আছে। সর্বোপরি, Crime এবং Civil wrong-এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও কতকগুলি অন্যায় কার্যের জন্য একই সাথে বা পৃথকভাবে ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করা যায়।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে 'অপরাধ' শব্দটির কোন সংজ্ঞা দেয়া হয় নাই। তবে যে সকল কার্য করলে বিভিন্ন রকম অপরাধ (যেমন—চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি) সংঘটিত হয়, উহাদের ব্যাখ্যা ও শাস্তি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, 'অপরাধ' শব্দটির সঠিক ও যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাংলাদেশ দণ্ডবিধিই যথেষ্ট নয়—বরং ফৌজদারী কার্যবিধি গবাদি পশুর অধিকার প্রবেশ আইন ও অন্যান্য প্রচলিত আইনের আলোকে এর স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়।

সাধারণভাবে, 'অপরাধ' বলতে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ করা বা কোন কাজ করা হতে বিরত থাকাকে বুঝায়। এই সকল অপরাধ শুধু ব্যক্তি বিশেষের জন্যই নয়, রাষ্ট্রের পক্ষেও ক্ষতিকারক এবং যার জন্য শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনিষী অসবর্ণ এর সংজ্ঞা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অপরাধ' শব্দের সঠিক ও আইনগত সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে Osborn বলেন যে, "Crime is an act which sends to prejudice of the community and forbidden by law on pain of punishment inflicted at the suit of the state." অর্থাৎ 'অপরাধ' বলতে এমন একটি

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অন্যায়কার্য সংঘটন করাকে বুঝায়, যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর এবং আইনে নিষিদ্ধ এবং যে অন্যায়ের জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করতে পারে।

অপরাধের উপাদান ঃ অপরাধ সংঘটনের জন্য কয়েকটি উপাদানের প্রয়োজন। যেমন–(১) দুষ্টমন, (২) ইচ্ছা, (৩) অভিপ্রায়, (৪) আইনগত ত্রুটি, (৫) ঘটনাজনিত ভুল ইত্যাদি। নিম্নে এগুলি আলোচনা করা হল–

(১) দুষ্টমনঃ Guilty Mind অর্থাৎ দুষ্টমন বলতে দোষযুক্ত মনকে বুঝায়। যদি কোন অপরাধী কোন অপরাধ করার সময় তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা লুকায়িত না থাকে অর্থাৎ দোষযুক্ত মনের অভাব থাকে তা হলে তাকে দোষী ব্যক্তি বা অপরাধী বলে গণ্য করা যাবে না।

(২) ইচ্ছা ও অভিপ্রায় **(Intention & Malice)**ঃ ইচ্ছা কার্যের ফলাফল লক্ষ্য করে থাকে। কিন্তু অভিপ্রায় কার্যকে চালিত করে। ইচ্ছা প্রকাশে কোন কাজ সম্পাদন করবার বাসনাস্বরূপ। অভিপ্রায় হল উহার অনুভূতি যা বাসনাকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। যেমন–ক খকে হত্যা করল। এখানে ক মনের মধ্যে হত্যা করার যে ইচ্ছা পোষণ করেছিল তা-ই সম্পন্ন করল। কিন্তু অভিপ্রায় হল এই যে, ক এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ-কে হত্যা করা। অর্থাৎ এ হত্যার ফলে ক-এর প্রতিশোধ নেয়ার অভিপ্রায় সিদ্ধ হল।

(৩) অবহেলা **(Negligence)**ঃ অবহেলা Mens rea-এর পরিবর্তিত রূপ। অবহেলা একটি মানসিক অবস্থাকে বুঝায়। অবহেলার জন্য কোন ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের প্রয়োজন নাই। অবহেলা দুই প্রকারের, যথা–(ক) ইচ্ছাকৃত অবহেলা, (খ) অমনযোগিতা।

(ক) ইচ্ছাকৃত অবহেলার অর্থ অন্য বিষয়ে মনকে আকৃষ্ট করা। এ সকল ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা পূর্ব হতেই বুঝা যায়, যদিও কারও অনিষ্ট করার ইচ্ছা না থাকে। যেমন–যদি কোন লোক একটি অপরাধজনক কাজ করে যদিও সে জানে যে এর ফলে অপর ব্যক্তিটির ভীষণ ক্ষতি হতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে সে ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে।

(খ) অবহেলা মূলত. অমনযোগিতার সমন্বয়ে গঠিত। অমনযোগিতার দ্বারা অবশ্য করণীয় কর্তব্য অবহেলিত হয়। তবে সকল অমনযোগিতা অবহেলার পর্যায়ে পড়ে না। যেমন–ভুলবশত দুর্ঘটনাপ্রসূত, ইচ্ছাকৃত বা অসতর্কতামূলক অবহেলার মূলে অমনযোগিতাই সব সময় দায়ী নহে এবং অসতর্কতাকেই দায়ী বলা চলে।

(৪) আইনগত ত্রুটি **(Mistake of law)**ঃ Ignorance of law is no excuse অর্থাৎ আইন জানিনা বললেই ক্ষমা পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য নজির দেয়া যেতে পারে, যেমন–Ignorantia juris neminem exusat যার অর্থ হল আইন বিষয়ে অজ্ঞতা ক্ষমার জন্য যথেষ্ট নহে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি অনুসারে আইনগত ত্রুটির দুটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(ক) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৭৮ ধারা অনুসারে আইনগত ত্রুটি এর আইনগত প্রতিবাদ করা যেতে পারে। ৭৮ ধারা অনুসারে দণ্ডবিধিতে বর্ণিত আছে যে, কোন আদালতের নির্দেশক্রমে কিংবা কোন আদালতের রায় বা আদেশ অনুসারে উক্ত রায় বা আদেশ বলবৎ থাকাকালে কৃত কোন কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না। আদালতের অনুরূপ রায় বা আদেশ প্রদানের এখ্‌তিয়ার না থাকলেও অনুরূপ কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না. যদি উক্ত কার্যটি সম্পন্নকারী ব্যক্তি সরল মনে বিশ্বাস করে থাকে যে, আদালতের অনুরূপ এখ্‌তিয়ার আছে।

(খ) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারা অনুসারে আইনগত ত্রুটিকে ক্ষমা করা যেতে পারে, যদি আসামী চুরি করাকে ঘটনাজনিত ভুল বলে মনে করে যে, সে যা নিয়েছে তাতে তার ন্যায্য অধিকার আছে। এরূপ অবস্থায় উক্ত আসামী চুরি করার অপরাধে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। যদিও একে অন্যায়ভাবে ক্ষতি বলে গণ্য করা যায়। যেহেতু আসামীর মধ্যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নাই, সেহেতু সে আইনগত ত্রুটি হতে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।

(৫) ঘটনাজনিত ত্রুটি **(Mistake of Fact)**ঃ আইনের অজ্ঞতা ক্ষমার যোগ্য অপরাধ না হলেও ঘটনার অজ্ঞতা অর্থাৎ ঘটনাজনিত ভুল ক্ষমার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ঘটনাজনিত ভুল ঐ পর্যন্ত ক্ষমার কারণরূপে গৃহীত হয় যে পর্যন্ত উহা অসাবধানতা বা অবহেলা প্রসূত না হয়। ঘটনাজনিত ভুল ক্ষমার কারণরূপে বিচার্য নহে যখন কাজটি সম্পূর্ণভাবে ভুল অথবা নিষিদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি অনুসারে ভুল একটি তথ্যগত উপাদান যা আইনের অন্তর্ভুক্ত নহে। ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে ইহা দায়ের মুক্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে ধরা হয়েছে। অতএব দেওয়ানী আইনের চোখে কদাচিৎ ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে।

২। অপরাধ করার প্রচেষ্টা এবং অপরাধের প্রস্তুতির মধ্যে পার্থক্য (distinction between attempt and preparation to commit a crime)ঃ এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৫১১ ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তি অত্র বিধিবলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্য প্রকার কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটন করবার বা করাবার চেষ্টা করে কিংবা অনুরূপ চেষ্টার মাধ্যমে অপরাধটি সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, তবে–

যেক্ষেত্রে অনুরূপ চেষ্টার শাস্তির জন্য অত্র বিধিতে কোন বিধান নাই, সেই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অপরাধটির জন্য নির্ধারিত দণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের দ্বীপান্তর (বর্তমান সংশোধনী অনুযায়ী ৩০ বৎসর কারাদণ্ড) বা যে কোন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা উক্ত অপরাধের জন্য যে জরিমানার বিধান আছে সেই জরিমানা কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বলতে অপরাধটি সংঘটনের নিমিত্ত উপকরণাদি সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা বুঝায়। অপরদিকে প্রস্তুতি গ্রহণের পর কোন অপরাধমূলক কার্য সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বলা হয়।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের জন্য অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের বিধান বর্ণিত আছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কোন অপরাধ সংঘটিত না হলেও শুধু উক্ত অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার জন্য এমনকি শুধু প্রস্তুতি নেয়ার জন্যও উহা শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হয়। যেমন–

(১) অপরাধের প্রস্তুতি বলতে অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করাকে বুঝায়। পক্ষান্তরে, অপরাধ করার প্রচেষ্টা বলতে প্রস্তুতি গ্রহণের পর অপরাধটি সংঘটনের জন্য কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে বুঝায়।

(২) প্রস্তুতিকে প্রচেষ্টার পূর্বশর্ত বলা হয়। অর্থাৎ প্রস্তুতি যেখানে শেষ হয় তারপর হতে প্রচেষ্টার সূত্রপাত। যেমন–সিঁদ কেটে কারো ঘরে ঢুকতে হলে সিঁদ কাটার জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার সংগ্রহ করা হচ্ছে অপরাধের প্রস্তুতি এবং সিঁদ কাটার জন্য সে হাতিয়ার প্রয়োগ করাই হলো অপরাধের প্রচেষ্টা।

(৩) প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যেহেতু অপরাধীর উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের সুযোগ বিদ্যমান থাকে তাই কেবলমাত্র অপরাধের প্রস্তুতির জন্য সাধারণভাবে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের বিধান নাই। তবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রস্তুতিই অপরাধ সংঘটনের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন–টাকা জাল করার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ, কেনা-বেচা বা দখলে রাখা ইত্যাদি। এসবক্ষেত্রে এসব কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য স্পষ্ট অর্থাৎ অপরাধীর মূল উদ্দেশ্য অপরাধ করা বা উহাতে সহায়তা প্রদান করা। তাই এধরনের প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড অপরাধের প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য হলেও তা শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত। পক্ষান্তরে, অপরাধের যে কোন প্রচেষ্টা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। কারণ, প্রকৃত অপরাধ করা এবং অপরাধের চেষ্টা চালানোর মধ্যে অপরাধীর মানসিক অবস্থার কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

(৪) প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় অপরাধীর উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় পরিবর্তন করার অবকাশ থাকে। কারণ, প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পরও প্রকৃত অপরাধ সংঘটিত নাও হবার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে, প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন ঘটে। সুতরাং সেক্ষেত্রে অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের অবকাশ থাকে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৩। দণ্ডবিধিতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধের প্রস্তুতিই অপরাধ হিসেবে গণ্য? (In what cases preparation to commit an offence is in itself on offence under the penal code? Discuss)

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপরাধের প্রস্তুতিই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, যেমন–

(১) জাল মুদ্রাঃ দণ্ডবিধির ২৪২ ধারা মোতাবেক জাল মুদ্রা কারো দখলে থাকলে তা প্রতারণার প্রস্তুতি হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। একইভাবে ২৪৫ ধারার বিধান মোতাবেক জাল মুদ্রা তৈরীর যন্ত্রাদি কারো দখলে থাকলেও উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এছাড়া জাল ষ্ট্যাম্প তৈরী করার যন্ত্র, ওজনে কম রাখা বাটখারা ইত্যাদি অপরাধের প্রস্তুতি হিসেবে দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

(২) অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রঃ দণ্ডবিধির ১২০-বি ধারার বিধান মোতাবেক অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যে কতিপয় ব্যক্তির মতৈক্যে উপনীত হওয়াই একটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৩) সংক্রামক ব্যাধির উৎসঃ কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের ভূমিতে এমন কোন কার্যক্রম চালায় যার ফলে উক্ত স্থান হতে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করার সম্ভাবনা থাকে, যদিও বাস্তবে এমন সংক্রমণ না ছড়ায়, তবুও সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ২৭০ ধারা অনুযায়ী উক্ত কর্মকান্ড শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(৪) ভেজাল খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদিঃ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্যে কোন ভেজাল মেশানো হলে উহা দণ্ডবিধির ২৭২ ধারা মোতাবেক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই নিয়ম অনুযায়ী ওষুধ, পানীয় ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানোর প্রস্তুতিও অপরাধের প্রস্তুতি হিসেবে শাস্তিযোগ্য।

(৫) ডাকাতির প্রস্তুতিঃ ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলে দণ্ডবিধির ৩৯৯ ধারা মতে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। বস্তুতপক্ষে, এ সকল অপরাধের প্রস্তুতি নেয়াই অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা বা সংঘটন হিসেবে গণ্য হয় এবং এর জন্য দণ্ডবিধিতে শাস্তির বিধান রয়েছে।

(৬) খুন করার চেষ্টাঃ খুন করা যেমন অপরাধ তেমনি অপরাধী প্রকৃত খুন না করে খুন করার চেষ্টা করলেও তা অপরাধ।

(৭) আত্মহত্যারচেষ্টাঃ যদি কেউ আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালায় ও এরূপ অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারা অনুযায়ী তাকে ১ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা বা উভয় প্রকার শাস্তি প্রদানের বিধান আছে। তবে আত্মহত্যা সংঘটিত হলে এ অপরাধ শাস্তিযোগ্য নয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, আত্মহত্যা করা অপরাধ নয় বরং আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালানোও অপরাধ।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–20
সংজ্ঞা ও পার্থক্য
[Definition & Distinction]

১। **Robbery, Extortion & Dacoity**
২। ধর্ষণ ও ব্যভিচার
৩। অপহরণ ও অপবাহন
৪। চুরি ও ছিনতাই
৫। **খুন ও অপরাধমূলক নরহত্যা**
৬। সহায়তামূলক অপরাধ ও ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধ
৭। অবৈধ বাধাদান ও বে আইনী আটক
৮। অপরাধজনক সম্পত্তি আত্মসাত এবং অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ
৯। বেআইনী সমাবেশ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা
১০। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ ও গৃহে অনধিকার প্রবেশ
১১। অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ এবং দরজা কেটে ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ
১২। জখম ও গুরুতর জখম
১৩। প্রতারণা, অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ

১। Robbery, Extortion & Dacoity-এর মধ্যে পার্থক্য ঃ উল্লেখিত সংজ্ঞার আলোকে আমরা উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখতে পাই–

(১) ধারাগত পার্থক্যঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯০ ধারায় Robbery বা দস্যুতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৮৩ ধারায় Extortion-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারায় Dacoity-এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

(২) সংখ্যাগত পার্থক্যঃ Robbery সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর সংখ্যা একজন হলেও চলে। তবে, অপরাধীর সংখ্যা পাঁচের কম হবে। একইভাবে, Robbery সংক্রান্ত অপরাধে অপরাধীর সংখ্যা Robbery সংক্রান্ত অপরাধের মত হতে পারে। পক্ষান্তরে, Dacoity-এর ক্ষেত্রে অপরাধীর সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হবে।

(৩) তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা আঘাতের প্রশ্নেঃ Robbery-এর ক্ষেত্রে আশু বা তাৎক্ষণিত মৃত্যু বা আঘাত বা অন্যায় অবরোধের আশঙ্কা থাকে; পক্ষান্তরে, Dacoity-এর ক্ষেত্রে এরূপ নাই। কিন্তু অপরপক্ষে, Dacoity- এর ক্ষেত্রে আশু বা তাৎক্ষণিক মৃত্যু, জখম বা অন্যায় অবরোধের আশঙ্কা থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৪) প্রকৃতিগত পার্থক্যঃ Robbery হলো theft কিংবা Extortion সম্পর্কীয় অপরাধের এক বিশেষ ও মারাত্মক রূপ। অপরপক্ষে, Extioriton হলো Theft এবং Robbery এর মাঝামাঝি অপরাধ। পক্ষান্তরে, Dacoity হলো পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক যৌথভাবে Robbery বা দস্যুতা সংঘটন করা বা করার চেষ্টা করা।

(৫) যৌথ অপরাধের প্রশ্নেঃ Robbery বা দস্যুতা সম্পর্কীয় অপরাধ একটি যৌথ অপরাধ বলে গণ্য হয়না। একইভাবে, Extortion সম্পর্কীয় অপরাধও একটি যৌথ অপরাধ বলে গণ্য হয়না। পক্ষান্তরে, Dacoity সংক্রান্ত অপরাধ দণ্ডবিধি আইনে একটি যৌথ অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়।

(৬) হিংস্ররূপের প্রাধান্যের প্রশ্নেঃ Robbery-এর ক্ষেত্রে Theft কিম্বা Extortion-এর হিংস্ররূপ দেখা যায়। একইভাবে, Extortion-এর মধ্যে অপরাধকারীর হিংস্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, Dacoity-এর ক্ষেত্রে বা জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের হিংস্ররূপকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

(৭) শাস্তিগত **পার্থক্যঃ** বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি Robbery বা দস্যুতা করে, তবে ঐ ব্যক্তির অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হতে পারে। তবে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে Robbery সংঘটিত হলে উক্ত কারাদণ্ড চৌদ্দ বৎসর হতে থাকে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৮৩ ধারা অনুসারে Extortion-এর অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে ৩ বৎসর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। কিন্তু অপরপক্ষে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ডাকাতি করেন, তবে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনুর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, Robbery, Extortion এবং Dacoity সম্পর্কীয় অপরাধ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ– যা আমাদের দেশে অহরহ সংঘটিত হয়েছে। অপরাধের প্রকৃতি ও ভয়াবহতার মানদণ্ডে উহাদের মূল্যায়ন করা হয়। আমাদের আলোচিত পার্থক্যের মাধ্যমে উল্লেখিত অপরাধগুলির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

২। ধর্ষণ ও ব্যাভিচার **(Adultery and Rape)**ঃ ব্যভিচার এবং ধর্ষণের মধ্যে যে সকল পার্থক্য বিদ্যমান তা নিম্নরূপঃ

(১) ব্যভিচার সংক্রান্ত অপরাধটি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় একটি বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার সংজ্ঞানুসারে এবং ৩৭৬ ধারায় বর্ণিত শাস্তি মোতাবেক আর একটি বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(২) ব্যভিচার সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই সম্মতি থাকে। কিন্তু ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটির সম্মতি ব্যতীতই অপরাধটি সংঘটিত হয়।

(৩) ব্যভিচার সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটিকে অবশ্যই বিবাহিতা বা অন্য কোন লোকের স্ত্রী হতে হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি বিধবার সহিত অথবা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সহিত যে স্ত্রীলোকের স্বামীর সম্মতি বা মৌনসম্মতি আছে, এরূপ অবস্থায় যৌন সঙ্গম করে, তা হলে উহা ব্যভিচারের পর্যায়ভুক্ত হবে না।

কিন্তু ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধ যে কোন স্ত্রীলোকের মাধ্যমেই সংঘটিত হতে পারে। এরূপ অপরাধ বিবাহিতা, অবিবাহিতা বা বিধবার মধ্যে বা যে কোন বয়সের মেয়ের মধ্যেই সংঘটিত হতে পারে। অর্থাৎ ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধ ব্যভিচার সংক্রান্ত অপরাধের ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে।

(৪) ব্যভিচার সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন ব্যভিচার সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হতে পারে না। কিন্তু ধর্ষণের ক্ষেত্রে, স্বামী যদি তার ১৪ বৎসরের কম বয়স্কা স্ত্রীর সহিত যৌন সঙ্গম করে, তবে সেই স্বামী ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হবে।

(৫) ব্যভিচার সংক্রান্ত অপরাধ শুধুমাত্র বিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অপরদিকে ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধ যে কোন নারীর সহিত হতে পারে।

৩। অপহরণ ও অপবাহন (Abduction and Kidnapping)ঃ আমরা উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখতে পাই–

(১) বয়সের প্রশ্নেঃ Kidnapping-এর ক্ষেত্রে যাকে করা হয়, সে যদি বালক হয়, তবে তার বয়স ১৪ বৎসরের কম এবং বালিকা হলে তার বয়স ১৬ বৎসরের কম হতে হবে। পক্ষান্তরে, Abduction-এর ক্ষেত্রে বয়সের ক্ষেত্রে এরূপ কোন বাধা নিষেধ নাই। অর্থাৎ অপহরণকারী যে কোন বয়সের লোককেই অপহরণ করতে পারে।

(২) সম্মতি ও প্রতারণার প্রশ্নেঃ Kidnapping এর ক্ষেত্রে অপরাধকারী কোন নাবালক নাবালিকা বা উন্মাদ ব্যক্তিকে তার বা বৈধ অভিভাবকের তত্ত্বাবধান হতে তার সম্মতি ছাড়াই ছিনিয়ে বা প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, Abduction-এর ক্ষেত্রে অপরাধকারী বিশেষ অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে বলপূর্বক বাধ্য করে কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়।

(৩) অভিভাবকের গণ্ডী বা আইনের আওতার বাইরে বহনের প্রশ্নেঃ Kidnapping হল এমন এক প্রকার অপরাধ যেখানে অপরাধকারী কোন ব্যক্তিকে তার আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধান হতে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কিংবা বাংলাদেশ সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, Abduction-এর ক্ষেত্রে অপরাধকারী কোন ব্যক্তিকে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অভিভাবকের গণ্ডীর বাইরে বা আইনের আওতার বাইরে না নিয়ে ও abduction-এর অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে।

(৪) প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্নেঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু কিংবা উম্মাদ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই Kidnapping-এর অপরাধ বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়। অপরপক্ষে, Abduction-এর অপরাধ বিশেষভাবে নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

(৫) অভিপ্রায়ের অস্তিত্বের ক্ষেত্রেঃ Kidnapping-এর ক্ষেত্রে অপরাধকারীর অপরাধ সংঘটনের প্রশ্নে কোনরূপ বিশেষ ও নির্দিষ্ট অভিপ্রায় নাও থাকতে পারে। সুতরাং, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অভিপ্রায় থাকার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, Abduction-এর ক্ষেত্রে অপরাধকারীর কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট অভিপ্রায় থাকে। ফলে, অভিপ্রায় হল Abduction সম্পর্কীয় অপরাধের মূল উপাদান।

(৬) ধারাগত পার্থক্যঃ বাংলাদেশে দণ্ডবিধির ৩৫৯ ধারা হতে ৩৬১ ধারা পর্যন্ত Kidnapping সম্পর্কীয় অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৬২ ধারায় Abduction সম্পর্কীয় অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(৭) বলপ্রয়োগ ও প্রতারণার প্রশ্নেঃ The element of force or fraud is absent in Kidnapping, অর্থাৎ Kidnapping এর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা প্রতারণা থাকে না। অপরপক্ষে, The element of force is present in abduction অর্থাৎ Abduction-এর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অথবা প্রতারণা থাকা প্রয়োজন।

(৮) উদ্দেশ্যগত প্রশ্নের ক্ষেত্রেঃ Kidnapping-এর ক্ষেত্রে, The intent of the offender is wholly irrelevant, কিন্তু Abduction-এর ক্ষেত্রে, It is not an offence unless committed with one of the intentions mentioned in sections 364–3.9

(৯) Substantive offence এবং auxiliary act-এর প্রশ্নেঃ Kidnapping from guardianship is a Substantive offender, পক্ষান্তরে, Abduction is an auxiliary act, not punishable by itself.

(১০) মামলার সিদ্ধান্তঃ সর্বোপরি, (1930) 53 All. 140 পাতায় বলা হয়েছে যে, Abduction is a continuing offence. Consent of the person "moved" if freely and voluntarily given, condones abduction, but in kidnapping consent of the person "taken" or "enticed" is wholly immaterial.

৪। চুরি ও ছিনতাই (Theft & Robbery)

(১) দণ্ডবিধির ১৩৮ ধারায় চুরি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তির কারো দখল হতে তার সম্মতি ব্যতিত কোন অস্থাবর সম্পত্তি সম্পত্তি

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অসাধুভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নিয়ে ঐ সম্পত্তি অনুরূপ গ্রহণের জন্য অপসারণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি চুরি করেছে বলে গণ্য হবে।

অপরপক্ষে, দণ্ডবিধির ৩৮৩ ধারা অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি ক্ষতির ভয় দেখায় এবং তার দ্বারা জখমের ভয়ে অভিভূত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির কাছে সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত অথবা স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত কোন কিছু যা মূল্যবান জামানতে পরিণত হতে পারে এমন কোন কিছু হস্তান্তর করতে অসাধুভাবে বাধ্য করাকে ছিনতাই বা বলপূর্বক গ্রহণ বলে।

(২) চুরিতে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে তার সম্মতি ছাড়া সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়। পক্ষান্তরে ছিনতাইতে কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়ে তার নিকট হতে সম্মতি গ্রহণ করা হয়।

(৩) দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় চুরির অপরাধ অন্যদিকে ৩৮৩ ধারায় ছিনতাই অপরাধের বিধান বর্ণিত রয়েছে।

(৪) চুরি কেবল অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ছিনতাই স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(৫) চুরির ক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তিকে সম্পত্তির মালিকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ চুরির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়, এখানে বলপ্রয়োগের ব্যাপার নেই।

অপরপক্ষে, ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তিকে মালিকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে সম্পত্তি আদায় করতে হয়। অর্থাৎ ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগ করে তাকে সম্মতি সমর্পনে বাধ্য করা হয়।

৫। খুন ও অপরাধমূলক নরহত্যাঃ অপরাধবিজ্ঞান অনুসারে, সকল প্রকার খুনকেই অপরাধজনক প্রাণহানি বা দোষণীয় নরহত্যা বলা যায়, তাই বলে সকল প্রকার অপরাধজনক প্রাণহানি বা দোষণীয় নরহত্যাকে খুন বলে ধরা যায় না। অপরাধজনক প্রাণহানি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—(ক) অপরাধমূলক নরহত্যা যা খুনের পর্যায়ে পড়ে ও (খ) অপরাধমূলক নরহত্যা, যা খুনের পর্যায়ে পড়ে না।

উভয় প্রকার অপরাধের মধ্যেই জ্ঞানে বা জ্ঞানের বাইরে অপরাধজনক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় বিদ্যমান। এক কথায়, অপরাধজনক প্রাণহানির চাইতে খুন অনেক বৃহত্তর অর্থে নিজেকে প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, বিচারপতি মেলভিল তাঁর রেগ বনাম গোবিন্দের মামলাটির মধ্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তার মধ্যে খুন এবং অপরাধমূলক নরহত্যা বা অপরাধজনক প্রাণহানি যা খুনের পর্যায়ে পড়ে না এর মধ্যকার পার্থক্যটি পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশ লাভ করেছে। বিচারপতি মেলভিল খুন ও অপরাধমূলক

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রাণহানি যা খুনের পর্যায়ে পড়ে না, এ দুটি অপরাধকে যেভাবে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা নিম্নরূপ–

(১) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারামতে, অপরাধজনক প্রাণহানি তখনই খুন বলে বলে গণ্য হবে যখন কোন ব্যক্তি কাউকেও মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে তারই কৃত কোন কার্য দ্বারা মৃত্যু ঘটায় কিংবা যে দৈহিক জখম মৃতু ঘটাতে পারে, তেমন দৈহিক জখম ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারই কৃত কোন কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যু ঘটায় অথবা যে কার্য মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে সে জানে, সে কার্য অনুষ্ঠান দ্বারা যদি মৃত্যু ঘটায়।

কিন্তু বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০০ ধারামতে যে সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নির্দেশ করা হয়েছে. সেসব ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে অপরাধজনক প্রাণহানি খুন হবে। যেমন–

(ক) যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু সংঘটনের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কার্য করে, অথবা

(খ) যদি কোন ব্যক্তির দৈহিক আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যে কার্যটি করা হয় এবং যে দৈহিক আঘাত দেয়ার অভিসন্ধি করা হয়েছে যদি সে আঘাতটি প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে মৃত্যু ঘটাবার জন্য যথেষ্ট হয়; অথবা

(গ) যদি কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে দৈহিক আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যে কার্যটি করা হয় যে আঘাতের ফলে যে ব্যক্তিকে আঘাত দেয়া হল সেই ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে বলে অপরাধী জানে; অথবা

(ঘ) কার্যটি অনুষ্ঠান করবার সময় যদি সে ব্যক্তি জানে যে, কার্যটি এমন আশু বিপজ্জনক যে, এর ফলে খুব সম্ভব মৃত্যু ঘটবে, কিংবা এর ফলে অবশ্যই এমন দৈহিক আঘাত ঘটবে, যার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে এবং মৃত্যু ঘটাবার বা অনুরূপ দৈহিক আঘাত ঘটাবার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য কোন অজুহাত ব্যতীত অনুরূপ কার্য করে।

(২) অপরাধজনক নরহত্যা হল মূল অপরাধ এবং খুনকে অপরাধজনক নরহত্যারই একটি শাখা হিসেবে গণ্য করা যায়। তাই ইহা যথার্থই বলা হয় যে, সকল খুনই অপরাধজনক নরহত্যা কিন্তু সকল অপরাধজনক নরহত্যা খুন নহে।

(৩) যে কার্যের মাধ্যমে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা রয়েছে সে কার্যের ফলে কারো মৃত্যু হলে উহা অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য হবে। যেমন–লাঠির আঘাতে কারো মৃত্যু ঘটানো হলে সেটা অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল কার্য দ্বারা মৃত্যু সংঘটনের সম্ভাবনা বেশী থাকে সেক্ষেত্রে ঐরূপ কার্যের ফলে কারো মৃত্যু হলে উহা খুন বলে বিবেচিত হবে। যেমন–তরবারীর আঘাতে কারো মৃত্যু সংঘটিত হলে উহা খুনের পর্যায়ে পড়ে।

(৪) অপরাধজনক নরহত্যার ক্ষেত্রে অপরাধের মনোভাব অর্থাৎ মোটিভই বেশীর গুরুত্ব পায় না। পক্ষান্তরে, অপরাধীর মনের মোটিভই বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৫) সর্বোপরি, অপরাধমূলক নরহত্যার শাস্তি তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অপরাধীর বয়স অপরাধের গুরুত্ব ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড সহ অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, খুনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে এবং এর সাথে তাকে অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যেতে পারে।

Culpable homicide amounting to murder এবং Culpable homicide not amounting to murder-এর মধ্যে পার্থক্যঃ "Homicide is the killing of a human being by a human being" অর্থাৎ এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে হত্যা করার নামই নরহত্যা এবং মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায়ে কোন কাজের মাধ্যমে বা মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ দৈহিক জখম ঘটাবার উদ্দেশ্যে অথবা মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ জেনে কোন কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হলে উহাই Culpable homicide বা অপরাধজনক নরহত্যা বলে অভিহিত হয়। তাই, Mazhar Hassan Nizami-এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, "Culpable homicide is a kind of unlawful homicide." সাথে সাথে বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে বর্ণিত কতকগুলি কারণ ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে অপরাধজনক নরহত্যা খুনে পরিণত হয় এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে ইহা খুন বলে গণ্য হয় না–যা আমাদের আলোচ্যতব্য প্রশ্নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির বিধান অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়–

(১) একটি মূল অপরটি শাখাঃ অপরাধজনক নরহত্যা মূল অপরাধ এবং খুন তার একটি শাখা। কোন অপরাধই অপরাধজনক নরহত্যা ব্যতীত খুন বলে পরিগণিত হতে পারেনা; কিন্তু কোন অপরাধ খুন না হয়েও অপরাধজনক নরহত্যারূপে গণ্য হতে পারে। তাই, একথা বলা হয় যে, "All murders are culpable homicides, but all culpable homicides are not murder."

(২) মৃত্যুর সম্ভাবনা কম ও বেশীর প্রশ্নেঃ কোন অপরাধ অপরাধজনক নরহত্যা কিম্বা খুন তা নির্ভর করে কার্যটি মানুষের জীবনের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক তার উপর। ফলে, কোন কার্যের দ্বারা মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, উহা অপরাধজনক নরহত্যা হয়; অপরপক্ষে, এতে যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী থাকে, তা হলে ইহা খুন বলে গণ্য হবে।

(৩) মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা ও প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে মৃত্যু ঘটার প্রশ্নেঃ সংশ্লিষ্ট অপরাধটি অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য হবে যদি জখমের ফলে মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। অপরপক্ষে, অপরাধটি খুনের সামিল হবে, যদি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে ইহা মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৪) উদ্দেশ্যগত পার্থক্যঃ অপরাধজনক নরহত্যা সর্বদাই খুন বলে পরিগণিত হয়, যেখানে হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকে।

(৫) শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নেঃ এছাড়া, সংশ্লিষ্ট অপরাধটি খুন বলে গণ্য হয়, যদি অপরাধী জানে যে, যে বিশেষ ব্যক্তিকে জখম করা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি দুর্বল শরীরের জন্য বা অপরিণত বয়সের জন্য বা অন্য কোন বিশেষ কারণে হউক মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

৬। সহায়তামূলক অপরাধ ও ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধ **(Abetment & Conspiracy)**ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্বারা সহায়তামূলক অপরাধ ও ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যথা–

(১) সহায়তামূলক অপরাধ বিভিন্নভাবে সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু, ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধ সংঘটনের উপায় মাত্র একটি।

(২) সহায়তামূলক অপরাধ ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধেরই রূপান্তর।

(৩) সহায়তামূলক অপরাধ ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধের চাইতে অনেক বৃহত্তর অর্থে নিজেকে প্রকাশ করে।

(৪) সহায়তামূলক অপরাধ কোন বাস্তব আইনের বাস্তব অপরাধের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধ বাস্তব আইনের সন্নিবেশিত বাস্তব অপরাধের মধ্যে পর্যায়ভুক্ত।

(৫) সহায়তামূলক অপরাধের জন্য বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে কোন স্পষ্ট দণ্ডদানের বিধান নাই। কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধের জন্য বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২০ খ ধারা অনুসারে সুনির্দিষ্ট দণ্ডদানের বিধান আছে। এ বিধান মতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।

৭। অবৈধ বাধাদান ও বে আইনী আটক **(Wrongful Restraint & Wrong confinement)**ঃ

অবৈধ বাধার সংজ্ঞাঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৩৯ ধারায় অবৈধ বাধার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার যে দিকে গমনের অধিকার রয়েছে, সে দিকে গমন নিরস্ত করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাধা দান করে বলে গণ্য হবে।

ব্যতিক্রমঃ কোন বেসরকারী স্থল বা জলপথে বাধা প্রদান–যে বাধা প্রদানে কোন ব্যক্তি তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে বলে সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করে–অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে উহা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

উদাহরণঃ 'ক' এরূপ একটি রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করে যে রাস্তা অতিক্রম করার অধিকার খ-এর রয়েছে। 'ক' সদবিশ্বাসে বিশ্বাস করে না যে তার উক্ত পথ বন্ধ করার

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অধিকার রয়েছে। তদ্বারা 'খ' রাস্তা অতিক্রমণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক, খ-কে অবৈধভাবে বাধা দান করে বলে গণ্য হবে।

অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞাঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৪০ ধারায় অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকার বাইরে গমনে নিরস্ত করার জন্য অবৈধভাবে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণঃ 'ক' 'খ'-কে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে গমন করতে বাধ্য করে এবং 'খ'-কে উহার মধ্যে তালাবদ্ধ করে রাখে। অতএব, উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত সীমারেখার বাইরে যে কোনদিকে গমনে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 'ক', 'খ'-কে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলে গণ্য হবে।

পার্থক্যসমূহঃ উপরে উল্লেখিত অবৈধ বাধা এবং অবৈধ অবরোধের সংজ্ঞার আলোকে, উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) বিশেষ শাখা ও প্রকারগত পার্থক্যঃ Wrongful confinement is a species of wrongful restraint. Wrongful confinement is a form of wrongful restraint. অর্থাৎ অবৈধ অবরোধ হল অবৈধ বাধারই একটি বিশেষ শাখা স্বরূপ এবং উহার একটি প্রকার ভেদ।

(২) অগ্রসরে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রেঃ অবৈধ বাধার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে কেবল কোন একটি বিশেষ দিকে অগ্রসর হতে দেয়া হয় না। অবশ্য সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অন্যদিকে যেতে পারে। অপরপক্ষে, অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে যে কোন দিকে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন দিকেই যেতে দেয়া হয় না।

(৩) অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যঃ অবৈধ অবরোধ দণ্ডবিধিতে একটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে অভিহিত করা হয়। অপরপক্ষে, অবৈধ অবরোধের সহিত তুলনামূলকভাবে অবৈধ বাধা সেরূপ গুরুতর অপরাধ নয়।

(৪) বাধার তারতম্যের ক্ষেত্রেঃ Wrongful Confinement বা অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে যে বাধা প্রদান করা হয়, উহাকে Full restraint বা পুরাপুরি বাধা বলা হয়। অপরপক্ষে, বা অবৈধ বাধার ক্ষেত্রে যে বাধা প্রদান করা হয়, উহাকে partial restraint বা আংশিক বাধা বলা হয়।

(৫) ধারাগত পার্থক্যঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৩৯ ধারায় wrongful restraint বা অবৈধ বাধার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। অপরপক্ষে, দণ্ডবিধির ৩৪০ ধারায় wrongful confinement বা অবৈধ অবোরোধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

(৬) প্রমাণের ভিত্তির ক্ষেত্রেঃ অবৈধ বাধার অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে বাদীকে প্রমাণ করতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার প্রতি স্বেচ্ছাকৃত বাধা প্রদান করেছিল। ফলে,

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বাদী যেদিকে যেতে ইচ্ছা করেছিল, সেদিকে যেতে পারে নাই। অপরপক্ষে, অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে বাদীকে প্রমাণ করতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত আটকের ফলে বাদী একটি বিশেষ সীমার বাইরে যেতে ব্যর্থ হয়।

(৭) শাস্তিগত পার্থক্যঃ অবৈধ বাধার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৩৪১ ধারা মোতাবেক একমাস পর্যন্ত যে-কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যে-কোন অঙ্কের অর্থদণ্ড, কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা যাবে। অপরপক্ষে, অবৈধ অবরোধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী এক বৎসর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা যাবে।

৮। অপরাধজনক সম্পত্তি আত্মসাত এবং অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ **(Criminal misappropriation and criminal breach of trust)**ঃ

১। সম্পত্তি দখলের প্রশ্নেঃ অপরাধমূলক সম্পত্তির আত্মসাতের ক্ষেত্রে, অপরাধকারী কোন সম্পত্তি নিরীহভাবে দখল গ্রহণ করে এবং পরিশেষে মানসিক পরিবর্তনের কারণে সে উহা আত্মসাৎ করে বা নিজস্ব ব্যবহারে পরিণত করে। কিন্তু অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে, অপরাধী কোন সম্পত্তির বা সম্পত্তি পরিচালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অসাধুভাবে সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে।

২। সম্পত্তির প্রকারগত পার্থক্যঃ অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ স্থাবর অথবা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ কেবলমাত্র অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৩। চুক্তির প্রশ্নেঃ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে অপরাধীকে সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয় না। অপরপক্ষে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে সম্পত্তি পরিচালনায় দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য অপরাধীকে একটি আইন সম্মত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়।

৪। অন্তর্গত হবার প্রশ্নেঃ A breach of trust includes misappropriation but the converse is not always true. অর্থাৎ অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতকে অন্তর্ভুক্ত করে, পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

৫। আস্থাভাজন সম্পর্কের প্রশ্নেঃ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে আস্থাভাজন সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে পক্ষগণের আস্থাভাজন সম্পর্ক থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৬। ধারাগত পার্থক্যঃ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ সম্পর্কে দণ্ডবিধির ৪০৩ ধারায় বিধৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে, দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারায় অপরধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

৭। সম্পত্তি লাভের পদ্ধতিগত পার্থক্যঃ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ-এর ক্ষেত্রে সম্পত্তিটি ঘটনাক্রমে অপরাধীর হস্তগত হয় এবং পরে সে উহা অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে অপরাধী পূর্ব হতেই কোন আইনানুগ চুক্তি অনুসারে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখলে থাকে এবং পরে চুক্তি ভঙ্গ করে অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে।

৮। শাস্তিগত পার্থক্যঃ অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধীর ৪০৩ ধারা মোতাবেক যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে অথবা তাকে অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে। পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে, অপরাধীকে দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার বিধান অনুযায়ী যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ড যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

৯। বেআইনী সমাবেশ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা **(Unlawful Assembly and Riot)**ঃ বেআইনী সমাবেশ ও দাঙ্গা হাঙ্গামার মাঝে পার্থক্যসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) বেআইনী সমাবেশ সম্পর্কে দণ্ডবিধির ধারা ১৪১-এর বলা হয়েছে যে, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ বেআইনী সমাবেশ বলে গণ্য হবে যদি উক্ত সমাবেশ গঠনকারী ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত হয়।

(ক) অপরাধমূলক বল প্রয়োগ কিংবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগর ভান করে সরকার বা আইন পরিষদ বা কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী হিসেবে তার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা, অথবা

(খ) কোন আইন বা আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বাধাদান করা; কিংবা

(গ) কোন দুষ্কর্ম বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অন্যবিধ অপরাধ অনুষ্ঠান করা; অথবা

(ঘ) কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভা করে কোন সম্পত্তি অধিকার বা অর্জন করা বা কোন ব্যক্তিকে রাস্তার অধিকার বা তার ব্যবহার অথবা তদীয় দখল বা অধিকারভুক্ত অন্য কোন অংশীদারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা; অথবা

(ঙ) অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করে কোন ব্যক্তিকে যা করতে সে আইনত বাধ্য নহে; তা করতে বাধ্য করা বা যা সম্পাদন করার জন্য তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে বা সম্পাদন হতে বিরত রাখা।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উক্ত ১৪১-এ ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রথমে সমাবেশ বেআইনী ছিল না, পরে তা বেআইনী হতে পারে।

অন্যদিকে দাঙ্গার সংজ্ঞা ধারা ১৪৬-এ বলা হয়েছে যে, কখনও কোন বেআইনী সমাবেশ কর্তৃক বা উহার যে কোন সদস্য কর্তৃক অনুরূপ সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বল বা উগ্রতা প্রয়োগ করা হলে, অনুরূপ সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

(২) বেআইনী সমাবেশে প্রধানত ৫টি উদ্দেশ্য সংঘটিত হতে পারে। অপরদিকে, দাঙ্গা প্রথমত বেআইনী সমাবেশ থেকে তার সূত্রপাত সৃষ্টি হবে।

(৩) বেআইনী সমাবেশের শাস্তি সম্পর্কে দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, উহার শাস্তি ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

পক্ষান্তরে, দাঙ্গা শাস্তি সম্পর্কে দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, এ দাঙ্গার শাস্তি ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।

(৪) দাঙ্গা বেআইনী সমাবেশের একটি বিশেষ অবস্থা। বলপ্রয়োগ করে কোন হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হলে বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী বলে গণ্য হবে।

(৫) বলপ্রয়োগ বা হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত না হলেও উহা শুধু বেআইনী সমাবেশ হিসেবে গণ্য হতে পারে—এর জন্য দাঙ্গার অপরাধ সংঘটিত হবে না।

১০। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ ও গৃহে অনধিকার প্রবেশ **(Criminal trespass and House Trespass)**ঃ অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ এবং গৃহে অনধিকার প্রবেশের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি বিদ্যমান। যথা—

(১) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪১ ধারায় বর্ণিত আছে।

কিন্তু, গৃহে অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত অপরাধটি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪২ ধারায় বর্ণিত আছে।

(২) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের ক্ষেত্রে, অপরাধী কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সম্পত্তির অভ্যন্তরে বা উপরে প্রবেশ করে বেআইনীভাবে সেখানে অবস্থান করে।

কিন্তু, গৃহে অনধিকার প্রবেশের ক্ষেত্রে, অপরাধী কোন ব্যক্তির আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত কোন গৃহেতাঁবু ও জলযান কিংবা উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত কোন গৃহে প্রবেশ করে বা সেখানে অবস্থান করে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশে সংঘটন করে।

(৩) অপরাধজনক প্রবেশের শাস্তির ক্ষেত্রে, যদি কোন ব্যক্তি অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ করে, তা হলে সে ব্যক্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪৭ ধারা অনুসারে তিন মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থের জরিমানা কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

১১। অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ এবং দরজা কেটে ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। **(Distinction between Criminal trespass and House Breaking)**ঃ উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি বিদ্যমান। যথা–

(১) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত অপরাধটি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪১ ধারায় বর্ণিত একটি বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ।

(২) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের ক্ষেত্রে, অপরাধী কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সম্পত্তির অভ্যন্তরে বা উপরে প্রবেশ করে বে-আইনীভাবে সেখানে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে।

কিন্তু সিঁদ কাটা বা দরজা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে অপরাধী কোন ব্যক্তির গৃহে বা গৃহের কোন অংশে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করে।

(৩) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের ক্ষেত্রে অপরাধী দখলকারী ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান ও বিরক্ত করবার উদ্দেশ্যেই অনধিকার প্রবেশ করে।

কিন্তু সিঁদ কেটে বা দরজা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে, অপরাধী কোন ব্যক্তির গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪৫ ধারায় বর্ণিত ছয়টি উপায়ের যে কোন একটি উপায়ে অপরাধ সংঘটন করে।

(৪) অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের শাস্তির ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি অপরাধজনকভাবে অনধিকার প্রবেশ করে তা হলে সে ব্যক্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৪৭ ধারা অনুসারে তিন মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থের জরিমানা কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডিত হবে।

কিন্তু সিঁদ কেটে বা তালা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশের শাস্তির ক্ষেত্রে, যদি কোন ব্যক্তি সিঁদ কেটে বা গৃহের তালা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে, তা হলে সেই ব্যক্তি বাংলদেশ দণ্ডবিধির ৪৫৬ ধারা অনুসারে তিন বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে।

১২। জখম ও গুরুতর জখমের মধ্যে পার্থক্য **[Hurt and Grievous Hurt]**ঃ আমরা উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখতে পাই–

(১) আঘাতের প্রকৃতির প্রশ্নেঃ আঘাত বা জখমের প্রকৃতি সাধারণতঃ Simple ধরনের হয়। পক্ষান্তরে, গুরুতর আঘাতের বা জখমের প্রকৃতি গুরুতর বা Grievous বলে গণ্য হয়।

(২) ধারাগত পার্থক্যঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারায় 'জখমের' সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩২০ ধারায় 'গুরুতর জখমের' সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

(৩) শ্রেণীগত পার্থক্যঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারার বিধান মোতাবেক ও শ্রেণীর আঘাতকে বা আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩২০ ধারায় ৮ প্রকার আঘাতকে গুরুতর জখমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

(৪) আদালতের মনো ভাবের প্রশ্নেঃ জখম বা আঘাতের ক্ষেত্রে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করে থাকে। পক্ষান্তরে, গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করে থাকে।

(৫) শাস্তিগত পার্থক্যঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারানুসারে যদি কোন ব্যক্তি অপরের প্ররোচনা ব্যতীত কাকেও ইচ্ছাপূর্বক আঘাত বা জখম করে, তা হলে সে ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারার বিধান অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি অপরের প্ররোচনা ব্যতীত কাকেও ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর আঘাত করে, তা হলে সে ব্যক্তি ৭ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডেএমনকি অর্থদণ্ডে ও দণ্ডিত হতে পারে।

১৩। প্রতারণা, অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ-এর পার্থক্য **[Distinction between Cheating, Criminal misappropriation and Criminal breach of trust]**ঃ উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখতে পাই–

১। সম্পত্তি দখলের প্রশ্নেঃ প্রতারণার ক্ষেত্রে অপরাধী ফাঁকি দিয়ে বা ছলনা করে কোন ব্যক্তির সম্পত্তির দখল লাভ করে। অপরদিকে, অপরাধমূলক সম্পত্তির আত্মসাতের ক্ষেত্রে, অপরাধকারী কোন সম্পত্তি নিরীহভাবে দখল গ্রহণ করে এবং পরিশেষে মানসিক পরিবর্তনের কারণে সে উহা আত্মসাৎ করে বা নিজস্ব ব্যবহারে পরিণত করে। কিন্তু, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে, অপরাধী কোন সম্পত্তির বা সম্পত্তি পরিচালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অসাধুভাবে সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে।

২। সম্পত্তির প্রকারগত পার্থক্যঃ প্রতারণার ক্ষেত্রে যে সম্পত্তির কথা বলা হয় অর্থাৎ প্রতারণামূলক অপরাধ যে সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়, উহা স্থাবর এবং অস্থাবর উভয় প্রকার হতে পারে। একইভাবে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ স্থাবর অথবা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু, অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ কেবলমাত্র অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৩। আস্থাভাজন সম্পর্কের প্রশ্নেঃ প্রতারণার ক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে আস্থাভাজন সম্পর্ক থাকে না। একইভাবে, অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে আস্থাভাজন সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে পক্ষগণের আস্থাভাজন সম্পর্ক থাকে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪। ধারাগত পার্থক্যঃ প্রতারণার সংজ্ঞা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় দেয়া আছে। কিন্তু অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ সম্পর্কে দণ্ডবিধির ৪০৩ ধারায় বিধৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে, দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারায় অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

৫। সম্পত্তি লাভের পদ্ধতিগত পার্থক্যঃ প্রতারণার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি ছলনা করে ধাপ্পা দিয়ে নেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ-এর ক্ষেত্রে সম্পত্তিটি ঘটনাক্রমে অপরাধীর হস্তগত হয় এবং পরে সে উহা অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে অপরাধী পূর্ব হতেই কোন আইনানুগ চুক্তি অনুসারে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখলে থাকে এবং পরে চুক্তি ভঙ্গ করে অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে।

৬। শাস্তিগত পার্থক্যঃ যদি কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধির ৪, ৫ ধারা অনুসারে প্রতারণা করে, তা হলে সে ব্যক্তি এ আইনের ৪১৭ ধারা অনুসারে এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে। অপরপক্ষে, অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধীর ৪০৩ ধারা মোতাবেক যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হতে পারে অথবা তাকে অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে। পক্ষান্তরে, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে, অপরাধীকে দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার বিধান অনুযায়ী যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ড যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

Chapter–21
সমস্যা ও সমাধান
[Problems & its Solution]

❖ [ক] বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে ফৌজদারী দণ্ডবিধির বিধান সমূহ কতদূর প্রযোজ্য? বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ফৌজদারী আদালত কি কোন বিদেশীর বিচার করতে পারে?

[খ] (১) মি. করিম একজন বাংলাদেশী নাগরিক, যুক্তরাজ্যে একজন ইংরেজ নাগরিককে খুন করে এবং বাংলাদেশে চলে আসে;

(২) মি. জন. একজন ইংরেজ নাগরিক ও নাবিক, চট্টগ্রাম শহরে একটি খুন সংঘটিত করে যখন তাঁর জাহাজ দক্ষিণ কুতুবদিয়া অবস্থান করে মাল খালাসে নিয়োজিত ছিল;

(৩) মিস সিমসন, একজন কানাডীয় নাগরিক ঢাকায় অবস্থিত একটি এন.জি.ও. তে কর্মরত। কামাল (একজন বাংলাদেশী নাগরিক এবং তার অধীনস্থ একজন চাকুরে) কে খুলনায় একটি খুন সংঘটিত করতে প্ররোচিত করে।

[ক] ঃ বাংলাদেশের কোন নাগরিক দেশের সীমানার মধ্যে বা এর বাইরে যে কোন স্থানে অপরাধ সংঘটিত করলে যে বিধি তার উপর প্রযোজ্য হবে তা দণ্ডবিধির ৪নং ধারায় বলা হয়েছে । উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে কোন অপরাধজনক কার্য সংঘটিত করলে অথবা বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত কোন বিমানে বা জাহাজে কোন অপরাধ সংঘটিত করলে দণ্ডবিধি অনুযায়ী বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতে তার বিচার হবে।

[খ] (১) মি. করিম যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিক এবং যুক্তরাজ্যে সে জনৈক ইংরেজ নাগরিক খুন করে বাংলাদেশে চলে আসে, সেহেতু মি. করিম. যুক্তরাজ্যে এধরনের খুনের অপরাধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেখানে তাকে পাওয়া যাবে সেখানকার ফৌজদারী আদালতে তার বিচারকার্য সম্পন্ন করা যাবে।

(২) মি. জন. একজন ইংরেজ নাগরিক ও নাবিক। আলোচ্য সমস্যায় দেখা যায় যে, উক্ত ইংরেজ নাগরিক চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উল্লেখিত খুন সংঘটিত করেছে, তাই বাংলাদেশের যেখানে তাকে পাওয়া যাবে সেখানকার ফৌজদারী আদালতে তার বিচার করা যাবে। উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম শহরে অত্র খুনটি সংঘটিত হবার সময় তার জাহাজটি যদিও দক্ষিণ কুতুবদিয়ায় অবস্থান করছিল তথাপি এতদসংক্রান্ত

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

কোন তথ্য উক্ত বিচারকার্যকে প্রভাবিত করবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের যে আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে সে ধরা পড়বে সে আদালতেই তার বিচার হবে।

(৩) সমস্যায় উল্লেখ আছে যে, মিস সিমসন, একজন কানাডীয় নাগরিক এবং ঢাকায় অবস্থিত একটি এন.জি.ও.-তে কর্মরত। যেহেতু সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একজন বাংলাদেশী নাগরিককে খুন করতে প্ররোচিত করে, দণ্ডবিধির ৪ ধারা অনুযায়ী সে এরূপ প্ররোচনাদানের দায়ে দোষী। তাই এরূপ প্ররোচনার জন্য তাকে বাংলাদেশের মধ্যে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানকার ফৌজদারী আদালতে তার বিচারকার্য সম্পাদন করা যাবে।

❖ সমস্যা ১ঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক কোন অপরাধ করেছে কি না ব্যাখ্যা কর।

[ক] ক একজন কর্মকার। একদল ডাকাত তাকে ধরে নিয়ে তখনি তার জীবন নাশের হুমকি দ্বারা তাকে দিয়ে গ বাড়ীতে তালা খোলায়। ডাকাতদল যাদের সংখ্যা ছিল ১০। গ-এর বাড়ীতে ঢুকে লুট করে এবং গ-এর পুত্রকে হত্যা করে।

[খ] ক তার প্রতি তার স্বামীর আদর ও ভালাবাসাকে চাঙ্গা করার জন্য মারাত্মক বিষকে ভালবাসাবর্ধক ওষুধ মনে করে তার স্বামীকে খাওয়ালো। বিষক্রিয়ায় তার স্বামীর মৃত্যু ঘটলো।

[গ] ক পকেট মারার উদ্দেশ্যে খ-এর পকেটে হাত ঢুকায় কিন্তু পকেটে কোন টাকা ছিল না।

[ক] এ মামলার ঘটনা বিবরণ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৪ ধারায় বর্ণিত ২নং ব্যাখ্যার বিবরণের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ধারার বিধান মতে, যে কাজ করবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়, সাধারণভাবে তা অপরাধ বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অপরাধ নহে।

এ মামলার বিবরণের প্রকাশ, কর্মকার ক-কে একদল ডাকাত (যারা সংখ্যায় ১০জন) ধরে নিয়ে মুহূর্তে জীবন নাশের হুমকি দিয়ে গ-এর বাড়ীতে ঢুকে লুটপাট করে এবং গ-এর পুত্রকে হত্যা করে।

এক্ষেত্রে ক-এর কোন অপরাধ হবে না। কারণ ক ডাকাতদলের হুমকির ফলে ভীত হয়ে গ-এর বাড়ীর তালা খুলতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাই সে অর্থাৎ ক আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে ডাকাত দলের সহিত যোগদান করতে বাধ্য হয়। ডাকাতদলের প্রস্তাব উপেক্ষা করলে কর্মকার ক-কে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হত।

অতএব, ক বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৯৪ ধারার ২নং ব্যাখ্যার বিধান অনুযায়ী উক্ত ডাকাতদল কর্তৃক অনুষ্ঠিত অপরাধের দায় হতে অব্যাহতি লাভ করবে। এবং ক ব্যক্তিগতভাবে কোন অপরাধ করে নাই বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[খ] এ ঘটনার বিবরণ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৯২ ধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকাশ, জনৈকা ক তার স্বামীর আদর ও ভালবাসাকে চাঙ্গা করবার জন্য মারাত্মক বিষকে ভালাবাসা বর্ধক ঔষধ মনে করে তার স্বামীকে খাওয়ালে উক্ত ঔষধের বিষক্রিয়া তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে।

এরূপক্ষেত্রে ক তার স্বামীর আদর ও ভালবাসাকে চাঙ্গা করবার জন্য যেহেতু ক-এর স্বামীরই মঙ্গলার্থে মারাত্মক বিষকে ভালবাসা বর্ধক ঔষধ মনে করে সদবিশ্বাসে তা তার স্বামীকে খাইয়েছে, সেহেতু ক বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৯২ ধারার বিধান সাপেক্ষে তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে না। কারণ ক ইচ্ছাকৃতভাবে তার স্বামীর মৃত্যু ঘটায় নাই কিংবা ক-এর এরূপ জানা ছিল না যে, ভালবাসা বর্ধক ঔষধটি খাওয়ালে তার স্বামীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

অতএব, ক কোন অপরাধ করে না।

[গ] প্রত্যেক অপরাধের চারটি স্তর আছে। অভিপ্রায়, প্রস্তুতি, উদ্যোগ এবং অনুষ্ঠান। শুধুমাত্র অভিপ্রায় দোষণীয় নয়। 'প্রস্তুতি কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধমূলক, কিন্তু উদ্যোগ ৫১১ ধারা অনুযায়ী অপরাধ।

আলোচ্য বিষয়টি ৫১১ ধারার একটি উদাহরণ। এ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কেউ অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে কোন কার্য করে বা কোন কাজের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে তার প্রচেষ্টা সফল হোক বা না হোক, তা অপরাধের সামিল।

এ বিধান মতে ক পকেট মারার উদ্দেশ্যে খ-এর পকেটে হাত ঢুকানোর সাথে সাথে অপরাধ সংঘটন করার চেষ্টা করেছে বলে গণ্য করা হবে এবং ক এজন্য অপরাধ করেছে।

সমস্যা ২ঃ কি অবস্থাধীনে একজন লোক নিজের নাম সহি জালিয়াতি হিসেবে গণ্য হতে পারে?

সমাধানঃ যে সকল অবস্থাধীনে একজন লোকের নিজের নাম দস্তখত জালিয়াতি হিসেবে গণ্য করতে পারে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারায় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারার সংজ্ঞানুসারে যে ব্যক্তি জনগণ বা কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করবার, বা কোন দাবি বা অধিকার সমর্থন করবার অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে কিংবা স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করবার উদ্দেশ্য কিংবা প্রতারণা করবার অথবা প্রতারণা করা যেতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যা দলিল বা কোন মিথ্যা দলিলের অংশ বিশেষ প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তি জালিয়াতি করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

এ ধারামতে, কেবলমাত্র নিম্নলিখিত অবস্থাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নিজের নাম দস্তখত করলেও জালিয়াতির অপরাধে অভিযুক্ত হবে। যেমন–

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন দলিল বা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষর, সীলমোহর বা সম্পাদন করেছে অথবা কোন দলিল সম্পাদনমূলক কোন চিহ্ন প্রদান করেছে।

(২) কোন ব্যক্তি কর্তৃত্ব বলে বা তার কর্তৃক কোন বিশেষ সময়ে কোন দলিল প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত আচরণ করেছে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহা জানতেন যে, অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বা তার কর্তৃক অনুরূপভাবে বা উল্লেখিত সময়ে দলিলটি সম্পাদিত হয়েছে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে নিজের নাম দস্তখত করে জালিয়াতি করেছে।

এভাবে উপরোল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে যদি কোন ব্যক্তি জালিয়াতি করবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারার বিধান অনুযায়ী দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডেই দন্ডিত হবে।

সমস্যা ৩ঃ প্রকৃত কাজটি সংঘটন করা আইনের সাজাযোগ্য নয়, কিন্তু ঐ কাজের চেষ্টা করা সাজাযোগ্য –আলোচনা কর।

সমাধানঃ আত্মহত্যা করার উদ্যোগ দণ্ডবিধি আইনে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে–যার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

মানবজীবন অতি মূল্যবান। কবি বলেছেন 'মানব জীবন সার এমন পাবে আর'। মানব জীবনের মূল্য শুধু সেই জীবন ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ইহা সমগ্র মনুষ্যসমাজ পর্যন্ত প্রসারিত। আমার জীবন আমি শেষ করে দিতে পারি না। কারণ, আমার জীবন যেমন আমার নিকট মূলবান তেমনি অন্য সকলের কাছে মূল্যবান।

এই জীবনের উপর ভিত্তি করেই এই প্রসঙ্গে আইনের জগতে একটি সরল ধাঁধার প্রচলন দেখা যায় বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারায় উহার উত্তর নিহিত হয়েছে। ধাঁধাটি হল–বলেন তো এমন কোন অপরাধ আছে কি যা করলে শাস্তি হয় না কিন্তু করবার উদ্যোগ করলে শাস্তি হয়। এর উত্তরে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির উক্ত ধারায় যে কাজের কথা বলা হয়েছে উহা একবার করে ফেললে যিনি উহা করেন তিনি সব আইন ও শাস্তির উর্ধ্বে চলে যান। যিনি আত্মহত্যা করেন তাকে শাস্তি দেয়া যায় না। সুতরাং আত্মহত্যা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

এমন একটি অপরাধ যা করলে শাস্তি হয় না কিন্তু আত্মহত্যার উদ্যোগ করলে এই ধারায় শাস্তি পেতে হয়।

উদ্যোগ বলতে শুধু আস্ফালন বুঝায় না। আত্মহত্যা করব বলে প্রকাশ বা প্রচার করলেই তা উদ্যোগ বলে গণ্য হয় না। এমনকি পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করব বলে পানির দিকে ছুটে যাওয়াও উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা নহে; মত পরিবর্তনের সুযোগ তার তখনও ছিল। সুতরাং উহা প্রস্তুতি মাত্র। এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করতে হয়–

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি চেষ্টা করেছিল।

(২) আত্মহত্যা করবার দিকে কোন কাজ করে ঐ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

এই ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেন সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এরূপ আত্মহত্যা যদি কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় বা সাহায্যে সংঘটিত হয় তবে প্ররোচনা দানকারী বা সাহায্যকারী ব্যক্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারা মতে দশ বৎসর যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় বা সাহায্যে আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি, কোন উন্মাদ ব্যক্তি বা কোন প্রলাপগ্রস্ত ব্যক্তি, কোন নির্বোধ ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করে তবে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৫ ধারা মতে উক্ত প্ররোচনাদানকারী বা সাহায্যকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

সমস্যা ৪ঃ একজন মানুষ কি তার নিজের সম্পত্তি চুরি করার দায়ে দোষী বিবেচিত হতে পারে?

সমাধানঃ বিশেষ অবস্থায় কোন ব্যক্তি তার স্বীয় সম্পত্তি চুরি করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারায় চুক্তির যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা পরীক্ষা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যের দখল হতে অসৎ অভিপ্রায়ে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অপসারণ করা হলো চুরির অন্যতম প্রধান উপাদান। সুতরাং, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের কোন দ্রব্য আইনসঙ্গতভাবে দখল করে রাখে, সেক্ষেত্রে তার সম্মতি ছাড়া প্রকৃত মালিক তা অপসারণ করতে পারে না। এধরনের অপসারণ যদি অসৎ অভিপ্রায়ে সংঘটিত হয় তবে ঐ ধরনের কার্যকে চুরির পর্যায়ে ফেলা যাবে। যেমন–ক যদি তার ঘড়িটি মেরামতের জন্য খ-এর নিকট অর্পণ করে এবং মেরামতের পর খ এর পারিশ্রমিক ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে না জানিয়ে ক ঘড়িটি নিয়ে যায় তাহলে ক চুরির জন্য অভিযুক্ত হবে–যদিও সে ঐ ঘড়ির প্রকৃত মালিক।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সমস্যা ৫ঃ একজন ব্যক্তি যে অপরাধের জন্য প্ররোচিত করেছিল সেই অপরাধ সংঘটিত না হলেও কি তাকে দণ্ড দেয়া চলে?

সমাধানঃ দণ্ডবিধির ১০৮ ধারার ১নং ব্যাখ্যায় বলা আছে যে, অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত করার জন্য প্ররোচিত করলেই অপরাধ সংঘটিত হবে। সুতরাং যে অপরাধের জন্য প্ররোচিত করা হয়েছে সেই অপরাধ যদি নাও সংঘটিত হয় তবুও তাকে উক্ত প্ররোচনার জন্য দণ্ড দেয়া হবে।

সমস্যা ৬ঃ একজন ব্যক্তি ক নিজের নাম স্বাক্ষর করার জন্য জালিয়াতির দায়ে দোষী বিবেচিত হতে পারে?

সমাধানঃ যে সকল অবস্থাধীনে একজন লোকের নিজের নাম দস্তখত জালিয়াতি হিসেবে গণ্য করতে পারে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারায় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারার সংজ্ঞানুসারে যে ব্যক্তি জনগণ বা কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করবার, বা কোন দাবি বা অধিকার সমর্থন করবার অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে কিংবা স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করবার উদ্দেশ্য কিংবা প্রতারণা করবার অথবা প্রতারণা করা যেতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যা দলিল বা কোন মিথ্যা দলিলের অংশ বিশেষ প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তি জালিয়াতি করে বলে গণ্য হবে।

এ ধারামতে, কেবলমাত্র নিম্নলিখিত অবস্থাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নিজের নাম দস্তখত করলেও জালিয়াতির অপরাধে অভিযুক্ত হবে। যেমন–

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন দলিল বা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষর, সীলমোহর বা সম্পাদন করেছে অথবা কোন দলিল সম্পাদনমূলক কোন চিহ্ন প্রদান করেছে।

(২) কোন ব্যক্তি কর্তৃত্ব বলে বা তার কর্তৃক কোন বিশেষ সময়ে কোন দলিল প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত আচরণ করেছে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহা জানতেন যে, অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বা তার কর্তৃক অনুরূপভাবে বা উল্লেখিত সময়ে দলিলটি সম্পাদিত হয়েছে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে নিজের নাম দস্তখত করে জালিয়াতি করেছে।

এভাবে উপরোল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে যদি কোন ব্যক্তি জালিয়াতি করবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারার বিধান অনুযায়ী দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডেই দন্ডিত হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সমস্যা ৭ঃ একজন মহিলা কখন, তার স্বামীর জীবদ্দশায় অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও দুই স্বামী রাখার অপরাধে দোষী হবে না?

সমাধানঃ দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারায় বিধান রয়েছে যে, একজন মহিলা তার স্বামী জীবিত থাকা সত্বেও অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে এরূপক্ষেত্রে দুই স্বামী রাখার অপরাধে দোষী হবে না। এ ধারার ব্যতিক্রম আলোচনা করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের স্বামী যদি ৭ বছর যাবৎ নিখোঁজ থাকেন অথবা পূর্বের স্বামী জীবিত আছে এব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি আবার বিয়ে করেন তবে একাধিক বিবাহের জন্য তাকে দোষী করা যাবে না। পরিশেষে বলতে পারি যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে, একজন মহিলা তার স্বামীর জীবদ্দশায় অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও দুই স্বামী রাখার অপরাধে দোষী হবে না।

❖ নিম্নে ঘটনাসমূহে ক কোন অপরাধ করেছে কিনা তা আলোচনা কর

[ক] ক, চ-কে হত্যা করার জন্য খ-কে প্ররোচনা দান করে। কিন্তু খ তা করতে অস্বীকার করেঃ আলোচ্য সমস্যাটি সম্পর্কে দণ্ডবিধির ১০৮ ধারার একটি আলোচনা করা হয়েছে। অত্র সমস্যা মোতাবেক, ক খুন করার জন্য খ-কে প্ররোচিত করার অপরাধে দায়ী হবে। ১০৮ ধারার ১নং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, অপরাধজনক কাজে প্ররোচনা করা হলেই অপরাধ সংঘটিত হয়। তাই এক্ষেত্রে হত্যার জন্য প্ররোচনার অভিযোগে ক-কে দায়ী করা যাবে।

[খ] ক, গ-কে খুন করার জন্য খ-কে প্ররোচিত করে। ফলে খ, গ-কে ছুরিকাঘাত করে। গ পরে আরোগ্য লাভ করেঃ দণ্ডবিধির ১০৮ ধারার ২নং ব্যাখ্যার উদাহরণ আলোচ্য সমস্যাটি। দুষ্কর্মের সহায়তা বলতে প্ররোচনা বা ষড়যন্ত্র বুঝায়। অপরাধ অনুষ্ঠিত হোক বা না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। দুষ্কর্মের সহায়তায় অপরাধ প্ররোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। যে কাজের জন্য প্ররোচনা দেয়া হয়, তা যদি না করা হয় বা প্ররোচনার ফলে কোন কাজ করলে ভিন্ন দল বা বাঞ্ছিত ফল ঘটাতে ব্যর্থ হয়, তাতে প্ররোচনার অপরাধ নষ্ট হবে না বা মুছে যাবে না।

সুতরাং ক-এর প্ররোচনা অনুযায়ী খ-কে ছুরিকাঘাত করা হলে খ জখম হতে আরোগ্য লাভ করে। ক খুন করার জন্য খ-কে প্ররাচিত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

[গ] একটি মুরগী চুরি করার উদ্দেশ্যে ক মুরগীর প্রতি গুলি ছুঁড়লো। ফলে ঝোপের আড়ালে অবস্থানরত খ-কে হত্যা করলো। তবে ক জানতো না যে, খ ঝোপের আড়ালে ছিলঃ এক্ষেত্রে 'ক' যদিও বে-আইনী কাজ করছিল তথাপি সে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অপরাধজনক প্রাণহানির অপরাধে অপরাধী নহে। কেন না সে খ-কে হত্যা করতে চায় নাই কিংবা যে কার্য মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে সে জানে, জ্ঞাতসারে সে কাজ করে সে মৃত্যু ঘটায়নি। 'ক' একটি মুরগী হত্যা করবার উদ্দেশ্যে উহার প্রতি গুলি বর্ষণ করে। কিন্তু গুলি বর্ষণের ফলে ঝোপের অপর পাশে খ-এর মৃত্যু হয়। 'ক' জানত না যে, খ সেখানে ছিল।

অতএব, 'ক' অপরাধজনক প্রাণহানির অপরাধ করে নাই।

[ঘ] ক একজন শল্য চিকিৎসক। সরল বিশ্বাসে সে তার রোগীকে জানায় যে, সে (রোগী) আর বাঁচবে না। রোগীটি এই উক্তিতে মর্মাহত হয়ে মারা যায়ঃ ইহা দণ্ডবিধির ৯৩ ধারার একটি উদাহরণ। উক্ত ধারামতে, সদ্বিশ্বাসে কৃত যোগাযোগ অর্থাৎ যে সংবাদ আদান প্রদান সরল বিশ্বাসে করা হয় এবং যা অপর ব্যক্তির মঙ্গলার্থে করা হয়। সে সংবাদ আদান প্রদানে যদি সে অপর ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় তবে তা অপরাধ নয়।

চিকিৎসক বুঝতে পারছেন যে, রোগীর মৃত্যু আসন্ন। এরূপ অবস্থাতে চিকিৎসক যদি রোগীকে তার আসন্ন মৃত্যুর কথা জানান, এবং তা জানার ফলে যদি রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়, তবু উক্ত সংবাদ প্রদানের জন্য তার অপরাধ হবে না। অর্থাৎ ডাক্তারের উক্ত সংবাদ প্রদানের কাজটি অপরাধ বলে গণ্য হবে না। তাই ডাক্তার ক কোন অপরাধ করেনি।

[ঙ] গ-কে হত্যা করার জন্য ক, খ-কে প্ররোচিত করে। খ এরূপ হত্যাকান্ড করতে অস্বীকার করেঃ আলোচ্য সমস্যাটি সম্পর্কে দণ্ডবিধির ১০৮ ধারার একটি আলোচনা করা হয়েছে। অত্র সমস্যা মোতাবেক, ক খুন করার জন্য খ-কে প্ররোচিত করার অপরাধে দায়ী হবে। ১০৮ ধারার ১নং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, অপরাধজনক কাজে প্ররোচনা করা হলেই অপরাধ সংঘটিত হয়। তাই এক্ষেত্রে হত্যার জন্য প্ররোচনার অভিযোগে ক-কে দায়ী করা যাবে।

❖ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক কোন অপরাধ করেছে কি না ব্যাখ্যা করঃ

[ক] ক একজন সাপুড়ে যাদুশক্তি বলে সর্প দংশন সারাতে পারে বলে দাবী করে এবং বিষাক্ত গোখরা সাপ দ্বারা দংশিত হতে আমন্ত্রণ জানায়। খ দংশিত হতে এগিয়ে আসে এবং সাপের কামড়ে মারা যায়।

[খ] ক একটি সম্পত্তি খ-এর নিকট বিক্রয় করে এবং সে মর্মে দলিল সম্পাদন করে। উক্ত বিক্রয়ের কারণে তার আর কোন অধিকার নাই জেনেও

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বিক্রয়ের বিষয়টি গোপন করে। একই সম্পত্তি পুনর্বার গ-এর নিকটে বিক্রয় করে এবং মূল্য গ্রহণ করে।

[গ] ক পকেট মারার উদ্দেশ্যে খ-এর পকেটে হাত ঢুকায় কিন্তু পকেটে কোন টাকা ছিল না।

[ঘ] ক তার প্রতি স্বামীর আদর ও ভালাবাসাকে চাঙ্গা করার জন্য মারাত্মক বিষকে ভালবাসা বর্ধক ও ওষুধ মনে করে স্বামীকে খাওয়ায়। ফলে বিষক্রিয়ায় তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে।

[ক] ইহা দণ্ডবিধির ৯০ ধারা অনুযায়ী ভ্রান্ত ধারণা। অর্থাৎ ভ্রান্ত বর্ণনার ভিত্তিতে কোন সম্মতি দিলে, তা কোন সম্মতি নয়। অর্থাৎ কোন ঘটনা ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে যে সম্মতি দেয়া হয়, তা কোন সম্মতি হিসেবে গণ্য হয় না।

সম্মতি স্বাধীন ও অবাধ হতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ব্যতীত কোন সম্মতি ৯০ ধারার বিধান বলে কোন সম্মতি নয়। যাদুবলে সাপের কামড় হতে সারানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সাপুড়ে এবং এ বিষয়ে খ-এর স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাই খ এতে সাড়া দেয়। এটা স্বাধীন ও প্রকৃত সম্মতি নয় বলে ক এক্ষেত্রে দায়ী হবে। অর্থাৎ সাপুড়ে লোকদের বলেন যে, তারা যদি সাপের কামড় খায়, তবে তাদেরকে তার ক্ষমতাবলে ভাল করে তুলবেন। এ বিশ্বাসে তারা বিষাক্ত সাপের কামড় খেতে রাজী হলো এবং তাদের একজন সাপের কামড়ে মৃত্যুবরণ করলে সাপুড়ে ক-কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, লোকদের সম্মতি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা সম্মতি মুক্ত হতে হবে। তা বলপ্রয়োগ, মিথ্যা বর্ণনা অথবা প্রতারণা করে সংগ্রহ করলে চলবে না।

[খ] খ যে সম্পত্তি ক এর নিকট হতে ক্রয় করেছে এবং সে মর্মে তারা দলিল সম্পাদন করেছে উক্ত সম্পত্তি আর কারো নিকট ক বিক্রয় করতে পারবে না। এটা জানা সত্ত্বেও ক ঐ সম্পত্তি আবার গ-এর নিকট বিক্রয় করে এবং এ বাবদ মূল্য গ্রহণ করে। দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারা মোতাবেক এটা একটা প্রতারণা।

কারণ উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ফাঁকি দিয়ে কিংবা প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে উক্ত ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করতে বা কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যাপারে সম্মতি দান করতে প্ররোচিত করে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে এরূপ কোন কার্য করতে প্ররোচিত করে, যে কার্য সে অনুরূপভাবে ফাঁকি প্রদত্ত না হলে করতনা বা উহা করা হতে বিরত থাকত না এবং যে কাজ বা নিবৃত্তি উক্ত ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করে বা করার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ব্যক্তি 'প্রতারণা' করে বলে গণ্য হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[গ] প্রত্যেক অপরাধের চারটি স্তর আছে। অভিপ্রায়, প্রস্তুতি, উদ্যোগ এবং অনুষ্ঠান। শুধুমাত্র অভিপ্রায় দোষণীয় নয়। 'প্রস্তুতি কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধমূলক, কিন্তু উদ্যোগ ৫১১ ধারা অনুযায়ী অপরাধ।

আলোচ্য বিষয়টি ৫১১ ধারার একটি উদাহরণ। এ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কেউ অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে কোন কার্য করে বা কোন কাজের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে তার প্রচেষ্টা সফল হোক বা না হোক, তা অপরাধের সামিল।

এ বিধান মতে ক পকেট মারার উদ্দেশ্যে খ-এর পকেটে হাত ঢুকানোর সাথে সাথে অপরাধ সংঘটন করার চেষ্টা করেছে বলে গণ্য করা হবে এবং ক এজন্য অপরাধ করেছে।

[ঘ] এ ঘটনার বিবরণ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৯২ ধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকাশ, জনৈকা ক তার স্বামীর আদর ও ভালবাসাকে চাঙ্গা করবার জন্য মারাত্মক বিষকে ভালাবাসা বর্ধক ঔষধ মনে করে তার স্বামীকে খাওয়ালে উক্ত ঔষধের বিষক্রিয়া তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে।

এরূপক্ষেত্রে ক তার স্বামীর আদর ও ভালবাসাকে চাঙ্গা করবার জন্য যেহেতু ক-এর স্বামীরই মঙ্গলার্থে মারাত্মক বিষকে ভালাবাসা বর্ধক ঔষধ মনে করে সদবিশ্বাসে তা তার স্বামীকে খাইয়েছে, সেহেতু ক বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৯২ ধারার বিধান সাপেক্ষে তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে না। কারণ ক ইচ্ছাকৃতভাবে তার স্বামী মৃত্যু ঘটায় নাই কিংবা ক-এর এরূপ জানা ছিল না যে, ভালবাসা বর্ধক ঔষধটি খাওয়ালে তার স্বামীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

অতএব, ক কোন অপরাধ করে না।

❖ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও সমাধান।

সমস্যা ১॥ কোন এক থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এক বে-আইনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশ দিলেন। জনতা এই আদেশে কর্ণপাত করল না। অফিসার জনতাকে জোরপূর্বক ছত্রভঙ্গ করতে মনস্থ করলেন এবং এই ব্যাপারে কয়েকজন সেনাবাহিনী সিপাহীর সাহায্য দাবী করলেন সেনাবাহিনীর লোকেরা উত্তর দিলেন যে, এই ব্যাপারে তারা থানার অফিসারকে সাহায্য করতে আইনত বাধ্য নহেন এই ব্যাপারে আইনের সমর্থন কোন্ পক্ষের? পুলিশ অফিসারের, না সেনাবাহিনীর সিপাহীদের? আইনের বিধান সুস্পষ্ট উল্লেখ করে আলোচনা কর।

সমাধানঃ এরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে বে-আইনী সমাবেশ বা ক্রুদ্ধ ও হিংস্র জনতাকে যদি পুলিশ দ্বারা ছত্রভঙ্গ করা সম্ভব না হয়, তা হলে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা যায়।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আলোচ্য ঘটনার বিবরণ ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৭, ১২৮ ও ১২৯ ধারার বিধানের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কোন বে-আইনী সমাবেশ অথবা সর্ব সাধারণের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ ঘটাতে পারে এরূপ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোন সমাবেশের প্রতি ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশ দিতে পারেন এবং অতঃপর উক্ত সমাবেশের সদস্যদের জন্য অনুরূপভাবে ছত্রভঙ্গ হওয়া কর্তব্য হবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৮ ধারার বিধানে বলা হয়েছে যে, এরূপ আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর এরূপ কোন সমাবেশ যদি ছত্রভঙ্গ না হয় অথবা এরূপ আদেশ প্রাপ্ত না হয়ে উক্ত সমাবেশ যদি এমন আচরণ করে, যাতে ছত্রভঙ্গ না হওয়ার সংকল্প প্রকাশ পায়, তা হলে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলপূর্বক উক্ত সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করবার জন্য অগ্রসর হতে পারবেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর অফিসার, সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিক নহে এরূপ কোন পুরুষ ব্যক্তির সাহায্য দাবী করতে পারবেন এবং প্রয়োজনবোধে উক্তরূপ সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে অথবা আইন অনুযায়ী শাস্তি দিবার জন্য যারা উহাতে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে গ্রেফতার বা আটক করতে পারবেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৯ ধারার বিধান মতে এরূপ কোন সমাবেশ যদি অন্য কোন উপায়ে ছত্রভঙ্গ করা না যায় এবং জননিরাপত্তার জন্য যদি উহা ছত্রভঙ্গ করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়, তা হলে উপস্থিত সর্বোচ্চ পদের ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটন এলাকা হলে, তথাকার পুলিশ কমিশনার সামরিক শক্তি দ্বারা উহা ছত্রভঙ্গ করাতে পারবেন।

অতএব, বে-আইনী সমাবেশ বা যে দল সম্পর্কে শান্তিভঙ্গের আশংকা করা যায়, সেই সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ হতে আদেশ দেয়া যায়। সেই আদেশ যদি তারা না মানে তবে বল প্রয়োগে সেই সমাবেশ ভেঙ্গে দেয়া যায়। সহজ বল প্রয়োগে যদি সমাবেশ বা দলকে ছত্রভঙ্গ না করা যায় তবে মেলিটারী ডাকা যায় এবং বে-আইনী সমাবেশ বা দল থেকে অপরাধীকে গ্রেফতার করা যায়

দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা এবং অন্য ক্ষেত্রে ১৫১ ধারা মতে শাস্তি দেয়া যায়।

সমস্যা ৩॥ 'ক' 'খ'-কে নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত কিন্তু উক্ত চার্জে কোন উল্লেখ ছিল না যে, 'ক' কিভাবে 'খ'-কে খুন করেছে। চার্জের আইনগত বৈধতা আলোচনা কর।

সমাধানঃ এই ঘটনার বিবরণ, ফৌজদারী কার্যবিধির ২২৩ ধারার সহিত সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। ফৌজদারী কার্যবিধির ২২৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, যখন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ঘটনার প্রকৃতি এরূপ যে, এই বিধির ২২১ ও ২২২ ধারায় উল্লেখিত তথ্যাবলী দ্বারা আসামীকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে পর্যাপ্তরূপে ওয়াকিবহাল করা যায় না, তখন যে উপায়ে কথিত অপরাধটি করা হয়েছিল, অভিযোগে সেই সম্পর্কে এরূপ তথ্য দিতে হবে, যার ফলে উক্ত ওয়াকেবহাল করার উদ্দেশ্য পর্যাপ্তরূপে সাধিত হতে পারে।

এই মামলায় খ-কে খুন করেছে সেই সম্পর্কে চার্জে কোন কিছু উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক তা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

এই ধারায় (উ) উদাহরণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ক'-এর বিরুদ্ধে কোন বিশেষ সময় ও স্থানে 'খ'-কে হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে। 'ক' কিরূপে 'খ'-কে হত্যা করেছে, অভিযোগে তার বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন নাই।

এইভাবে, এই ধারা মোতাবেক, 'খ'-কে খুনের দায়ে 'ক' এর বিরুদ্ধে যে চার্জ আনা হয়েছে, তার আইনগত বৈধতা যাচাই করার প্রয়োজন নাই।

সমস্যা ৪॥ 'ক' 'খ'-কে বেত দ্বারা আঘাত করে। 'ক'-কে আলাদাভাবে দণ্ডবিধির ৩৫২ এবং ৩২৩ ধারা অনুসারে চার্জ করা ও শাস্তি দেয়া হল। চার্জের আইনগত বৈধতা আলোচনা কর।

সমাধানঃ এই মামলার বিবরণ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫ নং ধারার (২) নং উপধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই ধারার (২)নং উপধারায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কথিত কার্যগুলি যদি এমন একটি অপরাধ সৃষ্টি করে, যা বর্তমানে বলবৎ কোন আইনে যে আইন দ্বারা অপরাধের সংজ্ঞা ও দণ্ড দেয়া হয়, দুই বা ততোধিক পৃথক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হলে উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য অভিযোগ প্রণয়ন করা যেতে পারে; এবং একই মামলায় বিচার করা যেতে পারে।
অতএব, 'ক' অন্যায়ভাবে খ-কে বেত দ্বারা আঘাত করল। 'ক'-কে দণ্ডবিধির ৩৫২ ও ৩২৩ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যেতে পারে। এইভাবে, উপরে উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে ক-এর বিরুদ্ধে চার্জের আইনগত বৈধতা নিম্নরূপ করা যেতে পারে।

সমস্যা ৫॥ ক-কে গুরুতর আঘাতের অভিযোগে চার্জ করা হল আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরবর্তীকালে মারা গেল ক-কে কি পুনরায় অপরাধমূলক নরহত্যার জন্য বিচার করা যেতে পারে?

সমাধানঃ এই মামলার বিবরণ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০৩(৩) ধারার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি তার কোন কাজের দরুন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

উদ্ভূত কোন অপরাধে দণ্ডিত হয় এবং উক্ত কার্য এবং উহার প্রতি ক্রিয়া সমন্বয়ে তদপেক্ষা ভিন্ন ধরণের একটি অপরাধের সৃষ্টি হয়, তখন ঐ পরবর্তী অপরাধের জন্য পরে তার বিচার করা যাবে যদি, যখন সে দণ্ডিত হয়েছিল তখন উক্ত প্রতিক্রিয়া না ঘটে থাকে, বা ঘটেছে বলে আদালত অবহিত না থাকেন।

অতএব, গুরুতর আঘাত করার অভিযোগে ক-এর বিচার করে তাকে দণ্ডিত করা হল। আহত ব্যক্তি পরে মারা গেল। পরে অপরাধজনক প্রাণনাশের দায়ে ক-এর বিচার করা যাবে।

সমস্যা ৬॥ দায়রা আদালতে ঘ-এর অপরাধমূলক নরহত্যার জন্য ক-কে দায়ী ও সাজা দেয়া হল। একই ঘটনার জন্য ক-কে আবার ইচ্ছামূলক খুনের দায়ে বিচার করা যাবে কি?

সমাধানঃ এই মামলার ঘটনা ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০৩(১) ধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন যথাযথ এখ্‌তিয়ারবান আদালতে যখন কোন অপরাধের জন্য কারও একবার বিচার হয়েছে এবং তাকে উক্ত অপরাধের জন্য দণ্ডিত বা উক্ত অপরাধ হতে খালাস দেয়া হয়েছে, তখন উক্ত খালাস বা দণ্ডাদেশ বলবৎ থাকাকালে একই অপরাধের জন্য পুনরায় তার বিচার করা যাবে না। অথবা একই ঘটনা হতে উদ্ভূত অপর কোন অপরাধের জন্যও যে অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে ২৩৬ ধারা অনুসারে একটি পৃথক অভিযোগ আনায়ন করা যেত বা যার জন্য তাকে ২৩৭ ধারা অনুসারে দণ্ডিত করা যেত, পুনরায় তার বিচার করা যাবে না।

এই ধারার বিধানটির মূল বিষয় বস্তু হল একবার দণ্ডিত হলে বা খালাস পেলে একই অপরাধের জন্য পুনরায় কারও বিচার করা যাবে না।

অতএব, 'ক' দায়রা আদালতে অভিযুক্ত হয়ে অপরাধজনকভাবে ঘএর প্রাণনাশের জন্য দণ্ডিত হল। পরে একই ঘটনার ভিত্তিতে ঘ-কে হত্যার দায়ে ক-এর বিচার করা যাবে না।

সমস্যা ৭॥ বিচারে 'ক' খুনের দায় হতে মুক্তি পেল তার বিরুদ্ধে ছিনতাই এর কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, খুন করবার সময় 'ক' ছিনতাইও করেছিল। পরবর্তীকালে 'ক'-এর বিরুদ্ধে ছিনতাই এর অভিযোগ আনায়ন ও বিচার করা চলে কি?

সমাধানঃ আলোচ্য মামলার বিবরণটি ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০৩(২) ধারা সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন অপরাধে দণ্ডিত বা খালাসপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে পরে এমন একটি পৃথক অপরাধের জন্য বিচার করা যেতে পারবে সে অপরাধের জন্য পূর্ববর্তী বিচারে ২৩৫ ধারার (১) উপধারা অনুসারে তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনায়ন করা যেত।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

অতএব, ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, একই ধারায় পরম্পরায় সংঘটিত কতকগুলি কার্য যদি পরস্পরের সহিত এরূপ সম্পর্ক হয় যে, কার্যগুলি একটি মাত্র কাজের সামিল এবং একই ব্যক্তি যদি উক্ত কার্য সম্পর্কিত ব্যাপারে একাধিক অপরাধ করে থাকে, তা হলে এরূপ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে চার্জ করে একটি মাত্র মামলায় তার বিচার করা যেতে পারে।

খুনের অপরাধে 'ক' এর বিচার করা হল এবং খালাস দেয়া হল। তার বিরুদ্ধে ছিনতাই এর কোন অভিযোগ নাই; কিন্তু ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, খুন করবার সময় 'ক' ছিনতাইও করেছিল; এক্ষেত্রে পরে তাকে ছিনতাই এর জন্য অভিযুক্ত ও বিচার করা যাবে।

সমস্যা ৮॥ কোন ম্যাজিস্ট্রেট কি বিচারাধীন মামলা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করতে পারেন?

সমাধানঃ একজন ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৪ ধারার বিধান মতে বিচারাধীন কোন ফৌজদারী মামলা প্রয়োজনবোধে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখতে পারেন।

এই ধারার (১) নং উপধারার বিধানে বলা হয়েছে যে, কোন সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে বা অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত কারণে যদি কোন অনুসন্ধান বা বিচার আরম্ভ স্থগিত রাখা অথবা অনুসন্ধান বা বিচার মূলতবী রাখা প্রয়োজন বা সঙ্গত হয়ে পড়ে, তা হলে আদালত উপযুক্ত মনে করলে কারণ উল্লেখ পূর্বক লিখিত আদেশ দ্বারা যে শর্তে উপযুক্ত মনে করেন সেই শর্তে, যে সময়ের জন্য যুক্তিসঙ্গত মনে করেন সেই সময়ের জন্য উহা বিভিন্ন সময়ে স্থগিত বা মূলতবী রাখতে পারবেন। তবে হাইকোর্ট বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন আদালত কর্তৃক এই ধারায় আদেশটি লিখিত ও হাকিম কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে।

সমস্যা ৯॥ 'ক' খ-এর উপর ছিনতাই' সংঘটিত করে এবং ছিনতাই করবার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে খ-কে আঘাত করে। ক-এর বিরুদ্ধে অপরাধগুলির ভিন্ন ভিন্ন চার্জ আনা হয় এবং সাজা দেয়া হয়। অভিযোগ ও শাস্তির বৈধতা আলোচনা কর।

সমাধানঃ এই ঘটনার বিবরণ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৩ ধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সুস্পষ্ট অপরাধের জন্য পৃথক অভিযোগ প্রণয়ন করতে হবে। এই ধারার বিধান মোতাবেক, ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬ ও ২৩৯ ধারায় উল্লেখিত ক্ষেত্র ব্যতীত কোন ব্যক্তির কোন অপরাধের জন্য একটি পৃথক অভিযোগ হবে এবং এরূপ প্রতিটি অভিযোগের বিচার পৃথকভাবে হবে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

আলোচ্য মামলায় বলা হয়েছে যে, 'ক' খ-এর উপর ছিনতাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে ছিনতাই এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার জন্য 'ক'-এর বিরুদ্ধে অবশ্যই আলাদা অভিযোগ প্রণয়ন করতে হবে।

এইভাবে, এই ধারা অনুসারে 'ক'-এর বিরুদ্ধে আনীত চার্জের ক্ষেত্রে বৈধতা নিরূপন করা যেতে পারে।

সমস্যা ১০॥ 'ক-কে চুরির অপরাধে চার্জ করা হল। দেখা গেল যে, 'ক' বিশ্বাসভঙ্গের বা চোরাই মাল গ্রহণের জন্য তাকে কোন চার্জ করা হল না অথচ শেষোক্ত অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি প্রদান করা হল অভিযোগও শাস্তির বৈধতা আলোচনা কর।

সমাধানঃ এই মামলার ঘটনা ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৭ ধারার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির এক অপরাধে চার্জ করে অন্য অপরাধে দণ্ডিত করা যেতে পারে। এই ধারায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২৩৬ ধারায় উল্লেখিত ক্ষেত্রে আসামীকে যে অপরাধের জন্য চার্জ করা হয়, সাক্ষ্য প্রমাণাদি যদি দেখা যায় যে, সে ভিন্ন অপরাধ করেছে এবং এই ভিন্ন অপরাধের জন্য তাকে উক্ত ধারা অনুসারে চার্জ করা যেত, তা হলে যে অপরাধ সে করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তজ্জন্য তাকে চার্জ করা না হলেও সেজন্য তাকে দণ্ডিত করা যাবে।

অতএব, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে ক-কে শেষোক্ত অপরাধের জন্য অর্থাৎ বিশ্বাসভঙ্গের বা চোরাই মাল গ্রহণের জন্য অবশ্যই শাস্তি প্রদান করা যাবে। কারণ বিচার চলাকালীন অবস্থায় সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে 'ক' যেহেত অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বা চোরাই মাল গ্রহণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু এরূপ অপরাধের জন্য 'ক'-কে বৈধভাবেই শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে যদিও এই অপরাধের জন্য ক-কে চার্জ করা হয় নাই বা এই অপরাধের বর্ণনা চার্জে উল্লেখ ছিল না।

এইভাবে, আলোচ্য মামলায় চার্জের বৈধতা নিরূপণ ও আইনগত বিচার করা হয়েছে।

সমস্যা ১১॥ কোন মোকদ্দমার বিচার আংশিক সম্পন্ন হওয়া অবস্থায় যদি কোন ম্যাজিষ্ট্রেট তার স্থলাবর্তী হন, তবে উক্ত মোকদ্দমা বিচারের জন্য কি নিয়ম অনুসরণ করতে হবে?

সমাধানঃ আলোচ্য ঘটনা ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৫০(১) ধারার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতএব, উক্ত ধারার বিধান মতে, যখন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কোন অনুসন্ধান বা বিচারে সমগ্র বা আংশিকভাবে সাক্ষ্য শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করার পর তাঁর এখ্তিয়ার থাকে

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

না এবং অপর একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন যার এখ্‌তিয়ার আছে ও যিনি তা প্রয়োগ করেন, তখন এরূপ নবাগত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য, অথবা আংশিকভাবে পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ ও আংশিকভাবে তার নিজের লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য অনুসারে কাজ করতে পারবেন; অথবা তিনি সাক্ষীদের পুনরায় তলব করে অনুসন্ধান বা বিচার পুনরায় শুরু করতে পারবেনা; তবে–

স্থলাভিষিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট যদি অভিমত পোষণ করেন যে, সাক্ষীদের মধ্যে কোন একজনের সাক্ষ্য পূর্বেই লিপিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ন্যায়বিচারের স্বার্থে তার আরও জবানবন্দী গ্রহণ করা প্রয়োজন, তবে তিনি এরূপ যে-কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব করবেন এবং তার অনুমতিক্রমে উক্ত সাক্ষীর আরও জবানবন্দী, জেরা ও পুনঃ জবানবন্দী, যদি তাকে, গ্রহণের পর সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া হবে

সমস্যা ১২॥ একজন সহকারী দায়রা জজ এক ব্যক্তিকে তিন বৎসর কারাদণ্ড প্রদান করলেন। এক্ষেত্রে আপীল দায়ের করা যায় কি? যদি যায় তবে কার নিকট?

সমাধানঃ আলোচ্য ঘটনা ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০৮ ধারায় বর্ণিত বিধানের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত ধারা মতে, সহকারী দায়রা জজ কর্তৃক বিচারে তিন বৎসর কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে দায়রা আদালতে আপীল করতে পারবেন।

সমস্যা ১৩॥ একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এক ব্যক্তিকে সাজা দিলেন এবং ২৫ টাকা জরিমানা করলেন। এক্ষেত্রে আপীল দায়ের করা যায় কি? যদি যায় তবে কার নিকট?

সমাধানঃ আলোচ্য ঘটনা ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১৭-ক(২) ধারার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত ধারা মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২৫ টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে ফরিয়াদী দণ্ডের অপর্যাপ্ততার হেতুতে আপীল আদালতে আপীল দায়ের করতে পারবে:

তবে দণ্ডাদেশ হওয়ার তারিখ হতে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন আপীল আদালতে আপীল গ্রাহ্য হবে না।

সমস্যা ১৪॥ একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এক ব্যক্তিকে সাজা দিলেন ও ৫০ টাকা জরিমানা করলেন। এক্ষেত্রে আপীল দায়ের করা যায় কি?

সমাধানঃ আলোচ্য ঘটনা ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১৩ ধারায় বর্ণিত বিধানের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। এই ধারায় বর্ণিত বিধান মতে, একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক ৫০ টাকা জরিমানা করলে এক্ষেত্রে কোন আপীল করা যাবে না।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সমস্যা ১৫॥ বাংলাদেশ দণ্ড বিধি আইনের ১২৪-ক ধারা মতে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এক ব্যক্তির ছয় মাসের কারাদণ্ড দিলেন। উক্ত ক্ষেত্রে আপীল দায়ের করা যায় কি? যদি যায় তবে কার নিকট?

সমাধানঃ আলোচ্য ঘটনা ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০৮ ধারার (গ) দফার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। এই ধারায় বর্ণিত বিধান মতে যখন কোন ব্যক্তি কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় বর্ণিত বিধান মতে দণ্ডিত হয়, তখন তাকে হাইকোর্টে আপীল করতে হবে।

সমস্যা ১৬॥ 'ক' ব্যভিচার উদ্দেশ্যে গ-এর স্ত্রী খ-কে প্রলোভন করে নিয়া যায় এবং তার সঙ্গে ব্যভিচার করে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারায় ক-কে অভিযুক্ত করা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয়। অভিযোগ ও শাস্তির বৈধতা আলোচনা কর।

সমাধানঃ আলোচ্য ঘটনা ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫(২) ধারার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, পর পর সংঘটিত কতকগুলি কার্য যদি পরস্পরের সহিত এরূপ সম্পর্কযুক্ত হয় যে, কার্যগুলি একটি মাত্র কার্যের সামিল এবং একই ব্যক্তি যদি উক্ত কার্য সম্পর্কিত ব্যাপারে একাধিক অপরাধ করে থাকে, তা হলে এরূপ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রণয়ন করে একটি মাত্র মামলায় তার বিচার করা যেতে পারে।

যেহেতু 'ক' অবৈধ সঙ্গমের উদ্দেশ্যে গ-এর স্ত্রী খ-কে গ-এর নিকট হতে ফুসলিয়ে নিয়ে গেল এবং তার সহিত অবৈধ সঙ্গম করল। ক-এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারা অনুসারে পৃথকভাবে অভিযোগ প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং উহার জন্য তাকে দণ্ডিত করা যেতে পারে।

সমস্যা ১৭॥ একটি থানার অফিসার ইনচার্জ সংবাদ পেলেন যে,

ক) 'ক' আত্মহত্যা করেছে; এবং

খ) 'খ' এর এমন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে যে, তা হলে স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ জাগে যে, অপর কোন ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কাজ করেছে।

উপরোক্ত অবস্থায় কার দ্বারা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং কোন পদ্ধতিতে তা বর্ণনা কর।

সমাধানঃ আলোচ্য ঘটনায় উল্লেখযোগ্য, মৃত্যুর সংবাদ পেলে পুলিশ অফিসার সেখানে যাবেন এবং লাশের সুরতহাল প্রণয়ন করবেন। এই সুরতহাল খুব মূল্যবান দলিল। মৃত্য ব্যক্তির শরীরে দৃশ্যমান সকল আঘাতের পরিচয় এতে লিখা থাকে।

ডাক্তার লাশের ময়না তদন্ত করেন। ডাক্তারের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে অভিমত থাকে। এই প্রসঙ্গে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৪ ধারায় বলা হয়েছে যে,

(১) কোন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অথবা এই সম্পর্কে সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাবান অপর কোন পুলিশ অফিসার যদি সংবাদ পান যে, কোন ব্যক্তি—

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

ক) আত্মহত্যা করেছে, অথবা

খ) অপর কোন ব্যক্তি বা কোন প্রাণী কর্তৃক বা কোন যন্ত্র দ্বারা বা কোন দুর্ঘটনার ফলে নিহত হয়েছে, অথবা

গ) এরূপ পরিস্থিতিতে মারা গিয়াছে, যার ফলে যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহ হতে পারে যে, অপর কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করেছে তা হলে অবিলম্বে সুরতহাল তদন্তের জন্য ক্ষমতাবান নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটকে উহা জানাবেন এবং সরকারের নির্ধারিত কোন বিধি অথবা চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, জিলা বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা অন্যরূপ নির্দেশিত না হয়ে থাকলে যেখানে উক্তরূপে মৃত্য ব্যক্তির লাশ রয়েছে, সে স্থানে গমন করবেন এবং সেখানে স্থানীয় দুই বা ততোধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে তদন্ত করবেন এবং মৃত্য ব্যক্তির দেহে ক্ষত, ভেঙ্গে বা মচকিয়ে যাবার দাগ, আঁচড়িয়ে যাওয়ার দাগ ও অন্যান্য আঘাতের চিহ্ন বর্ণনা করে এবং যে উপায়ে বা অস্ত্র বা যন্ত্র দ্বারা উক্ত চিহ্নে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়, উহার উল্লেখ করে আপাত দৃষ্টিতে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে সরকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে শত্রুর তৎপরতার ফলে কারও মৃত্যু হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে এই উপধারা অনুসারে কোন তদন্ত করা বা রিপোর্ট প্রণয়ন করা বা সুরতহাল করবার ক্ষমতা সম্পন্ন কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে সংবাদ দেয়া প্রয়োজন হবে না।

(২) উক্ত পুলিশ অফিসার ও উপস্থিত ব্যক্তিগণ, অথবা তাদের মধ্যে যারা রিপোর্ট সম্পর্কে একমত হন তারা প্রতিবেদনটিতে স্বাক্ষর দান করবে এবং উহা সঙ্গে সঙ্গে চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(৩) মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে অথবা অপর কোন কারণবশত পুলিশ অফিসার প্রয়োজন বোধ করলে এই সম্পর্কে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি সাপেক্ষে তিনি লাশটি পরীক্ষার জন্য নিকটতম সিভিল সার্জন বা সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করবেন, তবে আবহাওয়ার অবস্থা ও দূরত্বের জন্য লাশটি যদি এরূপভাবে পঁচে যাওয়ার আশংকা থাকে, যার ফলে লাশ পরীক্ষা করা অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে, তা হলে উহা প্রেরণ করার প্রয়োজন নাই।

(৪) নিম্নলিখিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ সুরতহাল তদন্ত পরিচালনার জন্য ক্ষমতাবান, যথাঃ চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকার বা জিলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই বিষয়ে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেট।

এই আইনের ১৭৫(১) ধারায় বলা হয়েছে কোন পুলিশ অফিসার ১৭৪ ধারা অনুসারে কার্য সম্পাদনের সময় উক্ত তদন্তের উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত মতে দুই বা

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

তত্তোধিক ব্যক্তিকে লিখিত আদেশ দ্বারা তলব করতে পারেন। এরূপে আহূত প্রত্যেকটি লোক হাজির হতে এবং সমস্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে বাধ্য থাকবেন, তবে যে সকল প্রশ্নের জবাব তাকে কোন ফৌজদারী অভিযোগ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির সম্ভাবনায় ফেলতে পারে, সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি বাধ্য থাকবেন না।

(৫) তাদের তথ্য হতে যদি এরূপ কোন অপরাধ প্রকাশ না পায়, তা হলে উক্ত ব্যক্তিগণকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হবার জন্য পুলিশ অফিসার নির্দেশ দিবেন না।

❖ নিম্নবর্ণিত মামলায় অভিযোগ গঠন ও সাজা প্রদানের বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা কর?

[ক] ক, খ এর উপর দস্যুতা করলো এবং দস্যুতা করাকালে ইচ্ছাকৃতভাবে খ-কে আঘাত করলো। ক-এর বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ গঠন করে তাকে সাজা প্রদান করা হলো।

[খ] ক এর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ গঠন করা হল। কিন্তু ইহা প্রতীয়মান হয় যে, সে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ এবং চুরির মাল গ্রহণের অপরাধ করেছে। তবে তার বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগ গঠন করা হল নাৎসাত্ত্বেও তাকে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ এবং চুরির মাল গ্রহণের অপরাধে সাজা প্রদান করা হল।

[গ] ক অন্যায়ভাবে খ কে একটি চাবুক দ্বারা আঘাত করলো। ক-কে দণ্ডবিধির ৩৫২ ও ৩২৩ ধারায় পৃথকভাবে অভিযুক্ত করা হল এবং সাজা প্রদান করা হল।

[ক] ক, খ এর উপর দস্যুতা করলো এবং দস্যুতা করাকালে ইচ্ছাকৃতভাবে খ-কে আঘাত করলো। ক-এর বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ গঠন করে তাকে সাজা প্রদান করা হলো।

উপরোক্ত সমস্যাটি ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫(৩) ধারার একটি উদাহরণ মাত্র। এ উপধারাটিতে বলা হয়েছে যে, কতকগুলি কার্যের মধ্যে একটি কার্য যদি এককভাবে বা একধিক কার্য যদি একত্রে একটি অপরাধ সৃষ্টি করে, তা হলে উক্ত অপরাধসমূহে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত মিলিত কার্যসমূহের অপরাধ বা একটি কার্যের একক অপরাধ বা সংযুক্ত একাধিক কার্যের অপরাধের জন্য চার্জ করা যেতে পারে এবং একই মোকদ্দমায় তার বিচার হতে পারে। সুতরাং আলোচ্য সমস্যায় ক এর বিরুদ্ধে দস্যুতা ও আঘাত করার জন্য পৃথক অভিযোগ গঠন করে সাজা প্রদান করা আইনত হয়েছে।

[খ] ক এর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ গঠন করা হল। কিন্তু ইহা প্রতীয়মান হয় যে, সে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ এবং চুরির মাল গ্রহণের অপরাধ করেছে। তবে তার

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধসূহের অভিযোগ গঠন করা হল না তৎসত্ত্বেও তাকে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ এবং চুরির মাল গ্রহণের অপরাধে সাজা প্রদান করা হল।

আলোচ্য সমস্যাটি ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৭ ধারার একটি উদাহরণ। এ ধারায় বলা হয়েছে যে, আসামীকে যে অপরাধের জন্য চার্জ করা হয়, সাক্ষ্য প্রমাণে যদি দেখা যায় যে, সে ভিন্ন অপরাধ করেছে এবং এ ভিন্ন অপরাধের জন্য তাকে উক্ত ধারা অনুসারে চার্জ করা যেত, তা হলে যে অপরাধ সে করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তজ্জন্য তাকে চার্জ করা না হলেও সেজন্য তাকে দন্ডিত করা যাবে।

সুতরাং উল্লেখিত ক্ষেত্রে ক-এর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ ও চোরাইমাল গ্রহণের অভিযোগ গঠন না করে তাকে যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে উহা অত্র ধারা মোতাবেক আইনত হয়েছে বলে ধরা যায়।

[গ] ক অন্যায়ভাবে খ কে একটি চাবুক দ্বারা আঘাত করলো। ক-কে দণ্ডবিধির ৩৫২ ও ৩২৩ ধারায় পৃথকভাবে অভিযুক্ত করা হল এবং সাজা প্রদান করা হল।

এ সম্পর্কিত বিধানাবলী ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫(২) ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, অভিযোগকৃত কার্যগুলি যদি এমন একটি অপরাধ সৃষ্টি করে, যা বর্তমানে বলবত এমন কোন আইনের যদ্বারা অপরাধের সংজ্ঞা ও দণ্ড দেয়া হয়, দুই বা ততোধিক পৃথক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হলে উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য চার্জ করা যেতে পারে এবং একই মামলায় বিচার করা যেতে পারে।

সুতরাং অত্র ধারা অনুযায়ী খ-কে অন্যায়ভাবে চাবুক মারার জন্য ক কে দণ্ডবিধির ৩৫২ এবং ৩২৩ ধারায় অভিযুক্ত করে শাস্তি প্রদান করা আইনসম্মত হয়েছে।

❖ নিম্নলিখিত অভিযোগ ও শাস্তির বৈধতা আলোচনা করঃ

[ক] ক ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে গ এর স্ত্রী খকে প্রলোভন করে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে ব্যভিচার করে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারায় ক কে অভিযুক্ত করা হলো এবং শাস্তি দেয়া হলো।

[খ] ১৯৯১ সালের ২১শে জানুয়ারী খোদা বক্সকে হত্যা করার দায়ে ক-কে অভিযুক্ত করা হয় প্রকৃতপক্ষে নিহত ব্যক্তির নাম হায়দার বক্স ছিল এবং হত্যার তারিখ ছিল ২০শে জানুয়ারী ১৯৯১। উক্ত চার্জের উপর ক এর বিচার ও শাস্তি হয়। উক্ত হত্যা ছাড়া ক অন্য কোন হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয় নি। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত শুনেছিল এবং ইহা একান্তভাবেই হায়দার বক্সের হত্যার সম্পর্কে ছিল।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

[গ] চুরির অপরাধে ককে অভিযুক্ত করা হলো। ইহা দেখা গেল যে, সে আমানতের অপরাধ মূলক বিশ্বাস ভঙ্গ বা চোরাই মাল গ্রহণের অপরাধের দোষে দোষী। উক্ত অপরাধের কোন চার্জ তার বিরুদ্ধে না থাকা সত্বেও তাকে উক্ত অপরাধে শাস্তি দেয়া হলো।

[ক] ক ব্যভিচার করার উদ্দেশ্যে গ-এর স্ত্রী খ-কে প্রলোভিত করে নিয়ে যায় এবং তার সাথে ব্যভিচার করে। উক্ত অপরাধটির জন্য দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারায় তাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং দন্ডিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সমস্যাটি ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫ ধারার (১) উপধারার একটি উদাহরণে বর্ণিত আছে। উক্ত উপধারায় বলা হয়েছে যে, একই ধারা পরম্পরায় সংঘটিত কতগুলি কার্য যদি পরস্পরের সহিত এরূপ সম্পর্ক যুক্ত হয় যে, কার্যগুলি একটিমাত্র কার্যের শামিল এবং একই ব্যক্তি যদি উক্ত কার্য সম্পর্কিত ব্যাপারে একাধিক অপরাধ করে থাকে, তা হলে এরূপ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে চার্জ করে একটিমাত্র মামলায় তার বিচার করা যেতে পারে। উপরোক্ত ধারা মোতাবেক, এক্ষেত্রে ব্যভিচারের জন্য দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা এবং অন্যের স্ত্রীকে প্রলোভন দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ৪৯৮ ধারায় অভিযুক্ত করে বিচার ও দণ্ড প্রদান করা যেতে পারে।

[খ] নরহত্যার অভিযোগে ক-কে অভিযুক্ত করা হয়। চার্জে নিহত ব্যক্তির নাম এবং হত্যার তারিখ সংক্রান্ত তথ্য ভুল করে দেখানো হয়, যদিও উক্ত ঘটনাটি ঘটনাটি সত্য ছিল। ফৌজদারী কার্যবিধির ২২৫ ধারা অনুযায়ী এধরনের ভুল নগণ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ সম্পর্কে এ ধারায় বলা হয়েছে যে, চার্জে অপরাধের বর্ণনা বা অপর কোন তথ্য পরিবেশনের সময় কোন ভুল হলে বা কোন কিছু বাদ পড়লে তা যদি আসামীর বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও ন্যায়বিচার ব্যাহত না করে, তা হলে তা মোকদ্দমার কোন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যাবে না। উপরোক্ত ধারার বিশ্লেষণে বলা যায়, ক-এর বিরুদ্ধে আনীত চার্জশীট ভ্রমাত্মক হলেও উক্ত চার্জের উপর ক-এর বিচার ও শাস্তি বৈধ।

[গ] ক-কে চুরির অপরাধে চার্জ করা হল। কিন্তু দেখা গেল যে সে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে বা চোরাইমাল গ্রহণ করেছে। উক্ত অপরাধে চার্জ করা না থাকলেও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও চোরাইমাল গ্রহণের দায়ে তাকে দন্ডিত করা যাবে।

এ সম্পর্কিত বিধানাবলী ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৬ ও ২৩৭ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। ২৩৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি একটিমাত্র কার্য অথবা ধারাবাহিক কতিপয় কার্য এরূপ প্রকৃতির হয় যে, যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ করা যায় তার ভিত্তিতে কতিপয় অপরাধের মধ্যে কোন্‌টি সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, তা হলে আসামীকে এরূপ সকল অথবা কোন একটি অপরাধে চার্জ করা যেতে পারে এবং এরূপ যেকোন

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks :-www.facebook.com/tanbir.ebooks

সংখ্যক চার্জের বিচার একই সময়ে হতে পারে; অথবা তাকে উক্ত অপরাধসমূহের মধ্যে যে কোন একটি র জন্য বিকল্পভাবে চার্জ করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, ২৩৬ ধারায় উল্লেখিত ক্ষেত্রে আসামীকে যে অপরাধের জন্য চার্জ করা হয়, সাক্ষ্য-প্রমাণে যদি দেখা যায় যে, সে ভিন্ন অপরাধ করেছে এবং এই ভিন্ন অপরাধের জন্য তাকে উক্ত ধারা অনুসারে চার্জ করা যেত, তা হলে যে অপরাধ সে করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তজ্জন্য তাকে চার্জ করা না হলেও সেজন্য তাকে দন্ডিত করা যাবে।

এভাবে, এ ধারার সংজ্ঞানুসারে ক-কে শেষোক্ত অপরাধের অভিযোগে বৈধভাবেই শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে।

Library of free ebooks:www.tanbircox.blogspot.com

Useful Bangla eBooks | www.facebook.com/tanbir.ebooks

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ৮, ২০০৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪শে কার্তিক, ১৪১১/৮ই নভেম্বর, ২০০৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪শে কার্তিক, ১৪১১ মোতাবেক ৮ই নভেম্বর, ২০০৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৪ সনের ২৪ নং আইন

The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন ;

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।— এই আইন The Penal Code (Amendment) Act, 2004 নামে অভিহিত হইবে।

২। **Act XLV of 1860 এর section 82 এর সংশোধন**।—The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 82 এর, উপান্তটীকাসহ, দুইবার উল্লিখিত, "seven" শব্দের পরিবর্তে, উভয়স্থানে, "nine" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **Act XLV of 1860 এর section 83 এর সংশোধন**।—উক্ত Act এর section 83 এর, উপান্তটীকাসহ, দুইবার উল্লিখিত, "seven" শব্দের পরিবর্তে, উভয়স্থানে, "nine" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

খন্দকার ফজলুর রহমান
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

(৭১৫৭)
মূল্য : ঢাকা ১.০০

Library of free ebooks www.tanbircox.blogspot.com